Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] আষাঢ় ১৩২৩ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীকালীপদ নস্কর দ্বারা মুদ্রিত।

ভ্রম-সংশোধন।

প্রেসের অনবধানতা বশতঃ উৎসবের আষাঢ়-সংখ্যার ৭০ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইন হইতে ১৩ লাইন পর্য্যন্ত যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে, মূল প্রবন্ধের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিবেন।

প্রকাশক।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩।।০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্ত ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্ম চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব ।

——:•:——

আত্মারামায় নমঃ ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

... বর্ষ ।]　　১৩২৩ সাল, আষাঢ় ।　　[৩য় সংখ্যা ।

পর্ব্বতবক্ষে নির্ঝরিণী ।

দর্শনে ।

ভরি ·

আবেগ চঞ্চল, কলকল চলচ্চল
মানস তটিনী !
বহত গঙ্গা পরতরঙ্গা, সুপবিত্র
মন্থর গামিনী ।

হৃদি— হর-জটাজুট-বিহরিত, উল্লসিত
পর্ব্বত-অঙ্কিনী !
বহ ধীর-সমীরে, নামধ্বনি-পরশে
সরস-বাহিনী ।

কভু— ভাব-কুমুদ-বিকশিত অঙ্গ-তরঙ্গে,
মধুর ভাষিণী !
মরি জ্যোৎস্না-পুলকিত চন্দ্রমা-চর্চ্চিত
শিব সোহাগিনী ।

এস— অনাথ এ আতুরে মুক্তি বিলাইতে
পতিতপাবনি।
উছল তরঙ্গে মুকুতা-ভঙ্গে, চরণে
চকিত দামিনী।
কত— বোলাওত হর হর, জীবে শিখাওত
ভব মুক্তি দায়িনী;
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাওত গাওত ভকত
ব্রহ্ম-পরমবাণী॥

ভবানীপুর।

দশহরা।

"ইয়ং গঙ্গা অহং ম্রিয়ে" এই গঙ্গা আর আমি মরিতেছি—এই অনুভূতি লইয়া যিনি গঙ্গাজলে তনুত্যাগ করেন তাহার মুক্তিলাভ হয়, শাস্ত্র ইহাই বলেন। এই তনুত্যাগ ব্যাপারটি কিরূপ? যে মৃত্যুর নাম শুনিবা মাত্র প্রাণ শিহরিয়া উঠে—যে মৃত্যু আসিলে আসক্তির জিনিষগুলির সহিত চিরবিচ্ছেদ হইবে, ইহা ভাবিয়া প্রাণ ব্যাকুল হয়—যে মৃত্যুর আগমনে সংসারবাসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘুচিয়া যায়—সেই মৃত্যু এই তনুত্যাগের অপর নাম। আবশ্যক হইলে শ্রীগুরু চরণাশ্রিত সাধক হাসিতে হাসিতে স্বেচ্ছায় ও স্ববশে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত দেহত্যাগ করেন, তাই প্রাণ-প্রয়াণ তাঁহার বড় আনন্দের উৎসব। আর ঈশ্বর-বিমুখী জীব কাঁদিতে কাঁদিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় ও অবশভাবে মরণ-মূর্চ্ছার কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। তনুত্যাগ তাহার পক্ষে বিভীষিকাময় মৃত্যু। এই যে শাস্ত্র অধ্যয়ন, এই যে সৎসঙ্গ, এই যে কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহা সকলই সেই শেষ-উৎসবের জন্য।

হায়! এই উৎসবের জন্য ত আমি তেমন করিয়া প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। জানি না কোন অবস্থায়, কোন সময় ডাক পড়িবে, তখন ত আমাকে নিতান্ত দীনহীনের মত—নিতান্ত অনাথজনের মত কোন্ এক অজানা দেশের অভিমুখে একাকী যাইতে হইবে। যখন আত্মীয় স্বজন সকলেই "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" শুনাইয়া বিদায় দিবে, হায়! তখন কি হইবে? "বাতুল কিং তব নাস্তি নিয়ন্তা"

মূঢ় বাতুল! তোমার কি কোন নিয়ন্তা নাই? বিদায় কালে ঐ যে নাম শুনাইয়া বিদায় দিল—গঙ্গা—নারায়ণ—ব্রহ্ম। ঐ যে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা—ঐ যে মা আমার কুল্ কুল্ ধ্বনি করিতে করিতে কি যেন কি বলিয়া যাইতেছেন, ঐ যে মা আমার বলিতেছেন—"মা ভৈঃ—মা ভৈঃ"। তুচ্ছ জীব! সকলেই তোমাকে বিদায় দিয়া চলিয়া গেল বটে কিন্তু তোমার শেষ চিতাভস্ম ত আমার বক্ষেই রাখিয়া গেল। আমি তোমাকে বুকে করিয়া সুখের সাগরে লইয়া যাইব।

মা অভয়ে! তোমার এই অভয় বাণী কি আমার জন্য নয়?

সুরধুনি মুনিকন্যে! তারয়েঃ পুণ্যবন্তঃ।
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্॥

"মা! সুরধনি, তুমি পুণ্যবানকেই উদ্ধার করিয়া থাক; কিন্তু সেত নিজের পুণ্যবলেই তরিয়া যায়, তাহাতে তোমার কি মহত্ত্ব আছে মা! যদি এই গতিবিহীন মহাপাপী আমাকে উদ্ধার কর তবেই জগতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় এবং সেই মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব।"

মা! তোমার কৃপায় সাধু মহাজন মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করিয়া যায় বটে—কিন্তু তাহাদের নিজের সাধনাও ত আছে। তাঁহাদের নিজের সাধনা পুরুষকার এবং তোমার কৃপা দৈবরূপে কার্য্য করে। আমার মত মহাপাপীকে—আমার মত "নিজহাতে গড়া করম প্রাচীরে" আবদ্ধ জীবকে যদি তুমি কৃপা কর তবেই না তোমার মহত্ত্ব—তবেই না তোমার পতিতপাবনী নামের সার্থকতা। মা! করুণাময়ি! তুমি অন্তিমে করুণা করিবে সত্যকথা কিন্তু আমি ত তখন তাহা অনুভব করিতে পারিব না। মরণ মূর্চ্ছায় আমার সব ভুল হইয়া যাইবে। তাই তোমার করুণার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া দাও না!

মা! অদ্য এই ভগীরথ-দশমী তিথিতে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি তোমার পূত-সলিলে অবগাহন করিতেছি, আমাকে দশাবিধ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দাও।

বিষ্ণুরোম তৎসদস্ত জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লেপক্ষে দশম্যাস্তিথৌ * * গোত্রঃ

* * * * * শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ দশবিধ পাপ-ক্ষয়ার্থং অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবাচ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্য মনৃতঞ্চৈব পৈশুণ্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধং॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্ট-চিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্ত জাহ্নবি!
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥
বিষ্ণুপাদার্ঘ্য সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥

মা! কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই দশ বিধ পাপের ফলে আমার সত্ত্বগুণের উদয় হয় না বলিয়া আমার যথার্থ ঈশ্বর-প্রণিধান হয় না। মা! আমাকে এই দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দাও। আমার মমতার বন্ধন ছিন্ন হোক। আমার "সাধের কাজল" মুছিয়া যাক। হায় বন্ধন! হায় কর্ম্মের বোঝা! "প্রসাদ বলে বোঝা নামা ক্ষণেক জিরাই" মায়ের নিকট এই নিবেদন জানাইয়া রামপ্রসাদ কতই না কাঁদিয়াছিলেন। এযে বড় বিষম বোঝা! অন্য বোঝা ভূমিতলে নামাইয়া একটু বিশ্রাম করা যায় কিন্তু এবোঝা গণ্ডমালা রোগীর গলগণ্ডের (ঘ্যাঘ্) মত, শ্লীপথ রোগীর শ্লীপথের (গোদ) মত। এই বোঝা সব সময়েই চাপিয়া আছে। তাই দুঃখী জীব সর্ব্বদাই ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত।

মা! সেদিন আমার কবে হবে যে দিন তোমার কৃপায় আমার সংসার-মোহ-পাশ কাটিয়া যাইবে। আর

ভাগীরথি! ভবতীরে নীরমাত্রাশনোঽহং।
বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ কৃষ্ণ মারাধয়ানি॥

মা ! সে দিন কবে হবে যে দিন আমার বিষয় তৃষ্ণা দূর হইয়া যাইবে আর আমি তোমার অমৃত জলবিন্দু পানে ক্ষুৎ-পিপাসা অনায়াসে দমন করিব। তোমার তীরে বসিয়া সর্ব্বদা ভগবদারাধনা করিতে পারিব।

মা ! এইরূপ বিধিমত নিত্য উপাসনা করিতে করিতে কবে আমার দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইবে এবং আতিবাহিকতা লাভ হইবে ? যখন বিষ্ঠাকৃমিময় এই দেহটা তোমার জলে ফেলিয়া দিয়া আতিবাহিক দেহে তোমার সঙ্গে তোমার উৎপত্তি-স্থানে যাইতে পারিব। আর যাইবার কালে আমি দেখিব—

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃকবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটাম্বুলুলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং ॥

আমার পরিত্যক্ত জীর্ণ দেহটা কখনও কাক পক্ষী দ্বারা নিষ্কুষিত, কখনও কুকুরের কবলে পতিত, কখনও তোমার তরঙ্গ দ্বারা আন্দোলিত, কখনও স্রোতবেগে চলিত কখনও বা তীরপ্রদেশে পুনঃ উৎক্ষিপ্ত এবং গোমায়ু দ্বারা লুণ্ঠিত হইবে। দর্শবিধ পাপঘ্নি মৎপরিত্যক্ত দেহের এই পরিণাম দেখিয়া মনে হইবে, মা সত্য সত্যই তুমি অভয়া। তাই মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া আশ্বাস দিয়া থাক। এই যে "অত্যন্ত মলিনো দেহঃ" ইহা ত্রিতাপে বড়ই তপ্ত হইয়াছিল তাই ইহার সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করায় আতিবাহিক দেহেও যেন সেই তাপ লাগিয়াছে। গান থামিয়াছে কিন্তু উহার ঝঙ্কার যেন কানে বাজিতেছে ! তাই "দিব্য স্ত্রীকর চারু চামর মরুৎ সংবীজ্যমানঃ কদা" তোমার প্রেরিত দেবকন্যাগণ সুন্দর নিপুণ হস্তে চামর ব্যজন করিতে করিতে আমার জ্বালা জুড়াইয়া দিবে। তার পরে সপ্তাবরণ ভেদ করিয়া তোমার উৎপত্তি-স্থানে পৌঁছিলে যখন তুমি তোমার স্বরূপ আমাকে বুঝাইয়া দিয়া উহাতে লীন হইয়া যাইবে তখন আমিও জানিনা কি এক কৌশলে আমার পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলিব আর আমার শত জন্মের সাধ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। মা ! সে দিন আমার কবে হবে ?

শ্রীগুরুদাস।

নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্ম একদেশে যেন মায়াখণ্ডিত মত বোধ হয়েন। সঙ্কল্প দেহ বিশিষ্ট অখণ্ডের খণ্ডভাব মত যে পুরুষ তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্থূল দেহ নাই। তাঁহার একটি মাত্র দেহ। সেই দেহকে বলে চিত্তশরীর, অতিবাহিক দেহ বা সঙ্কল্প দেহ। এই আতিবাহিক দেহধারী সঙ্কল্পময় পুরুষই ব্রহ্মের আদি বিবর্ত্ত। ইনিই সমষ্টি মন। সমষ্টি মন ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলে স্থূল দেহ ধারণ করে। সমষ্টি মন আতিবাহিক কিন্তু ব্যষ্টিমন সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ বিশিষ্ট। ব্রহ্মার স্থূল শরীর নাই স্থূলে অহং বোধও নাই সেইজন্য তাঁহার চিত্তশরীরে কোন সংস্কার থাকে না। মহাপ্রলয়ে তিনি বিদেহ মুক্ত হইলেও ব্যষ্টি যে সমস্ত জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে তাহাদের মরণ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে অপ্রবুদ্ধ মনের সঙ্কল্প বিকল্প নাশ হইবে কিরূপে? কাজেই তাহাদের জনন মরণ স্মৃতিমূলক।

মরণ মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প অল্প, যে অস্পষ্ট সৃষ্টির ভাব উদিত বা অঙ্কিত হয় তাহাই সমষ্টি জীব স্বরূপ অতিবাহিক ব্রহ্ম হইতে বিশ্বসৃষ্টির কারণ।

শ্রীগীতার এই উক্তির সহিত শ্রীভগবান সমস্ত করেন বা করান "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন্সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদি উক্তির ত বিরোধ হয়। আমার প্রশ্ন এই ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কি রোগী এই দারুণ যাতনা পাইতেছে?

সকল কর্ম্মের কর্ত্তা কি ঈশ্বর? তিনিই কি কর্ম্ম করেন? তিনিই কি সমস্ত করান?

কর্ম্ম করেন প্রকৃতি কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মা অজ্ঞানে ভাবেন তিনিই কর্ত্তা। এই অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মা—অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়াই পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক ভাবনা করে, করিয়া ক্লেশ পায়। এই অহঙ্কার বিমূঢ় জীবই আবার সাধন ভজন দ্বারা নিজের অহঙ্কারটি বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত এক হইতে পারে। অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া জীব যে সমস্ত কার্য্য করে—ঈশ্বর সেই সমস্ত কর্ম্মের

ফলদাতা। দেহী—অহঙ্কার মুক্ত আত্মাই—পরমাত্মা পরমেশ্বর। তিনি কিছুই করেন না, করানও না। তিনি আছেন বলিয়া কিন্তু প্রকৃতি কর্ম্ম করেন সেইজন্য ঈশ্বর কর্ত্তা না হইয়াও কর্ত্তা। তথাপি যেখানে দেখা যায় ঈশ্বর বলিতেছেন আমি ক্রূরকর্ম্মা মনুষ্যকে অজস্র নরকে নিক্ষেপ করি সেখানে তিনি তাঁহার শক্তির কার্য্যকে নিজের কার্য্য ভাবিয়াই এইরূপ বলেন। তিনি তাঁহার সত্ত্বগুণময়ী শক্তি হইতে অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ ইহা বুঝিলেই বুঝা যায়। প্রকৃতির কার্য্যকেও পুরুষের কার্য্য বলা যাইতে পারে। মোটা কথা এই জীব অজ্ঞানে নানাপ্রকার কর্ম্ম করে আর ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মফল দিয়া কর্ম্মের ফলগুলি ভোগ করাইয়া—তাহার দুষ্কৃতির খণ্ডন করাইয়া দিয়া থাকেন। জীব অজ্ঞানে বহুবিধ কর্ম্ম করে কিন্তু দয়াময় সেই কর্ম্মগুলি ভোগ করাইয়া আবার তাহাকে নির্ম্মল করিয়া দেন।

তারপর যাতনা যে হয় ইহা কি? যে যত অজ্ঞান হইবে তাহাকে ততই যাতনা ভোগ করিতে হইবেই। জীব যিনি তিনি আত্মা। কিন্তু তিনি আপনাকে চেতন আত্মা না ভাবিয়া যদি তিনিই দেহ এইরূপ ভাবনা করেন তবে অসৎসঙ্গের জন্য তাঁহার ক্লেশত হইবেই। আপনার নির্ম্মল অসঙ্গ স্বভাব ভুলিয়া দেহটাকে সুখী করিবার জন্য যিনি জীবন ভরিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহার ক্লেশ ত হইবেই। দেহকে ক্ষণিক সুখ দিবার জন্য যত যত আয়োজন করা যায়, লৌহশলাকা দ্বারা আত্মা যেন দেহের সহিত তত বিদ্ধ হয়েন। কাজেই মৃত্যুকালে দেহের যাতনায় জীব ঐরূপ কাতর ত হইবেই। অন্যপক্ষে জীব যদি দেহের সুখ বা দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের নির্ম্মল অসঙ্গ স্বরূপে স্থিতি লাভের জন্য চেষ্টা করে সমস্ত জীবন ধরিয়া দেহের সুখ দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়া যাইতে পারে তবে মৃত্যুকালে তাহার যাতনা কেন হইবে? যাঁহারা ভক্ত—তাঁহারাও যদি দেহের সুখ দুঃখকে পূর্ব্বে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের মৃত্যুকালে সেই অজ্ঞান জনিত দেহাত্ম বোধটুকু সরাইবার জন্য যে কষ্টটুকু আবশ্যক তাহাত হইবেই। কিন্তু শ্রীভগবান এতই করুণা করেন যে অন্তিমে ভক্তকে আপন নাম করাইয়া লইয়া নিজের স্বরূপ প্রদান করেন, করিয়া আপনার স্থানে তাহার স্থিতি বিধান করেন। ভক্ত অন্তিমে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার লোকে গমন করেন, তাঁহার স্বারূপ্য লাভ করেন—এই কথা ভাবনা করিলে আর শোকের ত অবসর থাকে না।

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।

(১)

অহরহঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। শ্রুতির এই আজ্ঞা। শ্রীভগবানের এই আদেশ। শ্রীভগবানকে ভালবাস? যদি ভালই বাস তবে তাঁহার আদেশ শুনিতে চাওনা কেন? তুমি কে যে তুমি শ্রুতির আদেশ অমান্য করিতে চাও? অথচ বল তুমি শ্রীভগবানকে মান, তুমি শ্রীভগবানকে ভালবাস? ভালবাস এটা মুখে বল। ভাল তুমি বাসনা। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার আদেশ লঙ্ঘন করা যায়না। এই এক দিক।

আর একদিক আছে। জগতে কত জীব আছে? সবাই কি "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই আদেশ পালন করে? তবে কি আর ভারতের ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহই ভগবানকে ভালবাসেনা বলিতে হইবে?

না তা নয়। ভালবাসা বহু প্রকারের। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা তাহা যাহাতে তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা যায়; জানিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা হয়। তুমি বলিতে চাও তুমি ব্রাহ্মণ; তুমি "ব্রহ্ম জানাতি" বলাইতে চাও। তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী। তোমার প্রতি আদেশ অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। এ অধিকারী হইবার যে উপযুক্ত নহে তাহার প্রতি এ আদেশ নহে। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আদেশ। সকল জীবকে এক আদেশ তিনি দেন না। তুমিও দাওনা। তোমার পঞ্চম বৎসরের শিশুকে যে আদেশ দাও ষোড়শ বৎসরের বালককে কি সেই আদেশ দাও? তিনি যেমন মানুষকে প্রেরণা করেন সেইরূপ পশু পক্ষীকেও প্রেরণা করেন। সকলের প্রতিই তাঁহার আদেশ আছে। মানুষ সে আদেশ ধরিতে পারে, সে আদেশ মত চলিতে পারে ইতর জীবে ধরিতেও পারে না সে আদেশ মত চলিতেও পারে না। ইতর জীবে তাঁহার প্রকৃতির আজ্ঞামত অবশভাবে চলে। "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।" ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগ হইলে কোথাও অনুরাগ কোথাও বিরাগ হইবে। ইহা আমার প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম হইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে যে চায় তাহার প্রতি আমার আদেশ "তয়োর্ন-

বশমাগচ্ছেৎ।” প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম কর, করিয়া রাগদ্বেষের বশে যাইও না। অধিকার বুঝিয়াই তিনি আদেশ করেন। সকলকে একরূপ আদেশ দেন না কেন? না সকলে তাঁহার উচ্চ আজ্ঞা বুঝিবে না, পালনও করিবে না। কাজেই অধিকার বিচারের আবশ্যকতা আছে। এ তোমাকে মানিতেই হইবে। তাই যাহার অধিকার যাহা শ্রীভগবান্ জীবের উপরে করুণা করিয়া তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সে যদি শ্রীভগবানকে শ্রদ্ধা করিবার উপযোগী হয়, যদি সে তাঁহার দত্তা শক্তির অপব্যবহার না করিয়া নীচে নামিয়া পড়িয়া না থাকে তবে সে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে প্রাণপণ করিবেই।

বলিতেছ কোনটি তাঁহার আজ্ঞা জানিবে কিরূপে? তিনি বহুরূপে জানাইয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী। তুমি কোন শাস্ত্রকে নির্ভুল বলিতে চাওনা, তুমি ঋষিদিগকে ঈশ্বর দ্রষ্টা বলিতে চাওনা, তুমি জীবন্মুক্ত, সদেহমুক্ত, বিদেহমুক্ত স্বীকার করিতে চাওনা; তুমি দিব্যদৃষ্টি মানিতে চাওনা; তুমি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি মানিতে চাওনা; কিন্তু সকলেই ত তোমার মতন মানিতে চায়না ইহা নহে। অনেকেই ত মানেন; মানিয়া কার্য্য করেন; করিয়া কত শান্তি, কত সুখ পান। তুমি কিন্তু মানিতে চাওনা? কেন চাওনা? মানিতে পার না বলিয়াই মানিতে চাওনা। তুমি “ভূবি ভোগা ন রোচন্তে” একথা মনেও করিতে পার না; তাই বলি মানিবার শক্তি তোমার নাই বলিয়াই মান না। তুমি মানুষের কাছে বল শাস্ত্র “ফাস্ত্র” কিছু নয়, ব্যাস বশিষ্ঠ ইত্যাদিও কিছু নয়? এখন দেখ দেখি তোমার কথা শুনিয়া যদি ঋষিদিগের কথা ছাড়া যায় তবে কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ পিপীলিকার কথা শুনিয়া যে লোকে তোমার কথা ছাড়িবে তাহার কি ঠিক আছে? আজকাল তোমাদের গুরুরা বলেন নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋষিরা বলেন উৎকৃষ্ট হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। আর উৎকৃষ্ট শক্তির অপব্যবহার হইতে নিকৃষ্ট জীব হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা যদি মান তবে সৃষ্টি বুঝিবার জন্য নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিতে পার কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত স্থাবরাদি পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে ইহাও মান। সৃষ্টিক্রম ও সংহার ক্রমে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর— তখন আর নিকৃষ্টের নিয়মে উৎকৃষ্টকে চালাইতে পারিবে না বরং উৎকৃষ্টের নিয়মে নিকৃষ্টকে চালাইবে। অধিকারী বিচার এই পর্য্যন্ত।

ব্রাহ্মণের প্রতি আদেশ অহরহঃ সন্ধ্যা করিবে। যদি তুমি ব্রাহ্মণ না হও

অথবা ব্রাহ্মণ হইয়াও আর ব্রাহ্মণ থাকিতে না চাও তবে তুমি এ আদেশ মানিতে পারিবে না। যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও তবে মান এই পর্য্যন্ত বলা।

অহরহঃ সন্ধ্যা করিবে। অহরহঃ অর্থে প্রতিদিন বুঝায়। অহরহঃ অর্থে সর্ব্বদাও বুঝায়। যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি তিনি সর্ব্বদা সন্ধ্যা লইয়া থাকিবেন। সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে হইলে সর্ব্বদা মানসে তাহা লইয়া থাকিতে হয়।

যেমন মানস পূজা করিয়া তবে বাহিরের পূজা করিতে হয় সেইরূপ মানস সন্ধ্যা যাঁহারা করেন তাঁহাদের যথাসময়ে যথারীতিতে সন্ধ্যা উপাসনা হয়। এই মানসের কার্য্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা লইয়া থাকিবেন। নতুবা বাহ্য অনুষ্ঠানকালে যদি নূতন করিয়া অর্থ বুঝিয়া সন্ধ্যা অনুষ্ঠান করিতে যাও তবে সন্ধ্যা করা হয় না। কারণ একটি মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করিতে গেলে তুমি অন্য অনুষ্ঠানের সময়ও পাওনা। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ একটু চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার অন্যান্য কার্য্য তাবড়হাটি করিয়া উঠিয়া আইস আর মনে ভাব বেশ সন্ধ্যা করিলাম। ইহা ঠিক নহে। অন্য সময়ে স্বাধ্যায়ে মানস সন্ধ্যা বেশ করিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া কর, কিছুদিন অভ্যাস কর দেখিবে যথাসময়ে সন্ধ্যা করিতে যখন বসিবে তখন তোমার পূর্ব্ব চিন্তিত সন্ধ্যার ভাবগুলি এমনভাবে হৃদয়ে আসিতে থাকিবে যাহাতে প্রতি মন্ত্র উচ্চারণে তুমি আপ্যায়িত হইতে থাকিবে। ইহা যখন প্রাণে প্রাণে বুঝিবে তখন আর বলিতে পারিবে না সন্ধ্যায় রস নাই; অথবা সন্ধ্যা করা সাপের মন্ত্র আওড়ান।

সর্ব্বদা সন্ধ্যার চিন্তা কি তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সন্ধ্যা মন্ত্রগুলিকে নিত্য স্বাধ্যায়ের বস্তু করিবার জন্য এই আলোচনা হউক। সন্ধ্যাতে চিন্তা করিতে হয়—

(১) পরমপদকে [বিষ্ণুস্মরণ]

(২) যিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে নিত্য পরমপদে লইয়া যাইতে ডাকিতেছেন তাঁহাকে। [বরণীয়ভর্গ ধারণা]

(৩) বরণীয় ভর্গ ডাকিতেছেন। তবু আমরা যাইতে পারিনা। কে আমাদিগকে যাইতে দেয়না? আমাদের শত্রুই যাইতে দেয় না। তাই বরণীয়-ভর্গ জগতে যে ভাবে আছেন তাহা জানিয়া তাঁহার গুণ চিন্তা করিয়া তাঁহার কাছেই প্রার্থনা করিতে হয়—মা আমার শত্রু নাশ কর। [মার্জ্জন]

(৪) যে জগতে তিনি আছেন সেই জগৎ কিরূপে উদিত হইয়া তাঁহার শরীর রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে সেই চিন্তা। [অঘমর্ষণ]

(৫) বিরাট শরীর ধারণ করিলে অথবা জগৎরূপ ধরিয়া তিনি যাহা তাঁহাকে যিনি প্রথম দেখিলেন, যে ভাবে দেখিলেন, যে রূপে দেখিলেন তাঁহার চিন্তা। তাঁহার অঙ্গাদি যাঁহারা দেখিলেন, যে ভাবে দেখিলেন তাঁহাদিগকে চিন্তা করিয়া সেই বিরাটের স্মরণ। [ঋষি, ছন্দ, দেবতা]

(৬) বিরাট ব্রহ্মাণ্ড শরীরী তিনি তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, স্থিতি ও লয় শক্তির অধিষ্ঠাত্রী কোথায় কিরূপ ধরিয়া আছেন চিন্তা করিয়া ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া সেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড শরীরী সঙ্গে মিশিবার কার্য্য। [প্রাণায়াম]

(৭) এই ভাবে এই সমস্ত কার্য্য করিতে করিতে চিত্ত নিশ্চয়ই কথঞ্চিৎ শান্ত হইবে। কিন্তু যাঁহাকে ধরিয়া পরমপদে যাইতে চাও কৈ এখনও ত তাঁহাকে দেখা গেল না। কেন দেখা যায় না ? পূর্ব্বকৃত পাপ এখনও আছে। পাপটা হইতেছে অন্ধকার। পাপ দূর করিতে না পারিলে তাঁহার প্রকাশ অনুভবে আসিবেনা। সেই সূর্য্য স্বরূপ স্বপ্রকাশ পরম জ্যোতিতে পাপ সমস্ত আহুতি দাও ; এইভাবে জলময়ীকে মধ্যাহ্নে পবিত্র করিবার জন্য প্রার্থনা কর এবং সায়াহ্নে অগ্নি স্বরূপে পাপ আহুতি দাও। [আচমন]

(৮) আহুতি দিলে তবে দেখিবে এখও পাপপুরুষ তোমার মধ্যে কিরূপে লুকাইয়া আছে। বাম কুক্ষিতে এই পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্র এই ভীষণ পুরুষের বর্ণনা করিতেছেন। ব্রহ্মহত্যা ইহার মস্তক, স্বর্ণচুর ইহার হস্তদ্বয়, মদ্যপান ইহার হৃদয়, গুরুপত্নীগমন ইহার কটিদ্বয়, গুরুদার গামীর সঙ্গীপুরুষ ইহার পদদ্বয়, অপরাপর পাপ ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; উপপাতক ইহার রোমরাজি। এই কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, [গোঁপ অতিদীর্ঘ] ইহার নয়নও সর্ব্বদা লোহিত বর্ণ, ইহার হস্তে খড়্গ ও ঢাল। এই পুরুষ সদা ক্রুদ্ধ, সদা অধোমুখ এবং এব্যক্তি অতি দুঃসহ। এই পুরুষই সকলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া লোককে অতিভীষণ পাপ করাইতেছে। ইহাকে ধ্বংস করিতে হইবে। এইজন্য পাপদূরীকরণ জন্য ভাবের সহিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরগত পাপপুরুষকে জলগণ্ডুষে বাহিরে আনিয়া বামপাশে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দাও। মন্ত্রের চিন্তাতে পাপ দূর হইবেই। [অঘমর্ষণ]

(৯) পাপ গিয়াছে। এখন দেখ প্রাতরাকাশে সূর্য্যোদয়ের মত ভিতরেও জ্ঞান সূর্য্যের কিরণছটা দেখা যাইতেছে। আরও দেখ রশ্মিসকল তাঁহাকে উর্দ্ধে বহন করিতেছে ? কেন বহন করিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলে এই সূর্য্যকে

দর্শন করিবে সেই জন্য। এই সূর্য্য, এই সর্ব্বপ্রাণীর বিজ্ঞাতা, এই দ্যোতমান পুরুষ! আহা! সকলে ইহাঁকে দর্শন করুক এই জন্য তাঁহার রশ্মিজাল তাঁহাকে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। বাহিরে যেমন সূর্য্যালোক সকলকে সর্ব্বকার্য্যে প্রেরণ করেন সেইরূপ ভিতরেও তিনি সমস্ত বৃত্তিকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে, শুদ্ধসত্ত্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রাখেন। এই সূর্য্য দেবগণের তেজস্বরূপ। পরম ব্যোমে যেমন সমস্ত বেদস্তুত দেবতা অধিনিবদ্ধ সেইরূপ দহরাকাশে দেবগণের তেজস্বরূপ বিস্ময়কর সূর্য্যমণ্ডল এইক্ষণে উদয়াচল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি মিত্র বরুণ অগ্নির চক্ষুস্বরূপ। ইনি ভূলোক অন্তরীক্ষলোক স্বর্গলোক স্বতেজে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এই সূর্য্যই স্থাবর জঙ্গমের আত্মা। তুমি অগ্রবর্ত্তী হইয়া ইঁহাকে দেখিতে দেখিতে জলাঞ্জলি দিতে দিতে সূর্য্যোপস্থান কর [সূর্য্যোপস্থান]

(১০) সূর্য্য উদিত হইলেন কিন্তু মা কোথায়? সেই মা যিনি আদিত্য পথগামিনী? যিনি আমার মধ্যে থাকিয়া তোমাকে আমাকে ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া পরমপদ পাওয়াইয়া দিবেন? এখনও মাতার দর্শন পাও নাই। এখন একবার ভক্তিভরে সকলের নিকটে নত হও—সকলকে প্রণাম কর আর জলাঞ্জলি দাও। *

আর বল! মা! তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী তোমাকে প্রণাম। ব্রহ্মকে জানেন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে প্রণাম। ব্রহ্মের কথা যে আচার্য্যেরা উপদেশ করেন সেই আচার্য্যদিগকে প্রণাম। ব্রহ্মকে দেখেন যাঁহারা সেই ঋষিদিগকে প্রণাম। ব্রহ্মকে দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার দ্যুতিতে দ্যুতিমান যাঁহারা সেই দেবতাদিগকে প্রণাম। যে বেদ ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাকে প্রণাম। সর্ব্বজগৎ সংহার কর্ত্তা মৃত্যুকে প্রণাম, সর্ব্বজগতের প্রাণভূত বায়ুকে প্রণাম, সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে প্রণাম, সর্ব্বধনাধিপতি কুবেরকে প্রণাম, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ঋষিগণকে প্রণাম। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে তৃপ্ত হউক। ইঁহারা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি মাকে দর্শন করিতে পারি।

(১১) সকলের আশীর্ব্বাদে পবিত্র হইয়াছ। চিত্তবৃত্তি আশীর্ব্বাদের অনুভূতিতে ভরিয়া যাইতেছে। এখন গায়ত্রী মাতাকে আবাহন কর। তিন বেলার সন্ধ্যায়

---

* কোন কোন সন্ধ্যাপুস্তকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে না শুধু স্মরণ করিতে হইবে ইহা লেখা আছে। কিন্তু যাঁহারা সন্ধ্যার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের বিধিগ্রন্থে হা পাওয়া যায় নাই। জলাঞ্জলি দিতে হইবে বরং ইহাই পাওয়া যায়। বিশেষ এই ব্যবহার সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়।

তাঁহার ধ্যান কর; করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে মায়ের আগমন চিন্তা করিয়া করিয়া গায়ত্রী জপ কর। উত্তম ব্রাহ্মণ হইতে চাও সহস্র বার জপ কর। অথবা ত্রিসন্ধ্যায় হাজার জপ কর। করিতে করিতে দেখা পাইবে [গায়ত্রী জপ]

(১২) জপ বিসর্জ্জন কর; করিয়া জপ ব্যুত্থানঅবস্থায় আদিত্য ও শুক্রকে প্রণাম করিয়া আত্মরক্ষা কর। এই সমস্ত কার্য্যের পর ব্যবহারিক জগতে আসিতে হইবে। সেখানে রাগদ্বেষের ব্যাপার কতই আছে। নৌকা করিয়া যেমন দুস্তর নদী পার হওয়া যায় সেইরূপ তুমি আমাদিগকে সংসারের অসহ্য দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। রিপু, ইন্দ্রিয়, পাপ হইতে রক্ষার জন্য এই আত্মরক্ষার প্রার্থনা। বড় কষ্টে পাপক্ষয় করিয়া তোমাকে হৃদয়ে সরসভাবে চিন্তা করিতে পারিতেছি। মা! আর যেন পাপে না ডুবি তুমি রক্ষা করি●।

(১৩) মা যেখানে পৌঁছিয়া দিলেন এখন একবার সেই নির্গুণ—সগুণ পুরুষকে প্রণাম কর। তুমি অক্ষয় পুরুষ, তুমি প্রতি-জীবে আত্মা, তুমি এক, তুমি জ্ঞানস্বরূপ, তুমি আপন মহিমায় মণ্ডিত, তুমি কূটস্থ, তুমি নিত্য-সমাধি মগ্ন, তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও লীলার জন্য বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছ তোমাকে প্রণাম। তুমি ব্রহ্মা, তুমি জল, তুমি জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ তুমি রুদ্র, তোমাকে প্রণাম করি। এখন বাহিরে আসিতে হইবে—বাহিরে তুমিই বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছ। তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া রুদ্রোপস্থান কর।

(১৪) সূর্য্যকে পাইয়াই তোমাকে পাইলাম। তাই সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। হে ব্রহ্মন্! তুমিই সূর্য্যরূপে বিবর্ত্তিত, তুমি দীপ্তিশীল, তোমার তেজে ত্রিভুবন প্রকাশিত, তুমি জগতের প্রসবিতা, তুমি নির্ম্মল, তুমি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার অর্ঘ্য দিতেছি [সূর্য্যার্ঘ্য]

(১৫) সন্ধ্যা কার্য্য শেষ হইল আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন ব্রহ্মস্বরূপ সূর্য্যকে প্রণাম করিতেছি। এবং মায়ের কাছে অপূর্ণের পূর্ণতা জন্য প্রসাদ ভিক্ষাকরিতেছি।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই শ্রুতি আজ্ঞার কার্য্যগুলি সর্ব্বদা চিন্তা করা আবশ্যক। চিন্তা করিতে করিতে যখন চৈতন্যস্বরূপে লক্ষ্য পড়িবে, তখন মনে হইবে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান এবং চিতের শক্তি ইহারা ভিন্ন কোন কিছুরই কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, যখন সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও চৈতন্যকে আর ভুল হইবে না, যখন শত তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়াও সেই স্থির শান্ত চলন রহিত ভাব সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইবে না তখনই জীবের কর্ম্ম বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে।

তবেই হইল সন্ধ্যার লক্ষ্য পরমপদে স্থিতি। স্থিতি নিজের সামর্থ্যে কুলায় না বলিয়া ভক্তিযোগে গায়ত্রীর উপাসনা। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানে স্থিতি কখনই সম্ভব নহে। এই পরমব্যোম পরমপদের কথা এবং অঘমর্ষণ মন্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। পরমব্যোমই পরমপদ। ইহা শূন্য নহে। ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইনি পরমশান্ত চলনরহিত, ইঁহাকেই পাইবার জন্য যোগী যোগ করেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করেন; তপস্বী তপস্যা করেন, ভক্ত ভজনা করেন; সাধক নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভক্তি দ্বারা এই অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। অদ্বয় জ্ঞানই জীবের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীভাগবতও সর্ব্বশাস্ত্রমত এই কথাই বলেন।

বেদস্তুত নিখিল দেবতা এই পরমপদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। স্থূলদেহ লইয়া পরমপদে পৌছান যায় না। তাই প্রথমে অন্ততঃ ভাবনাতেও আতিবাহিক হইতে হইবে। স্থূলের ভিত্তিই হইতেছে আতিবাহিক দেহ, ভাবনাময় দেহ। ভাবনাময় দেহে জীব সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে। ভূতশুদ্ধি দ্বারা ভাবনাময় দেহে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। মানস সন্ধ্যার আদিতে ভূতশুদ্ধি কর।

এই শরীর পঞ্চভূতে গড়িয়াছে। পঞ্চভূতের বস্তু অন্ততঃ ভাবনাতে পঞ্চভূতকে ফিরাইয়া দিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ইহাদের দ্রব্যগুলি ইহাদিগকে ফিরাইয়া দিলে কি থাকে? কথাটি মোটামোটি বুঝিবার জন্য এইরূপ বলা হইল কিন্তু ভূতগুলির একটিকে অন্যটিতে লয় ভাবনা করিয়া করিয়া চলিতে হয়। এই ভাবে সমস্ত লয় হইলে কি থাকে? থাকেন অধিষ্ঠান চৈতন্য। ইনি আকাশকেও ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছেন। চসমা খুলিয়া ফেলিলেও যেমন চসমা পরার একটা দাগ নাসিকাতে থাকে সেইরূপ স্থূল দেহটাকে ভুলিলেও ইহার একটা সংস্কার জীব আত্মায় থাকিয়া যায়। সেটাকেও মুছিয়া ফেলিবার জন্য উপাসনা করিতে হয়।

শুদ্ধউপাসনা ভাবনা রাজ্যেই হয়। সেই জন্য অতিবাহিকতার আবশ্যক। স্থূলের অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলে গতি হয় ঊর্দ্ধে। প্রথমে দহরাকাশে যাও। সেখানে গিয়া মানসে ইষ্টদেবতা পূজা কর, করিলে তিনি আকাশ গমনের শক্তি দিবেন।

দহরাকাশের সহিত পরমাকাশ একীভূত। সাধের কাজল স্বরূপ, দেহে

অভিমান করা হয় বলিয়া একবারে একত্বে ফিরিয়া যাওয়া যায় না। এই জন্য কৌশল করিতে হয়।

দহরাকাশে আসিয়া আকাশে উঠ। ঊর্দ্ধে উঠিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়াইয়া চল। নীল আকাশে আকাশময় দেহে যখন যাইতেছ আর প্রতিক্ষণে একটা অন্তঃশীতলতা অনুভব করিতেছ তখন ভাবনাতেও কত সুখ তাহা ভাবনা কর। আরও ঊর্দ্ধে চল। পাইবে ব্রহ্মাণ্ড খর্পর। ইহার উপরে ইহার দশগুণ অপঞ্চীকৃত জলরাশি। তাহার উপরে তাহার দশগুণ সুন্দর তেজোরাশি। ক্রমে আরও দশগুণ বায়ুরাশি, পরে তাহারও দশগুণ ব্যোমরাশি। এই ব্যোমের পরে এক মহাশূন্য, এক অনন্ত অন্ধকার। এই সীমাশূন্য মহাশূন্য, এই সীমাশূন্য অন্ধকার. এই তম কিরূপ, কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে? যদি গরুড় কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠেন, অথবা অতিবৃহৎ পাষাণখণ্ড কল্পান্ত পর্য্যন্ত নীচে পড়িতে থাকে অথবা সদাগতি বায়ু তীর্য্যক্ভাবে কল্পান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করেন তথাপি ইহার শেষ কেহই পান না। ইহাই অবিদ্যা অথচ এই মহাশূন্য সেই পরমপদের এক অতি ক্ষুদ্র স্থানে। অন্য সমস্ত পাদ পরমশান্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত। একপাদে মাত্র মায়া বা অবিদ্যার গতাগতি।

অঘমর্ষণ মন্ত্রে যে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে তাহা বুঝিবার সময় পরমপদের কথা ভাল করিয়া বলা যাইবে। এখন ভূতশুদ্ধি দ্বারা সেখানে উঠিবার ভাবনা মাত্র করা হইল।

যাহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে চান তাঁহাদের গন্তব্যস্থান কোথায়, বিষ্ণুস্মরণে ঋষিগণ প্রথমেই তাহা দেখাইলেন। নদীবক্ষে যে জল বুদ্বুদ্ ভাসে তাহা কতবার ভাঙ্গে আবার ভাসে। কিন্তু তাহার গন্তব্য স্থান সেই মহাসমুদ্র। সেইরূপ প্রকৃতিবক্ষে যে জীববিন্দু জাগে তাহা কতবার জন্মে কতবার মরে। কিন্তু জীবের শান্তি, জীবের জনন মরণ নিবৃত্তি আর কিছুতেই হইতে পারেনা যতক্ষণ না জীববিন্দু সেই ব্রহ্মসিন্ধুতে মিশিয়া যায়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা, সেই মিশিবার উপায়।

কেমন করিয়া জীব পরমশান্ত সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশিবে? কে এই দুর্ব্বল অভিমানী শতবন্ধনে বাঁধা জীবকে সেখানে পৌঁছিয়া দিবে? যিনি পৌঁছিয়া দিবেন তিনিও জীবের সঙ্গেই আছেন। তিনি প্রতিনিয়ত জীবকে ডাকিতেছেন।

ইনিই মা, ইনিই "গায়ত্রী, ইনিই বরণীয় ভর্গ। ইঁহার কিন্তু আর একটি রূপ আছে। বরণীয় ভর্গের সঙ্গে অবরণীয় ভর্গও আছেন। যো নৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্তাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী"। যে কাম অসৎকর্ম্মে চালিত করে বলিয়া নৃশংস এবং সৎকর্ম্মে প্রেরণ করে বলিয়া অনৃশংস এই দুইরূপে পরিচালনা করাই গায়ত্রীর অসাধারণ ধর্ম্ম। গায়ত্রী এইরূপ।

শ্রুতি মায়ের ঘোরা ও অঘোরা মূর্ত্তির কথা বলেন। ঘোরামূর্ত্তি রজস্তম বহুলা। ইনি জীবকে বিষয় বিষের দিকে প্রেরণা করেন। আর মায়ের অঘোরা মূর্ত্তিই বরণীয় ভর্গ। উনি জীবকে পরমপদে লইয়া যাইবার জন্য নিরন্তর ডাকিতেছেন। মূঢ়জীব এ ডাক শুনিতে পায় না। কেন পায় না? মৃত্যুরূপিণী ঘোরা মূর্ত্তির আপাতরম্য ভোগাভিলাষে এত বিমোহিত হয় যে ভোগকে শত্রু ভাবে না দেখিয়া বন্ধুভাবেই দেখে। শাস্ত্র এই জন্য বিষয়ের স্বরূপটিকে আগে দেখিতে বলেন। বিষয়কে দেখিতে পাইলে দেখা যায় বিষয় কোন পথে লইয়া যাইতেছে। বিষয় পথ মৃত্যুর পথ। এ যখন মানুষ দেখে তখন বিষয়-বৈরাগ্যকে বড় ভালবাসে। বৈরাগ্যকে ভাল বাসিয়া তখন ইহার পরম শত্রু বিষয় ভোগের জনক যে রজস্তম তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হয়। এখান হইতে সাধনা আরম্ভ হয়। রজস্তমকে পরাভূত করিয়া শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থানের চেষ্টাই সাধনা। শুদ্ধ সত্ত্বই বরণীয় ভর্গ। সমস্ত দেবতার মূর্ত্তি, সমস্ত উপাস্যের রূপ এই বরণীয় ভর্গ। রজস্তমের সঙ্গে সত্ত্বও আছেন। রজস্তমের ডাকের সঙ্গে মার ডাকও আছে। দশটি বালকে বেদপাঠ করিতেছে। ইহার মধ্যে যদি কোন চিহ্নিত বালকের বেদধ্বনি শুনিতে চাও তবে যেমন বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক হয় সেইরূপ বিষয়ের কোলাহলের মধ্যে বরণীয় ভর্গের ডাক শুনিতে হইলে একটু বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। ঋষিগণ এই ডাক শুনিবার বহু কৌশল দেখাইয়াছেন। যদি তুমি ব্রাহ্মণ হইতে চাও—যদি সে অধিকার তোমার থাকে তবে তোমাকে গায়ত্রী জড়িত ব্রহ্মকে, চিৎশক্তি জড়িত সেই চিৎস্বরূপ প্রণবকে অবলম্বন অগ্রেই করিতে হইবে।

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতং।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

ওঁকারকে যিনি না জানেন তিনি আবার ব্রাহ্মণ হইবেন কিরূপে?

গায়ত্রী। "গায়ন্তং ত্রায়তে"। গান করিলেই যিনি ত্রাণ করেন তিনি

গায়ত্রী। বরণীয় ভর্গ তোমায় দেহে থাকিয়াও সদা উৰ্দ্ধগামিনী। গায়ত্রী সর্ব্বদা আদিত্য পথ গামিনী। সামান্যভাবে যদি পরীক্ষা করিতে চাও, তবে নির্জ্জনস্থানে পবিত্র হইয়া কতক্ষণ দীর্ঘ প্রণব জপ কর দেখিবে মা আমার উৰ্দ্ধগামিনী কিরূপে। শত বিষয় বাসনায় তোমার মন জড়িত থাকুক তথাপি দীর্ঘ প্রণব জপ করিয়া দেখ বুঝিবে তোমার রজস্তমোরূপিণী অবরণীয় ভর্গকে পরাভূত করিয়া তোমার জননী, তোমার বরণীয় ভর্গ, তোমাকে উৰ্দ্ধে, সহস্রার পথে কিরূপে লইয়া যান। শ্রুতি ওঁকার নাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "অথ কস্মাদুচ্যত ওঁকারঃ ?" উত্তর দিতেছেন "যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণানূর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যত ওঁকারঃ॥ ওঁকার জপ যিনি করেন, ওঁকার তাঁহার প্রাণ সকলকে উৰ্দ্ধে আনন্দলোকে লইয়া যান বলিয়া ইনি ওঁকার। অন্য পাঠ হইতেছে সর্ব্বং শরীরমূর্দ্ধমুন্নাময়তি। সর্ব্বং নিখিলং কুণ্ডলিনীমুখমারভ্যৈকাদশদ্বারং শরীরং জ্ঞানদর্শনেন কাষ্ঠাগ্নিং বিনাশ্যোর্দ্ধমূর্দ্ধস্থিত স্থানাপেক্ষয়োপরিদেশ উন্নাময়তি প্রাণ প্রভঞ্জনেনোন্নতং কারয়তি। সর্ব্বান্ প্রাণান্ ষট্‌চক্রভেদেন সুষুম্নাদ্বারেণ মূর্দ্ধানমানয়তি তস্মাত্তঃ স্বোচ্চারণাবসরে সর্ব্বস্য শরীরস্যোর্দ্ধদেশে প্রাণপ্রভঞ্জনেনোন্নমনকারিত্বাৎ। দীর্ঘ প্রণব জপ কিরূপে করিতে হয় শ্রীগুরুর নিকটে জানিয়া লইয়া করিয়া দেখ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন কতক কতক সকল অবস্থাতেই বুঝিবে।

বলিতেছিলাম গায়ত্রী পরমপদে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। মাই তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থানে লইয়া যান। এইজন্য গায়ত্রী অবলম্বন করা চাই। গায়ত্রীই তোমার উপাস্য। যাঁহাকে উপাসনা করিতে যাইতেছ তাঁহার গুণ ও কার্য্যও একটু দেখা চাই। কিরূপে দেখিবে ?

প্রথমেই দেখ মা ডাকিতেছেন তুমি সে ডাক শুনিতে পাওনা অথবা শুনিয়াও সে ডাকে তোমার নিম্নগমন রোধ হয় না। কেন হয় না ? কেন বরণীয় ভর্গের ডাকে অবরণীয় ভর্গের ডাক তুমি তুচ্ছ করিতে পার না ? বহুদিন ধরিয়া, বহুজন্ম ধরিয়া বরণীয় ভর্গকে উপেক্ষা করিয়া অবরণীয় ভর্গকে সেবা করিয়া ফেলিয়াছ তাই পার না। ঘোরা প্রকৃতির অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার তোমায় অবশ করিয়া, নাকে দড়ি দিয়া, নিম্নমুখে ভোগের দিকে টানিয়া লয় বলিয়া পার না। বরণীয় ভর্গকে ডাকিতে যাইতেছ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিতেছ কিন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার তোমাকে কত পাপ কথা, কত অসম্বন্ধ প্রলাপ মনে করাইয়া দিতেছে, তাই তুমি যাইতে পার না।

তবেই পাওয়া গেল তোমার মধ্যে অনেক পাপ আছে তাই তুমি মায়ের সঙ্গে যাইতে পার না।

এখন দেখ মা তোমার এই পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ চিন্তা ছাড়াইতে পারেন কি না? চৈতন্যরূপিণী মা আমার—মায়ের একটু গুণ চিন্তা কর দেখি, মায়ের শুভকর্ম্ম একটু চিন্তা কর দেখি বুঝিবে মা কাঙ্গাল ছেলেরও শুভ করেন। দেখনা কেন মা যেমন ভিতরে আছেন সেইরূপ বাহিরেও আছেন। এই জগৎ ত মায়েরই মূর্ত্তি। বল চিৎশক্তি ভিন্ন জগতকে এইরূপে সাজাইতে আর কে পারে? জগতের প্রতি বস্তুই মায়ের শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থাই যে জগৎ। এই জগতের শোভা কে দিয়াছে? ফলে ফুলে তৃণ পল্লবদলে জগতকে রমণীয় কে করিয়াছে? রস না থাকিলে সকল বস্তুই ত শুষ্ক। শুষ্ক কোন কিছুই ত রমণীয় নহে। তোমার দেহটাও যদি শুকাইয়া যায় তবে কি কেহ ইহাকে দেখিয়া সুখ পায়, না শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া ফলে ফুলে সজ্জিত বৃক্ষশাখার রমণীয়তা কেহ অনুভব করিতে পারে? মা আমার সরসবতী, মার নাম সরস্বতী। সকল বস্তুকে তিনিই সরস করিতেছেন। জগতের শোভা তিনিই দিয়া থাকেন। জলের মধ্যেও রসরূপে তিনি, জীবে জীবে প্রাণরূপে তিনি। শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জগৎজীবধারিণী তিনিই।

জলময়ী মা তোমার দেহের কাদা ধূলা ধুইয়া দিয়া থাকেন আর তোমার ভিতরের পাপ ধুইতে পারেন না? জলত মায়ের শরীর। জল কিন্তু মাকে জানে না তিনি কিন্তু জলকে জানেন, জলকে প্রেরণাও করেন। জল শরীর যাঁর, যাঁর করুণায় জগৎ সরস হইয়া রহিয়াছে, যিনি সর্ব্বত্র রহিয়া সকলকে রক্ষা করেন তাঁহার কাছে প্রার্থনা করনা—মা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর, বল মহেরণায় চক্ষযে। জলময়ি মা! তোমার জল শরীর বড় সুখদায়ক। তুমি ত শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া প্রাণীদিগকে জীবিত রাখিয়াছ। মা! দেহরক্ষার জন্য তুমি অন্ন দাও এবং সেই রমণীয় দর্শনের সঙ্গে মিলন করিয়া দাও। মা যেমন স্তন্যরস পান করাইয়া সন্তানকে হৃষ্ট পুষ্ট করেন সেইরূপ তুমি আমাদিগকে তোমার কল্যাণময় রস ভোগে অধিকারী কর। মায়ের গুণ ও কর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে যখন এইরূপ প্রার্থনা কর তখন আর তোমার মনে বিষয়ের অসম্বন্ধ প্রলাপ কি উঠিতে পারে? তবেই দেখ মার্জ্জন মন্ত্রে পাপ চিন্তা কথঞ্চিৎ দমিত হয় কিরূপে? মার্জ্জন মন্ত্রের শেষ মন্ত্রটি অঘমর্ষণ মন্ত্র। এই মন্ত্রটি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা

কর তোমার মন একবারে নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। মন নিষ্পাপ হইলে তবে মায়ের দর্শন পাইবে, গায়ত্রীর দর্শন পাইবে।

অঘমর্ষণ—অঘ হইতেছে পাপ আর মর্ষণ—মৃষ ধাতু খণ্ডন করা। যে মন্ত্র দ্বারা পাপ নাশ হয় তাহাই অঘমর্ষণ মন্ত্র। এই মন্ত্রটির অর্থ ধারণা করিতে পারিলে এমন একটি তত্ত্বচিন্তায় মন ভরিয়া যাইবে যাহাতে মনের আর নিস্পন্দন বা বিষয় বাসনা কিছুই থাকিবে না। এই মন্ত্রে অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ তুরীয় ব্রহ্মে মায়া উঠিয়া সুষুপ্তি কিরূপে হয় তাহার কথা বলা হয় নাই। কিন্তু সুপ্তপুরুষ হইতে স্বপ্নময় জগৎ কিরূপে ভাসে তাহাই বলা হইয়াছে। জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্ন কিরূপে হয় এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি কিরূপে আইসে ইহা যদি জানিতে পারা যায় এবং সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে জাগ্রত অবস্থা কিরূপে হয় ইহা যদি জানা যায় তবে মুক্তির পথ সহজেই ধরা যায়। বিষয় লইয়া জাগ্রত থাকাই পাপের কারণ। সেই জন্য বিষয় ভুলিয়া শ্রীভগবানকে লইয়া থাকাই পাপশূন্য অবস্থায় থাকা। স্থূল জগৎ ভুলিয়া সূক্ষ্ম ভাবনা রাজ্যে শ্রীভগবানের কাছে থাকাই ভক্তি মার্গের সাধন ভজন। এ রাজ্যে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ পাপ থাকে না। এ রাজ্য ছাড়িয়া আবার বিষয়ে পড়িলেই পাপ আক্রমণ করিবেই। পাকা ভক্ত বিষয়ে পড়িলেও বিষয় লইয়া থাকিতে পারেন না। কারণ যে ভগবানকে একবার ভোগ করিয়াছে সে আর কোথাও সে সুখ, সে শান্তি পাইবে না। কাজেই পতন হইলেও ভক্ত আবার উঠিতে প্রাণপণ করিবেই; কিন্তু শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ভক্ত যখন অদ্বয়জ্ঞানে স্থিতিলাভ করেন তখন আর কোন ভয় থাকে না। চিরতরে সংসার ভয় দূর হয়। অদ্বয় জ্ঞানে স্থিতির জন্যই ভক্তিপথ। এই অদ্বয় জ্ঞানটি হইতেছে সেই স্বভাবে বিশ্রান্তি- যেখানে আর দুই বলিয়া কিছুই থাকেনা। জগতটা যখন পুঁছিয়া যায়, দৃশ্য দর্শন আর থাকে না তখন যিনি থাকেন তিনিই দ্বৈতরহিত জ্ঞান স্বরূপ। যতদিন দৃশ্য থাকে ততদিন বন্ধন আছেই। দৃশ্য থাকিলেই তাহার ছায়া দর্পণকে কলঙ্কিত করিবেই।

বলা হইল স্থূল জগৎ ভুল হওয়া সাধনার প্রথম কথা। জাগ্রত হইতে স্বপ্ন রাজ্যে যাওয়া ইহা। কিন্তু মানুষ ঘুমাইয়া পড়িলে এক দণ্ডেই জাগ্রৎ জগৎ ভুলিয়া যায়। কিরূপে ইহা হয়, আবার কিরূপে স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে যাওয়া যায়, আবার সুষুপ্তি হইতে তুরীয়েই বা কিরূপে পৌছা যায় ইহার পথটা যদি

পাওয়া যায় তবেই পরমলাভ। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। এই জন্য বেদ, পুরাণ, ইতিহাস তন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা প্রথমেই দেখা যায়। এই মন্ত্রেও সেই জন্য সৃষ্টিতত্ত্ব আছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তায় মুক্তির উপায়টি পাওয়া যাইবে। সংসার হইতে মুক্তি, পাপ হইতে মুক্তিই মুক্তি। এই পর্য্যন্ত করা হইল মন্ত্রের সূচনা। এখন অর্থ ভাবনা করা যাউক।

ঋত এবং সত্য এবং আরও কিছু অতিপ্রদীপ্ত তপস্যা হইতে উপরে জন্মিয়াছিলেন।

কাহার তপস্যা হইতে ঋত সত্য এবং অন্য কিছু, কাহার উপরেই বা জন্মিলেন এবং এই তপস্যাই বা কিরূপ এইগুলি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। প্রথমেই দেখা যাউক তপস্যা কে করিলেন?

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম * * *। সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।

ব্রহ্ম যিনি তিনি সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ। তিনি কামনা করেন [মায়া গ্রহণ করিবার পরে] বহু হইয়া উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

তপস্যা কে করিলেন? না যিনি অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ পরমপদ, তিনি কিছুই করে না। তাঁহার ইচ্ছাও নাই, বাসনাই নাই, কর্ম্মও নাই এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি কিছুই বলেন না। তাঁহাকে জানা যায় না। তাঁহাতে স্থিতি লাভ হয়।

তপস্যা যিনি করিলেন তিনি তুরীয় নহেন বুঝা গেল। তুরীয়ের প্রথম বিবর্ত্ত যিনি, যিনি সুষুপ্ত তবে কি সুপ্ত পুরুষই কামনা করেন এবং তপস্যা করেন?

না সুষুপ্ত পুরুষও কোন কামনা করেন না কোন তপস্যা করেন না। কারণ মাণ্ডুক্য শ্রুতি সুষুপ্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

যত্র সুপ্তো ন কাঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।

যে কালে সুপ্ত পুরুষ কোন কাম বা ভোগ্য বস্তুর কামনা করেন না, কোন প্রকার স্বপ্ন বা সূক্ষ্ম সংস্কার দেখেন না সেটি সুষুপ্তিকাল। তুরীয় পুরুষ যখন আত্মমায়া অবলম্বন করেন তখন তিনি আপন স্বরূপে থাকিয়াও তাঁহার একদেশে

মাত্র যে মায়া উঠে সেই মায়ায় প্রতিবিম্বিত বা মায়া কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্ম হয়েন। মায়া দ্বারা খণ্ডিত মত হইলে তাঁহার যেন আত্ম স্বরূপের বিস্মৃতি হয়। সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্ম স্বরূপের বিস্মৃত রূপ অজ্ঞান মাত্র যাঁহার উপরে ভাসে তিনিই সুপ্ত পুরুষ। ইনি কোন কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না। তাই বলা হইতেছে সুপ্ত পুরুষ ও তপস্যা করেন না। তবে তপস্যা করেন কে?

সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।

তুরীয় ব্রহ্মে কোন কামনা নাই। তুরীয় ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে যাহা হন তিনি কামময় পুরুষ। এই পুরুষ যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকেন তখন প্রর্য্যন্ত কোন কামনা নাই। কিন্তু এই পুরুষ যখন স্বপ্নবৎ বিবর্ত্তিত হয়েন তখন এই স্বপ্ন দেহধারী হিরণ্যগর্ভই কামনা করেন আমি বহু হইব। ইঁহার বহু হইবার ইচ্ছাই সিসৃক্ষা, বা সৃষ্টি ইচ্ছা। সৃষ্টির প্রথম ক্রম হইতেছে অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি। ব্রহ্ম হইতে মায়ার উৎপত্তি হইতেছে অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি আর অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিই বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টির হেতু। সুপ্ত পুরুষ যখন স্বপ্নবৎ ভাসেন তখনই তিনি সৃষ্টি ইচ্ছা করেন। সুপ্ত পুরুষ কিন্তু আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াই সুপ্ত। ইনি সৃষ্টি ইচ্ছা করিলে ইঁহারই উপর দৈববাণী হয় তপঃ। ইনিই তপস্যা করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে ইহার তপস্যাটা কিরূপ? শ্রুতি বলেন "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইঁহার তপস্যা জ্ঞানময়। কামময় পুরুষে স্বপ্ন মত যাহা ভাসে তাহাতে ভাবি নামরূপের রেখাপাৎ মাত্র হয়। তাহাও অতি অস্পষ্ট। তাহাও মায়ার আশেপাশে ছায়া ছায়া মতই ভাসে। ইহা কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টি সংস্কার? মায়ার বিকার প্রবল হইলে এই সৃষ্টি সংস্কার আলোচনার বস্তু হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ে যে পুরুষ মুক্ত হন তাঁহার একদেশে যখন মায়া ভাসে, ভাসিয়া যাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন মত করে এবং সেই পরিচ্ছিন্নমত হওয়াটাই যাহার স্বরূপের বিস্মৃতি তিনি যখন তপস্যা করেন তখন তাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা হইতেছে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান ও সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্য বস্তু সমূহের ভাবিনামরূপের ছায়া দর্শন। অঘমর্ষণ মন্ত্র বলিতেছেন অতি প্রদীপ্ত তপস্যা হইতে অদ্বয়জ্ঞানের পরিচ্ছিন্ন মত, স্বরূপবিস্মৃত মত পুরুষের উপরে ঋত ও সত্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং আরও কিছু জন্মগ্রহণ করে। তপস্যা দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ঘটাকাশের উপর মহাকাশ ভাসার ন্যায় জন্মেন। কিন্তু এই দর্শনের স্থিতি হয় না কারণ, ইহার সহিত আরও কিছু

থাকে। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ এই দুইটি "চ"এর শেষ "চ"টিতে আরও কিছু যে জন্মে তাহার কথা পাওয়া যাইতেছে। এই উভয়ের কোনটিই স্থিতিলাভ করে না। আবার তপস্যা চলে। তাহার পরে রাত্রি জন্মে। এই রাত্রি কি? না পরমপদের একদেশে একটা নিবিড় তমআচ্ছাদিত সীমাশূন্য মহাশূন্য; এই মহাশূন্য কিরূপ, ইহা কতবড়, তাহার ইয়ত্বা কেহই করিতে পারেনা। যদি গরুড় কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ইহার উর্দ্ধদেশে উৎপতিত হইতে থাকেন অথবা অতি গুরুভার শীলা যদি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ইহার অধোদেশে পতিত হইতে থাকে অথবা সদাগতি বায়ু যদি তীর্য্যগ্‌ভাবে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করেন তথাপি কেহই ইহার শেষ প্রাপ্ত হন না অথচ পরমপদের নিকটে ইহা বিন্দুমাত্র দেশেই ভাসে। যোগবাশিষ্ঠের ভাসায় বলিতে গেলে বলিতে হয় পরমশান্ত পরমপদটি হইতেছেন চিন্মণি। অনন্ত প্রকাশটি এই চিন্মণির আত্মরূপ। বিশ্ব বলিয়া কোন কিছু যাহা উঠে তাহা এই চিৎ অবলম্বন করিয়াই উঠে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব কিন্তু শুদ্ধবোধ রূপ এই চিন্মণির সত্তামাত্রাত্মক। বিশ্বের পরিবর্ত্তে তখন পর্য্যন্ত এক আদ্যন্তশূন্য তমঃই এই চিন্মণির এক দেশকে যেন বেষ্টন করিয়া থাকে, জ্ঞানের আশেপাশে যেন একটা অজ্ঞান থাকে। "আর কিছুই নাই" এই অভাব বোধরূপ অজ্ঞানটা যেন সৎস্বরূপ, অস্তিস্বরূপ, আছে ভাব রূপ ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করিতেছে। 'আছে' এই ভাব জাগিলে সঙ্গে সঙ্গে "বিশ্ব নাই" এই ভাবটা, অস্তির সঙ্গে নাস্তিটা যেন অবস্থিত। এই অভাবের মধ্যে বিশ্বটা ছায়া ছায়া মত আছে। কিরূপে? দেখ। অভাবটা কার না বিশ্বের। বিশ্ব ত নাই কিন্তু বিশ্বের অভাবরূপ একটা ভাব যেন মায়াশাবলিত ব্রহ্মের মায়িক অংশে আছে। সেই জন্য বলা হয় মহাপ্রলয়ে স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ বা শুদ্ধ বোধরূপ যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন এই বিশ্বটা তাঁহারই সত্তা মাত্র অবলম্বন করিয়া ভাসে। বিশ্ব ভাসিবার পূর্ব্ব অবস্থাটা হইতেছে রাত্রি বা অন্ধকার বা অজ্ঞান।

ঋত ও সত্যের পরে রাত্রি জন্মে। তাহার পরে জন্মে অর্ণবঃ সমুদ্রঃ অর্থাৎ অর্ণস্ বা জল তদ্‌যুক্ত সমুদ্র। ইহাই কারণবারি। ভাবি সৃষ্টির কারণ স্বরূপ সলিল সদৃশ বাক্‌পদ্ ইত্যাদি। শব্দ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি; শব্দটা স্পন্দন মাত্র। এই স্পন্দনটি বাক্‌পদময়, কারণবারি সদৃশ ইহাই রাত্রির পরে জন্মে। ইহার পরে ইহা হইতে সম্বৎসর জন্মে। সম্বৎসর অর্থে বিরাট্ প্রজাপতি। হিরণ্যগর্ভ আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহবিশিষ্ট। কিন্তু এই সম্বৎসর যাহা তাহা সমষ্টি ভাবনা পুঞ্জীকৃত

স্থূলদেহধারী। এই ধাতা—এই বীর্য্যাধান কর্ত্তা অহোরাত্র বিধানকারী নিমিষাদি-যুক্ত বিশ্বের স্বামী। এই বিধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে পূর্ব্বকালের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন এবং সেইরূপ সুখ স্বরূপ স্বর্গকে পৃথিবীকে এবং অন্তরীক্ষ লোক সকলকে সৃষ্টি করিলেন।

অঘমর্ষণ মন্ত্রের ভাবনাতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া হইল। ইহার পুনঃ পুনঃ আলোচনাতে এবং সাধনার সহিত ইহার স্বাধ্যায়ে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। যদি কেহ মনে করেন একবারেই ইহা বুঝিয়া ফেলিবেন তাঁহার এরূপ বুদ্ধি সুবুদ্ধি নহে। জগতে যদি বুঝিবার কঠিন কথা কিছু থাকে তবে সেটি ইহাই। এইটি বুঝিলে যখন মুক্তির পথ পাওয়া যায় তখন ইহা সহজ মনে করা বাতুলতা মাত্র। আমরা যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছি ইহা অপেক্ষা কঠিন তত্ত্ব আর কিছুই দেখি নাই।

যখন ওঙ্কারের সঙ্গে জড়িত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইল তখন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষ ওঙ্কারকে গায়ত্রী জড়িতভাবে রূপবিশিষ্ট অগ্নি দেবতারূপে দেখিলেন। অন্যান্য ঋষিগণ গায়ত্রী ও গায়ত্রী শির ইত্যাদি দেখিলেন। তখন এই বিশ্বরূপ বিরাট্ পুরুষের অঙ্গে ব্রহ্মা নিজেই আপনাকে দেখিলেন। ব্রহ্মা নাভিদেশে বিষ্ণু হৃদয়ে ও মহেশ্বর ললাটে। এই দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ নিজ শরীরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণায়াম কর। তাহার পরে যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর। সর্ব্বদা যদি এই চিন্তা লইয়া থাকা যায় তবে কি পাপ থাকে? এই ভাব লইয়া থাকাই অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। ইতি।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-উপাসনার ভাব।

তৃতীয় অংশ—সন্ধ্যায় শক্তি উপাসনা।

স্বামী। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় কি করিতে হয় তাহার ভাব বুঝিতে হইলে তোমাকে গুটিকতক বিষয় জানিতে হইবে।

স্ত্রী। বল কি জানিতে হইবে?

স্বামী।—

(১) জীবের চিরতরে জুড়াইবার স্থানটি কি?

(২) সেই পদে পৌঁছিতে হইলে কি করিতে হইবে?

পরমপদই হইতেছে গন্তব্যস্থান। শক্তির উপাসনা হইতেছে পরমপদ লাভের উপায়।

যত প্রকার উপাসনা আছে—যাহাকে সগুণ বলা হয় তাহাতে শক্তিরই উপাসনা হয়। সকল উপাসনাই গায়ত্রী উপাসনা। গায়ত্রীর উপাসনা না করিলে মার আশ্রয়ে না আসিলে কিছুতেই বরণীয় দর্শনকে পাওয়া যায় না।

(৩) গায়ত্রী হইতেছেন বরণীয়ভর্গ। ইনি সমস্ত ছন্দের মাতা। যাহা আচ্ছাদন করে তাহাকে বলে ছন্দ। পরমপদটি হইতেছেন ব্রহ্ম। ইনি নির্গুণ ওঁকার। বরণীয় ভর্গ হইতেছেন অতিসূক্ষ্ম স্পন্দন। চলন রহিত ব্রহ্ম যেন চলন যুক্ত গায়ত্রীর অব্যক্তাবস্থা দ্বারা আচ্ছাদিত। ব্রহ্ম ছন্দাচ্ছাদিত হইয়া হয়েন দেবতা। কাজেই যে দেবতারই উপাসনা কেন না কর তাঁহাকে পুরুষ দেবতাই নাম দাও বা স্ত্রী দেবতাই নাম দাও ইনি হইবেন শক্তি আচ্ছাদিত শক্তিমান্। আবার শক্তিকে উপাসনা না করিলে কেহই শক্তিমানের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন না।

(৪) শক্তি যাঁহাকে আবরণ করিয়া আছেন তাঁহার কাছে শক্তির আরাধনা ভিন্ন যাওয়া যাইবে কিরূপে? শক্তি পথ ছাড়িয়া না দিলে পরমপদের গৃহে প্রবেশ করা যাইবে কিরূপে? শক্তি উপার্জ্জন না করিলে আত্মদর্শন করা যাইবে কিরূপে? এই আত্মা বলহীনের লভ্য নহেন। শুধু বচনে উহাঁকে লাভ করা যায় না, বলবান্ ভিন্ন আত্মলাভ কেহ করিতে পারে না। শক্তি উপাসনা ভিন্ন শক্তিলাভ হইবে কিরূপে? শক্তি উপাসনা দ্বারা শক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত ইনি

যাহাকে তাহাকে বরণ করেন না। "যমেবৈষ-বৃণুতে" ইহা অনুষ্ঠান ভিন্ন হয় না।

(৫) যে প্রকারে গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হয় তাহাই ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা। এই সম্যক ধ্যানের কথাগুলি সন্ধিকালে অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়াও ইহা সন্ধ্যা নামে অভিহিত।

এই সন্ধ্যা ব্যাপারে তিনটি প্রধান শক্তির উপাসনা আছে। সৃষ্টিশক্তি স্থিতিশক্তি ও লয়শক্তি এই তিনশক্তিরই কার্য্য এখানে আছে। তাই সন্ধ্যাতে ব্রহ্মা—মহাসরস্বতী, বিষ্ণু—মহালক্ষ্মী এবং মহেশ্বর মহাকালী এই ধ্যান ধারণা আছে।

মানুষ—পশু ও দেবতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। একটু পশ্চাতে হটিলে হয় পশু আর ভাল করিয়া উপরে উঠিলে হয় দেবতা। মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। সেইজন্য এই জীবন। মানুষের শরীরটি বড় অদ্ভুত একটি যন্ত্রগৃহ। এই গৃহে দেবতাকেও ডাকা যায় আবার অসুর, দানব পিশাচ, এই সকলকেও জাগান যায়।

বড় মানুষ ও ছোট মানুষ এই দুয়ের মাঝখানে মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। একটু পশ্চাতে হট ছোট মানুষ হইয়া যাইবে। শুধু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন—এবং ইহাদের জন্য আয়োজন লইয়াই থাকিবে। স্বার্থ ভিন্ন কিছুই বুঝিবে না। যেখানে স্বার্থ একবারে নাই সে স্থানে তোমার কর্ম্মের উদ্যম জাগিবেই না। আবার যখন কর্ম্মের উদ্যম জাগিবে তখন প্রভুত্ব জন্য ব্যাকুল হইবে। সবার উপর কর্ত্তৃত্ব চাহিবে, সবার নিকট হইতে মান্য চাহিবে। তারপর লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া করিয়া, ছোট মানুষের দ্বারা নিয়ত সেবা প্রাপ্ত হইয়া, দানব ভাব হইতে হইবে পিশাচ। শুদ্ধতা পবিত্রতা হারাইলেই মানুষ হয় পিশাচ। আবার নিজের সুখের জন্য অন্যকে উৎপীড়ন যখন করিতে আরম্ভ করিবে, ক্রমে পরের রক্ত দর্শনে, পরের প্রাণে ব্যথা দানে যখন উল্লাস আসিবে তখন হইবে রাক্ষস ভাব।

একটু পশ্চাতে হটিলে ছোট মানুষ হইয়া যাইবে বলা হইল। দুর্ব্বল হইয়া গেলে হইলে পশু, আর সবল হইলে হইবে দানব রাক্ষস পিশাচ।

ভিতরে আগে ভাবটা প্রবেশ করে, শেষে মানুষের দেহটা পড়িয়া গেলে সত্যসত্যই পশুদেহ, দানব, রাক্ষস পিশাচাদির দেহ পাইবে। এই হইল পশ্চাতে হটার ফল।

কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হও হইবে বড় মানুষ, হইবে দেবতা, হইবে ব্রহ্ম উপাস্ত। একদিকে থাকিবে প্রবল শক্তি, অন্যদিকে থাকিবে অপার করুণা।

মানুষ যখন ছোট হইয়া যায় তখন হয় কি? মানুষ যতই ছোট হইয়া যাক্ না কেন তাহার শক্তির অপব্যবহারে না তাই হয়? শক্তিত থাকেই। শক্তির ব্যবহার না করিয়া অপব্যবহার করে বলিয়াই না পশুত্ব, রাক্ষসত্ব, পিশাচত্ব, দানবত্ব প্রাপ্ত হয়? বড় মানুষ একদিকে পশুত্ব সংহার করেন অন্যদিকে দেবশক্তি জাগাইয়া পশুশক্তিকে পদতলে রাখিবার, পশুত্ব দমন করিবার কার্য্য করাইয়া— ক্রম অনুসারে, অধিকার অনুসারে করাইয়া, আবার ছোট মানুষকেই বড়মানুষ করিয়া দেন, দেবতা করিয়া দেন। ইহাই হইল পাপের বিনাশ আর পাপীর উদ্ধার।

মানুষের এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর একদিকে স্বর্গ অন্যদিকে নরক। মানুষ এই স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। ছোট হইয়া যখন পশ্চাতে হটে তখন এই পৃথিবীকে করে নরক, আবার অগ্রসর হইয়া যখন সম্মুখে চলে তখন এই পৃথিবীকেই করে স্বর্গ। মানুষকে দেবতা হইতে হইবে, এই পৃথিবীতে স্বর্গ আনিতে হইবে।

বড় বড় সহরে বড় বড় বাড়ী। তোল—বড় বড় বাড়ী তোল। ভালই। কিন্তু কার জন্য বাড়ী তুলিয়া যাইতেছ একবার দেখিয়া যাও। এই বাড়ীতে কি নরকের চিৎকার ধ্বনি উঠিবে, দানব পিশাচ রাক্ষসের আহার ব্যবহারের,নানাবিধ বিলাসিতার কোলাহলের ধ্বনি উঠিবে, না দেবতার কার্য্যের শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনি উঠিবে তাই ভাব। এই গৃহ কি বড় মানুষের বাসস্থান হইবে না ছোট মানুষের ভোগগৃহ হইবে তাহা বেশ করিয়া দেখিয়া তবে বাড়ী তোল! এই সংসারকে কি ছোট মানুষের অশান্তি নিবাস করিয়া নরকে টানিবে, না বড় মানুষের শান্তি নিকেতন করিয়া স্বর্গে তুলিবে তাই ভাবিয়া যাও।

এ আর কত বলিব। তাই বলিতেছি শক্তির উপাসনা কর; সৎব্যবহারের কার্য্য কর, বল লাভ কার; করিয়া পৃথিবীকে বড় মানুষের আবাসস্থান কর। শক্তির অপব্যবহার করিয়া মানুষের দেহে, মানুষের পৃথিবীতে আর ভূত ডাকিওনা, ভূত হইওনা। দেবতা ডাক, দেবতা হও। বড় মানুষ হও ছোট মানুষ হইও না।

বলিতেছিলাম সকল মানুষের মধ্যে বড় হইবার শক্তি আছে আর যতদিন বুদ্ধিশক্তি আছে ততদিন মানুষের সকল আশাই আছে।

প্রাণ মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই মানুষের মুখ্য শক্তি।

শক্তির ব্যবহার করিলে শক্তি ছন্দমত স্পন্দিত হয়। শক্তির অপব্যবহার করিলে অসচ্ছন্দ স্পন্দন হয়।

প্রাণকে ছন্দমত স্পন্দিত কর, মনকে ছন্দমত স্পন্দিত কর আর বুদ্ধিকে ছন্দমত স্পন্দিত কর। শক্তির ছন্দমত স্পন্দনে মানুষ বড় হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাতে এই ছন্দমত স্পন্দনের ব্যাপার আছে। প্রাণের ছন্দমত স্পন্দনের কার্য্য প্রাণায়াম। মনের ছন্দমত স্পন্দনের কার্য্য প্রার্থনা উপাসনা আর বুদ্ধির ছন্দমত স্পন্দনের কার্য্য সগুণ উপাসনা সাহায্যে নির্গুণ আত্মস্বরূপে স্থিতি। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার শেষ ফল ধর্ম্ম অর্থ কাম লাভে মুক্তি বা চিরতরে পরমানন্দে স্থিতি। পূর্ব্বে "প্রচোদয়াৎ" অধ্যায়ে ইহা আলোচনা করা হইয়াছে।

৪র্থ অংশ—ত্রিসন্ধ্যায় কার্য্য।

স্ত্রী। এখন বল ব্রাহ্মণের তিন সন্ধ্যায় কার্য্য কি কি ?

স্বামী! শুন।

প্রাতঃ সন্ধ্যায় কার্য্য।

১। আচমন বিষ্ণুস্মরণ। ২। মার্জ্জন। ৩। প্রাণায়াম। ৪। প্রাতর্মন্ত্রে আচমন। ৫। পুনর্ম্মার্জ্জন। ৬। অঘমর্ষণ। ৭। সূর্য্যোপস্থান-অঞ্জলি। ৮। গায়ত্রী আবাহন। ৯। ন্যাস। ১০। গায়ত্রীর প্রাতর্ধ্যান। ১১। শাপোদ্ধার। ১২। হৃদয়। ১৩। গায়ত্রী জপ। ১৪। গায়ত্রী কবচ। ১৫। গায়ত্রী বিসর্জ্জন। ১৬। আত্মরক্ষা। ১৭। রুদ্রোপস্থান। ১৮। জলাঞ্জলি। ১৯। সূর্য্যার্ঘ্য। ২০। সূর্য্য প্রণাম। ২১। প্রসাদভিক্ষা।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কার্য্য।

১। আচমন বিষ্ণুস্মরণ ২। মার্জ্জন। ৩। প্রাণায়াম। ৪। মধ্যাহ্ন মন্ত্রে আচমন। ৫। পুনর্ম্মার্জ্জন। ৬। অঘমর্ষণ। ৭। সূর্য্যোপস্থান-অঞ্জলি। ৮। আচমন ও নিষ্পিতৃকের পিত্রাদি তর্পণ। ৯। আচমন ও গায়ত্রী আবাহন, ন্যাস। ১০। মধ্যাহ্ন ধ্যান। ১১। শাপোদ্ধার। ১২। হৃদয়। ১৩। জপ। ১৪। কবচ। ১৫। বিসর্জ্জন। ১৬। আত্মরক্ষা। ১৭। রুদ্রোপস্থান। ১৮। জলাঞ্জলি। ১৯। ব্রহ্মযজ্ঞ। ২০। সূর্য্যার্ঘ্য। ২১। প্রণাম ও প্রসাদ ভিক্ষা।

সায়ং সন্ধ্যার কার্য্য।

১। আচমন বিষ্ণুস্মরণ। ২। মার্জ্জন। ৩। প্রাণায়াম। ৪। সায়ং মন্ত্রে আচমন। ৫। পুনর্ম্মার্জ্জন। ৬। অঘমর্ষণ। ৭। সূর্য্যোপস্থান। ৮। অঞ্জলি। ৯ আবাহন ন্যাস। ১০। সায়ং মন্ত্র ধ্যান। ১১। শাপোদ্ধার। ১২। হৃদয়। ১৩। জপ। ১৪। কবচ। ১৫। বিসর্জ্জন। ১৬। আত্মরক্ষা। ১৭। রুদ্রোপস্থান। ১৮। জলাঞ্জলি। ১৯। সূর্য্যার্ঘ্য। ২০। সূর্য্য প্রণাম ২১। প্রসাদ ভিক্ষা।

স্ত্রী। একেই করেনা তার উপর এত বিস্তারিত—

স্বামী। যাঁহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা বলিয়া শাস্ত্রমত কার্য্য করেন তাঁহারা ঠিক ঠিক কর্ম্মই করিবেন। কতক লোক ত ঠিক ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা করুক। অন্য যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে না হয় "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ" একবারে না করা অপেক্ষা মন্দভাবে করাও ভাল। কিন্তু লোকের রুচি নাই বলিয়া আদর্শ বিকৃত করিয়া কার্য্য করান নিতান্ত অন্যায়। আর যাহারা করিতে চায় না তাহাদিগকে করাইতে হইলে সন্ধ্যাবন্দনাদির উপকারিতা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু সংক্ষেপ উচিত নহে। করিবার সময় নাই এ যাঁহারা বলেন তাঁহারা অলস। কারণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিতে অভ্যাস করিলে দেখা যায় যে প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় সকলেরই থাকে এবং সায়ংসন্ধ্যার সময় ও বিলক্ষণ থাকে। তবে শাস্ত্র মত রাত্রিতে প্রথম প্রহরের মধ্যে আহারাদি করিয়া কেবলমাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রার জন্য রাখিতে হয়। আর সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়া ছাড়িলেই সায়ং সন্ধ্যার সময় বিলক্ষণ থাকে। সন্ধ্যা করিয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া কিম্বা ভ্রমণ হইতে যথাসময়ে ফিরিয়া সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। আপদ্ধর্ম্মের কালে কাহার কাহার মধ্যাহ্নসন্ধ্যা স্নানের পরে বা আহারের পূর্ব্বে করিতে হয়। তাঁহারা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় হৃদয় ও কবচ বাদ দিতেও পারেন এবং জপের সংখ্যা অধমভাবে করিতেও পারেন। কিন্তু দুইবারের ভোজন একসঙ্গে খাইয়া রাখিলে যেমন হয় না সেইরূপ দুই সন্ধ্যা এক সময়েও হয় না। আপদ্ধর্ম্মের কালে যথাসাধ্য শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করা চাই। এরূপ করিলে তবে তাঁহার প্রসন্নতা অনুভবে আইসে। আর তাঁহার কৃপা লাভ হইলে, তিনি কৃপাদৃষ্টি করিলে কর্ম্মের বিঘ্ন যাহা তাহা সরাইতে তাঁহার ভার কি?

যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করেন, শুধু চেষ্টা নহে প্রাণপণ করেন তাঁহাদিগের পক্ষেই "যমেবৈষ বৃণুতে" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ আছে। আর যাঁহারা কিছু না করিয়া অথবা সংসার কর্ম্ম বিলক্ষণ আঁটা সাঁটা ভাবে করিয়াও মনে করেন সময় হইলে যখন ভগবান কৃপা করিবেন তখন ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যাইবে তাঁহাদের বড়ই দুর্ব্বুদ্ধি। দেখা গিয়াছে এরূপ লোকের সময় আর কিছুতেই হয় না। আর যদিই শোকতাপের প্রতাপে সময় আইসে কিন্তু শেষ অবস্থায় আর তাঁহাদের সামর্থ্য থাকে না। তাই দিন থাকিতে শাস্ত্রমত কার্য্য অভ্যাস করা উচিত।

স্ত্রী। এখন সাধারণভাবে সন্ধ্যার কার্য্যগুলির একটাভাব ধারাইয়া দাও।

স্বামী। শ্রবণ কর।

অনুষ্ঠান-তত্ত্ব

প্রাতরুত্থান।

ব্যাস বলেন—"নিত্য নৈমিত্তিকং কাম্যমিতিকর্ম্ম ত্রিধা মতং" অর্থাৎ—নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম এই তিনভাগে বিভক্ত।

যাহা আচরণ না করিলে মানব পাপভাগী হয় তাহা নিত্য,—যেমন—সন্ধ্যা বন্দনাদি। কোন নিমিত্ত কারণ উপস্থিত হইলে তজ্জন্য যাহা করা হয় সে অনুষ্ঠান নৈমিত্তিক যথা—গ্রহণ জন্য শ্রাদ্ধাদি। স্বর্গাদি—কামনাবান্ মনুষ্য যাহা আচরণ করেন তাহা কাম্য, যেমন স্বর্গাদি কামনায় ব্রতাদি করা।

আমাদের নিত্যানুষ্ঠানগুলি প্রাতঃকৃত্য, পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, সঙ্গবকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য প্রভৃতি কয়েকভাগে বিভক্ত।

প্রাতঃকৃত্য সম্বন্ধে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজকগণ কি কি বলেন তাহা দেখাইতেছি। শয্যাত্যাগ কখন করা কর্ত্তব্য, ইহার উত্তরে—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ"

(মনু)।

"ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে চোত্থায় মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ"

(বিষ্ণুঃ)।

"উষঃকালে সমুত্থায় কৃতশৌচো যথাবিধি" ইত্যাদি—

(হারীতঃ)।

"ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদাত্মনো হিতং"—

(যাজ্ঞবল্ক্যঃ)।

"যামিন্যাঃ পশ্চিমে যামে ত্যক্তনিদ্রো হরিং স্মরেৎ"—

(ব্যাস)।

"উষঃকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ" ইত্যাদি—

(দক্ষঃ)।

অর্থাৎ মনু বলেন—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-অর্থ চিন্তা করিবে।
বিষ্ণু বলেন—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে।
হারীত বলেন—উষাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুসারে শৌচাদি করিবে।
যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া আপনার হিত চিন্তা করিবে।
ব্যাস বলেন—রাত্রির শেষযামে জাগ্রত হইয়া হরিকে স্মরণ করিবে।
দক্ষ বলেন—প্রত্যুষকালে যথাবিধি শৌচাদি করিবে।

এখন দেখা যাইতেছে মনু—বিষ্ণু—যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, হারীত—দক্ষ উষাকালে ও ব্যাস রাত্রির শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিয়া, হরিস্মরণ মঙ্গলার্থ ধর্ম্মাদি চিন্তা ও শৌচাদি করিতে বলেন।

কাহাকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে? এবিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে—রাত্রির শেষপ্রহর, উষাকাল ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত একই সময়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কাহাকে বলে এই প্রশ্নোত্তরে শাস্ত্রকার পিতামহ বলেন—

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে"

অর্থাৎ—রাত্রির শেষ প্রহরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। ইহাতে সংশয় এই যে রাত্রির শেষপ্রহরে চারি মুহূর্ত্তই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কি না? সেইজন্যই নির্ণয়ামৃতে সুমন্ত সুস্পষ্ট করিয়াছেন—

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে॥"

অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে যে চারি মুহূর্ত্ত, তাহার তৃতীয় মুহূর্ত্তটী ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলিয়া খ্যাত ও জাগ্রত হইবার সময় ও সেই।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সম্বন্ধে সকল সংশয়চ্ছেদী সুমীমাংসক স্মার্ত্তঃ রঘুনন্দন আহ্নিক-তত্ত্বে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন—

সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অর্দ্ধপ্রহরে য়ৌ মুহূর্ত্তৌ তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্ব্ব অর্দ্ধপ্রহরের যে দুই মুহূর্ত্ত তাহার প্রথমটী ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও দ্বিতীয়টী রৌদ্র মুহূর্ত্ত।

এক মুহূর্ত্ত স্থূল ৪৮মিনিট সময়। সূর্য্যোদয়ের একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্ত হইলে, যে দিন ৬টার সময় সূর্য্যোদ হয় সেদিন রাত্রি ঘণ্টা ৪।২৪ মিনিটের পর হইতে ৫।১১ মিনিট ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত; সুতরাং উষাকাল, রাত্রির শেষপ্রহর বা ব্রহ্মমুহূর্ত্ত একই সময়।

আমাদের হিতৈষী শাস্ত্রকরগণ একবাক্যে বলিতেছেন সূর্য্যোদয়ের অন্যূন এক-ঘণ্টা পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়া দেবতা স্মরণ প্রভৃতি করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, শাস্ত্র বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্ত্র বাক্য, আপ্ত বাক্যজ্ঞানে পালন করিতেন; শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতেন সেই জন্যই তাঁহারা সবল, নিরোগী ও দীর্ঘজীবী হইতেন। এখন আমরা, অবিশ্বাসী অতিবুদ্ধি হইয়াছি প্রাজ্ঞনেত্র শাস্ত্রকারগণকে কুসংস্কারন্ধ বলিয়া তাচ্ছীল্য বা অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না, বরং তাহাতে যেন সুখ অনুভব করি, তাহারই ফলে দিন দিন এত অধঃপতন হইতেছে। যে ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বপুরুষগণের কাছে দাস ছিল, শাস্ত্র-অবিশ্বাসী, অনুষ্ঠানহারা অতিবুদ্ধি আমরা সেই ইন্দ্রিয়গণের দাস হইয়া অশেষ যাতনা পাইতেছি।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ করাত দূরের কথা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কাহাকে বলে অনেকেই এখন তাহা জানেন না কেহ বেলা ৭টা ৭॥টা পর্য্যন্ত কেন বা ৮টা পর্য্যন্ত শয্যার শুইয়া এপাশ ওপাশ করেন। ভোর হইলে পশু পক্ষী সকলে জাগিয়া, পাখীরা ডাকাডাকি করিয়াও আমাদিগকে শয্যাত্যাগ করাইতে পারে না। কারণ আমরা যে আলস্যের দাস। সূর্য্যের উত্তাপে ঘর বিছানা যখন তপ্ত খোলার মত হইয়া উঠে শয্যায় থাকা, একান্ত কঠিন হয় তখন অগত্যা বিরক্তি সহকারে কুম্ভকর্ণের মত শয্যা ত্যাগ করি ও মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। একবার মনে হয় না যে সন্ধ্যা বন্দনাদি আমাদের কর্ত্তব্য। মাঝে মাঝে দৈত্যের হাঁসির মত হাঁসি মাত্র, কিন্তু যে বিরক্তি ভাবটী লইয়া শয্যাত্যাগ করা হয় সেটী

সারাদিন থাকিয়া যায়, দিন মাসে, মাস বৎসরে, বৎসর যুগে পরিণত হওয়ায় বিরক্তি ভাবটী আমাদের চিরসাথী হইয়াছে। স্বেচ্ছায় বিরক্তিকে সহচর করিয়া আমরা জীবনটাকে দুঃখময় করিতেছি।

এত কষ্ট পাইতেছি তবুও সাড়া নাই, বোধ হয় আর প্রাণ নাই। হায়! আলস্য পরবশ আমরা এখন পশু অপেক্ষাও হীন, কারণ পশুরা নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করে, আমরা নিজ ধর্ম্ম নাশ করিতেছি, ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী থাকিয়া বৃথায় সময় ক্ষেপ করি। আর কেহ যদি কখনও বলেন সন্ধ্যাদি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন কর ত? অমনি অম্লান বদনে উত্তর দেই সকাল সকাল আপিষে বা স্কুলে যেতে হয়, করি কখন মশায়—সময়ের অভাব।

ধিক আমাদিগকে, আর শতধিক আমাদের এই লজ্জাহীনতাকে। পাপ করিয়া বেশ বিষময় ফল ভোগ করিতেছি, শয্যা মায়ামুগ্ধ তাই সন্ধ্যাবন্দনাদি ত্যাগী হইয়া অনাচারী হইয়াছি ও শরীরের জাড্য বৃদ্ধি করিতেছি, হাতে হাতে ফলভোগ হইতেছে, আমাদের প্রতি ব্যাধির বেশ কৃপাদৃষ্টি আছে, সেজন্য অনেক সময় শয্যাশায়ীই থাকিতে হয় এমন কি শীঘ্রই সেই শয্যায় শুই যে শয্যায় শুইলে পরক্ষণে, চিতাশয্যার অপেক্ষা করিতে হয়। হায় আমরা যদি পূর্ব্বপুরুষগণের মত শাস্ত্র বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে শয্যাত্যাগাদি করিতাম, তাহা হইলে কি এত দুর্গতি হইত?

শ্রীকান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া।

প্রাপ্ত হয়েন তখনই ব্রহ্ম আপন স্বরূপে, আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করেন তখনই তিনি পরমানন্দ-স্বরূপে স্বীয় মহিমায় বিরাজমান থাকেন !

শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিরূপে ইহা যদি কোন আধুনিক বৈষ্ণব মনে করেন আর সেই ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীভগবতের ব্যাখ্যা উল্টা করিতে চান অর্থাৎ বলেন শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপের বিনাশ হয় না জীবেরই হয় এ ব্যাখ্যাকে নির্ভুল ব্যাখ্যা বলা যায় না। কারণ শ্রুতি ও নাম রূপকে ত্যাগ করিতেই বলেন ; "তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যং। মুণ্ডক। নদী নামরূপ ছাড়িয়া যেমন সমুদ্রে অস্ত যায় সেইরূপ বিদ্বান নামরূপ ত্যাগ করিয়াই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। শ্রুতি আরও বলেন মথি "জীবত্ব মীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি"। জীবভাব ও ঈশ্বরভাব মায়া দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ শ্রীভগবানেই কল্পিত। শ্রুতির কথা অবজ্ঞা করিয়া অন্য ব্যাখ্যায় শ্রদ্ধা কিছুতেই করা চায় না।

এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্যচ।
বর্ণয়ন্তিস্ম কবয়ো বেদ গুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥৩৫

যিনি অকর্ত্তা, যিনি অজ সেই অন্তর্যামীর এইরূপ অতিগুহ্য জন্ম ও কর্ম্ম পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়াছেন। অকর্ত্তার কর্ম্ম এবং অজন্মার জন্ম সমস্তই মায়িক। শ্রীভগবান্ অমোঘলীল—অব্যর্থ কার্য্যকারী; তিনি সত্য সঙ্কল্প; যাহা সঙ্কল্প করেন তাহা ব্যর্থ হয় না। সেই অমোঘলীল ঈশ্বর এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃজন করেন, পালন করেন ও লয় করেন কিন্তু তিনি ইহাতে মানুষের মত সুখদুঃখ বোধ করিয়া আসক্ত হন না। স্বতন্ত্র সেই ঈশ্বর সমস্তভূতে লুকায়িত। ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়্গুণের ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যাদি গুণ হইতে জাত সুখকেও মানুষ যেমন পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করে সেইরূপে আঘ্রাণ করেন।

জগতে অভিনয় বিস্তার কর্ত্তা সেই বিধাতার উতী বা লীলা কুবুদ্ধি,—বিষয়বুদ্ধি প্রবল মানুষ তর্কাদি কৌশল দ্বারা জানিতে পারে না। আর তাঁহার নাম ও রূপ সকলকেও মন ও বাক্য দ্বারা জানিতে পারেনা। মনের সঙ্কল্প দ্বারা তাঁহার রূপ জানা যায় না—তিনি আপনি রূপ ধরিয়া হৃদয়ে উদিত না হইলে কে তাঁহার রূপ জানিতে পারে ? আর বচন দ্বারা কেই বা তাঁহার অনন্ত নামের ইয়ত্তা করিতে পারে ? যেমন অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ সাধারণ মনুষ্য অভিনেতার ভঙ্গি দ্বারা

তাহার অভিনয় চেষ্টা বুঝিতে পারে না সেইরূপ বিষয়াসক্ত কোন মানুষ শ্রীভগবানের নামরূপ লীলা কোন তর্ক কৌশলে জানিতে পারে না।

যিনি কিন্তু অকপট ভক্তিতে, অনুকূল বৃত্তি বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর সেই অশেষ শক্তিসম্পন্ন চক্রধারীর চরণকমলের সৌরভ গ্রহণ করিতে পারেন তিনিই সেই পরাৎপর বিধাতার পরমপদ জানিতে পারেন। বিনা ভক্তিতে সেই অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ পরমপদে কিছুতেই স্থিতিলাভ করা যায় না; তাঁহাকে জানাই তাঁহাতে স্থিতিলাভ করা।

অতএব এই জনন-মরণ প্রবাহ বিশিষ্ট সংসারে অপনারাই ধন্য; যেহেতু আপনারা অখিল লোক-নাথ সেই ভগবান বাসুদেবে ঐকান্তিক রতি লাভ করিয়াছেন। সেই ভগবানে রতি স্থাপন করিলে এই সংসারে অনেক যাতনা বিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ গতাগতি আর হয় না।

এই ভাগবত নামক পুরাণ বেদতুল্য, ইহা উত্তম শ্লোক শ্রীভগবানের চরিত্র বর্ণনায় পূর্ণ। সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদ, সর্ব্বমঙ্গলাবহ, শ্রেষ্ট এই গ্রন্থ লোকের মুক্তির জন্য ভগবান্ ব্যাসদেব রচনা করিয়াছেন। সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের সার উদ্ধৃত করিয়া তিনি ইহা প্রণয়ণ করেন। এবং ইহাতে মোক্ষসুখ লাভ হয় বলিয়া তিনি এই পুস্তক আত্মজ্ঞানে সদা উদ্যোগী যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপন পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শুকদেব আবার গঙ্গাতীরে অনশন ব্রতধারী ঋষিপরিবৃত মহারাজ পরীক্ষিতকে ইহা শুনাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি লইয়া যখন স্বধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন; আর কলিযুগে যখন মানুষ ধর্ম্মজ্ঞান বিবেক রহিত হইতে লাগিল তখন এই পুরাণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! অশেষ শক্তিসম্পন্ন শুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে ইহা শ্রবণ করান তখন আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত জানিয়াছি।

সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং তথামতি ॥৪৪

এক্ষণে আমি যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাই নিজ বুদ্ধি অনুসারে আপনাদিগকে শ্রবণ করাইব।

১ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়।

নারদাগমন।

নৈমিষারণ্যে মুনিগণ দীর্ঘকাল সাধ্য যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত। ইঁহাদের মধ্যে কুলপতি ঋগ্বেদী শৌনক বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি উগ্রশ্রবা সূতকে বহু প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন সূত! সূত! তুমি মহাভাগ। তুমি প্রসিদ্ধ বক্তা। পরম পবিত্রা ভাগবতী কথা—তুমি ভগাবান শুকের নিকট যাহা শুনিয়াছ তাহাই আমাদিগকে বল। কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে কি জন্য এই ভাগবতী কথার অবতারণা হয়? মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাহার প্রেরণায় এই সংহিতা প্রণয়নে যত্নবান হয়েন? ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব, শুনিয়াছি তিনি মহাযোগী, তিনি সমদৃষ্টি—সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন, তিনি উন্নিদ্র—মায়া নিদ্রা হইতে উত্থিত। তিনি লোকের কাছে প্রচ্ছন্ন—কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। তিনি মূঢ়ের ন্যায়, অজ্ঞানীর ন্যায় বিচরণ করিতেন। উলঙ্গ পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন আর পরিহিত বসন পিতা ব্যাসদেব কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। দেবকন্যাগণ উলঙ্গ হইয়া জলকেলী করিতেছিলেন। যুবা শুকদেবকে দেখিয়া তাঁহারা লজ্জা করিলেন না কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া যখন তাঁহারা নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিলেন তখন ব্যাসদেব আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অপ্সরাগণ বলিয়াছিলেন তুমি বৃদ্ধ তথাপি আমরা স্ত্রীলোক তুমি পুরুষ এই ভেদজ্ঞান তোমার আছে কিন্তু তোমার পুত্র শুক সকলকেই পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিতেছেন সেই অমৃতময় পুরুষ। এইভাবে যিনি প্রথমতঃ কুরুজাঙ্গলে প্রবেশ করেন পরে উন্মত্ত মূক জড়বৎ হস্তিনাপুরে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাঁহাকে পুরবাসিগণ কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল? কিরূপ কথোপকথন হইল যে কথোপকথনই ভাগবত সংহিতা নামে কথিত?

সংসার বিরক্ত শুকদেব গোদোহন পরিমিত কালমাত্র গৃহাশ্রমিগণের দ্বারে প্রতীক্ষা করেন সে কেবল গৃহস্থাশ্রম পবিত্র করিবার জন্য। অথচ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ত দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। ইহা হইল কিরূপে? লোকে অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলে। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য জন্ম ও কর্ম্ম আমাদিগকেও

বলুন। রাজা পরীক্ষিত কেনই বা রাজ্যসম্পৎ অনাদর করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করেন? বিপক্ষ নরপতিগণ আপন মঙ্গল জন্য প্রভূত ধনরত্ন যাঁহার পাদপীঠে উপঢৌকন দিয়া প্রণত হয়েন হে সৌম্য! বল এমন কি কারণ ঘটিল যাহাতে সেই রাজা তরুণ বয়সেই দুর্লভ রাজলক্ষ্মী—তাই কেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন? ঈশ্বর পরায়ণ জনগণ নিজহিতে দৃষ্টি না রাখিয়া লোকের সুখসমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্যের জন্য জীবন ধারণ করেন। পরম ভাগবত এই রাজা কেনই বা নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বলোকোপজীব্য তাঁহার দেহই বা কেন ত্যাগ করিলেন?

সূত! বেদ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাস্ত্রেই তুমি পারদর্শী। তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর কর।

সূত তখন ব্যাসদেবের কথা বলিতে বলিতে লাগিলেন।

---

(২)

ব্যাস জীবনী।

সরস্বতী তীরে ব্যাসদেবের আশ্রম। দ্বাপর যুগে তৃতীয় যুগপর্য্যায়ে—যুগ পরিবর্ত্তনকালে শ্রীহরির অংশে উপরিচর বসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর ঋষির ঔরষে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন আশ্রমে তপস্যা করেন। একদিন সরস্বতীর জলে স্নান সন্ধ্যা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পরে তিনি একাকী নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে যুগে যুগে যে যুগধর্ম্মের ব্যভিচার হয় তাহাই তাঁহার দিব্য চক্ষে উদ্ভাসিত হইল। তিনি দেখিলেন দুর্জ্জ্ঞেয় অলক্ষ্য বেগবলে কালও পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে জীবের বিষয় দুর্গতি আসিয়া পড়িতেছে। মানুষের ভৌতিক শরীরের শক্তি হ্রাস হইতেছে; তাহাদের আর পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা নাই, সে ধৈর্য্য ও নাই। মানুষ অল্পায়ু মন্দ বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যশালী হইয়া পড়িতেছে। তিনি তখন বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের হিত কিরূপে সাধিত হয় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিচার করিয়া নিশ্চয় করিলেন বেদোক্ত কর্ম্মই মানুষের চিত্তশুদ্ধি কর। বেদে চিত্তশুদ্ধিকর যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি ও প্রয়োগ আছে। অথচ মানুষ অল্পবুদ্ধি বলিয়া বেদ বুঝিতে

অক্ষম। তখন তিনি বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সাম ঋক্ যজু ও অথর্ব্ব বেদের উদ্ধার করিলেন। পরে ইতিহাস ও পুরাণ রচনা করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ স্বরূপ।

তাঁহার চারি শিষ্য চারি বেদে পারদর্শী হইলেন। জৈমিনি সাম বেদ, পৈল ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ এবং অভিচাররত দারুণ সুমন্ত অথর্ব্ববেদে কৃতবিদ্য হইলেন। আর আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণ আয়ত্ত করিলেন। ইঁহারা আবার আপন আপন অধীত বেদ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। শিষ্যেরা আবার নিজ নিজ বুদ্ধিমত তাঁহাদের শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্য ও তৎশিষ্য ক্রমে একবেদই বিভাগ কর্ত্তার নামানুসারে বহুশাখায় বিভক্ত হইল। দীনবৎসল ভগবান্ ব্যাসদেব অল্পবুদ্ধি মানুষ যাহাতে বেদ ধারণা করিতে পারে সেইরূপ করিয়া বেদের বিভাগ করিলেন। কারণ বেদ যেমন ছিল তাহা অতিমেধাবী সাধক- ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। আর পুরাণ ও ইতিহাস যে রচনা করিলেন সে কেবল স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজগণের জন্য। কারণ—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারত মাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥ ২৫॥

স্ত্রী শূদ্র ও পতিত দ্বিজগণের বেদ শ্রবণে অধিকার নাই। সুতরাং নিজ হিত সাধনে পরাঙ্মুখ লোকের মঙ্গল কামনায় মহর্ষি কৃপা করিয়া ভারত নামক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা রচনা করিলেন।

লোকের হিতসাধনে এইরূপে ব্যাপৃত থাকিয়াও ব্যাসদেব দেখিলেন তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি আসিল না।

ব্যাসদেব সরস্বতীর পবিত্র তটে নির্জ্জনে বসিয়া একদিন চিন্তা করিতেছেন— আমার মন এত অপ্রসন্ন কেন? আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অকপটে বেদ, গুরু ও অগ্নির সেবা করিয়াছি এবং তাঁহাদের অনুশাসন সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছি। ভারত-প্রণয়নচ্ছলে আমি নিখিল বেদের অর্থই উদ্ঘাটন করিয়াছি। ঐ ভারতপাঠে স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু প্রভৃতি সকলে অনায়াসে যাহাতে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মাদি নির্ব্বাচন করিতে পারে তাহাও করিলাম। কিন্তু কি

পরিতাপের বিষয় আমার দেহাভিমানী জীবাত্মা স্বয়ং পূর্ণ ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইয়াও নিতান্ত অপূর্ণ ও হীনতেজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং ইহা আপন 'আপনি আপনি' স্বভাবে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেছে না—পরন্তু ইহা নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে।

কেন এরূপ হইল? বোধ হয় আমি ভাগবত ধর্ম্ম বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করি নাই তাই কি আমার এই অবস্থা?

ভাগবত ধর্ম্মই পরমহংসগণের প্রিয় এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা শ্রীভগবানেরও প্রিয়।

নিজের ন্যূনতা ভাবিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপে খেদ করিতেছেন এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই সরস্বতী তীরস্থ ব্যাসাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরপূজিত দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া ব্যাসদেব সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া দেবর্ষির অভ্যর্থনা করিলেন।

১ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়।

ব্যাস-নারদ সংবাদ।

এই ব্যাস-নারদ সংবাদে উপস্থিত সময়ের সমাজের প্রভূত অনিষ্টজনক এক সমস্যার মীমাংসা আছে। আধুনিক সাহিত্যিকগণ কি শ্রীভাগবতের এই অধ্যায় পাঠ করিবেন? পাঠ করিয়া তাঁহারা কি বিচার করিবেন দেবর্ষির কথা কতদূর সঙ্গত? যদি করেন ও যদি শ্রীনারদের সহিত একমত হইতে পারেন তবে সমাজের এক গুরুতর দুঃখের কারণ তাঁহারা উৎপাটিত করিতে পারেন।

আজকালকার সমাজের প্রায় লোকের বিশেষ দুঃখ কি?

মনে শান্তি পাইনা, চিত্ত স্থির হয় না এই না প্রধান অশান্তি?

তুমি আমি কি করি যে চিত্ত শান্ত হইবে? মন স্থির হইবে? আমাদের লোক-হিতকর কর্ম্মটাও যাহা হয় তাহা দুই চারিখানা বই লেখা বা খবরের কাগজে লেখা—তা দৈনিক হউক, বা সাপ্তাহিক হউক বা মাসিক হউক—

আর না হয় সভা সমিতি করিয়া দুই দশটা বক্তৃতা করা আর তাই ছাপান—এইত আমাদের দেশ হিতকর কর্ম্ম। ব্যাসদেব ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী জীব হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন তবুও চিত্ত স্থির হয় নাই। আমাদের শান্তি কিসে হইবে ?

ব্যাসদেব লোকহিতকর কর্ম্মের সঙ্গে আত্মহিতকর শাস্ত্র অনুষ্ঠানও করিতেন আমাদের ত এই অনুষ্ঠান ভাগটা প্রায় শূন্য। আবার যদিও ইহারা কতক কতক কোথাও কোথাও দেখা যায় তাহ প্রায়ই শাস্ত্রমত নহে, নিজের মনগড়া অনুষ্ঠান অথবা বিকৃত অনুষ্ঠান। যিনি লোকহিতকর কর্ম্ম করেন, যিনি স্বধর্ম্ম মত অনুষ্ঠানও করেন তিনি কিন্তু নিজে বাড়ীর লোকের অসুখেও একটু পরিশ্রম করিতে রাজী নহেন। এতে নাকি তাঁর "মালার আছির" ব্যাঘাত হয়। এ সমস্তই বিকৃতি। শাস্ত্র কিন্তু সমকালে নিঃশ্রেয়স্ ও অভ্যুদয়ের কার্য্য করিতে বলিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লক্ষ্যই হইতেছে সমকালে জগতের হিত ও নিজের মুক্তি। গীতার শিক্ষাও তাই। জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কর্ম্ম ও আত্মকর্ম্ম সমকালে চালাইতে হইবে। ইহা অসম্ভব নয়। শাস্ত্র যাহা শিক্ষা দিতেছেন লোকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া যদি তাহার বিকৃত আচরণ করে তবে কি তাহা শাস্ত্রের দোষ না লোকের পাপ কলুষিত হৃদয়ের দোষ ? দোষ যাহা হইয়াছে তাহাত হইয়াছে কিন্তু এখন হইতে সতর্ক হইবার কার্য্য সকলেরই করা কর্ত্তব্য। এই যে রাশি রাশি পুস্তক দিন দিন বাহির হইতেছে ইহাতে কি সমাজের ইষ্ট হইতেছে না অনিষ্ট হইতেছে ? কিরূপ পুস্তকে সমাজকে উন্নত করা যায় ? অপর জাতির কথা গ্রহণেও কিছুমাত্র দোষ নাই, যদি তদ্দ্বারা আমাদের দেশের যাহা ভাল তাহা পুষ্টিলাভ করে অন্ততঃ যদি বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমাদের হিতকর কোন কিছুর অনিষ্ট না হয় এবং অহিতকর যাহা তাহার বিনাশে ইহা সহায়তা করে। ব্যাস-নারদ সংবাদে এমন কিছু আছে যাহাতে সেই মত চলিতে পারিলে আমাদের সমাজের প্রভূত ইষ্ট সাধিত হয়। এক্ষণে আমরা ব্যাস-নারদ সংবাদ দিতেছি।

বৃহচ্ছ্রবা—মহাযশস্বী দেবর্ষি বীণা হস্তে সুখাসনে উপবেশন করিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া সমীপাসীন ব্যাসদেবকে বলিতে লাগিলেন হে মহাভাগ পরাশর-নন্দন! আপনার শারীর-আত্মা ও মানস-আত্মাত আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট আছেন ? শারীরিক বা মানসিক কোন কিছু অসন্তোষ ত আপনার নাই ?

ধর্ম্মাদি যাহা জানিবার আছে তাহা আপনিত সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন, আর সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মহাভারতও আপনি প্রস্তুত করিয়াছেন। আপনি সনাতন ব্রহ্মবিচার করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে অপরোক্ষানুভূতিতে আনিয়াছেন তথাপি হে প্রভো! আপনি কি জন্য আপনাকে দীনের ন্যায় বোধ করিয়া শোক করিতেছেন?

ব্যাসদেব। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই আমাতে আছে সত্য "তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে" তথাপি আত্মা আমাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন না। কেন এরূপ হইতেছে তাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। আপনি আত্মভব যে ব্রহ্মা তাঁহার আত্মভূত পুত্র অতএব মহাজ্ঞানবান্‌। আপনাকেই ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আপনি অসঙ্গ অথচ সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা শ্রীভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করেন আপনার অবিদিত ত কিছুই নাই। আপনি দিবাকরের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন। আপনি যোগবলে প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সকলের ভিতরও দেখিতেছেন। আপনি পরমব্রহ্মনিষ্ঠ এবং বেদাধ্যয়নাদি স্বাধ্যায়ে সম্যক পারদর্শী। আমার এই দৈন্যভাব কেন আসিতেছে তাহা বিচার করিয়া বলুন।

নারদ। শ্রীভগবানের অমল যশ আপনি প্রায় বলেন নাই। এই যশো-বর্ণন শূন্য ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবান প্রসন্ন হন না। এইটি আপনার ন্যূনতা আমি মনে করিতেছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! স্বধর্ম্মাদি পুরুষার্থ আপনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন বাসুদেবের মহিমা সেরূপ কুত্রাপি বর্ণন করেন নাই। অতি বিচিত্র রস অলঙ্কার বিশিষ্ট পদবিন্যাস সত্ত্বেও যে বাঙ্ময় শাস্ত্রের কোন স্থানে শ্রীহরির জগৎপাবন যশোরাশি কীর্ত্তিত হয় না সুধীজনগণ সেই সকল শাস্ত্রকে কাকতীর্থ স্বরূপ মনে করেন—কাকতুল্য কামিগণের রতি স্থান মনে করেন। নির্ম্মল মানস সরোবর বিহারী রাজহংসগণ যেমন ত্যক্ত বিচিত্র অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত কাক ক্রীড়া স্থানে রমণ করেন না সেইরূপ পরমহংসগণও ঐরূপ পুস্তকে প্রীতিলাভ করেন না। যে শাস্ত্রের প্রতি শ্লোকে অনন্তদেবের যশঃ সমলঙ্কৃত ও নাম সকল কীর্ত্তিত থাকে তাহাতে অলঙ্কৃত পদ বাক্যাদি বিন্যস্ত না থাকিলেও তাহা মানব জীবনের পাপ রাশি নাশ করিয়া থাকে। আর সাধুগণ ঐ নাম সকল শ্রবণ বর্ণন ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন বলিয়াও উহা লোকের পাপক্ষয়ে সমর্থ।

ব্রহ্ম একদেশে যেন মায়াখণ্ডিত মত বোধ হয়েন। সঙ্কল্প দেহ বিশিষ্ট অখণ্ডের খণ্ডভাব মত যে পুরুষ তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্থূলদেহ নাই। তাঁহার একটি মাত্র দেহ। সেই দেহকে বলে চিত্ত শরীর, আতিবাহিক দেহ বা সঙ্কল্পদেহ। এই আতিবাহিক দেহধারী সঙ্কল্পময় পুরুষই ব্রহ্মের আদি বিবর্ত্ত। ইনিই সমষ্টি মন। সমষ্টি মন ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলে স্থূলদেহ ধারণ হয়। সমষ্টি মন আতিবাহিক কিন্তু ব্যষ্টি মন সূক্ষ্ম স্থূলদেহ বিশিষ্ট॥ ব্রহ্মার স্থূল শরীর নাই, স্থূল অহংবোধও নাই সেই জন্য তাঁহার চিত্তশরীরে কোন সংস্কার থাকে না। মহাপ্রলয়ে তিনি বিদেহ মুক্ত হইলেও ব্যষ্টি যে সমস্ত জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে তাহাদের মরণমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে অপ্রবুদ্ধ মনের সঙ্কল্প বিকল্প নাশ হইবে কিরূপে? কাজেই তাহাদের জনম মরণ স্মৃতিমূলক।

মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প অল্প, যে অস্পষ্ট, সৃষ্টির ভাব উদিত বা অঙ্কিত হয় তাহাই সমষ্টি জীবস্বরূপ আতিবাহিক ব্রহ্মা হইতে বিশ্বসৃষ্টির কারণ।

আকাশের অনুরূপা সঙ্কল্পাত্মিকা প্রকৃতি যখন চিৎপ্রতিফলিতা হন তখন তাঁহাতে অহম্ভাবের উদয় হয়। তাহা হইতেই সৃষ্টির প্রকাশ হয়। প্রথমে যাহা অতি সূক্ষ্ম, শুধু ভাবনাময় থাকে তাহাই কালক্রমে স্থূল হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিস্তার করে। সেই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক তাহাই জীবের আতিবাহিক দেহ। দীর্ঘকাল পরে ঐ ভাবনাময় দেহই আমি স্থূল এইরূপ কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া স্থূল আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়।

যদি বল ভাবনাময় সঙ্কল্পময় আতিবাহিক দেহ কিরূপে আমি স্থূল এই কল্পনা করে? বলিতেছি। অপ্রবুদ্ধ জীবের পূর্ব্বস্মৃতিই এই কল্পনার কারণ। জীব যে স্থানেই মৃত হউক না কেন—মরণ মূর্চ্ছার পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্ব স্মৃতি প্রভাবে সেই স্থানেই অজ্ঞানে স্থূল বিশ্ব দর্শন করে।

আকাশসম সূক্ষ্মজীব বাস্তবিক জন্মাদিবর্জ্জিত। কিন্তু অজ্ঞানকল্পিত পূর্ব্বস্মৃতিরবশে ইহারা আগন্তুক দেহাদি ভাবনার পরবশ হইয়াই ভাবে আমি জন্মিয়াছি, আমি জগৎ দেখিতেছি, আমার পিতামাতা আছে। মর্ত্ত, মর্ত্তবাসী, স্বর্গ স্বর্গবাসী, দেবতা, অমরাবতী, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বায়ু জরামরণ ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি মত ভাবনা করে বলিয়া জগৎ নামক স্বকল্পিত

বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া বৃথা জগৎভ্রম অনুভব করে। প্রতিজীব মরণ মূর্চ্ছায় আপন আপন অজ্ঞানে এক একটি সংসার-অরণ্য কল্পনা করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভূতির যে সংস্কার তাহাই তাহাদের সংসার-অরণ্যের অঙ্কুর। জন্তুগণ যে স্থানে মরে সেই স্থানেই মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহারা এই সংসাররূপ বনখণ্ড অনুভব করে। প্রথমে তাহাদের অনুভব সূক্ষ্ম থাকে পরে স্থূল হয়। কাজেই এই স্থূলবিশ্ব স্বকায় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

যদি বল মন চঞ্চল-স্বভাব কিন্তু স্থূল বিশ্বত স্থির স্বভাব—আর সকলের কাছেই ত এই সূর্য্য এই চন্দ্র একভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার উত্তরে বলা হয় তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ মন যাহা তাহা স্পন্দন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এ স্পন্দন কার? মনের ভিত্তি যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তাহাতেই সঙ্কল্প উঠিয়া বা মায়া উঠিয়া বা শক্তি ভাসিয়া যেন ইহাকে চঞ্চল করে। এই চঞ্চলতা বহু বহু কাল ধরিয়া যখন হয় তখন সূক্ষ্মটাই স্থূলরূপে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মার সঙ্কল্পে এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রবিশিষ্ট জগৎ আর জীবের সঙ্কল্পে এই পিতা মাতা ভাই বন্ধু বিশিষ্ট সংসার। ফলে সঙ্কল্পমাত্রই মিথ্যা। চিত্তের স্ফুরণ হইতেই এই জগৎ সংসার।

লীলা ও সরস্বতী আতিবাহিক বলিয়া তাঁহারা আপন, আপন ইচ্ছানুসারে বিদূরথ গৃহে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। তুমিও আতিবাহিকতা অভ্যাস কর তুমি স্থূল লয় করিয়া সূক্ষ্ম বিন্দু দিয়া বাহিরে আসিয়া আবার স্থূলদেহ মত দেহধারণ দেখাইতে পারিবে। দেবীদ্বয় গৃহে প্রবেশ করিলেন; দুইটি চন্দ্র যেমন ধবল আলোক বিকীরণ করিতে করিতে গৃহ সুশোভিত করিল। তখন মন্দার কুসুমের গন্ধবাহী মৃদু সমীরণ বহিতে লাগিল। দেবীদ্বয় সত্য সঙ্কল্প। তাঁহাদের ইচ্ছায় রাজা ভিন্ন অন্য সকলেই নিদ্রায় অচেতন রহিল। এই সময়ে সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান হইল; কোন ভয় সেখানে নাই। গৃহ তখন বসন্তকালীন বনের ন্যায় ও প্রাতঃকালীন অম্বুজের ন্যায় মনঃপ্রসন্নকর হইল। দেবীদ্বয়ের শশাঙ্ক-শীতল-দেহপ্রভায় আহ্লাদিত হইয়া রাজা যেন অমৃতাভিষিক্ত হইতে লাগিলেন আর দেখিলেন সেই দিব্য সিমন্তিনীদ্বয় মেরুদ্বয় শৃঙ্গে সমুদিত চন্দ্রবিম্বদ্বয়ের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। লম্বমান্ দিব্যমাল্যধারী সেই

ভূপতি বিস্মিতমনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অনন্তশয্যা হইতে সমুত্থিত শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন, উপাধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরণ্ড হইতে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন এবং আনত হইয়া ভূমিতে পদ্মাসনে অবস্থান করিয়া বলিলেন "হে দেবীযুগল! আপনারা জন্মদুঃখ দাহের এবং ত্রিতাপের শশিপ্রভা এবং বাহিরের ও ভিতরের অন্ধকার দূরীকরণে রবিপ্রভা আপনাদের জয় হউক"। রাজা এই বলিয়া দেবীদ্বয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন মনে হইল যেন নদীতটস্থ বিকসিত কুসুমদ্রুম নদীবক্ষস্থিত পদ্মিনীর প্রতি কুসুমাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করিল।

দেবী সরস্বতী ইচ্ছা করিলেন লীলা, ভূপতির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুক সেইজন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন মন্ত্রী জাগরিত হউক এবং উহা বলুক। সত্যসত্যই মন্ত্রী জাগরিত হইল। দিব্যনারীদ্বয়কে দর্শন করিয়া মন্ত্রী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল এবং তাঁহাদের চরণযুগলে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরোভাগে উপবিষ্ট রহিল। সরস্বতী তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজন্ তোমার বংশবৃত্তান্ত বিবৃত কর। মন্ত্রী তখন রাজার অনুমতি লইয়া প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

ইক্ষাকু বংশের রাজা কুন্দরথ। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ইঁহা হইতেই ভদ্ররথ, বিশ্বরথ, বৃহদ্রথ, সিন্ধুরথ, শৈলরথ, কামরথ, মহারথ, বিষ্ণুরথ, নভোরথ জন্মগ্রহণ করেন। আমার প্রভু বিদূরথ মহারাজ নভোরথের পুত্র। আমাদের মহারাজার মাতার নাম সুমিত্রা মাতা। দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইঁহার পিতা ইঁহার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমন করেন। সেই অবধি ইনি রাজ্য পালন করিতেছেন। আজ দেবীদ্বয়ের কৃপায় আমরা পরমপুণ্য লাভ করিলাম। এখন মন্ত্রী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; রাজা পূর্ব্বাবধি কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ব্বাক হইয়া আছেন।

সরস্বতী তখন স্বীয় হস্তদ্বারা রাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন রাজন্। তুমি তোমার প্রাক্তন্ জন্ম পরম্পরা স্মরণ কর।

অতি অপূর্ব্ব তখন হইল। সরস্বতীর স্পর্শে রাজার চক্ষু হইতে একটা পরদা সরিয়া গেল। হৃদয় হইতে মায়ার অন্ধকার দূর হইলে অষ্টদল হৃদপদ্ম বা বুদ্ধিপদ্ম বিকসিত হইল। রাজার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত মনে পড়িল।

বিদূরথ পূর্ব্ব জন্মে সম্রাট ছিলেন, তাঁহার লীলা নাম্নী মহিষী ছিল, লীলা ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তি দেবীর সেবিকা ছিল। আরও পূর্ব্বে তিনি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার লীলা অরুন্ধতী ছিল। তিনি পদ্মভূপতি হইয়াছিলেন—এসব কথা রাজার অন্তরে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইল।

সমুদ্রের বক্ষে যেমন শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গমালা উদিত হয় সেইরূপ বিদূরথের অন্তরাকাশে সমুদয় প্রাক্তন বৃত্তান্ত উদিত হইতে লাগিল।

রাজা বিস্মিত হইয়াছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন এ কি? এ কাহার মায়া! আমি এসব কি দেখিতেছি! রাজা তখন দেবীদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন—হে দেবীদ্বয়! এ সকলই অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। একদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে, সেই একদিনেই আমার সপ্ততিবর্ষ (৭০) বয়স হইল আর পূর্ব্বজন্মের কত কথাই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। পিতা, পিতামহ, বাল্য যৌবন, বৃদ্ধত্ব, লীলা রাণী, দাস দাসী সমস্তই স্মরণ হইতেছে। বলুন! এ মায়া কাহার?

সরস্বতী। রাজন্! তুমিই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তুমি উগ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলে রাজা হইব। তুমি যেমন যেমন সঙ্কল্প করিয়াছিলে মরণ মূর্চ্ছার সময়ে সেই সেই লোক তুমি অনুভব করিয়াছ। তোমার মায়াচ্ছন্ন আত্মায় ঐ সকল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্পরূপে ভাসিয়াছিল। সেই গিরিগ্রামের গৃহাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য ও রাজপুরী সমস্তই তোমার চিত্তাকাশে প্রতিরঞ্জিত হইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, যাহা যাহা অনুভব করিয়াছ সমস্তই তোমার কল্পনাময় চিত্তেই দেখিয়াছ, অন্য কোথাও নহে। শুধু সেই ব্রাহ্মণের জগতই যে ঐরূপ তাহা নহে প্রতি জগতই ঐরূপ কল্পনাময়। তোমার জীবাত্মা সেই গৃহাকাশে জ্ঞপ্তিদেবীর উপাসক হইয়া অবস্থিত। যেখানে তোমার জীব ছিল সেইখানেই পদ্মরাজার পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই রাজার রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তোমার চিদাকাশস্থ চিত্তাকাশে ঐ সকল ভ্রান্তি প্রতিভাত হইয়াছে। আমার নাম অমুক, ইক্ষ্বাকু কুলে আমার জন্ম, আমার পিতা, পিতামহের নাম অমুক, আমি দশ বৎসর বয়সে রাজ্য পাই, আমি দিগ্বিজয় করিয়া মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বসুন্ধরা পালন করিয়া রাজ্য ভোগ

করিতেছি, যজ্ঞাদি করিয়া ধর্ম্মানুসারে আমি রাজ্য পালন করিতেছি, এখন আমার বয়স সপ্ততিবর্ষ, সম্প্রতি সিন্ধুরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিয়াছে, আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে ফিরিবামাত্র এই দেবীদ্বয় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আমি যথাবিধি তাঁহাদের পূজা করিলাম; তাঁহাদের মধ্যে এক দেবী আমার পূজায় তুষ্ট হইয়া জাতিস্মরত্ব দিলেন এবং প্রফুল্লকমল সম তত্ত্বজ্ঞান দিলেন এই সমস্ত তোমার মনে এক্ষণে উদিত হইতেছে। তুমি আরও মনে করিতেছ দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে বাঞ্ছিত প্রদানে বিমুখ হন না। আরও ভাবিতেছ আমি কৃতকৃত্য হইয়া সুখী হইলাম। মহারাজ! এ সমস্তই ভ্রান্তির বিস্তার মাত্র; বাস্তবিক কিছুই হয় নাই। তোমার মরণ মূর্চ্ছার সময় হইতেই এই সমস্ত ভ্রান্তিবিলাস আরম্ভ হইয়াছে। যেমন নদীপ্রবাহ এক আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া অন্য আবর্ত্ত অবলম্বন করে সেইরূপ চিত্তপ্রবাহও এক দৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য প্রতিভাসিত করে। আবার আবর্ত্ত যেমন অন্য আবর্ত্তের সহিত মিলিয়া তৃতীয় আবর্ত্ত উৎপাদন করে সেইরূপ সৃষ্টি শ্রীও মিশ্র ও অমিশ্ররূপে প্রতিভাত হয়।

রাজন্! এই জগজ্জাল সেই মরণ মূর্চ্ছায় তোমার চিৎরূপ সূর্য্যের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। এ সমস্তই অসৎ ও মিথ্যা কল্প। কারণ মরণই যখন নাই তখন মরণ মূর্চ্ছা কি? মরণ মূর্চ্ছায় ভ্রান্তি দেখাই বা কি? যেমন স্বপ্নে মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্বৎসরশত ভ্রম হয়, যেমন সঙ্কল্প রচনায় পুনঃ পুনঃ জনন মরণ কল্পিত হয়, যেমন গন্ধর্ব্ব নগরের ও ভিত্তি দেখা যায়, নৌকা দ্রুতবেগে চলিলে যেমন তীরস্থিত বৃক্ষ পর্ব্বতাদির গমন অনুভূত হয়, যেমন বাতপিত্তাদির প্রকোপে সন্নিপাত রোগে পর্ব্বতাদিকেও নৃত্য করিতে দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে নিজের মস্তক কর্ত্তিত হইতেছে দেখা যায় এই বিস্তৃত রূপধারিণী ভ্রান্তিকেও তুমি সেইরূপ জানিও। বস্তুতঃ তুমি জাত বা মৃত নও। তুমি চিরদিনই শান্ত শুদ্ধ আপনি আপনি পরমাত্মা রূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি সব দেখিয়াও কিছুই দেখিতেছ না। সর্ব্বাত্মকত্ব হেতু তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হইতেছ। এই যে মহামণির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ ইহা বাস্তব ভূপীঠ নহে তুমিও বাস্তবিক ঐরূপ নও; এই গিরিগ্রাম, এই জনগণ, আমরা, এ সকল কেবলমাত্র কল্পনা; বাস্তবিক কিছুই নাই; কল্পনাও নাই; জগতও নাই। সেই যে গিরিগ্রামের বিপ্রের

মণ্ডপাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশে ভর্ত্তাসহ লীলার ভাস্বর জগৎ, সেই যে গৃহাকাশস্থিত ব্যোমমণ্ডল লীলা রাজধানীতে সুশোভিত, আমরা যে এই জগতে অবস্থান করিতেছি, এই সকলই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত।

আর সেই মণ্ডপাকাশ? সে মণ্ডপাকাশ কি? সেই মণ্ডপাকাশ নির্ম্মল ব্রহ্ম। সেই মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি কিছুই নাই! মানুষের যাওয়া আসা, পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ— এই সমস্তই মিথ্যা। এই সমস্তই একমাত্র চিৎ বস্তুতে পূর্ণ।

বিদূরথ। দেবি! যদি সমস্তই মিথ্যা হয় তবে এই আমার অনুচরগণ কি আমার জীবাত্মা হইতে উঠিয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা ইহা অন্য কিছুতে অবস্থিত?

যদি এই সমস্ত নরনারী স্বপ্নস্বরূপে দৃষ্ট হয় তবে আমার অনুচরগণও স্বপ্নস্বরূপ? ইহারা তবে সত্যমত দেখা যায় কিরূপে? কিরূপেই বা এই সমস্ত অসৎ?

সরস্বতী। রাজন্! শুদ্ধ বোধস্বরূপ চিদাত্মায় সমস্তই অসৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যাঁহারা শুদ্ধবোধরূপে স্থিতিলাভ করিতেছেন তাঁহাদের জগৎভ্রম নাই। সর্পজ্ঞান দূরে হইলে যেমন রজ্জুকে আর সর্প বলিয়া বোধ হয় না সেইরূপ জগতের অসদ্ভাব পরিজ্ঞাত হইলে জগদ্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়—একবার জগৎভ্রম নষ্ট হইলে আর কখন ইহা উদিত হয় না। মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্তির উপশমে আবার কি জলভ্রম থাকে? একজন স্বপ্নে মরিতেছে ও শোক করিতেছে—ইহা স্বপ্ন এই জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নমরণ কি আর সত্য হয়?

সর্ব্বদা অমর জীব স্বপ্নে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় আপনাকে মৃত ও জাত মনে করিতেছে। শরতের নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল চিত্ত শুদ্ধবোধস্বরূপ ব্যক্তিগণ "এই আমি" "এই জগৎ" এই সমস্তকে কুৎসিৎ শব্দ বাগাড়াম্বর ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করেন না।

উনবিংশ অধ্যায়।

জগৎ কি ?

মরণ মূর্চ্ছার সময় আকাশ সদৃশ নির্ম্মল জীব চৈতন্যে স্বভাবতঃ এবং পূর্ব্ব দৃষ্ট বা পূর্ব্বশ্রুত বিষয়াদির সংস্কারের স্মৃতি জন্য যে সঙ্কল্প জাল উত্থিত হয় তদ্দ্বারা জীবের ভাবনাময় দেহ গঠিত হয়। আদি জীবের যে সঙ্কল্প তাহা সংস্কারজাত নহে আদি সঙ্কল্প যাহা তাহা স্বভাবতঃ উঠে। ইহা অনাদি অবিদ্যা রচিত! অনেক জন্ম ধরিয়া অবিদ্যার কার্য্য হইতে থাকিলে স্বভাবজ সঙ্কল্পের সঙ্গে স্মৃতি জনিত সঙ্কল্প মিলিত হয় তখন ঐ সমস্ত সঙ্কল্প নিগড় জীবকে এরূপ বদ্ধ করে যে জীবের ক্ষীণ ইচ্ছার সে তেজ থাকে না, যে তেজে সে মিথ্যা সঙ্কল্প বাগুরা ছিন্ন করিতে পারে। জীব অবশ হইয়া তখন সঙ্কল্পের বশে বহু যোনি ভ্রমণ করে। এই সমস্ত জীব অপ্রবুদ্ধ। অপ্রবুদ্ধ জীব সাধনা, স্বাধ্যায় ও সৎসঙ্গ করিতে করিতে যখন চিত্তকে বলশালী করে তখন সহজেই সঙ্কল্পজাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়।

সৎসঙ্গী জীব প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান জগতটাকে নিজের মনেই দেখে। বাহিরের ঐ বৃক্ষটি যখন জানি তখন ঐ বৃক্ষটিকে কোথায় দেখি? যাহা কিছু জানিতেছি তাহা মনেই জানিতেছি। বাহিরের ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ কিছু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মানুষের হৃদয়ে আইসে না। হৃদয় কতটুকু আর বাহিরের বৃক্ষ কত বড়। তথাপি আমারা যে বলি বৃক্ষকে জানিতেছি তাহা বাহিরের স্থূলকে, মন নিজের মত সূক্ষ্ম করিয়াই না জানে? মনের মধ্যে যে বৃক্ষ দেখি তাহা কি? মনে যাহা স্থিতি লাভ করে তাহা স্থূল বস্তু নহে। মনে যাহা থাকে তাহা সঙ্কল্প। বাহিরের জগৎ যখন চিন্তা করা যায় তখন স্থূলটা, সূক্ষ্ম সঙ্কল্প হইয়া যায়। তবেই হইল সঙ্কল্পটাই মায়ার অপূর্ব্ব কৌশলে ঘনীভূত হইয়া স্থূল বিশ্বরূপে ভাসে। ফলে জগৎটা সঙ্কল্পেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি। স্থূলকে ভিতরে ভাবিলে তাহা সঙ্কল্প হইয়া গেল। যখন আমি ও সঙ্কল্পরূপী মন এই দুইজন থাকিলাম তখন বিচার করিতে হইবে আমি কে এবং সঙ্কল্প কি? ইহার উত্তর আমি চৈতন্য আর সঙ্কল্প মিথ্যা।

তৎ সঙ্কল্প কলং বিশ্বমেবং স্বপ্নাভমেবতৎ ॥১৬

সঙ্কল্প সদৃশ এই বিশ্ব স্বপ্ন সদৃশ।

এবং সর্ব্বমিদং ভাতি ন সত্যং সত্যবং স্থিতম্।
রজ্জ্বয়ত্যাপি মিথ্যৈব স্বপ্নস্ত্রী সুরতোপমম্ ॥২৪

যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা সত্য নহে কিন্তু সত্যবৎ। কারণ সংকল্প অবলম্বন করিয়া উহা ভাসে বলিয়া উহা সত্যবৎ। মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ ভাসিলেও উহাতে ব্যবহারিক কার্য্যের কোন বাধা হয় না। যেমন মিথ্যা স্বপ্নে স্ত্রী সঙ্গম মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ সেইরূপ।

যস্ত্বপ্রবুদ্ধমতিস্মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসারমিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ ॥১

যে জন অপ্রবুদ্ধ, যে মূঢ়, যে পরমপদে আরোহণ করা কি জানে না, কাজেই পরমপদে কখন আরোহণ করে নাই, তাহার নিকট এই অসত্য জগৎ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় এবং এই বজ্রসার অসত্য জগতই তাহার নিকট খাঁটি সত্য।

যথা বালস্য বেতালো মৃতিপর্য্যন্ত দুঃখদঃ।
অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতেজ্জগৎ ॥২
তাপ এব যথাম্বারি মৃগাণাং ভ্রমকারণম্।
অসত্যমেব সত্যাভং তথা মূঢ়মতেজ্জগৎ ॥৩
যথা স্বপ্নমৃতির্জন্তোরসত্যা সত্যরূপিণী।
অর্থক্রিয়াকরী ভাতি তথা মূঢ়ধিয়াং জগৎ ॥৪

বালকের বৃথা ভূতের ভয় যেমন মরণ পর্য্যন্ত দুঃখ প্রদান করে সেইরূপ অসদাকার এই জগৎ আকার সম্পন্ন হইয়া মূঢ়মতির নিকট চিরদিন দুঃখপ্রদ হয়। যেমন মরুভূমিতে পতিত সূর্য্যতাপ বারি না হইলেও অজ্ঞ মৃগের বারিভ্রম উপাদন করে সেইরূপ এই জগৎ সত্য না হইলেও মূঢ়বুদ্ধির নিকটে ইহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন স্বপ্নে নিজের মৃত্যু অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং স্বপ্নদ্রষ্টার রোদন শোকাদির কারণ হয় সেইরূপ এই অসত্য জগৎ অপ্রবুদ্ধ মূঢ়জনের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং অর্থক্রিয়াকরী হয়।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য ২।০ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত. সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত: সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথার উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা—উৎসবের পুরাতন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করায় উৎসব-সংক্রান্ত কর্ম্মের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। আমাদের দোষের জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর উৎসব পূর্ব্ব নিয়মেই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসব ১১শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এতাবৎকাল উৎসব তাহার লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছে বলিয়া উত্তরোত্তর উৎসবের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাতে উৎসবের আরও উন্নতি হয় তজ্জন্য উৎসব পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসবের মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া পাঁচ ফর্ম্মার স্থানে ছয় ফর্ম্মা দেওয়া হইতেছে। আরও কলেবর বৃদ্ধির সঙ্কল্প হইতেছে। যাঁহারা উৎসব প্রচারের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরর্থক, কারণ যে উত্তম লইয়া উৎসব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে সে উত্তম এখনও অক্ষুন্নই আছে।

দ্বিতীয় কথা—শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২৷৷০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি কত বড় হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারায় আমরা উহার মূল্য ২৷৷০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠার অধিক আকারে বড় হওয়ায় ও বাঁধাইবার খরচ অধিক হওয়ায় আমরা তিন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান গুলিই দুর্ম্মূল্য। আশা করি এমতাবস্থায় পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপাইয়া, সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া দিবার জন্য যে মূল্য হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

যাঁহারা বিচার চন্দ্রোদয় পাঠাইতে বলিয়াছেন তাঁহারা কোন্ প্রকার বাঁধান লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগকে সত্বরে জানাইবেন। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব, কারণ ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] শ্রাবণ ১৩২৩ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" শ্রীকালীপদ নস্কর দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১।০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [illegible] এবং সিকি পৃষ্ঠা [illegible] টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়। শ্রী[illegible] সেনগুপ্ত।

উৎসব।

—:০:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

অভিলাষ।

(মল্লার)

ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দরে।
দুর্লভ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব-সিন্ধুরে॥
শীত আতপ বাত বরিখ
এ দিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখ লব লাগিরে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরি পদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাস্যরে।
পূজন ধেয়ান আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে।

সুন্দর অভিলাষ। গোবিন্দ দাসের এই অভিলাষ সকল প্রকার নর নারীর গৃহ কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানে প্রবেশ করুক। গৃহ ব্যভিচার-শূন্য হউক, মন ব্যভিচার-শূন্য হউক। এই অভিলাষ জয়যুক্ত হউক।

সকল কর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা হউক। সংসারের সহিত ধর্ম্ম মিলাইবার এই কৌশল ঋষিরা চালাইয়া গিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রের শিক্ষা। "স্বকর্ম্মণা তমর্ভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" শ্রীগীতা (১৮।৪৬) ইহা শিক্ষা দিতেছেন। যাঁহারা সমাজের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ইহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। "যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্" ভগবান শঙ্কর ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। লৌকিক ও বৈদিক উভয় কর্ম্মই কর্ম্ম। বৈদিক কর্ম্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্চ্চনা হয় আর লৌকিক কর্ম্মে জীবন গঠিত হইতেছে কিনা ইহা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিতে হয়। তবেই সভা সমিতিতে 'পোষাকী' চরিত্র আর গৃহে 'আটপৌরে' চরিত্র থাকেনা। তোমার শত শত দোষ মজ্জাগত রহিল, তুমি জাতিকে তুলিবে কিরূপে? তুমি আপনি সুখ পাইলে না অন্যকে সুখী করিবে কিরূপে? যদি তোমার সকল কর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা না হয়, তবেত "অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া যাইবে। তবে এ কথাও সত্য যেতুমি যথাসময়ে সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা আরম্ভ করিতে পার নাই বলিয়া ঠিক ঠিক চরিত্র গঠন তোমার হয় নাই। তাই বলিয়া কি তুমি দশজনকে শিক্ষা দিবে না? না তা নয়। তুমিত চেষ্টা করিতেছ, অন্যকে চেষ্টা করিতে শিক্ষা দাও। যদি তোমার অপেক্ষা অন্যের জীবনে অধিক সুবিধা থাকে তুমি না পারিলেও সে পারিবে এই তোমার সুখ। কিন্তু স্বয়ং অর্চ্চনার কোন চেষ্টা না করিয়া যদি অন্যকে উপদেশ দাও তবে তোমার কথায় 'জোর' থাকিবে না; তোমার উপদেশ জীবন্তভাবে অন্যের হৃদয়ে কার্য্য করিবেনা। তোমার 'আটপৌরে ও পোষাকী' চরিত্র দেখিয়া অন্যে তোমার কথায় শ্রদ্ধা করিবে না।

সকল কর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। বড় সুন্দর উপদেশ ইহা। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা কর, বেশ কথা। কিন্তু শুধু সেবা যদি কর আর দরিদ্রকে নারায়ণ বোধ করিতে হইবে, ইহা যদি না কর তবে কি তোমার সেবা ঠিক সেবা হইল? আর যদি দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ঠিক ঠিক হয় তবে কাহাকে ফেলিয়া কাহার সেবা করিবে বল? যে কেহ সংসারে সুখ পাইল না—শান্তি পাইল না, সেই ত দরিদ্র। তবেইত দরিদ্র-নারায়ণ হইতে তোমার সংসারও বাদ যায়

ম্না, তুমি আপনিও বাদ যাওনা। সেইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, নূতন করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ তোমাকে করিতে হইবে না। এ কর্ত্তব্য তোমার জন্য ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের উপদেশ শিক্ষা কর, আপনি বুঝ, আপনি সেইমত কার্য্য কর, অন্যকেও করাও। তবেই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে—কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করা।

তাই বলা হইতেছিল "স্বকর্ম্মণা তমর্ভ্যচ্চ্য" বড় সুন্দর উপদেশ। তুমি ভাল লোক হইবে তখন যখন দেখিবে তোমার এমন কর্ম্ম কিছুই হইতেছেনা যাহাতে তাঁহার অর্চ্চনা হয় না। মন্দ কর্ম্মে, অসৎ কর্ম্মে, অবিচারের কর্ম্মে, পাপ কর্ম্মে-কাম প্রশ্রয়ের কর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা হইতেই পারে না। যাক্ এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা অনেক আছে—তুমি ভাবনা কর আপনিই সব বুঝিবে। অধিক আর লেখা গেল না।

শ্রীগোবিন্দদাস বিষ্ণু-উপাসক। তিনি বলিতেছেন—'ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন'। তুমি যদি শৈব হও বা শাক্ত হও তবে কি শিবশক্তি বা কে ত্যাগ করিয়া নন্দ-নন্দনের ভজনা করিবে? ভগবান্ শঙ্কর শৈব ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন "শম্ভো তবারাধনং" এই দেখিয়া কি তুমি নন্দ-নন্দনকে ত্যাগ করিয়া শম্ভুর উপাসনা করিবে? অথবা 'প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তবপূজনম্'। ইহা দেখিয়া তুমি কি কৃষ্ণ ছাড়িয়া বা শিব ছাড়িয়া শক্তি কে ভজনাকরিবে? না না শাস্ত্র ইহা বলেন না। শাস্ত্র বলেন ঈশ্বর এক—তাঁহার নাম বহু। যদি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস দেখ তবে বুঝিবে কৃষ্ণ বলিলে যাঁহাকে বুঝাযায় শিব বলিলে তাঁহাকেই বুঝা যায় আবার শক্তিও তিনি। স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ ও অবতার—ইহাতে সকলেই সেই। কেবল নাম ও রূপের পার্থক্য। নাম ও রূপ মিথ্যা। মিথ্যা হইলেও মিথ্যা ত্যাগের জন্য মিথ্যাকেই প্রথমে অবলম্বন করিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয় কর্ম্মশূন্য অবস্থা পাইবার জন্য, শুভসঙ্কল্প অবলম্বন করিতে হয় সঙ্কল্পত্যাগের জন্য, এখানেও তাহাই।

সকল উপাস্যই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, বিশ্বরূপ, আত্মা ও অবতার। যদি ঋষিদিগের এই মূল সিদ্ধান্ত বুঝিতে চেষ্টা কর তবে দেখিবে নির্গুণ উপাসনা, সগুণ উপাসনা, আত্মার উপাসনা ও অবতার উপাসনা করিয়াও তুমি সেই একেরই উপাসনা করিতেছ।

বলা হইতেছিল শ্রীগোবিন্দ দাসের অভিলাষটি বড় সুন্দর অভিলাষ। এইটিতে একদিকে সংসারের স্বরূপে দৃষ্টি আছে অন্যদিকে যিনি জীবের জীবন, যিনি জীবের আশ্রয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের উপাসনায় তাঁহাকে অবলম্বন করাও আছে। সংসারের যে কর্ম্মই করনা কেন বেশ করিয়া দেখ ইহাতে তাঁহার অর্চ্চনা হয় কি না? যদি বুঝ তোমার কর্ম্মে শ্রীভগবানের পূজা হয় তবে তোমার সব দোষ দূর হইবে, সংসারের কর্ম্ম করিয়াও তুমি ভগবানকে লইয়াই থাকিতে পারিবে এবং জীবনের শেষ ভাগে সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া দিনপাত করিতে পারিবে। আর এই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ঋষিগণ মানব জীবনকে একশত বৎসর ধরিয়া লইয়া ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। জীবনের প্রথম ২৫ বৎসর এমন কর্ম্ম কর যাহাতে গৃহস্থাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতে পার। গৃহস্থাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে বিশেষরূপে সংযমী হওয়া চাই। আবার শ্রীভগবানকে আশ্রয় না করিলে সংযমী হওয়া যায় না। জীবনের প্রথমে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংযমের সহিত সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা কর। মানুষকে যখন পূজা কর তখন মূল লক্ষ্য থাকে যাঁহার পূজা করিতেছি তিনি প্রসন্ন হইলেন কিনা। যখন বুঝিতে পার তোমার পূজায় তিনি প্রসন্ন হইলেন তখন তোমার কর্ম্ম করা সার্থক। শ্রীভগবানের পূজাতেও যখন প্রতি কর্ম্মে তাঁহার প্রসন্নতা বুঝিতে পারিবে তখন তোমার গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম সার্থক। এই ভাবে দ্বিতীয় ২৫ বৎসর সংসার কর। তারপরের ২৫ বৎসর কঠোর সাধনা কর। শেষ ২৫ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাক। এইভাবে জীবনটা কাটাইতে যিনি পারেন তাঁহার জীবনই সার্থক।

যদি ভাব যে এ ভাবেত প্রথম ২৫ বৎসর বা দ্বিতীয় ২৫ বৎসর কাটান হয় নাই। তবে কি করিব?

ইহাতেও হতাশ হইবার কথা নাই। কারণ জীবনের যতটুকু সময় অবশিষ্ট আছে তাহাতে সংযম অভ্যাস কর, নিত্য বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা যাহাতে হয় তাহাই কর—শেষটা তিনি কৃপা করিয়া করাইয়া লইবেন। নারায়ণ আমাদের সহায় হউন। আমাদের শুভ সঙ্কল্প মত কর্ম্ম তিনি আমাদের দ্বারা করাইয়া লউন। প্রপঞ্চেনালম্।

সে আসে।

একি শুধু মিছে কথা, শুধুই স্বপন ?
সে যে আসে, কাছে বসে করিয়া যতন,
সোহাগে আদরে করে প্রেম আলাপন,
কতই পিরীতি ভরে নেহারে বদন !
মিথ্যা কথা কভু নয়, নহেত স্বপন,
স্বপন হইলে কেন হবেগো এমন ?
সে আমার আসে যবে হৃদয় নিকুঞ্জে
দোলে লতা, ফোটে ফুল, মধুকর গুঞ্জে,
রঙ্গে ভঙ্গে বহে বায়ু বহিয়া সৌরভ,
গায় পাখী বসি শাখে তাহারি গৌরব,
পলকে পলায় দূরে যত মলিনতা
সারা প্রাণে খেলে মোর স্নিগ্ধ পবিত্রতা
যত কিছু দরিদ্রতা অভাব আমার
মুহূর্ত্তেই দূর হয় পরশে তাঁহার।
সে যবে চলিয়া যায় রাখিয়া আঁধার
গভীর যাতনা গর্জ্জে করি হাহাকার,
সকল সুষমা মম তখনি পলায়—
যাদুকর—যাদু যথা নিমিষে মিশায় ;
শত প্রলোভন জাগে মস্তক তুলিয়া
অযুত অভাব আসে আমারে ঘেরিয়া
ডুবে যাই আমি, হায় ! অতল পাথারে ;
সে দুঃখের কথা আর কহিব কাহারে !
সে গেলে মরণ আসে, সেই দুঃখ হরে,
সে যদি না আসে তবে কে এমন করে ?

অনুগৃহীত।

উপদেশ মত চলিতে অভ্যাস।

তোমার চক্ষে যাহা ভাল লাগে তাহাতেই তোমার অনুরাগ, যাহা ভাল না লাগে তাহাতেই তোমার বিরক্তি। এই যে কোন বিষয়ে রাগ কোন বিষয়ে দ্বেষ ইহা যতদিন আছে ততদিন তুমি যাতনা পাইবেই। রাগ দ্বেষ শূন্য যদি হইতে পার তবে তুমি মুক্ত হইলে।

"ন বশো হর্ষ শোকাভ্যাং স সমাহিত উচ্যতে" শ্রুতি। যিনি হর্ষ শোকের বশ নহেন তিনি সমাধিস্থ।

রাগ ও দ্বেষ বা হর্ষ ও শোক যাইবে কিরূপে?

রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইও না, ইহাই প্রথম উপদেশ।

"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইহাই জীবের প্রতি পরমাত্মার উপদেশ।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলেই প্রকৃতির নিয়মে রাগদ্বেষ জন্মিবেই। কি উপায়ে আমি রাগদ্বেষ জয় করিব?

নিদাঘ ব্রাহ্মণ বড় কষ্ট পায়। কষ্টের কারণ ইঁহার সংসার। ইঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা ইহাকে দুঃখ দেয়। ইঁহার পুত্র কন্যা হইয়া হইয়াছিল। উপযুক্ত হইয়া ইহারা নিদাঘ ব্রাহ্মণকে বহু দুঃখ দিয়া মৃত্যুকবলে পতিত হইয়াছে। স্ত্রীর সহিত স্বামীর কখনও সদ্ভাব নাই। তথাপি পুত্র কন্যা হইয়াছিল। নিদাঘ আপনার স্বধর্ম্ম লইয়া থাকিত। স্ত্রীও পুত্রের আশা করিয়াছিল। পুত্রগুলি গিয়াছে তথাপি সংসার ছুটে নাই। ব্রাহ্মণ দরিদ্র। সংসারের কোন কর্ম্ম করিতে হইলে ব্রাহ্মণী বলিত—কেন করিব? আমার যখন ছেলে নাই তখন কেহই নাই। স্পষ্টই বলিত আমার স্বামীও নাই পুত্রও নাই। সর্ব্বদাই স্বামীর মুখের উপর ইহা বলিত। আরও অনেক কর্কশ বাক্য সর্ব্বদা বলিত। স্বামী অনেক সময়ে মনের যাতনা মনেই রাখিত। কখন কখন বহু দুঃখ করিত। বলিত—আমার কর্ম্ম মন্দ তাই এই স্ত্রী আমাকে যাতনা দিতেছে। মনে করিত উহাকে পরিত্যাগ করি। কখন ভাবিত যাতনা সহ্য করিয়া যাই। ব্রাহ্মণ ঠিক বিচার করিতে পারিত না। অন্য লোকের বিচারের কথা শুনিয়া আরও ভ্রমে পড়িত।

এই সমস্ত দুর্ব্বিসহ যাতনা সহ্য করা উচিত কিম্বা যাতনার অন্ত করা উচিত? বহু বিজ্ঞ লোকে বলেন সহ্য করাই উচিত। কারণ যদি ভাব আত্মহত্যা ভিন্ন অন্ত

উপায়ে তোমার নিষ্কৃতি নাই তবে তাহা করিলে আবার কোন্ অজ্ঞাত দুঃখ সাগরে পড়িবে তাহা কে জানে? এজন্য যে দুঃখের মধ্যে আছ তাহা সহ্য করিয়া যাওয়াই উচিত কিন্তু এক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অন্য অজানিত মহৎ দুঃখের মধ্যে পতিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ব্রাহ্মণের পুত্র কন্যা গিয়াছে। যখন পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির শুশ্রূষা ব্রাহ্মণ করিত তখন ব্রাহ্মণী মৃত পুত্রের জন্য কাঁদিতে বসিত। হায়! আমার পুত্রকে ইচ্ছা করিয়া বিনা চিকিৎসায় মারিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমাগত এইরূপ শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই দ্বেষ ভাবে জ্বালা পাইত। এখন এই যে কর্কশ বাক্য প্রয়োগকারীর প্রতি বা কর্কশবাদিনীর প্রতি দ্বেষ হওয়া ইহা স্বাভাবিক। আবার সুন্দর হাসিমুখে যে স্নেহ করে তাহার উপর অনুরাগ হওয়াও স্বাভাবিক।

যখন এই রাগ দ্বেষের বশীভূত কেহ না হয় তখন সে ব্যক্তি ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিয়াছে।

কিরূপে ইহা অভ্যাস করিতে হইবে তাহাই বল।

রাগ দ্বেষের বশীভূত হইলে মানুষের যাহা যাহা হয় প্রথমেই তাহা লক্ষ্য কর। মনে কর কেহ আহার করিতে বসিয়াছে। সেই সময়ে স্ত্রী বা পুত্র নানা প্রকার কথা তুলিয়া 'গালি-গালাজ' করিতেছে! তুমি যদি ভাল লোক হও তবে তুমি মনে করিবে তোমার অনেক দুষ্কর্ম্ম ছিল তাই এই প্রাকৃত সঙ্গ তোমার আসিয়াছে। তুমি কিন্তু এই চিন্তা করিয়া কোন উত্তর না দিলেও তোমার মনের মধ্যে ঐ দুঃখ বিষ পূর্ণ কথা নানা চিন্তা তুলিবে। যদি তুমি ঐ চিন্তা নিরোধ না কর তবে তুমি নিশ্চয়ই দ্বেষের বশীভূত হইয়াছ। ক্রমে ভাবনায় দ্বেষের দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তুমি বাক্যে দুই একটা কথা কহিবে। আবার কর্কশ বাক্যে তাহার উত্তর পাইলে ক্রমে রাগ বর্দ্ধিত হইয়া তুমি কঠিন বাক্য কহিবে কখন বা অপমান করিবে কখন বা বল প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত তুমি যদি কর তবে তুমি দ্বেষের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেছ। অনুরাগ বিষয়েও এই নিয়ম।

রাগদ্বেষের বশে যাইও না—ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অনুরাগ বা দ্বেষ বিষয়ের ভাবনা যখন হইতেছে দেখ তখন তুমি ঐ ভাবনাগুলি ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিও। দুই উপায়ে ইহা হয়। (১) ভক্তিমার্গে (২) জ্ঞানমার্গে।

ভক্তিমার্গে করণীয় হইতেছে—যখনই চিত্তে অন্য ভাবনা আসিবে তখনই মনকে এই বলিয়া জাগ্রত কর যে ওহে মন! তুমি অন্য অভিলাষ ছাড়। এক মাত্র ভগবানের পাদপদ্ম লাভের আশা কর। যে যাহা বলে বলুক যত যাতনা আসে আসুক—এ সমস্ত তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া দিতেছে। তুমি হরি হরি করিয়া অন্য ভাবনা ত্যাগ কর। কাজেই প্রতি দুঃখে তুমি দুঃখের ভাবনা না ভাবিয়া নাম জপ ঘন ঘন করিও, ইহাতে তোমার দুঃখ ক্রমে শান্ত হইবে।

জ্ঞানমার্গে এই রাগদ্বেষ জনিত সুখ বা দুঃখ দূর করিবার উপায় আমরা রামায়ণ হইতে দেখাইতেছি। জ্ঞানমার্গের প্রধান কৌশল বস্তু বিচার। উভয় মার্গেই ব্যথিতকে শান্ত করিবার উপায় হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। অভ্যাস অনেক প্রকার; বৈরাগ্য একই প্রকার। ভক্তিমার্গের অভ্যাস জপ, লীলা চিন্তা শ্রীভগবানের গুণ স্মরণ ও শ্রীভগবান্ আপনি জীবের জন্য কত দুঃখ সহ্য করিয়াছেন তাহার চিন্তা।

জ্ঞানমার্গের অভ্যাস—বিচার ও ভগবৎ উপদেশ স্মরণ করিয়া বিচার দ্বারা তাহার উপলব্ধি করা।

আমরা শোক শান্তির জন্য শাস্ত্র হইতে যে উপদেশটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি আশা করি ভাল করিয়া অভ্যাস করিলে বাস্তবিক ইহাতে রাগদ্বেষ শান্ত হইবে। করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীভগবান রামচন্দ্র বনবাস কালে সীতার সহিত গুহক চণ্ডালের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম-সীতা রজনী আগমনে এক বৃক্ষ-মূলে কুশ বিছাইয়া শয়ন করিয়াছেন—লক্ষ্মণ ও গুহক প্রহরী।

গুহক লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—হে ভ্রাতঃ! কি নিদারুণ দৃশ্য! যিনি উত্তম প্রাসাদে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন তিনি আজ বৃক্ষতলে কুশ শয্যায় শায়িত। বিধির নির্ব্বন্ধে আজ কৈকেয়ীই এই দুঃখের হেতু। মন্থরার বুদ্ধিতে কৈকেয়ী পাপাচরণ করিয়াছে। এই বাক্যের উত্তরে লক্ষ্মণ গুহককে যাহা বলিছেন প্রতিদিন সকল মনুষ্যের তাহা পাঠ করা উচিত। শুধু পাঠ নহে—এই উপদেশের সাহায্যে রাগদ্বেষ ত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই অমূল্য উপদেশের মূল ও বঙ্গানুবাদ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা।
স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ॥

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

কে কাহার দুঃখের হেতু? কেইবা কাহাকে সুখ দিতে পারে? আপন আপন পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই সুখ দুঃখের কারণ। বাস্তবিক কেহ কাহাকে সুখও দিতে পারে না, দুঃখও দিতে পারে না। অন্যে আমাকে দুঃখ দিল বা সুখ দিল এইরূপ বুদ্ধিই কুবুদ্ধি। আমি করি এই বৃথাভিমান বশতঃ কর্ম্ম করিয়াই মানুষ আপন আপন কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া সুখ দুঃখ পাইতেছে।

হে মন! তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে

সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগো নরঃ।
যদ যদ যথাগতং তত্তদ্ভুক্তা স্বস্থমনা ভবেৎ॥

সুখই দল বা দুঃখই দল—মানুষ আপন কর্ম্মবশে যেমন যেমন তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইবে অবিচলিতচিত্তে তাহাদিগকে ভোগ করিয়া যাউক। কিছুতেই অসুস্থ-মন হওয়া উচিত নহে। সুকৃতি থাকিলে সুখ আসিবে, দুষ্কৃতি থাকিলে দুঃখ আসিবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া সুস্থ চিত্তে যাহা হয় হউক আর তাহা ভালই হইতেছে ইহা ভাবিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্বদা করিবার কার্য্য যে শ্রীভগবানের স্মরণ—সেইটি দৃঢ় ভাবে অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক প্রারব্ধ ভোগ হয় না।

জীব অজ্ঞানে অহং কর্ত্তা, অভিমান করিয়া কর্ম্ম করে, সেইজন্য সুখে বা দুঃখে জড়িত হয়। জ্ঞান বিচারে জানা যায় আত্মার কোন কর্ম্ম নাই। আত্মা আপন স্বরূপে কোন কর্ম্ম করেন না—কাহাকে করানও না। যে বিচারে ইহা নিশ্চয় হয় তাহাই জ্ঞানমার্গ।

আমি দেহ নহি আমি মনও নহি; আত্মা সর্ব্বদা অসঙ্গ। কোন কিছুর সহিত আত্মা মিশিতে পারেন না। আত্মার সহিত আর কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী—যাহা কিছু সম্বন্ধ তাহা দেহের জন্য। আত্মা দেহ হইতে পৃথক। তুমি ভাল করিয়া প্রত্যহ বিচার কর—প্রত্যহ বহু কাল ধরিয়া এই অভ্যাসটি দৃঢ়ভাবে করিতে থাক তুমি বুঝিতে পারিবে তুমি দেহ হইতে ভিন্ন। যখন ইহাতে রস পাইবে তখন মনে মনে দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র বিচরণ কর দেখিবে দেহটা জড়ের মত অসাড় হইয়া যায়

তুমি যেন ইহাতে নাই। ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক বহুকাল ধরিয়া নিয়মিত রূপে আমি আত্মা, আমি দেহ নহি ইহার বিচার না করিলে কখনই দেহ হইতে স্বতন্ত্র হওয়া যাইবে না।

তুমি যদি দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইতে পার তবেই তুমি শুধু রাগ দ্বেষ কেন—সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে জন্মের মত পরিত্রাণ পাইলে। রুচি হয়, জ্ঞানমার্গের অভ্যাস লইয়া থাক আর তাহা না হয় ভক্তিমার্গের সরস ঈশ্বর চিন্তা, ঈশ্বর লীলা, ঈশ্বরই সকল কর্ম্ম করাইতেছেন—ইহার ভাবনা লইয়া রাগ দ্বেষ জয় কর।

রামলীলা।

নির্ম্মল স্বচ্ছ পরিপূর্ণ আকাশ সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। আর কিছুই নাই। শুধুই আকাশ। অকস্মাৎ এক অংশে একটু কম্পন হইল। তাহার পরেই দেখা গেল বহুদূর পর্য্যন্ত যেন কি একটা অপূর্ব্ব আলোকে ভরিয়া গেল। ক্রমশঃ সেই আলোকের মধ্যে একটি মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। পরে বুঝা গেল মূর্ত্তি একটি নহে দুইটি—একটি পুরুষ অপরটি রমণী—উভয়ে যেন পরস্পর জড়িত। পুরুষটি তরুণ, রমণীটি তরুণী, কিন্তু বালিকার চাঞ্চল্য এখনও তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান। পুরুষটি পরম সুন্দর, সদানন্দ, ধীর, শান্ত! রমণীটি পরমাসুন্দরী, আনন্দময়ী, ধীর, শান্ত অথচ চঞ্চল। কিয়ৎকাল তাঁহারা সেখানে থাকিলে পর বালিকাটি অকস্মাৎ আকাশে মিলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটিও অন্তর্হিত হইলেন। আগে কে গেলেন বুঝা গেল না। আবার যে কে সেই। নির্ম্মল স্বচ্ছ পরিপূর্ণ আকাশ। আর কিছুই নাই।

রমণীটি এইরূপ সেই স্বচ্ছ আকাশের যেখানে সেখানে আসিয়া প্রকাশিত হন। যেমন আসেন অমনি পুরুষটিও সঙ্গে সঙ্গে দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় আসিয়া দাঁড়ান। তখন বুঝা যায় না কোনটি পুরুষ, কোনটি নারী, কে আগে আসিলেন কে পরে আসিলেন, অথবা উভয়েই একত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। শুধু দেখি আলোক, সেই আলোকের ভিতর একটি অপরের সহিত জড়িত, একটির

দৃষ্টি অপরের দৃষ্টির উপর স্থাপিত, উভয়ের অধর মৃদু হাস্যে ঈষৎ কম্পিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পুরুষটি বড়ই শান্ত কিন্তু রমণীটি তেমনি চঞ্চল। তিনি বালিকা কি যুবতী তাহা ঠিক বলা যায় না। তিনি দেখিতে যুবতী, স্বভাব বালিকার মত। খেলিতে তিনি বড়ই ভালবাসেন। পুরুষকে লইয়া তাঁহার খেলিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য পুরুষও খেলিতে প্রস্তুত হন। পুরুষের কোন ইচ্ছা নাই কিন্তু সেই বালিকার ইচ্ছা আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা জাগাইয়া দেয়। বালিকা যতক্ষণ খেলিবার খেলিলেন। যেই বালিকা শ্রান্ত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন অমনি তাঁহার খেলিবার ইচ্ছাও অন্তর্হিত হইল। বালিকার যখন তাঁহাকে সাজাইবার ইচ্ছা হয় তিনিও তখনই সাজিতে প্রস্তুত হন। বালিকা তাঁহাকে স্বহস্তে সাজাইয়া দেন! কখন তাঁহাকে নবদূর্ব্বাদল সদৃশ ঈষৎ শ্যাম সুন্দর বস্ত্রাদিতে সজ্জিত করেন। আবার কখনও তাহা খুলিয়া লইয়া একখানি নীলকৃষ্ণ চাদর তাঁহার অঙ্গে জড়াইয়া দেন। কখনও সেখানিও খুলিয়া লইয়া শুভ্রবস্ত্র সমূহে তাঁহার অঙ্গ অচ্ছাদিত করিয়া দেন। বালিকা বলিলেন আজ তোমাকে রাজ বেশে সাজাইব। তিনি হাসিয়া বলিলেন আচ্ছা সাজাও। বালিকাটি তখন তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট, গলায় মণিমানিক্য জড়িত স্বর্ণহার, অঙ্গে নানাপ্রকার বস্ত্র ও ভূষণ পরাইয়া দিলেন, রাজসিংহাসনে বসাইলেন এবং আপনি রাণী হইয়া বামে বসিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন—না, একবার তোমার বীরবেশ করিয়া দেই—শুধু বীরবেশ নয়, সন্ন্যাসীর বেশের সহিত বীরবেশ। অমনি মুকুট তুলিয়া লইলেন, রাজবেশ খুলিয়া দিলেন, সিংহাসন হইতে হাত ধরিয়া নামাইয়া আনিলেন। পরে মস্তকে জটাভার, হস্তে ধনুর্ব্বান ও পৃষ্ঠে মহাতূণদ্বয় দিয়া বল্কল পরাইয়া দিলেন। এইরূপ কখনও তাঁহাকে কুঞ্জবনে লইয়া গিয়া মাথায় চূড়া বাধিয়া দিতেন এবং গলায় বনমালা পরাইয়া হাতে একটি বাঁশরী দিতেন। তিনিও তাঁহার সন্তোষের জন্য বাঁশরী বাজাইতেন, আবার কখনও তাঁহার মাথায় বিশাল জটাজুট দিয়া কপালে একটি অর্দ্ধচন্দ্র বসাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া আকন্দ ও ধুতুরা ফুলে সাজাইয়া দিতেন। সদানন্দ পুরুষ—তাঁহাকে যখন যেরূপে সাজান হইত আনন্দ সহকারে তিনি তখন সেইমতই সাজিতেন। তাঁহার ইহাতে কোন ইচ্ছা ছিল না, আপত্তিও ছিল না। বালিকাটি আপনিও নানাভাবে সাজিতেন—ইচ্ছা পুরুষ তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হন। পুরুষ তাঁহাকে দেখিতেন। তিনি সদাই সন্তুষ্ট। তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া বালিকাও আনন্দিত হইতেন এইরূপে এই দম্পতি

যুগল অনাদিকাল হইতে নানা খেলা খেলিতেছেন। ইতিহাসে ইহার বহুবিধ বর্ণনা আছে। আবশ্যক মত এখানে তাহার কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

দুঃখ, সংসারে একটি প্রধান বস্তু। এমন মনুষ্য বিরল যিনি ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। আধি ব্যাধি, রোগ শোক, জরা মৃত্যু, অভাব অশান্তি ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখ সংসারে সর্ব্বদা প্রজাবর্গকে পীড়িত করিতেছে। জীব ব্যাকুল হইয়া ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বল-বুদ্ধি বিদ্যা ধন জন ইত্যাদি কিছুতেই ইহার প্রতিকার হয় না। এই দুঃখ দূর করিবার জন্য সংসারে কত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে কিন্তু তাহাতে ইহার সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও সম্পূর্ণ প্রতিকার হয় না। জরা, মৃত্যু, শোক, তাড়াইয়া দিলে যায় না। অভাব অশান্তি সকলেরই আছে। সুতরাং এরূপ প্রবল শত্রু থাকিতে মানুষ সুখী হইবে কি প্রকারে? এই দুঃখ কিরূপে দূর হইতে পারে শাস্ত্রে তাহার অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। কোন শাস্ত্রে আছে যজ্ঞাদি করিলে দুঃখ দূর হয়। কোথাও আছে দান পূজা জপ ইত্যাদি করিলে দুঃখ দূর হয়। কোন শাস্ত্র বলেন যোগ সাধনা করিলে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই দুঃখ বস্তুটা কি? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে দুঃখটা মনের একটা অবস্থা মাত্র। আমার শরীরে এই যন্ত্রনা হইতেছে অথবা এই বস্তুটির অভাবে আমার বড় কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি প্রকার যে মানসিক অবস্থা তাহাকেই দুঃখ বলে। দুঃখ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ কোন বস্তু নাই। ইহার মূল বাসনা। বাসনা প্রতিহত হইলেই দুঃখ হয়। যাহার যত বেশী বাসনা তাহার দুঃখও তত বেশী। সুতরাং দুঃখ দূর করিতে হইলে বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ করিতে হয়। বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। বাসনার সহিত দুঃখের যখন এত নিকট সম্বন্ধ তখন বাসনা কি, কোথা হইতে আইসে এবং কি করিলে ইহা ত্যাগ করা যায়, ইহা স্থির করা আবশ্যক। ইহার বিচার করিতে গেলেই পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষ ও রমণীর কথা আসিয়া পড়ে।

যে পুরুষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তিনিই আদি পুরুষ ও রমণীটিই আদি প্রকৃতি। পুরুষ রাগ দ্বেষ শূন্য, ইচ্ছা রহিত, সদানন্দ। তিনি কিছুই করেন না। প্রকৃতিটি সর্ব্বশক্তিময়ী। তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি হইতেছে, জগচ্চক্র চলিতেছে ও অবশেষে লয় হইতেছে। সংসারে যাহা কিছু হইতেছে তাহার একমাত্র

কারণ সেই আদি প্রকৃতি। পুরুষ ইচ্ছা শূন্য, কিন্তু প্রকৃতি ইচ্ছাময়ী। পুরুষকে লইয়া তিনি নানা খেলা খেলেন। পুরুষ কাছে থাকেন মাত্র কিন্তু কিছুই করেন না। তথাপি এমনই প্রকৃতির কার্য্যের কৌশল যে পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও প্রকৃতির অনুরোধে আপনাকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করেন। যতক্ষণ স্বরূপে থাকিয়া পুরুষ কর্ত্তা সাজেন ততক্ষণ কোন গোল থাকে না। কিন্তু যেই তিনি আপন স্বরূপ বিস্মৃত হন, অমনি সমস্ত কর্ম্মের দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসে। তখন হইতেই তাঁহার দুঃখের সূত্রপাত হয়। স্বরূপ বিস্মৃত হইলে তিনি ইহা ভুলিয়া যান যে কর্ম্ম করিতেছেন প্রকৃতি, তিনি স্বয়ং কোন কর্ম্মই করেন না। প্রকৃতির কর্ম্ম যেমন তাঁহার স্কন্ধে চাপে, প্রকৃতির ইচ্ছা,— যে ইচ্ছা লইয়া প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আশ্রয় করে। একটি উদাহরণ দিলেই ইহা বুঝা যাইতে পারে। প্রকৃতি পুরুষকে সাজাইয়া দিতেছেন সুতরাং পুরুষ সাজিতেছেন, ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা কিছুই নাই। পুরুষ যতদিন এইভাবে থাকেন ততদিন তাঁহার সাজ সজ্জার জন্য কোন সুখ নাই এবং তাহার অভাবে কোন দুঃখও নাই। কিন্তু যখন তিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন তখন প্রকৃতি তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেও তিনি ভাবেন আমি আপন ইচ্ছায় সাজিতেছি। ইহা হইলেই সাজ সজ্জার আসক্তি তাহার হৃদয়কে অধিকার করে এবং ইহার প্রাপ্তিতে সুখ ও অভাবে দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সংসারে কর্ম্ম প্রকৃতির এবং বাসনাও প্রকৃতির। পুরুষ মুগ্ধ হইয়া গেলে প্রকৃতির কর্ম্ম পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। তাহা হইতেই বাসনার উৎপত্তি হয়। এই বাসনা হইতে যাবতীয় দুঃখ প্রসূত হয়। অতএব দুঃখ দূর করিতে হইলে বাসনা ক্ষয় করা আবশ্যক। বাসনা ক্ষয় করিতে হইলে "প্রকৃতে ভিন্নমাত্মানম্" অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন, বিচার দ্বারা ইহা স্থির করিয়া, আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দুঃখ দূর করিবার উপায় এই। ইহা যে শাস্ত্রসিদ্ধ তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। স্বয়ং ভগবান মুক্তিকোপনিষদে বলিয়াছেন।

"বদ্ধোহি বাসনাবদ্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং সংপরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥

এখন কথা হইতেছে যে, যে উপায়টি বলা গেল তাহা কি সম্ভবপর না কেবল

কথার কথা মাত্র ? শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা কেবল কথার কথা হইতে পারে না। ভগবান স্বয়ং ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কোন এক সময়ে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুঃখের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে তিনি যে সচ্চিদানন্দময় সেই সচ্চিদানন্দময়ই থাকেন, শোক দুঃখ তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে কোনমতে স্পর্শ করিতে পারে না।

সেই আকাশ, সেই কম্পন, আবার সেই জ্যোতির প্রকাশ। যাহা অতি সূক্ষ্ম ছিল তাহা কিঞ্চিৎ স্থূল হইল, যাহা বুদ্ধির অগোচর ছিল তাহার কিছু কিছু আভাস বুদ্ধিতে পড়িতে লাগিল। অনন্তর সেই জ্যোতি দিগন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল। ক্রমে বোধ হইল যেন সেই জ্যোতির মধ্যে কেহ বসিয়া আছেন। চিত্ত লুব্ধ হইল। দেখিবার বাসনা প্রবল হইল। ভিতরের মূর্ত্তিও কিছু স্থূল হইল। ক্রমে অনুভব হইল যেন একটি অপরূপ দেবী মূর্ত্তি বসিয়া আছেন এবং তাহার দক্ষিণ দিকে অতি উজ্জ্বল নীল জ্যোতির্ম্ময় কি রহিয়াছে। মায়ের রূপ দেখিয়া চিত্ত গলিয়া গেল। এমন মনোহর রূপ বুঝি কেহ কখনও দেখে নাই। মস্তকের মুকুট হইতে চরণের নখ পর্য্যন্ত যেখানে দেখি সেইখানেই যেন নয়ন নিমেষ শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। মা আমার কিশোরী, শরদিন্দুসুন্দরমুখী, নীলাম্ভোজদলাভিরাম-নয়না, নীলাম্বরালঙ্কৃতা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা। মায়ের আয়ত লোচনযুগল যেন করুণামৃত বর্ষণ করিতেছে। তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার মস্তকে মুকুট, কর্ণে কর্ণপত্র, কণ্ঠে মুক্তাহার ও চরণে নূপুর তাঁহার রূপের প্রভায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার পার্শ্বস্থ নীল জ্যোতির ভিতর স্থির রহিয়াছে। এতক্ষণ এদিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য পড়ে নাই। এখন দেখা যাইতেছে, এই নীল জ্যোতির মধ্যে এক পরম সুন্দর মনোভিরাম পুরুষ বসিয়া আছেন। ইঁহার মূর্ত্তি যেমন প্রশান্ত তেমনি গম্ভীর। বিশাল নীলপদ্ম সদৃশ লোচন যুগল দেখিলে সর্ব্বভয় দূর হয় ও হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। নব দূর্ব্বাদল সদৃশ ইঁহার বর্ণ পার্শ্বস্থ শুভ্র জ্যোতির সহিত মিশ্রিত হইয়া অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রথমতঃ দেবদেব মহাদেব তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে এই দৃশ্য দর্শন করিলেন। তাহার পর লোক পিতামহ ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়ে এই দৃশ্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল। মা স্বয়ং মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষকেও প্রকাশিত করিলেন। স্বয়ং প্রকৃতি হইলেন জানকী এবং

পুরুষকে সাজাইলেন রামরূপে। অতঃপর উভয়ে সংসারে আসিয়া বহু লীলা করিলেন। অথবা মাই বহু লীলা করিলেন, পুরুষ কেবল সঙ্গে রহিলেন মাত্র কিন্তু মার এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে তাঁহার ইচ্ছায় সকলে দেখিল পুরুষই সকল কার্য্য করিতেছেন। পুরুষ কিন্তু বাস্তবিক কখন কিছুই করেন নাই। এই সীতারামের লীলা লইয়া রামায়ণ। পরমপবিত্র এই রামলীলার আলোচনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই রামলীলাতে জীবের নিষ্কৃতির উপায় যেমন করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে এমন বুঝি আর কোথাও হয় নাই।

পুরাকালে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের নির্ম্মল চিদাকাশে যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ক্রমশঃ তাহা পৃথিবীতে প্রকট হইল। মহামায়ায় লীলা করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি এক দিন শুভলগ্নে অযোধ্যায় রাজা দশরথের রাজভবনে নিরঞ্জনকে রঞ্জিত করিয়া আবির্ভূতা হইলেন। চিন্ময়ের উপর রূপ প্রতিফলিত করিলেন। লোকে দেখিল মহারাজা দশরথের ঘরে ভগবান রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পর ক্রমে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। এ দিকে দেবী স্বয়ং মিথিলায় যথা সময়ে রাজর্ষি জনকের ঘর আলো করিয়া উদিতা হইলেন। রাম জানকী উভয়েই কিছুদিন অপানাপন পিতামাতার আনন্দবৰ্দ্ধন করিয়া নানাপ্রকার বাল্য-লীলা করিলেন। অযোধ্যায় রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দশরথের আঙ্গিনায় নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীল সদৃশ রমণীয় ছিল। অচিরোদ্ভিন্ন দুই চারিটি দশনে এবং প্রফুল্ল হাস্যে তাঁহার বদনকমল সদাই সুশোভিত হইত। মুক্তাহার লম্বিত স্বর্ণ অশ্বত্থ পত্রে তাঁহার ললাট, ব্যাঘ্রনখযুক্ত রত্ন ও মণিমালায় তাঁহার কণ্ঠ, কাঞ্চনময় বৃহৎ রত্নফলে তাঁহার কর্ণদ্বয়, শব্দায়মান নূপুরে তাঁহার চরণযুগল, হেমসূত্রে তাঁহার কটিদেশ এবং রত্নাঙ্গদে তাঁহার বাহুদ্বয় ভূষিত থাকিত। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত নানাপ্রকার ধূলাখেলা করিতেন। "মহেশ্বরমিদ্ধূলিতভূতিং মহেশ্বরমিব" দিগম্বর রামের ধূলি ধূসর নগ্নদেহের রূপ দেখিয়া কৌশল্যা ও দশরথ পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। ভগবতী অযোধ্যায় যেমন রামরূপে লীলা দেখাইতেন, ওখানে মিথিলায় তেমনি সীতা হইয়া খেলা করিতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সীতা যেমন ধূলাখেলা ছাড়িয়া শিবপূজাদি করিতে আরম্ভ করিলেন অযোধ্যায় তেমনি রামচন্দ্র গুরুসমীপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। লীলা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। যথাকালে দেবদেবীর ব্যবহারিক মিলনের সময় উপস্থিত হইল। যাহা

হইবার তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল—অথবা চিরমিলিত যাঁহারা তাঁহাদের বিচ্ছেদ কোথায়? অথচ লোকে ইহার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা ও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাজর্ষি জনক যেমন পাত্রের অনুসন্ধান করাতেই লাগিলেন তেমনি কন্যার রূপ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, ভয় পাছে এরূপ কন্যা অপাত্রে ন্যস্ত হয়। অবশেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তিতে ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলে পর মহাদেবের আদেশ ক্রমে তাঁহাকে আপন কষ্টের কথা নিবেদন করিলেন। শঙ্কর সমস্ত শুনিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া জনককে চিন্তা করিতে বারণ করিলেন ও স্বীয় পিণাক ধনু অর্পণ করিয়া বলিয়া দিলেন—যে বীর ঐ ধনুতে গুণ দিতে পারিবেন, তাঁহারই সহিত যেন সীতার বিবাহ দেওয়া হয়। জনক ধনু লইয়া স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়া দিলেন। অতঃপর ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ, বাণপ্রমুখ অসুরগণ, কুবের, রাবণ, চিত্ররথ ইত্যাদি যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ ও তদ্ব্যতীত বহুতর নরপতিগণ ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিলেন। শঙ্কর স্বয়ং অভয় দিয়াছেন। মহামায়া আপনি ঘরে বাস করিতেছেন, তথাপি যখন কোন দেবতা, রাক্ষস, অসুর কিম্বা নরপতি আসিয়াছে তখনই জনকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে, ভয়ে ভয়ে তিনি তাহাকে ধনু-গৃহে লইয়া যাইতেন কিন্তু যতক্ষণ না সে অকৃতকার্য্য হইয়া পলাইয়া যাইত ততক্ষণ সুস্থির হইতে পারিতেন না। জনক রাজর্ষি হইয়াও সীতার প্রতি অতিরিক্ত মমতা বশতঃ এবিষয়ে সংসারী জীবের অনুকরণ করিয়াছেন। আমাদের জীবনে এরূপ ঘটনা প্রতিনিয়তই হইতেছে। কোন একটি কার্য্য করিতে হইলে কিরূপে উহা সুসম্পন্ন হইবে ইহা ভাবিয়া কতই অস্থির হই। যাহা হইবার তাহাত হইবেই। অথচ আমরা বৃথা চিন্তা করিয়া কষ্ট পাই। জনকের গৃহে সীতার ন্যায় আমাদের হৃদয় মন্দিরে যে দেবী বিরাজ করিতেছেন যদি শুধু তাঁহারই মুখ চাহিয়া আমরা কর্ত্তব্য মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি তাহা হইলে অনেক কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি অথচ কোন ঈপ্সিত কার্য্য ও কখন বিফল হয় না। যাহা হউক স্বয়ম্বর ব্যাপার মিথিলায় পূর্ণভাবে চলিতে লাগিল। যখন সময় আসিল তখন লোকে দেখিল স্বজন সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র মিথিলায় আসিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করিলেন। সীতা রামের মিলন হইয়া গেল। ইহার পর উভয়ে অযোধ্যায় আসিলেন, কিছু দিন একত্র বাস করার পর অভিষেকের কথা উঠিল। যে দিন যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে সেই দিন রামের চৌদ্দ বৎসর

বনবাসের আদেশ হইল। রাম বনে চলিলেন—সঙ্গে চলিলেন সীতা ও লক্ষ্মণ। সমস্ত লীলা এখানে বিশদভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। কিছু দিন বনবাসের পর রাবণ আসিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে অন্বেষণ করিয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে আসিয়া সুগ্রীব ও হনুমানাদির সহিত মিলিত হন, পরে বালী বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বানর সৈন্যের সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া বহুযুদ্ধের পর রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মন এবং ভক্তবৃন্দের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন এবং সিংহাসনে আরূঢ় হন। রাজা হইয়া রামচন্দ্র বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাবর্গকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করেন। যথা সময়ে সীতা গর্ভবতী হইলে লোকাপবাদের জন্য ভগবান তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে সীতাকে পরীক্ষা দিতে বলায় তিনি লীলা সমাপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন। দৈব বিড়ম্বনায় লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিতে ভগবান বাধ্য হন। সীতা অপহৃত হইলে অথবা সীতাকে ত্যাগ করিলে যত না কষ্ট হইয়াছিল অনুগত অনুজ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিতে ভগবানের ততোধিক দুঃখ হইতে দেখা গিয়াছিল। সেই দুঃখে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সরযূতীরে আগমন করেন এবং দেহত্যাগ না করিয়াই স্বধামে প্রস্থান করেন।

ইহাই রামলীলা। ইহাতে আমরা দেখিলাম ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম হইল, বিবাহ হইল, রাজ্যাভিষেকের দিন বনবাস হইল, বনে রাক্ষস তাঁহার সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তিনি সে জন্য বহুবিলাপ করিলেন এবং অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমে রাক্ষস বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন। পরে বনবাস সমাপ্ত করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজা হইয়া কিছু দিন সুখভোগ করিলেন। আবার সীতা হইতে বিযুক্ত হইলেন, সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেন, লক্ষ্মণ বর্জ্জিত হইলেন এবং অবশেষে লীলা সমাপ্ত করিয়া ভগবান স্বয়ং স্বধামে প্রস্থান করিলেন। এই যে এতগুলি কাজ, ইহা করিল কে? এইরূপ সুখ, দুঃখ সকলের জীবনেই হয়। সচরাচর সকল লোককেই নানা প্রকার কার্য্য করিতে হয় এবং নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া কত প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই ভোগের কর্ত্তা কে? শাস্ত্রে দেখা যায় প্রত্যেক জীবের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে। একটি চৈতন্যময় ও অপরটি শক্তিময়। চৈতন্যময় অংশটি

পরিপূর্ণ, নিত্য, সত্য, আনন্দস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। শক্তিময় অংশটির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, চৈতন্যময় অংশটিকে আশ্রয় করিয়াই ইহার অস্তিত্ব। সেই চৈতন্যময় অংশটির উপরে ইহা আইসে, ভাসে আবার তাহাতেই মিলাইয়া যায়। চৈতন্য অংশটির ইহাতে কোন বিকার নাই। তিনি যেমন তেমনি থাকেন। এই শক্তি অংশটিই সর্ব্বকর্ম্মের মূল। সংসারে যাহা কিছু হয় সব ইনিই করেন। চৈতন্যময় দেবতা কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন মাত্র। সংসারে যত কিছু ভোগ সমস্তই এই শক্তির কৃপায় হয়। চৈতন্য যদি ভোগ করেন সে কেবল শক্তির সঙ্গে একত্ব স্থাপন করিয়া। কিন্তু যদি ভোগ না করেন তাহা হইলে কেহ বাধ্য করিতে পারে না। যতক্ষণ তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন ততক্ষণ তিনি সমস্ত ভোগ করিয়াও কিছুই করেন না। কিন্তু যদি শক্তির প্রতাপে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি আপনাকে শক্তির কার্য্যের কর্ত্তা মনে করেন তাহা হইলে অমনি তাঁহাকে শক্তির কার্য্যের ফল ভোক্তাও হইতে হয়। লীলাচ্ছলে ভগবান বহুকষ্টে পড়িয়াও স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি সর্ব্বদা ভিতরে পরিপূর্ণ থাকিয়া প্রকৃতির লীলা দেখিতেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সময়েও তাঁহার সচ্চিদানন্দ ভাবে স্থির থাকিয়া হস্তপদাদির দ্বারা লৌকিক লীলা করিয়া যাইতেন। আমরা দেখিতে পাই রমণীয় চিত্রকূটে যখন ভরতপ্রমুখ অযোধ্যাবাসীগণ ভগবানকে ফিরাইয়া আনিতে যান তখন ভগবান কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"মন্মায়ামোহিতধিয়ো মামম্ব মনুজাকৃতিম্।
সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি নতু তত্বতঃ॥
দিষ্ট্যা মদ্‌গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহং।
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে নচ কর্ম্মভিঃ"॥

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় ভগবান কি ভাব লইয়া থাকিতেন। আবার যখন সীতার অন্বেষণের জন্য বানর সৈন্য নানাদিকে প্রেরিত হইলে ভগবান অত দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া ব্যাকুল ভাবে সীতার সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন সেই সময়ে লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট ক্রিয়াযোগ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন—

"শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ"।

* * * *

"হৃদ্‌পদ্মে ভানুবিমলাং মৎকলাং-জীবসঞ্জিতাম্।
ধ্যায়েৎ স্বদেহমখিলং তয়া ব্যাপ্তমরিন্দম॥"

ইহার পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলে জ্ঞান ও ভক্তির অধীশ্বর শিবাবতার হনুমান যুক্তকরে তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ওঁ॥ অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপ মধ্যগে।
সীতাভরত সৌমিত্রি শত্রুঘ্নাদ্যৈঃ সমন্বিতম্॥
সনকাদ্যৈর্মুনিগণৈর্ব্বশিষ্ঠাদ্যৈঃ শুকাদিভিঃ
অন্যৈর্ভাগবতৈশ্চাপি স্তূয়মানমহর্নিশম্॥
ধীবিক্রিয়া সহস্রানাং সাক্ষিণং নির্ব্বিকারিণম্।
স্বরূপধ্যান নিরতং সমাধি রিবমে হরিম্॥
ভক্ত্যা শুশ্রূষয়া রামং স্তবন্ পপ্রচ্ছ মারুতিঃ।
রাম ত্বং পরমাত্মাসি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ॥
ইদানী ত্বাং রঘুশ্রেষ্ঠ! প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।
তদ্রূপং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতো রাম মুক্তয়ে।"

ভগবান তখন বলিয়াছিলেন—

"বেদান্তে সুপ্রতিষ্ঠোঽহং বেদান্তং সমুপাশ্রয়"।

পুনশ্চ বলিয়াছিলেন—

"বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং সংপরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ॥
মানসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয় বাসনাঃ।
মৈত্রাদি বাসনা নাম্নীর্গৃহাণামল বাসনাঃ॥
তা অপ্যতঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃশান্ত সমস্নেহো ভবচিন্মাত্র বাসনঃ॥
তামপ্যাথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধি সমন্বিতম্।
শেষস্থির সমাধানো ময়ি ত্বং ভব মারুতে॥"

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাম গোত্রং মম রূপমীদৃশং
ভজস্ব নিত্যং পবনাত্মজার্ত্তিহং॥

দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরম্।
সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্।
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং
তদেব চাহং সকলং বিমুক্তং॥
দৃশিস্তু শুদ্ধো হ্হমবিক্রিয়াত্মকো
নমেহ্স্তি কশ্চিদ্বিষয়ঃ স্বভাবতঃ।
পুরস্তিরশ্চোর্দ্ধমধশ্চ সর্ব্বতঃ
সুপূর্ণভূমাহমিতীহভাবয়॥
অজোমরশ্চৈব তথাজরোহ্মৃতঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোহ্হমব্যয়ঃ।
ন কারণং কার্য্যমতীত্য নির্ম্মলঃ
সদৈব তৃপ্তোহ্হমিতীহ ভাবয়॥

ভগবান রামচন্দ্র যে কিছুই করেন নাই এবং রামলীলায় যাহা কিছু হইয়াছে সে সমস্তই ভগবতী করিয়াছেন ইহা মা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যে সময়ে ভগবান উক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময়ে ভগবতী হনুমানকে বলিয়াছিলেন—

রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥
মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধি মাত্রেণ সৃজামিদমতন্দ্রিতা॥
তৎ সান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেহ্বুধৈঃ॥
অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেহ্তিনির্ম্মলে।
বিশ্বামিত্র সহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ॥
অহল্যাশাপশমনং চাপভঙ্গোমহেশিতুঃ।
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ॥

*   *   *   *

এবমাদীনি চান্যানি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেহস্মিন্ নির্ব্বিকারেহ্খিলাত্মনি॥

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতোহি তথা বিভাতি॥

'এই সকল শাস্ত্র বাক্য দ্বারা বুঝা যায় ভগবান রামচন্দ্র কি বস্তু ছিলেন এবং কি লইয়া থাকিতেন। তিনি নিজে কিছু করিতেন না এবং সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহার গমনাগমনের অবকাশ নাই, তিনি জ্ঞানময়, আনন্দময়, সাক্ষীস্বরূপ—সুখ দুঃখ সেখান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না। যাহা কিছু হইত, যাহা কিছু তিনি করেন বলিয়া দেখা যাইত সমস্তই ভগবতী করিতেন। সেই শক্তির কর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত হইত, লোকে মনে করিত তিনিই করিতেছেন। বাস্তবিক তিনি কোন কর্ম্ম করিতেন না কারণ তিনি সদা নিষ্ক্রিয়। রাম অবতারে মানবলীলায় ভগবান জীবকে তাহার মঙ্গলের জন্য এই কর্ম্মের কৌশলটি শিক্ষা দিয়াছেন—উপদেশের দ্বারা নয়—স্বীয় লীলার দ্বারা। সমস্তই করিতেছেন, অথচ প্রকৃতি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া। এই জন্যই তিনি সমস্ত করিয়াও কিছুই করেন নাই। দ্বাপর যুগে বুদ্ধি স্থূলতর হওয়ায় লোকে যখন এই উপদেশ ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছিল তখন ভগবান পুনরায় অবতার গ্রহণ করিয়া এই উপদেশ আবার প্রচার করিয়াছিলেন। এবার লীলার ইঙ্গিতে নয়, স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
য পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥

এই ভাবটি স্মরণ রাখিয়া জীব যদি সংসার করে তাহা হইলে সে সর্ব্বদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। এই ভাবটি জাগাইবার জন্য নিত্য রামায়ণ পাঠ করা উচিত, রামলীলা চিন্তা করা উচিত এবং কাতর প্রাণে সীতারামের শরণাগত হওয়া উচিত। এ বিষয়ের নিত্য আলোচনা আবশ্যক। না হইলে অনুভব করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। সীতা ও রাম ইঁহাদের পরস্পরের ভিন্ন সত্তা নাই। যিনি রাম তিনিই সীতা, আবার যিনি সীতা তিনিই রাম। রাম ছাড়া সীতা নাই এবং সীতা ছাড়া রাম ইহাও নাই বলা যায়। সুতরাং ইহা

সীতার কর্ম্ম এবং ইহা রামের কর্ম্ম এরূপ সূক্ষ্ম বিচার আসে কোথা হইতে? কথাটা কঠিন হইলেও একটু চিন্তা করিলেই ইহা বুঝা যাইতে পারে। কর্ম্ম করিতেছি আমি অথচ বলিব আমার কর্ম্ম নয়, ইহা প্রকৃতির কর্ম্ম। হঠাৎ ইহা যেন একটা কথার গোলমাল করিয়া আপন দায়িত্ব হইতে নিস্কৃতি পাইবার চেষ্টা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ আমি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা হইতে পারে। মনে করা যাউক যেন আমি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। লেখাটা আমার খুব ভাল বলিয়া মনে হইল। যতবার পড়ি ততই যেন মিষ্ট বোধ হয় এবং আমি এমন গ্রন্থ লিখিয়াছি বলিয়া মনে মনে সুখী হই। পরে দেখি লোকেও আমার গ্রন্থখানির খুব প্রশংসা করিতেছে এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমাকেও প্রশংসা করে। আমি মুখে যাহাই বলি মনে মনে তাহাদের প্রশংসা অস্বীকার করি না। এখন একবার মনে করা যাউক যেন আমার পুত্র অতিশয় পীড়িত। একজন সাধু আসিয়া বলিলেন "বাবু, খুব দান কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র আরোগ্যলাভ করিবে।" আমি চিরকাল অৰ্দ্ধমুষ্টি চাউল ভিক্ষা দিয়া থাকি। এবারে সাধুর কথা শুনিয়া প্রাণের দায়ে একেবারে পাঁচসের চাউল আনাইয়া ফেলিলাম এবং প্রত্যেক ভিক্ষুককে চার চার মুষ্টি চাউল দিতে বলিয়া দিলাম। সাধু ইহা দেখিয়া বলিলেন "বাবু উহাতে হইবে না, কয়েক মন চাউল আনাও এবং যত ভিক্ষুক আসিবে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া চাউল দেও"। আমাকে তাহাই করিতে হইল। ৪।৫ মণ চাউল আসিল। অনেক ভিক্ষুক জড় হইল। সকলকে দুই—দুই সের চাউল দেওয়া হইল। তাহাতেও কিছু চাউল রহিয়া গেল। যাহা বাকি থাকিল বাটি বাটি করিয়া তাহাও ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। যত ভিক্ষুক দুই হাত তুলিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এখন দেখা যাউক পুস্তক লেখা এবং দান করা এই দুইটি কর্ম্মের সহিত আমার সম্বন্ধ কিরূপ। উভয় কার্য্যের কর্ত্তা আমি। কিন্তু তথাচ প্রথম কার্য্যটির জন্য প্রশংসাটি আমি যে ভাবে গ্রহণ করি দ্বিতীয় কার্য্যের জন্য ধন্যবাদটি ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। প্রথম কার্য্য সম্বন্ধে আমি আমাকে ষোল আনা কর্ত্তা মনে করি কিন্তু দ্বিতীয় কার্য্যটী আমার দ্বারা কৃত হইলেও আপনাকে কর্ত্তা বলিতে মনে সঙ্কোচ বোধ হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে কোন একটি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আমার অকর্তৃত্ব বোধ হওয়া অসম্ভব নহে। অর্থাৎ হস্তপদাদি সঞ্চালন করা ছাড়া আরও কিছু আবশ্যক যাহার অভাবে স্বকৃত কর্ম্মেও কর্তৃত্বাভিমান

আসে না। সেই বস্তুটি কি? উল্লিখিত উদাহরণ দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায় যে গ্রন্থখানি আমি আপন ইচ্ছায় লিখিয়াছি এবং আমার উদ্দেশ্য গ্রন্থ লেখা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু দান কর্ম্মট আমি ঘটনাচক্রে পড়িয়া করিয়াছি এবং উহার উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থসিদ্ধি, পরের দুঃখ দূর করা নয়। এই দুই কার্য্যের দুইটি উদ্দেশ্য থাকাতে একটিতে আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেছে, অপরটিতে তাহা হইতেছে না। অর্থাৎ কর্ম্মের মূলে যদি বাসনা থাকে তবেই উহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। যদি কর্ম্মে কোন বাসনা না থাকে, যদি কেবল ঘটনাচক্রে পড়িয়া কর্ম্ম করিতে হয় এবং উহা ভগবানের প্রীতির জন্য কৃত হয় তবে সে কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব বোধ হয় না। আমার মধ্যে সচ্চিদানন্দ আত্মদেব যিনি, তিনি নিষ্ক্রিয়, তাঁহার কোন বাসনা নাই, কোন কর্ম্ম নাই, কোন প্রকার চলন নাই। আমার কর্ম্ম এবং বাসনার মূল আমার চিত্ত। এই চিত্ত যদি আত্মার দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করে তাহা হইলে সমস্তই সুশৃঙ্খল ভাবে হয় এবং কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না। কিন্তু যদি চিত্ত আত্মার প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া কর্ম্ম করিতে ছোটে তাহা হইলেই বিপদের আশঙ্কা। ভগবান রামচন্দ্র কি ভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এ প্রশ্ন হইতে পারে না। ভগবান রামচন্দ্র কোন কর্ম্মই করেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে চিত্ত অথবা আত্মা এ সকল কথা বলা যায় না। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সুতরাং জীব সম্বন্ধে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাঁহার সম্বন্ধে সে সকল কথার অবকাশ নাই। তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া দেখিয়া আমরা শিক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিচার করা ভুল। লোকে কথায় বলে "রাম না হইতেই রামায়ণ"। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির ভক্ত হৃদয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, কালে ত্রেতাযুগের জীবেরা স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে তাহারই কিছু কিছু অংশ আপনাপন হৃদয়ে প্রতিফলিত দেখিল। এই জীবসঙ্ঘই ভগবানের প্রকৃতি। দ্বাপর যুগে ভগবান বলিয়াছিলেন।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"॥

এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিতে প্রতিফলিত মহর্ষি বাল্মীকি দৃষ্ট ভগবানের লীলাই রামায়ণ। সুতরাং ভগবান যখন সীতার বিরহে বিলাপ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে বাস্তবিক দুঃখ হইয়াছিল কিনা, যদি দুঃখ হইল তাহা হইলে তিনি

শোক দুঃখের অতীত হইলেন কিরূপে, যদি দুঃখ না হইল তাহা হইলে তিনি কপট দুঃখ প্রকাশ করিলেন কেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিতান্ত অসঙ্গত। এই সকল বিচার লইয়া সময় নষ্ট না করিয়া কাতর প্রাণে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে অনুক্ষণ তাঁহার নাম জপ ও তাঁহার রূপ ধ্যান করিল, যে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা গিয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে এবং কালে সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অতএব প্রার্থনা করি যেন দেহান্ত পর্য্যন্ত অনুক্ষণ আমরা সীতারামের নাম জপ এবং সীতারামের রূপ ধ্যান করিতে সমর্থ হই।

বংশীধ্বনি।

১

যে বাঁশী বাজিত সখি মধু বৃন্দাবনে,
সে বাঁশী কি আজো বাজে হৃদয়-গহনে?
উতলা গোপের বালা
ছুটিত হেরিতে কালা,
গাগরী ভাসিয়া যেত যমুনার জলে,
উজানে ছুটিত বারি কল-কল ছলে।

২

তৃণঘনে পুলকিতা মেদুর অবনী,
চরণ পরশ লাগি ধরিত মোহিনী।
ছয় ঋতু দিত ঢালি,
অসীম সৌন্দর্য্য ডালি,
মরমের মধুরিমা উষার সন্ধ্যায়,
প্রীতি-ফুলে মালা গাঁথি নব মহিমায়।

৩

অকালে জলদাগমে কলাপ ধরিয়া,
কেকা-কলরবে শিখি নাচিত মাতিয়া।
বিবশা বকুল ফুলে
সাজায়ে চরণ মূলে,
পুলকে সঞ্চরি বহে সে মলয় বায়,
চকিত গোধন-কুল মিলিত ত্বরায়।

৪

যেথায় কালিন্দি কূলে নীপ-তরু-তলে,
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ তনু বনমালা গলে,
লাবণ্য পিছল কায়,
মদন মুরছি যায়,
পীতবাস পরিধানে, বঙ্কিম নয়নে,
অধরে মুরলী ধরি মাতায় ভুবনে।
কুলনারী যেত ভুলি আপন সরমে,
সে শোভা পরাণে ধরি বিকাত মরমে।
সহচরি করে ধরি
হিয়া কাঁপে থর থরি,
চলিতে চরণ কাঁপে, রভসে শিহরে।
মিনতি-নয়নে চাহি লুটাত কাতরে॥

ভবানীপুর।

অনুষ্ঠান তত্ত্ব।

(প্রাতঃস্মরণ)

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরানৃষীন্"

(বামণ পুরাণে)

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রবুদ্ধ হইয়া দেবতা ঋষি প্রভৃতিকে স্মরণ করিবে।

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

(সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা) ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, গ্রহগণ, আমার সুপ্রভাত করুন।

বৃংহয়তি প্রজাঃ যঃ স ব্রহ্মা। অর্থাৎ যিনি প্রজা বৃদ্ধি করিতেছেন, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণকে যিনি সৃজন করিয়াছেন, আমার ও এই জগৎবাসী জীব সকলের যিনি স্রষ্টা, পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র প্রভৃতি অধস্তন বংশধর সকলকে যিনি সৃজন করিবেন, এই স্থাবর-জঙ্গম সঙ্কুল বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, যাঁহার অস্তিত্ব সকল জগৎবাসী স্বীকার করে, কোন জাতি বিধাতা, কোনও জাতি বা খোদা, কোন জাতি বা গড্ নামে যাঁহাকে উপাসনা করে, আমাদের প্রভাত-কালে সেই ব্রহ্মাকে স্মরণ করা, সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টাকে স্মরণ করা, ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করা, ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না।

মুরারি—মুর শব্দের অর্থ ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্মভোগ ও দৈত্যবিশেষ, তাঁহাদের অরি ধ্বংস কর্ত্তা, যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টদিগকে বিনাশ করিয়া সাধু-দিগকে রক্ষা ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার কৃপাদৃষ্টিপাত হইলে সর্ব্ব-বাধার শান্তি হয়, বিশ্বাসী হইয়া যদি দিনে একবার করিয়াও তাঁহাকে ভাবার মত ভাবা যায়, তবে আর কি, সন্তাপাগ্নি দগ্ধ করিতে পারে? এমন করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস আর কি তবে পড়ে? তাঁহার নাম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্মে উৎসাহ হয়, কর্ম্মীর মত কর্ম্ম করা যায়।

ত্রিপুরান্তকারী—ময়দানব নির্ম্মিত ত্রিপুরের ধ্বংসকারী। এক সময় দেবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া দুষ্টদানবগণ মহামায়াবী ময়দানবের শরণাপন্ন হয়, ময় হৈম রৌপ্য আয়স দ্বারা তিনটী মায়াপুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহাতে অলক্ষিত থাকিয়া দানবগণ স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল এই ত্রিলোকে বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করে, মহামায়াবীর মায়াপুরী ধ্বংস করিতে অক্ষম হইয়া দেবগণ মহামায়ার স্বামী মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে মহেশ্বর মায়াপুরত্রয় নাশ করিয়া দেবগণের সর্ব্ববাধার শান্তি করেন, সেই অবধি মহেশ্বরের একটী নাম হয়, "ত্রিপুরান্তকারী"।

ত্রিপুরান্তকারী এই নামে নামীর স্বরূপ ভাসমান রহিয়াছে। নাম স্মরণ পথের সীমায় আসিলেই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। অজ্ঞানরূপ ময়দানব সম্ভূত কুবাসনা নির্ম্মিত প্রতি মায়াপুরীতে আশ্রয় লইয়া কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দানবরূপী অরিগণ আমাদের ত্রিকালের বড়ই অনিষ্ট করিতেছে; আশুতোষকে দিনে দিনে ডাকিয়া যদি সন্তুষ্ট করা যায় তবে তাঁহার দৃষ্টিপাতে আমাদের ইহকাল এবং পরকালে শুভ হইতে পারে।

আর প্রাতঃস্মরণীয় চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি দৃশ্যমান গ্রহগণ, যাঁহাদের শক্তিবলে আমরা রাত্রি দিন পরিচালিত হইতেছি, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া, প্রার্থনা— "সুপ্রভাত করুন।"

স্বরূপ জানিয়া স্মরণ ও পরে প্রার্থনা। প্রথমে-বিদ্মহে পরে ধীমহি, অবশেষে প্রচোদয়াৎ, এরূপে প্রার্থনা করিলে নিরুৎসাহীর উৎসাহ হয়, হতাশহৃদয়েও আশা আসে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর মত কর্ম্ম করা যায়।

হায় এখন আমরা "আসল" ত্যাগ করিয়া "নকলে" মজিয়াছি, ক্ষীর সাগরপানে না চাহিয়া বালুকাভূমিতে তৃষ্ণা মিটাইতে যাই, তাই বুক্ ফাটে তৃষ্ণা মিটে না।

"সুপ্রভাত করুন" না বলিয়া "গুড্ মর্ণিং" এ প্রার্থনা করি বটে, কিন্তু সে একজন সামান্য বন্ধুর কাছে; তাহার স্বরূপ, দেখিয়া জানি সে আমা অপেক্ষা বেশী শক্তিমান্ নহে, তাই নিষ্ফল প্রার্থনা হয়, বাসনা মিটে না।

উন্মার্গগামী আমাদের এই মানস-মাতঙ্গ, যাঁহার কৃপায় কথঞ্চিৎ ধীরপদে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে,—বল দেখি, সেই গুরুদেবকে প্রভাতে আমরা কয়জন স্মরণ করি? প্রাতঃকালে যদি প্রসন্নবদন ও শান্ত সে মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, তাঁহার নাম লইয়া কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কি পদে পদে

এত আশঙ্কা আসে; এমন ভীত হইতে হয়? তাঁর উপদেশ মত কার্য্য করিলে সংশয় থাকিতেই পারে না, তিনি যে আমাদের সকল সংশয়চ্ছেদী।

প্রাণের সহিত লুকোচুরি ত্যাগ করিয়া যে গুরুদেবের উপদেশ মত কার্য্য করে, তাহার কাছে সংসার-বিষাগার নহে। সংসারকে তাহারই বিষবৎ জ্ঞান হয় যে কৃতঘ্ন। কৃতজ্ঞতাহীন "হামবড়" হইয়া গুরুদেবের উপদেশ বাণী মত কার্য্য না করিয়া, করে তার বিপরীত।

শাস্ত্রকার বলেন :—

প্রাতঃশিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং
প্রসন্ন বদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ প্রাতঃকালে মস্তক মধ্যবর্ত্তী শ্বেতপদ্মোপরিস্থিত দ্বিনেত্র-দ্বিভুজ-প্রসন্ন-বদন ও শান্ত মূর্ত্তি গুরুদেবকে তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে। এবং ভাবিবে—

"নমোঽস্তুগুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥"

ইষ্টদেব স্বরূপ সেই গুরুদেবকে নমস্কার যাঁহার বাক্যরূপ অমৃত সংসার নামক বিষ নাশ করে।

কৃতজ্ঞতাহীন কৃতঘ্ন আমাদের এখন সব বিপরীত, গুরুকে স্মরণ করা, নমস্কার করা ত দূরের কথা যদি কখনও "চোখোচোখি" হয়, শিষ্টাচার পূর্ণ বাক্য বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করি, কাহারও কাছে বিনীত হইলে পাছে "হামবড়" ইহার কোণ খসে এই সর্ব্বদা ভয়। গাং পার হইয়া আমরা নৌকায় লাথি মারি, যে পিতা-মাতার দয়ায় এই সংসার দর্শন, যে গুরুদেবের কৃপায় আমাদের এই "হ্যাকা ডুকা" মনে থাকে না তাঁহাদের মনে রাখিতেও চাই না, তাই দিন দিন এত অধঃ-পতন হইতেছে হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা না থাকিলে শত চেষ্টাতেও উন্নত হওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্য স্মৃতি-তীর্থ,
ভাটপাড়া।

ব্রজগীত।

নিতি যে ডাকে 'এস'
"সমীপে" এসে "বস"
হৃদয়-যমুনা কূলে
কি বাঁশী বাজায় বঁধু!
শুনি সে ব্যাকুল তান
আকুল বরজ-বধূ।
নয়নে ভাসিয়া ওঠে
ত্রিভঙ্গিম পীতবাস,
গলে দোলে বনমালা
অধরে মধুর হাস।
পানে সে গাঙ্গের বারি
সে পবিত্র প্রিয় নাম,
নিমিষে ছুটিয়া যায়
কোটি জনমের কাম।
লোকে ভাষে "কলঙ্কিনী"
বলেত বলুক সই,
হিয়াত পাষাণ নয়
না গিয়ে কেমনে রই।
সে পবিত্র হোমানল
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" প্রাণারাম;
হোক্ সে সরব নাশ,
জপইব অবিরাম॥

উপাসনা।

(১)

আত্মা দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয় ঋষিগণের ইহাও এক ব্যবস্থা। যেমন ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ মহাকাশকে হৃদয়ে ধারণ করে সেইরূপ ব্যাপার এখানেও হয়। আকাশ কিন্তু জড় আর আত্মা চেতন। আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

তরঙ্গ শূন্য সমুদ্র মানুষ ধারণা করিতেও পারে। ফলে ভিতরে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। উপরে ইহা এক ক্ষণকালও যেন তরঙ্গ শূন্য নহে। তবে এক তরঙ্গ ভঙ্গ হইয়া গেল আর এক তরঙ্গ ভঙ্গ হইবার জন্য আসিতেছে, এই সময়ে সমুদ্র ক্ষণিকের জন্য যেন শান্ত হয় আর সমুদ্রও যেন শব্দ শূন্য হয়। যিনি সর্ব্বদা চক্ষুকে পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত তিনি পশ্চাৎ চক্ষুতে স্থির জলধি চিন্তা করিয়া করিয়া এত দূর তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন যে বাহিরে শত তরঙ্গ-ভঙ্গও তাঁহাকে বাহিরে আনিতে পারে না। এইটি বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তিনি আর বাহিরে কিছুই দেখেন না। শত দুঃখ বিপদে, শত চঞ্চলতার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা শান্ত অবস্থায় থাকেন। ইহাই কিন্তু সমাধি। এইটি ভিতরে আনিতে পারিলেও আর এক প্রকার সমাধি হয় ইহার কথা এখন আলোচনা করা যাউক। পরে আত্মাদ্বারা আত্মার উপাসনা কিরূপে করিতে হয় তাহা বলা যাইবে।

প্রথমে ত আত্মাকে ধর। কিরূপে ধরিবে? সমুদ্র বক্ষ যেমন সর্ব্বদা তরঙ্গে চঞ্চল সেইরূপ আত্মাও মনের সঙ্কল্পে সর্ব্বদা আকুল। প্রথমে বাসনাময় মনকে লক্ষ্য কর। লক্ষ্য করিবে কে? যিনি চেতন তিনিই লক্ষ্য করিবেন তাঁহার উপরে সঙ্কল্প তরঙ্গ বিচিত্র রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করিতেছে। তিনি কিন্তু দ্রষ্টা। তিনি দেখিতেছেন তরঙ্গ নাচিতেছে, কখন বা নাচিতে নাচিতে ক্ষণিকের জন্য আর নাচিতেছেনা আবার প্রবল বেগে ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে; যিনি দেখিতেছেন তিনি কেবল দেখিয়াই যাইতেছেন আর লক্ষ্য করিতেছেন আপনাকে। দ্রষ্টা অনুভব করিতেছেন তিনি দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টাভাবের উপর তাঁহার অন্তর দৃষ্টি। বড় হুঁসিয়ার হইয়া তিনি দেখিতেছেন। মন কিন্তু সুখ দুঃখ তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহার

দ্রষ্টাভাব ভুলাইয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি কিন্তু আপন ভাবে আপনি আছেন। দৃষ্টিটি পশ্চাতে। যিনি দেখিতেছেন তিনি দ্রষ্টা হইলেও ঘটাকাশের মত খণ্ড আত্মা। আর আপনাকেই যখন দেখিতেছেন তখন দেখিতেছেন ঘটাকাশই মহাকাশ; খণ্ড আত্মাই অখণ্ড আত্মা।

এই যে আপনাকে আপনি দেখা ইহা যখন অভ্যস্ত হইল, যখন এ দর্শনের আর ভুল হইলনা তখন কিন্তু সর্ব্বদা সমাধি অবস্থা। এ সমাধি হইতে উঠাইতে সহজে কেহ পারে না। ইহা কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাই ঠিক গন্তব্যস্থান নহে। এই আপনাকে আপনি দেখাতে যখন আনন্দ উঠিতে লাগিল, যখন আনন্দে সব ভরিয়া যাইতে লাগিল, সেই ভরিত আনন্দের অবস্থাই হইতেছে পরমপদে স্থিতি। ইহার বিচ্যুতি কিছুতেই হইতে পারে না। মহা প্রলয়েও এই পরমপদ হইতে বিচ্যুতি নাই। ঘটাকাশ মহাকাশকে দেখিয়া যখন আপনাকে মহাকাশ ভাবেই দেখে এবং দেখিয়া দেখিয়া যখন মহাকাশ হইয়াই স্থিতি লাভ করে তখন আর পুনরাবৃত্তি নাই। ইহার নামই আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন।

যখন দক্ষপ্রজাপতি হর-তিরস্কৃত হইয়া দেবাদিদেবকে স্তব করিলেন, যখন তিনি বলিতে লাগিলেন—

নমামি দেবং বরদং বরেণ্যং
নমামি দেবেশবরং সনাতনম্।
নমামি দেবাধিপমীশ্বরং হরং
নমামি শম্ভু জগদেব বন্ধুম্॥
নমামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং
সনাতনং ব্রহ্ম নিজাত্মরূপম্।
নমামি সর্ব্বং নিজভাব ভাবং
বরং বরেণ্যং বরদং নতোঽস্মি॥

তখন শ্রীভগবান্ আত্মারাম সন্তুষ্ট হইয়া উপদেশ করিলেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ সদা।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ দ্বিজ সত্তম॥
তস্মাত্তে জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে প্রিয়াস্তুর্নাত্র সংশয়ঃ।
বিনা জ্ঞানেন মাং প্রাপ্তুং যতন্তে তে হি বালিশাঃ॥
কেবলং কর্ম্মনা ত্বং হি সংসারাৎ তর্ত্তুমিচ্ছসি॥

ন বেদৈশ্চ ন দানৈশ্চ ন যজ্ঞৈস্তপসা কচিৎ।
ন শক্নুবন্তি মাং প্রাপ্তুং মূঢ়াঃ কর্ম্মবশানুগাঃ॥
তস্মাজ্জ্ঞানপরোভূত্বা কুরু কর্ম সমাহিতঃ
সুখ দুঃখ সমোভূত্বা সুখীভব নিরন্তরম্॥

শ্রুতিও বাহিরে ভিতরে ত্রিবিধ সমাধি লইয়া সময় অতিবাহিত করিতে বলিতেছেন। ইহার নীচের অবস্থা—আপনাকে জানিয়া "ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখ মেববা।

গীত।

রাগিণী সাহানা বাগেশ্রী তাল আড়াঠেকা।

চঞ্চল হইয়ে মন, কারে কর অন্বেষণ।
কি সম্বন্ধ তাঁর সনে সে কি তব প্রিয়জন॥
সাগর, গিরি, গহ্বর, খোঁজ নগর, প্রান্তর।
বল হে রূপ তাঁহার পেয়েছ কি নিদর্শন॥
কভু ভ্রমি বনে বনে, সুধাও তুমি পাখিগণে।
আবার চাহি বিমানে, কর কি তাঁরে মনন॥
কভু সুধাও রবিতারা "কোথায় জ্যোতিঃ পেলি তোরা"
হয়েছি রে দিশেহারা বল কোথা প্রাণ ধন॥
আকাশে কুসুম হেরে, শিশু চায় ধরিতে তারে।
মরীচিকা-সরোবরে হয় কি পিপাসা-দমন॥
সত্যে ছাড়ি ছায়া ধর, একি ভুল্ মন তোমার।
দেখ হে নিজ অন্তর হইবে শুভ মিলন॥
যারে খুঁজিছ বাহিরে, সে যে লুকায়ে অন্তরে।
সব দিয়া ফেলি দূরে হও স্বরূপে মগন॥

শিবপুর।

কিন্তু প্রবুদ্ধজনের কাছে এই জগৎ কি? জগৎ কি বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র দুই প্রকার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করেন।

(১) সমুদ্রে তরঙ্গ যাহা অথবা সুবর্ণে বলয় যাহা ব্রহ্মে ও জগৎ তাহাই।

(২) রজ্জুতে সর্প যাহা ব্রহ্মে জগৎ তাহাই।

তরঙ্গ সমুদ্রের জল হইতে পৃথক পদার্থ নহে; সুবর্ণ-বলয়ও সুবর্ণ হইতে পৃথক পদার্থ নহে অথচ ইহারা সর্ব্বতোভাবে এক পদার্থও নহে; তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে সত্য কিন্তু তরঙ্গ হইতেছে চঞ্চল জল। এই চঞ্চলতাই এক জল বস্তুকে পৃথক্ দেখাইতেছে। সোনার বালা সোনা ভিন্ন আর কিছুই নহে কেবল পার্থক্য বালার আকারটি। এই চঞ্চলতা ও আকারই যদি জলে ও সুবর্ণে না থাকে তবে তরঙ্গ ও বলয় বলিয়া কিছুই থাকে না। ফলে তরঙ্গ ও বলয়ের মূল বস্তু বা উপাদান হইতেছে জল বা সুবর্ণ।

নাম ও রূপ লইয়াই জগৎ জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু ইহার বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম। কাজেই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মানুষ কিন্তু নাম ও রূপ লইয়া এত উন্মত্ত যে, যে চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া নাম রূপ দাঁড়াইয়া থাকে সেই চৈতন্যকে বাদ দিয়া নাম রূপ লইয়াই থাকিতে চায়। নাম রূপ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না যদি ইহার মূলে চৈতন্য না থাকেন। তরঙ্গ বলিয়া কোন কিছুই থাকেনা যদি জল বলিয়া কোন কিছু না থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন জলের স্থিরভাব যদি ভাল করিয়া ধারণা করিতে পার তবে জলের চঞ্চল ভাবটাকে একটা মায়ার কার্য্য মনে করিয়া, ইহা অগ্রাহ্য করিতে সক্ষম হইবে। সেইরূপ যদি চৈতন্যে মনকে বেশ করিয়া ধারণা করিতে পার তবে নামরূপ-বিশিষ্ট জগৎ-তরঙ্গে আর বিচলিত হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলে কোথাও অনুরাগ, কোথাও দ্বেষ জন্মিবেই। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মটিই চৈতন্যের নিয়ম নহে। শ্রীভগবান বলিতেছেন রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইওনা। কে বশীভূত হয় না? না যে জানিয়াছে প্রকৃতি তরঙ্গের মত ব্রহ্ম সমুদ্রে ভাঙ্গে, ভাসে মাত্র, ইহা মায়া বা ইন্দ্রজাল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃতির মূলে যিনি সেই চৈতন্যই বস্তু; আর নামরূপ মাখা প্রকৃতি

তাঁহার উপরে ভাসে মাত্র। এই জন্য প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্য লইয়াই থাকিতে হইবে। থাকিতে থাকিতে যখন চৈতন্যে একাগ্রতা দৃঢ়ভাবে আসিবে তখন মায়িক নামরূপ আর থাকিবে না, অন্ততঃ অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া যাইবে বলিয়া নামরূপধারিণী প্রকৃতি আর বিচলিত করিতে পারিবে না। যে সাধক চৈতন্য লইয়া থাকেন, প্রকৃতি তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারেন না; তিনি জনন-মরণ-স্রোত হইতে এড়াইয়া যান। প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। ইহাই স্বাধীনতা। মানুষ প্রকৃতির হাতেই বদ্ধ। চৈতন্যকে অবলম্বন করিতে পারিলে প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকিতে যিনি অভ্যাস করিয়াছেন এবং চৈতন্যে স্থিতি যাঁহার আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে তিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া জগতের জন্য বহু শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন।

প্রথম দৃষ্টান্তে নামরূপকে মিথ্যা বলা হইলেও যতদিন সর্ব্বত্র চৈতন্য দেখিতে অভ্যাস না হইয়া যাইতেছে ততদিন সত্যবস্তু মূলে আছে বলিয়া মিথ্যা নামরূপকে সত্য সংশ্রবে সত্যমত দেখিবার সাধনার কথাও শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্ন সত্যমত বোধ হইলেও স্বপ্ন ভঙ্গে বুঝিতে পারা যায় স্বপ্ন মিথ্যা। সেইরূপ নামরূপ যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ইহা সত্যমত হইলেও যখন নামরূপের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চৈতন্যে জাগ্রত থাকায় নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় তখন জগৎ মিথ্যা বলিয়াই অনুভূত হয়। স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও যেমন স্বপ্ন সম্বন্ধে গল্প করা যায় সেইরূপ জগৎ মিথ্যা হইলেও মিথ্যা জগৎ সম্বন্ধে গল্প করা যায়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বেদাদি শাস্ত্র খাঁটি সত্য কথাই বলিতেছেন। রজ্জুই আছে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া সেই রজ্জুকে সর্পরূপে দেখাইতেছে। কিন্তু সর্প বলিয়া কোন কিছুই নাই। আদৌ নাই। রজ্জুই মায়া প্রভাবে সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছিল। ব্রহ্মই জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত। মায়াই এইরূপ দেখাইবার কারণ। এই যে ফলে ফুলে, পর্ব্বত সমুদ্রে, চন্দ্র তারকাতে, আকাশ মহাশূন্যে, সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্ব নর নারী বিজড়িত জগৎ দেখা যাইতেছে ইহা মিথ্যা মায়া-ইন্দ্রজাল তুলিয়াছে মাত্র। যাঁহার উপরে এই ইন্দ্রজাল ভাসাইয়াছে তিনিই

---

১৪৮ যোগবাশিষ্ঠ। ৩১—৪১ সর্গ।

আছেন—ইন্দ্রজাল নাই, ইন্দ্রজাল মিথ্যা, ইন্দ্রজাল ভেল্কি মাত্র। ব্রহ্মই আছেন জগৎ নাই।

কেহ কেহ এই দৃষ্টান্তকে ভুল বলেন। তাঁহারা বলেন রজ্জু বলিয়া কিছু আছে আর সর্পও আছে। উভয়ের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রজ্জুকে সর্প মত ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু জগৎ বলিয়া যখন কিছুই নাই মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্ম মাত্রই থাকেন তখন ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া দেখা হইবে কিরূপে? জগৎ তবে পূর্ব্বে ছিল ও তাহার সংস্কারও মহাপ্রলয়ে ছিল তাই না ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব?

আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটি নির্ভুল মত দেখায় কিন্তু যাঁহারা অবিদ্যা কি তাহা আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন অবিদ্যার এমন শক্তি আছে যাহাতে ইহা কিছু দেখা শুনা না থাকিলেও একটা নূতন কিছু গড়িতে পারেন। মানুষের মনে যে সঙ্কল্প উঠে লোকে বলে পূর্ব্বে যাহা দেখা বা শুনা ছিল সেইটি অবলম্বন করিয়াই সঙ্কল্প উঠিতে পারে। শাস্ত্রে বলেন এবং অনুভবেও প্রত্যক্ষ করা যায় যে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সঙ্কল্প সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত সত্য কিন্তু কিছু দেখা শুনা নাই অথচ অবিদ্যা একটা অপূর্ব্ব সঙ্কল্প করিতেও পারেন। এই জন্য মায়ার নাম অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সঙ্কল্প শব্দটি কৢপ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কৢপ সামর্থ্যে। অবিদ্যা বা মায়ার এমন শক্তি আছে যাহাতে যাহা নাই তাহা ইহা রচনা করিতে পারে। মায়ার এই শক্তি যদি না থাকিত, মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যদি প্রত্যক্ষীভূত না হইত তবে ব্রহ্ম হইতে জগৎ কখনও উঠিতে পারিত না। মায়া না থাকিলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। জগৎ বলিয়া কোন কিছুর সৃষ্টিই হইতেই পারে না।

জগৎ কি ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে জগৎ যাহাই হউক যতদিন জগৎ ভুল না হইবে ততদিন ব্রহ্ম, ভগবান, পরমাত্মার প্রকাশ অনুভবে আসিবে না। দৃশ্য-দর্শন মার্জ্জন না করিলে জগৎ-জড়িত আত্মা সুস্থ হইতে পারিবেন না। অভিমানী আত্মাও ততদিন পর্য্যন্ত অভিমান ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন না। কাজেই যতদিন না জীব দৃশ্য-দর্শনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় ততদিন কখনও শোক দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে না।

যিনি চৈতন্যে দৃঢ় ধারণা করিতে সমর্থ তাঁহার কাছেই জগৎ নাই। যিনি সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোমায়া-নাশ এবং সঙ্কল্প-ক্ষয় এই জীবনেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনি এই জীবনেই জীবন্মুক্ত। সকল সাধকের ভাগ্যে ইহা হয় না বলিয়া শুভসঙ্কল্প, শুভকার্য্য লইয়া ভাবনা রাজ্যে প্রথমে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। কর্ম্মত্যাগ একবারে পারনা শুভকর্ম্ম কর; সঙ্কল্প একবারে ত্যাগ করিতে পারনা শুভ সঙ্কল্প কর, জগৎ একবারে ত্যাগ করিতে পারনা সূক্ষ্ম জগতে মানস-পূজায় ভাবনা-রাজ্যে থাকিতে অভ্যাস কর। ভাবনা-রাজ্যে থাকিতে অভ্যাস যখন পাকা হইবে তখন স্থূল জগৎ ভুল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জগতও থাকিবে না। থাকিবেন—যিনি আছেন তিনি; থাকিবেন—"আপনি আপনি"; থাকিবেন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই। ইহাই স্বরূপ-বিশ্রান্তি। ইহাই মুক্তি। ইহাই পরমপদে স্থিতি।

অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমার্থঘনং শুচি।
অচেত্যচিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশ মাততম্॥ ৯
তৎ সর্ব্বগং সর্ব্বশক্তি সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং স্বয়ং।
যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ॥ ১০

সর্ব্বগত, শান্ত, পরমার্থঘন, পবিত্র, চেত্যতা শূন্য, চিন্মাত্র শরীর, পরমাকাশই সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া আছেন। এই পরমাকাশ সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তিমান্, ইনিই সর্ব্ব এবং ইনিই স্বয়ং সর্ব্বাত্মক। ইনি যে যে স্থানে যেরূপে উদিত হয়েন সেই সেই স্থলে সেইরূপেই অবস্থান করেন; যে পরমাকাশই সকল বস্তুর ভিত্তি সেই ভিত্তিটি বিচিত্র সৃষ্টবস্তু দ্বারা আচ্ছন্ন মত দেখা যায়। যেমন শুভ্র চিত্রপটের ভিত্তিতে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত হইয়া শুভ্র ভিত্তিটি দেখা যায় না ইহাও সেইরূপ। চিত্র না থাকিলে যেমন শুধু চিত্রপটের ভিত্তিটি মাত্র থাকে সেইরূপ মিথ্যা জগচ্চিত্র দূর হইলে ব্রহ্ম 'আপনি আপনি' ভাবে অবস্থান করেন মাত্র।

এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে যিনি দ্রষ্টা, মূর্খ লোকে তাঁহাকে যে মুহূর্ত্তে নর বলিয়া জানে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাহার নিকটে নরাকারে অনুভূত হয়েন।

মরণমূর্চ্ছার পরে আবার যে দেহ হয় তাহা কিরূপে হয়? যাঁহাদের বাসনা-ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আর কোন সংস্কার নাই তাঁহাদের আর দেহধারণ করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের বাসনাক্ষয় হয় নাই মরণমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য স্বরূপ জীব স্বপ্ন মত কিছু অপনাতে ভাসিতে দেখে। দ্রষ্টার স্বরূপ যে চৈতন্য সেই চৈতন্য স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নাকাশের অন্তরে অবস্থিত। স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্ব্ববাসনা অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবে তাহার চৈতন্যটিই বাসনা-আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায় সেই ঐক্যের প্রভাবে চৈতন্য আপনাকে মনুষ্য বলিয়া অনুভব করে। তবেই দেখ আত্ম চৈতন্যটিই সত্য। আর সেইটিই বাসনাধার চিত্তরূপেই ভাসে। তুমি, আমি, তিনি এই সকলই চিত্তের বিকার বা বৃত্তি। চিত্তই যখন বাসনা মাত্র বলিয়া মিথ্যা তখন উহার বিকার সমস্তও মিথ্যা। মিথ্যা হইলেও সত্য সংশ্রবে ইহা সত্যমত বোধ হয়।

আচ্ছা স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা আত্যন্তিক অসত্য বলিলে কি দোষ হয়? আর স্বপ্ন পুরুষও ঐরূপ অসত্য, ইহা বলিলে দোষ কি? জাগ্রৎ পুরুষকে অসত্য বলিতে পারিনা কারণ তাহাতে প্রত্যক্ষ ব্যবহার কার্য্যের বিরোধ হয় এবং কর্ম্ম শাস্ত্র সকলও অপ্রামাণ্য হয় কিন্তু স্বপ্ন পুরুষের বেলায় সে দোষত থাকে না। তবে তাহাকে একবারে অসত্য কেন না বলি?

মূলে সত্য চৈতন্য না থাকিলে কোন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। কাজেই স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা সত্যের উপরেই ভাসে। মিথ্যা যাহা তাহা সত্য লইয়াই প্রত্যক্ষীভূত হয়। স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মের ন্যায় সত্য নহে কিন্তু ব্রহ্মের উপরে ভাসে বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা ঐ স্বপ্ন কল্পিত মিথ্যায় মিশিয়া মিথ্যাটাকে সত্য করিয়া তুলে।

সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভু প্রজাপতি আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে বিবর্ত্তিত হয়েন। তিনি অনুভবরূপী ও হিরণ্যগর্ভ। তিনি স্বপ্নের ন্যায়। তিনি সংস্কারভূত জ্ঞান সমষ্টিরূপী। এই বিশ্ব তাঁহারই সঙ্কল্প। যিনি নিজে স্বপ্নস্বরূপ তাঁহার সঙ্কল্প-জাত এই বিশ্বও সেই জন্য স্বপ্ন সদৃশ। স্বপ্নও যেমন এই বিশ্বও সেইরূপ; স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও নগরবাসী, চৈতন্য অংশে সত্য কিন্তু সঙ্কল্প অংশে মিথ্যা।

আচ্ছা স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি কি বিদ্যমান থাকে? কে তাহা দেখা যায়?

স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি জাগ্রত কালেও থাকে। কিন্তু যে ভাবে স্বপ্নকালে থাকে সে ভাবে থাকে না। তাহার যাহা সত্য তাহা সেই সত্যাংশে তদাকারে থাকে। আকাশের মত নির্ম্মল, নির্লিপ্ত দর্শনাধার আত্মচৈতন্যই সত্য। এই সত্যাংশই সর্ব্বদা বিদ্যমান। ইহার মিথ্যাংশেরই অপলাপ হয়।

তুমি জাগ্রদবস্থায় যাহা অনুভব কর তাহাই স্বপ্নাবস্থার অনুভব করিয়াছ ও করিবে।

জাগ্রদ্দৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু উভয়ই সমান। জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নে থাকে না স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রতে থাকে না। কাজেই উভয়ই সকল সময়ে থাকে না। তবেই বলিতে হয় যাহা দেখা যায় তাহা যখন সকল কালে থাকে না তখন যাহা দেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মিথ্যা। কিন্তু যাহার উপরে দৃষ্টবস্তু ভাসে সেই আত্ম-চৈতন্যটি সকল কালেই থাকেন বলিয়া সত্য। অতএব যে কিছু দৃশ্য বস্তু দেখা যায় তাহা সৎ আত্ম-চৈতন্যেই অবস্থিত। যাহাতে অবস্থিত তাহাই এবং সেই সত্যের সত্যতায় মিথ্যা দৃশ্য বস্তু মিথ্যা হইয়াও সত্যমত প্রতীত হয়।

সর্ব্ববেত্তা যিনি তিনি আপন মায়া শক্তির সামর্থ্যে নানারূপে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। এই আত্ম-চৈতন্যকে যিনি দৃষ্টিতরঙ্গের কোলে কোলে দেখেন তিনিই আত্মাকে লাভ করেন।

জ্ঞপ্তি দেবী এইভাবে বিদূরথের বিবেক অঙ্কুর উৎপাদন করিলেন, এবং বলিলেন, রাজন্ আমি লীলার সন্তোষের জন্য তোমাকে এই সমস্ত বলিলাম। এখন তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। লীলা মণ্ডপান্তর্গত কল্পিত জগৎ দেখিতে চাহিয়াছিল। তাহা দেখা হইল এখন আমরা যথাস্থানে গমন করি।

বিদূরথ—আপনাদের দর্শন ত বিফল হইতে পারে না? আপনি বলুন স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্তির ন্যায় কতদিনে আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া প্রাক্তন-দেহ পাইব? হে মাতঃ আমি আপনার শরণাগত। আপনি প্রসন্না হউন। আমার প্রার্থনা, আমি যে প্রদেশে গমন করিব সেখানে যেন আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী গমন করিতে পারে।

সরস্বতী। এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পরে তুমি তোমার প্রাক্তন রাজ্য ও শবীভূত দেহ প্রাপ্ত হইবে। এই কুমারী ও মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন পুর পাইবে। আমরা এখন যথাস্থানে যাইব।

বিংশ অধ্যায়।

পুরী আক্রমন ও প্রবুদ্ধলীলা।

দেবীর সহিত রাজার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে এক দূত তথায় সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইল। দূত সংবাদ দিল, মহারাজ! প্রলয়ার্ণব সদৃশ উদ্ধত ও দুঃসহ শত্রুদল অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা নগরমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদ শিখরে কাষ্ঠরাশি স্থাপন করতঃ পর্ব্বতাকার করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। উত্তম উত্তম পুরী সকল ভস্মসাৎ হইতেছে। চারিদিকে ভীমদর্শন ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন মহাদ্রি সকল গরুড়ের ন্যায় সবেগে আকাশে উৎপতিত হইতেছে।

দূত সংবাদ দিতেছে এমন সময়ে পুর বহির্ভাগে মহা কোলাহল উত্থিত হইল ধনুর টঙ্কার, হস্তির বৃংহিত, অগ্নির শব্দ, পুরবাসিগণের হলহলা শব্দ—কর্ণ জ্বালাকর নিনাদে চারিদিক পরিপূরিত হইল।

সরস্বতী, লীলা, রাজা ও মন্ত্রী বাতায়নছিদ্র দিয়া সেই কোলাহল পূর্ণা বিভীষিকাময়ী পুরী দেখিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণের লুণ্ঠন শব্দ, দস্যুগণের জল্পনা, ঘোরতর কলকল শব্দ চারিদিক ধ্বনিত করিতেছে। দহ্যমান পুরীর ধূমরাশি নভোমণ্ডল ছাইয়া ফেলিতেছে। হতাবশিষ্ট সৈন্য চারিদিকে পলায়ন করিতেছে, কেহ বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে।

রাজা প্রজাগণের ও নাগরিক গণের বিলাপধ্বনি শুনিতেছন—কে আমা-দিগকে রক্ষা করিবে—ইহাই পুনঃ পুনঃ রাজার কর্ণে আসিতেছে। রাজা যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবেন এমন সময়ে পূর্ণযৌবনা, শ্বাসোৎকম্পিত-পয়োধরা পরমরূপবতী রাজমহিষী ভয় বিহ্বল চিত্তে বয়স্যা ও দাসিগণের সহিত রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিদূরথের মহিষীর নামও লীলা। ইনি সরস্বতীর সহচারিণী লীলার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। রাণীর এক বয়স্যা রাজাকে বলিলেন, দেব! ভূত-গণের মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। বায়ুপীড়িতা লতা যেমন মহাদ্রুম আশ্রয় করে

সেইরূপ আমাদের এই দেবী—এই প্রধানা রাজমহিষী আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া আপনার নিকটে সমাগতা হইয়াছেন। অন্তঃপুর রক্ষকগণ প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। শত্রুপক্ষের যোধগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাধগণ যেমন কুররীগণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করে সেইরূপ বলবন্ত শত্রুগণ ক্রন্দনশীলা দেবীগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে; আমাদিগের এই বিপত্তিকালে আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।

রাজা কোপারুণ নেত্রে শৈলগুহা হইতে কেশরীর ন্যায় তথা হইতে বিনির্গত হইলেন। যাইবার সময় দেবীদ্বয়কে বলিয়া গেলেন—দেবীদ্বয় আমি যুদ্ধার্থে গমন করিতেছি। আপনাদের পাদপদ্মের ভ্রমরী স্বরূপা আমার এই ভার্য্যা আপনাদের রক্ষণীয়া। আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ায় আমার যে গমনাপরাধ তাহা অপনারা ক্ষমা করিবেন।

রাজা বাহির হইয়া গিয়াছেন আর বিদূরথ-ভার্য্যা লীলা প্রবুদ্ধ লীলার নিকটে আগমন করিলেন। লীলা বিস্ময়ে দেখিতেছেন—এই রাজমহিষী আদর্শে প্রতিবিম্বিত তাঁহার প্রথম বয়সের মূর্ত্তি। লীলা সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মা! আমি এ কি দেখিতেছি? আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই কি আমি? আর এই মন্ত্রী ও এই সকল বলবাহন সম্পন্ন পৌরযোধগণ? ইহা যেন আমার পূর্ব্ব-রাজ্যস্থিত জনগণ। ইহারা যদি তাহারাই হয় তবে তাহারা এখানে আসিল কিরূপে? দর্পণ প্রতিবিম্বের মত ইহারা যেন সচেতন হইয়া ভিতরে বাহিরে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ইহারা যদি প্রতিবিম্ব হয় তবে আবার চেতন হইবে কিরূপে?

সরস্বতী ডাকিলেন, "লীলা"!—সেই মুহূর্ত্তে কি অপূর্ব্ব হইল! উভয় লীলাই বিস্মিত। সরস্বতী প্রবুদ্ধ লীলার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, লীলা! চিত্তে যেরূপ সংস্কার থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে ঠিক সেইরূপ অনুভূতি জন্মায়। চিৎশক্তির মহিমাও অপূর্ব্ব। স্বপ্নকালে চিত্ত যেমন জাগ্রদনুভূত পদার্থের আকার ধারণ করে সেইরূপ চিৎশক্তিও চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া চিত্তের আকারেই প্রথিত হয়। চিৎটি জ্ঞান আর চিৎশক্তিটি চৈতন্য।

চিত্তে, চিত্ত প্রতিফলিত চৈতন্যে যে আকারের সংস্কার থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে

সে আকার সেই আকাশেই সমুদিত হয়। তাহাতে দেশের কি কালের দীর্ঘতা অথবা পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক হইতে পারেনা। আত্মচৈতন্য দ্বারা অন্তঃকল্পিত জগৎ এই কারণেই বাহিরে দেখা যায়। যাহা বাহিরে দেখিতেছ তাহা আত্মচৈতন্য দ্বারা অন্তরেই কল্পিত।

লীলা। মা! ইহাই সত্য। স্বপ্নে সঙ্কল্প-রচিত পুরী অন্তরে আত্মায় অবস্থিত হইলেও আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যেন উহা বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সরস্বতী। হাঁ তাহাই। অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ এইজন্য বাহিরে সত্যবৎ বোধ হয়। আবার অভ্যাসে ইহা দৃঢ় হয়। তোমার ভর্ত্তা তোমার পুরে যেরূপ বাসনাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই মৃত্যু মুহূর্ত্তেও সেই স্থানে তাঁহার সেই সেই ভাব অন্তরে স্ফুরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর হইতে তিনি আপন অন্তস্থ বাসনার অনুরূপ সৃষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। এই যে মন্ত্রী প্রভৃতি যাহা তুমি দেখিতেছ ইহারা আকার গত সাদৃশ্যে তোমার পূর্ব্ব মন্ত্রীর মত হইলেও ইহারা তাহারাই নহে। ইহারা বিভিন্ন। বলিতে পর ইহারা ত রাজার কল্পনা—রাজার কল্পনা রাজাই অনুভব করিতেছেন ইহা সত্যবৎ হইবে কিরূপে? অন্যে ইহাদিগকে দেখিবে কিরূপে? সত্যই। ইহারা রাজার চিৎসত্তার সত্যতায় সত্যবৎ। চিৎ সত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাহারও সত্যতা নাই। চিৎসত্তা ভিন্ন অন্য সমস্তই অসত্য। কাজেই চিৎসত্তাতে যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা। কারণ সে সকল স্বকীয় অজ্ঞানে স্বচৈতন্যে কল্পিত মাত্র। অজ্ঞানে যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় সেইরূপ।

জগৎটাকে যে সৎ ও অসৎ উভয়ই বলা যায় তাহার কারণ এই যে জাগ্রত কালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট কিছুই থাকেনা সেইরূপ স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দৃষ্ট কিছুই থাকেনা। জগৎটা এইরূপে অন্যথা হইয়া যায় বলিয়া সৎ নহে আবার সত্যাংশে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা অবলম্বনেই ইন্দ্রজাল মত ভাসে বলিয়া ঐ অংশে ইহা সৎ। মহাকল্প আরম্ভকাল হইতে জগৎ ভ্রান্তি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু দগ্ধপটের ন্যায় এই অসৎ জগতে আস্থা কি? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের আবরক মাত্র। আকাশে, পরমাণুর অন্তরে, দ্রব্যের অণুমধ্যে এই জগৎ চৈতন্যের শরীররূপে বিদ্যমান। যেমন অগ্নি আপন ভাবনাবলে আপনাকে উষ্ণ বলিয়া জানেন সেইরূপ চৈতন্যও

ভাবনা বলে এই দৃশ্যজগৎকে আপনার শরীর বলিয়া দেখেন। কল্পে সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে এই জগৎটা সত্য নহে, মিথ্যাও নহে কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত রজ্জু-সর্প। যাহা ভ্রান্তিদৃষ্ট তাহা সত্য নহে। যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট তাহা অসত্য নহে এই দুই যুক্তিতে বলা যায় জগৎটা অনির্ব্বাচ্য। অর্থাৎ এই জগৎটা পরমাত্মার মত সত্য নহে আবার রজ্জু-সর্পের মত মিথ্যাও নহে। রজ্জু-সর্পও অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে মিথ্যাও নহে। সত্য হইলে বাধ হয় না আবার মিথ্যা হইলেও দৃষ্ট হয় না।

জগৎটা সত্য হউক বা অসত্য হউক চিদাকাশ ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

জীবের যে ভোগেচ্ছা তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ। বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তাহার অনুরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয় অনুভবে অনুরঞ্জিত হয়, পরে সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল পুনরায় অনুভব করে। অনুভবের মহিমাও বিচিত্র। কখন ইহা পূর্ব্বানুভবের অবিকল মূর্ত্তি দেখায়, কখন অসমান, কখন অর্দ্ধসমান অনুভবনীয় উপস্থাপিত করিয়া সেই সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুভব করায়। তবেই দেখ—বাসনা যেমন যেমন ভাবে উদয় হয় চিত্তে বাস্যমান বস্তুর তেমনি তেমনি দর্শন হয়।

কিন্তু সত্যটি কি? বিচার চক্ষে দেখ বুঝিবে সমস্ত অনুভবই অসত্য। যে জীবাকাশে তাহারা দৃষ্ট হয় তাহাই সত্য। লীলা! তুমি সাধনা করিয়াছ, তাই তোমার বাসনা সর্ব্বাংশে সমান হইয়া জাগিতেছে। তাই তুমি দেখিতেছ—সেই মন্ত্রী, সেই পুরবাসী তোমার দর্শন পথে রহিয়াছে, ফলতঃ এই সমস্তই জীবাকাশে অবস্থিত, বাহিরে নহে।

সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বরূপটি হইতেছে প্রতিভা বা জ্ঞান। রাজার আত্মাকাশে যেমন সত্যবৎ প্রতিভা বা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তোমারও আত্মাকাশে সেইরূপ সত্যবৎ প্রতিভা বা জ্ঞান বা অনুভব প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণে তুমি দেখিতেছ সমাগতা লীলা তোমারই অনুরূপা। বৎসে! প্রতিভা সর্ব্বব্যাপী সম্বিৎরূপ নির্ম্মল আকাশে যেরূপে বলিলাম সেইরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতিভা অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা বাহিরের ন্যায় প্রকটিত হয়। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিম্ব জীবরূপ আকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও সমুদিত হয় না। অর্থাৎ জীবই স্বকীয় প্রতিভার স্বসংস্কারের অনুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। এই মহান্ আকাশ, এতদন্তর্গত ভুবন, ভুবনান্তর্গত ভূমণ্ডল, তদন্তর্গত তুমি, আমি ও রাজা এ সমস্তই প্রতিভাময় অর্থাৎ চিন্মাত্র স্বভাব। যেহেতু চিন্মাত্র স্বভাব সেই জন্য সমস্তই আত্মার স্ফুরণ বিশেষ। লীলে! এ সমুদয়কেই তুমি চিদকাশ বলিয়া জানিবে। জানিলে তুমিও তত্ত্বজ্ঞদিগের ন্যায় পরম শান্ত পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে।

একবিংশ অধ্যায়।

সমাগত লীলা ও সরস্বতী।

এই দ্বিতীয়া লীলা রাজা বিদূরথের মহিষী। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ "রাজা হইব" এই দৃঢ় সঙ্কল্পে পদ্মরাজা হইয়াছিলেন; আর অরুন্ধতী হইয়াছিলেন লীলা রাণী। পদ্মরাজার মৃত্যুতে তাঁহার জীবই মণ্ডপাকাশে অন্যদেহ ধারণ করিয়া হইলেন রাজা বিদূরথ। পদ্মভূপতির সঙ্গ ত্যাগ হইবে না জন্য তাঁহার লীলাই পূর্ব্বে সঙ্কল্প বশে হইয়াছিলেন এই সমাগতা লীলা। প্রথমা লীলারাণী সমাধি সাধনায় স্থূলদেহ ফেলিয়া রাখিয়া দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নানাস্থান দেখিতে ছিলেন। দ্বিতীয়া লীলা ইঁহারই প্রতিচ্ছবি।

দ্বিতীয়া লীলা দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিল এবং বিনয় নম্র বচনে বলিতে লাগিল—ভগবতি! আমি যে জ্ঞপ্তি দেবীর অর্চ্চনা করি তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন; স্বপ্নে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি আপনার মূর্ত্তিও ঠিক সেইরূপ। মা! আপনি কি তিনি?

সরস্বতী—বৎসে! আমিই তোমার উপাস্যা দেবী।

যোগবাশিষ্ঠ। ৪৫ সর্গ

লীলা—মা! এই যুদ্ধে আমার ভর্ত্তার কি হইবে? শত্রুরা ত নগরী অগ্নিসাৎ করিল। রাজপুরী লুণ্ঠন করিল। রাজা কি শত্রুদিগকে দূর করিয়া দিতে পারিবেন?

সরস্বতী। যুদ্ধে তোমার স্বামী বিদূরথ প্রাণত্যাগ করিবেন। করিয়া সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া পদ্মভূপতির শবীভূত দেহ পুনর্জ্জীবিত করিবেন।

লীলা বড়ই কাতর হইল। সজল নয়নে করযোড়ে বলিতে লাগিল ভগবতি! আমাকে কৃপা করুন।

সরস্বতী—বৎসে। তুমি অনেকদিন আমার উপাসনা করিতেছ। আমি তোমার ভক্তিতে তোমার উপর সদাই প্রসন্ন। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও। সমাগতা লীলা তখন বলিতে লাগিল—আমার ভর্ত্তা এই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যে শরীরে অবস্থান করিবেন আমি যেন আমার বর্ত্তমান দেহে তাঁহার নিকট যাইতে পারি ও তাঁহার মহিষী রূপেই থাকিতে পাই।

সরস্বতী। পুত্রি! তুমি আমাকে বহুকাল একচিত্তে ধূপ দীপ পুষ্প ও বিবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা পূজা করিয়াছ আমি তাহাতেই তুষ্টা হইয়াছি। আমি তোমাকে, তোমার অভিলষিত বরদান করিলাম।

সমাগতা লীলা বর প্রাপ্তে প্রফুল্লা হইল। তখন প্রবুদ্ধ লীলা কিঞ্চিৎ সন্দিহানা ও বিস্মিতা হইল। প্রবুদ্ধ লীলা বলিতে লাগিল—ঈশ্বরি! আপনি ব্রহ্মরূপিণী। যাঁহারা আপনার ন্যায় সত্যসঙ্কল্প তাঁহাদের ইচ্ছা ও অচিরাৎ পূর্ণ হয়। মা! আপনি তবে কি নিমিত্ত আমাকে আমার স্থূল শরীর ত্যাগ করাইয়া এখানে ও গিরিগ্রামে আনিলেন? এই লীলা ত স্বশরীরে ভর্ত্তৃলোকে যাইতে পারিবে।

সরস্বতী।

> ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদহং করোমি বরবর্ণিনি।
> সর্ব্বং সম্পাদয়ত্যাশু স্বয়ং জীবঃ স্বমীহিতম্॥ ১২

বরবর্ণিনি! আমি কাহারও কিছু করি না। আমি পূর্ণকাম বলিয়া আমার কোন কামনা নাই। জীব যখন কামনা করিয়া আমাতে সমাহিত মন হয় তখন

তাহার ইচ্ছা সে নিজে নিজেই সিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবে পূর্ব্ব-সংস্কার পরিব্যাপ্ত চিদাত্মরূপিণী জীবশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিদ্যমান শক্তিই তাহাদিগকে ফল প্রদান করে। আমি কেবল সেই চিৎশক্তির প্রকাশ কারিণী, কারণ আমি অধিষ্ঠাত্রী। জীবের চিৎশক্তি উদয়োন্মুখী হইলে আমি তদনুসারে বরপ্রদা হই।

তুমি আরাধনা কালে প্রার্থনা করিতে যেন আমি দেহাভিমান শূন্যা হইয়া উদ্বোধিতা হই। তুমি আমাকে ঐভাবে উদ্বুদ্ধা করিয়াছ বলিয়া তুমিও আমা কর্ত্তৃক অজ্ঞানাবরণ বর্জ্জিত নির্ম্মল স্থিতি প্রবাহে নীতা হইয়াছ। এই লীলা আমাকে যে ভাবে বোধিতা করিয়াছে আমিও সেই ভাবে ইহাকে ফল প্রদান করিতেছি। আরাধনা কালে তোমার মুক্ত হইবার বুদ্ধি ছিল তাই তুমি স্বীয় চিৎশক্তির প্রভাবে তাহাই পাইয়াছ।

যস্য যস্য যথোদেতি স্বচিৎ প্রযত্নং চিরং।
ফলং দদাতি কালেন তস্য তস্য তথা তথা॥ ১৮
তপো বা দেবতা বাপি ভূত্বা স্বৈব চিদন্তথা।
ফলং দদাত্যথ স্বৈরং নভঃফল নিপাত বৎ॥ ১৯

যাহার যাহার যে প্রকার চিৎপ্রযত্ন চিরকাল উদিত হয়, যথাকালে তাহার সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। তপস্যা বল আর দেবতাই বল আপনার চিৎশক্তিই তপস্যা বা দেবতা হইয়া আকাশ পতিত ফলের ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে। স্বীয় চিৎপ্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহই ফলদাতা নাই ইহা জানিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

বুঝিতেছ যে ফল পাইতে লোকে ইচ্ছা করে পূর্ব্ব হইতে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। যদি ফল না হয় তবে জানিও প্রযত্নেই দোষ রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন কর অবশ্যই ফল পাইবে।

চিদ্ভাব এব নন্থু সর্গগতোন্তরাত্মা
যচ্চেততি প্রযততে চ তদৈতি তচ্ছ্রীঃ
রম্যং ত্বরম্যমথবেতি বিচারয়স্ব
যৎ পাবনং তদববুধ্য তদন্তরাস্ব॥ ২১

চিৎভাব অর্থে চিৎসত্তা। চিৎ জ্ঞানেরই নাম। যেখানে চিৎ সেইখানেই চিৎশক্তি; জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান শক্তি সর্ব্বদাই আছে। জ্ঞানবান্ অথচ শক্তিশূন্য ইহা হইতেই পারে না। যত যত দৃষ্টবস্তু দেখিতেছ সমস্ত দৃষ্ট পদার্থের অন্তরাত্মা হইতেছেন নিশ্চয়ই এই চিৎসত্তা।

নম্বিতি নিশ্চয়ে। তদা প্রাক্কালে রম্যং বিহিত অথবা অরম্যং নিষিদ্ধং যৎ কর্ম্ম চেতুতি প্রবর্ত্ততেচ উত্তরকালং তদৈব ফলরূপা শ্রীঃ এতি উদেতি ইতি বিচারয়ন্ বিচারেণচ যৎ পাবনং পদং তদববুধ্য তদন্তঃ আস্ব তিষ্ঠ॥

সকল বিশ্ব ভরিয়া দৃষ্ট বস্তু ধরিয়া চিতের মধ্যে চিৎশক্তি আছেই। প্রথমে বিহিত বা নিষিদ্ধ যে কর্ম্মে চিত্তকে ব্যাপারিত করিবে এবং পুনঃ পুনঃ প্রযত্নে যাহাতেই চিৎসত্তাটি উত্থাপিত করিবে উত্তর কালে সেই চিৎভাব, প্রযত্নের অনুরূপ ও ফল স্থানীয় হইয়া উদিত হইবেনই। এইটি বিচার করিয়া যাহা পবিত্র তাহাতেই বুদ্ধিস্থির কর এবং তাহার অন্তরে অবস্থান কর।

রে প্রেম সোহাগিনি উঠ! দেখ কি আশ্চর্য্য স্বরলহরী তোমার শরীর ব্যাপিয়া উঠিয়াছে। চল আমরা রাজার যুদ্ধলীলা দেখি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

যুদ্ধার্থ নির্গমন ও দ্বৈরথ যুদ্ধ।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। তখনও অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাজা বিদূরথ কোপভরে আপন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। দুই লীলা দেবী সরস্বতীর সহিত অন্য পথে রাজার সমস্ত কার্য্য লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় রাজা অসংখ্য অমাত্য ও সামন্তবৃন্দে পরিবৃত। রাজা বর্ম্মে ও অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যোদ্ধাদিগকে যথাযথ

আদেশ করিলেন এবং মন্ত্রিগণের নিকট ব্যূহ রচনার ও রাজ্যরক্ষার পরামর্শ শ্রবণ করিলেন। রাজা বীরগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথারোহণ করিলেন।

রাজার যুদ্ধরথ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। মুক্তা মণিমাণিক্য খচিত রথ, পতাকা পঙ্ক্তিতে সুশোভিত। প্রচণ্ড বেগশালী আটটি চন্দ্রচন্দ্রিকাতুল্য অশ্ব রথে যোথা। রাজা রথে বসিলেন। সারথি কষাঘাত করিতে না করিতে অশ্বগণ বায়ুর অগ্রে আকাশ চুম্বন করতঃ ধাবমান হইল।

অনন্তর গিরিগহ্বরে মেঘগর্জ্জনের প্রতিধ্বনির মত ভীষণ দুন্দুভি ধ্বনি বাদিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের কলকলারব, আয়ুধের শব্দ, ধনুকের শব্দ, শরের সীৎকার, কবচের ঝন-ঝনা শব্দ, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দ, বন্দিগণের রোদন শব্দ—এই সমস্ত যুদ্ধশব্দ যেন ব্রহ্মাণ্ডছিদ্র আপূরিত করিয়া তুলিল।

তখনও অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না কিন্তু দেবীর প্রসাদে লব্ধ দিবা দৃষ্টি লীলাদ্বয় মাত্র দৃক্ শক্তিসম্পন্ন। দুই লীলার সঙ্গে বিদূরথের এক কন্যাও দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিল। রাজার আগমনে নগর লুণ্ঠকদিগের রব কতকটা প্রশমিত হইতে লাগিল। ঘোর যুদ্ধে কেহ মরিল, কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা লুকাইয়া রহিল। সেই যম-যাত্রায় কত কবন্ধ-শত নটের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল, কত পিশাচ-কন্যা নট-কন্যার অনুকরণ করিতে লাগিল।

তখন পর্য্যন্ত অন্ধকারে যুদ্ধ চলিতেছিল ক্রমে ভগবান রবি যুদ্ধ দেখিবার জন্য যেন উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। তিমির সন্থাত পাতালে প্রবেশ করিল আর আকাশ ও পর্ব্বত-কন্দর প্রকাশ প্রাপ্ত হইল। বিদূরথের রাজ্যে লোকের নিদ্রা ছিল না কিন্তু কজ্জল-সমুদ্র নিমগ্না ধরাকে রবি যেমন উদ্ধৃত করিলেন অমনি জগতের জীবপুঞ্জ সচেতন হইল। দেখিতে দেখিতে স্বর্গ-স্খলিত, গলিত-কনক রাশির ন্যায় রবিরশ্মি পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। 'কনক-দ্রব-সন্নিভ সুন্দর রবিকর শৈলোপরি ও বীর শরীরে নিপতিত হওয়ায় উহা রক্তছটার শোভা বিতরণ করিতে লাগিল।

রণভূমি এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। অন্ধকার সরিয়া গেলে এখন রণস্থল দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অহো! কি ভয়ানক দৃশ্য! শলভ পতনে—মৃত

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

উৎসবের বিজ্ঞাপন।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২৷৹ টাকা বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর, বিশেষত্ব। মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

উৎসব সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। আমরা মধ্যে মধ্যে গ্রাহক মহাশয়দিগের কাহারও কাহারও নিকট হইতে চিঠি পাই যে উৎসবের পত্রাঙ্ক ঠিক থাকে না। ইহা ভুলক্রমে হয় না। উৎসবে যে সমস্ত পুস্তকগুলি বাহির হইতেছে যেমন যোগবাশিষ্ঠ, লীলা, ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণ, ঋগ্বেদ—এই সমস্ত পুস্তকে পত্রাঙ্ক স্বতন্ত্র। উৎসব পত্রিকাতেই এই পুস্তকগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে। পুস্তকগুলির ফর্ম্মা উৎসব হইতে খুলিয়া লইয়া স্বতন্ত্র বাঁধাইয়া লইলেই সম্পূর্ণ পুস্তক হইবে। এইভাবে গীতামাহাত্ম্য গীতার শব্দ ও শ্লোক নির্ঘণ্ট প্রভৃতি পুস্তক বাহির হইয়া গিয়াছে। সত্বরেই লীলা উপন্যাস সম্পূর্ণ হইবে। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক উৎসব না রাখিতে পারিবেন তাঁহাদের পক্ষে কোন অংশ হারাইয়া গেলে আবার তাহা আমাদের নিকট হইতে পাওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে। সেইজন্য আমরা সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যাঁহারা উৎসব হারাইয়া ফেলিবেন তাঁহাদিগকে আমরা উৎসবের সেট্ ভাঙ্গিয়া পুস্তকের নষ্ট পৃষ্ঠা দিতে অক্ষম।

২। আরও নিবেদন এই যে পত্রাঙ্ক গরমিল সম্বন্ধে অথবা পৃষ্ঠা ছিন্ন হওয়া সম্বন্ধে যাঁহারা চিঠি লিখিবেন তাঁহারা রিপ্লাই কার্ডে না লিখিলে আমরা উত্তর দিতে পারিব না। কারণ একই বিষয়ে বহুজনে চিঠি লিখিলে, উত্তর দিতে আমাদিগের অকারণ অনেক ব্যয় হয়। গরীব উৎসব এই অনর্থক ব্যয় বহন করিতে অক্ষম।

৩। ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উৎসব পাওয়া যায় না অথচ অনেকেই পাইতে ইচ্ছা করেন। আমরা গ্রাহক মহাশয়গণের এই অভাব দূর করিবার জন্য সৎসঙ্গ নাম দিয়া কাজের প্রবন্ধগুলি উৎসবেই পুস্তকাকারে বাহির করিতে পারি। এই সমস্ত প্রবন্ধ মনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য এবং সাধনার উপযোগী করিয়া পুনরায় লেখা হইবে বলিয়া ইহাতে প্রাচীন গ্রাহকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না। কারণ স্থানে স্থানে একরূপ লেখা থাকিলেও সৎসঙ্গ পুস্তক অবিকল উৎসবের নকল হইবে না। পুস্তক প্রবন্ধ বাদ সাদ দিয়া যে ভাবে সাজান হইবে তাহাতে পুস্তক নূতন আকারই ধারণ করিবে। এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে পুরাতন উৎসবের প্রবন্ধ সাজাইয়া নূতন সৎসঙ্গ পুস্তক মুদ্রিত করা উৎসবের পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষকদিগকে জানাইয়া রাখিতেছি। যদি কাহারও আপত্তি থাকে তিনি আমাদিগকে জানাইবেন আমরা তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিব।

[illegible] শেষ হইবে। [illegible] [illegible] চলিবে। এবং [illegible] [illegible]

[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা—উৎসবের পুরাতন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করায় উৎসব-সংক্রান্ত কর্ম্মের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। আমাদের দোষের জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর উৎসব পূর্ব্ব নিয়মেই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসব ১১শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এতাবৎকাল উৎসব তাহার লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছে বলিয়া উত্তরোত্তর উৎসবের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাতে উৎসবের আরও উন্নতি হয় তজ্জন্য উৎসব পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসবের মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া পাঁচ ফর্ম্মার স্থানে ছয় ফর্ম্মা দেওয়া হইতেছে। আরও কলেবর বৃদ্ধির সঙ্কল্প হইতেছে। যাহারা উৎসব প্রচারের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরর্থক, কারণ যে উদ্যম লইয়া উৎসব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে সে উদ্যম এখনও অক্ষুন্নই আছে।

দ্বিতীয় কথা—শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি কত বড় হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারায় আমরা উহার মূল্য ২॥০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠার অধিক আকারে বড় হওয়ায় ও বাঁধাইবার খরচ অধিক হওয়ায় আমরা তিন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান গুলিই দুর্ম্মূল্য। আশা করি এমতাবস্থায় পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপাইয়া, সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া দিবার জন্য যে মূল্য হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

যাহারা বিচার চন্দ্রোদয় পাঠাইতে বলিয়াছেন তাঁহারা কোন্ প্রকার বাঁধান লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগকে সত্বরে জানাইবেন। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব, কারণ ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] ভাদ্র ১৩২৩ সাল। [৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১৸০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীকালীপদ নস্কর দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥• টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।• আনা। নমুনার জন্ত ।• আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

সংশয়।

হে বাঞ্ছিত!

তোমারে যে ভালবাসি একি শুধু ছল,
এ বিষাদ কাতরতা এই আঁখি জল;
তোমার প্রতীক্ষা চাহি নিত্য আনাগোনা
একি শুধু মিথ্যা ভাণ আত্মপ্রতারণা?
একি এ সংশয় ঘোর কার অভিনয়?
তীব্র অনুশোচানলে দহে এ হৃদয়।
তুমিত অন্তরযামী! সকলি প্রমাণ,
তব সনে কপটতা শিহরে পরাণ।
যেদিকে নেহারি, হেরি সকলি অসার,
তোমা বিনা কিবা আছে, কে আছে আমার?
আপনারে নাহি বুঝি কারে চাহি আমি,
আমারে বুঝায়ে দাও হে জগৎস্বামি!
রিক্ত হস্তে আসি যাই নাহিক সম্বল,
তাবলে কি দয়াময় সবি মোর ছল?

মামেবৈষ্যসি।

আমাকেই পাইবে। যতদিন না অদ্বয় জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিতেছ ততদিন ত প্রাণপ্রয়াণ হইবেই। যেহেতু মরিবার সময় আমাকে স্মরণ করিলে মানুষ আমাকে পায়, সেই হেতু তুমি সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর আর স্বধর্ম্ম কর। সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে—ভাবনায়, বাক্যে এবং কর্ম্মে আমাকে স্মরণ করিবার অভ্যাস এই জীবনেই করিয়া ফেল। যেরূপে পার কর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কর। মরণ হয় হউক কিন্তু আমাকে স্মরণ করা একক্ষণও ভুলিতে পাইবে না। সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্ম করিতে পারিলে তোমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধি-লাভ করিবে। পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অবুদ্ধি পূর্ব্বক আমার স্মরণ হইবে না। অবুদ্ধিপূর্ব্বক আমার স্মরণ যখন হইতে থাকিবে তখন তুমি নিশ্চিন্ত হইলে। মরণকালে শত বৃশ্চিক দংশনেও তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইবে না। এখন যেমন বিষয় ভাবনা অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়, এখন যেমন বুদ্ধিপূর্ব্বক আমাতে মনঃ-সংযোগে চেষ্টা করিবার সময় অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয় ভাবনা উঠে, এখন যেমন নিত্য-ক্রিয়ার সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করিতেছ কিন্তু বিষয় ভাবনাকে ডাক নাই তথাপি আপনা হইতে বিষয় ভাবনা আসিয়া তোমার মনে উদয় হয়, কারণ তুমি পূর্ব্বে বিষয় ভাবনাতে সম্পূর্ণ মন দিয়াছিলে বলিয়াই ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক উদিত হয়—সেই-রূপ আমার স্মরণ যখন সকল কর্ম্মকালে হইতে থাকিবে তখন তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না; মৃত্যুতেও ভয় থাকিবে না, কেননা আমার স্মরণ আর তোমার ভুল হইবে না। এই হইলেই তুমি আমাকেই পাইবে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্রীভগবান্ ৮।৭ শ্লোকে শ্রীগীতায় ইহাই উপদেশ দিলেন। এস আমরা মৃত্যুপণ করিয়াও ইহা অভ্যাস করি। যদি মামনুস্মর যুদ্ধ চ ইহা সম্ভব হয়, যদি আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর ইহা সম্ভব হয়, তবে আমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া সকল কর্ম্ম কেন না হইবে? চেষ্টা কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর হইবেই।

২

"মামেবৈষ্যসি" কিরূপ যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তর শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা আমার স্মরণটি অভ্যাস কর—তিন বেলার নিত্যকর্ম্মে ত বিধিপূর্ব্বক করিবেই আর সমস্ত দিনের লৌকিক কর্ম্ম, ভাবনা ও বাক্যেও আমাকে স্মরণ

অভ্যাস করিবে তবেই আমি তোমার কাছে যাইব। আর তুমি আমাকেই পাইবে। আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইব বলিয়াই তুমি আমাকে পাইবে।

সর্ব্বদা আমার নাম জপ করিতে শাস্ত্র বলেন। তিন বেলায় পবিত্র হইয়া ত আহ্নিক করাই চাই। ইহা না করিলে সর্ব্বদা তুমি জপ লইয়া থাকিতে পারিবে না। পবিত্র হইয়া শাস্ত্রমত অনুষ্ঠানের সহিত নিত্যকর্ম্ম কর কিন্তু সর্ব্বদা যে নাম জপ লইয়া থাকিবে শাস্ত্র তাহাতে শুচি অশুচি বিচার করিতে বলেন না। মানসে সর্ব্বদা জপে শুচি অশুচি দেখিতে হইবে না। ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে করা যায়। এ আজ্ঞা আমারই। ইষ্টমন্ত্র এমন কি বীজ ও প্রণবও মানসে সর্ব্বদা জপ হয়।

জপ যে সর্ব্বদা করিবে তাহা কিন্তু একটু ভাবের সহিত করিও। ইহা কঠিন ভাবিও না। কি ভাবে জপ করিবে জান? শোন, আমি শ্রুতি-মুখ হইতে ভাবের কথা কিরূপে বাহির করিয়াছি। জপ করিবে আর ভাবনা করিবে

গাব ইব গ্রামং যুযুধি বিবশ্বান্

বা শ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।

পতিরিব জায়ামভিনো ন্যেতু ধর্ত্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববার।

সর্ব্বদা নাম জপিবে আর ভাবিবে হে বিশ্ববার! হে সর্ব্বজন বরণীয়! হে সবিতা! হে দ্যুলোকের ধারয়িতা! তুমি এস। তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও। আমি তোমার কাছে যাইতে পারি না তুমি আমায় প্রাপ্ত হও। ধেনুকুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয় তুমি সেইরূপে এস—আমাকে প্রাপ্ত হও। যোদ্ধা যেমন স্বীয় অশ্বের নিকটে গমন করে তুমি সেইরূপে এস। দুগ্ধবতী গাভী যেমন প্রফুল্লমনে হাম্বারব করিতে করিতে আপন বৎসকে প্রাপ্ত হয় তুমি সেইরূপে এস। স্বামী যেমন ভার্য্যার নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপ এস।

এইরূপ ভাবনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্মে আমার নাম জপ, জপে রস পাইবে। এ জপে আমার স্মরণ হইবে।

কে আমি তাহাও সাধুসঙ্গে একটু শুনিয়া লইও। লইয়া ঐ ভাবে আমার নাম জপ করিও। বেশ রস আসিবে। নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে তোমার পাপ কাটিতে থাকিবে; অল্পে অল্পে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকিবে; আর ঐ ভাবনার সহিত জপ করিতে করিতে রস পাইবেই।

"কে আমি" সাধুসঙ্গে কিরূপ শুনিবে জান ?

আমি পৃথিবীতে ওতপ্রোত ভাবে আছি। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও আমাকে জানেন না। পৃথিবী আমার শরীর। আমি পৃথিবী দেবতাকেও প্রেরণা করি। আমি সকলের আত্মা তোমারও আত্মা। আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী। আমি সর্ব্ব সংসার বর্জ্জিত অবিনাশী আত্মা। আমি জলে, অন্তরীক্ষে, অগ্নিতে, বায়ুতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও আমি ইহাদের হইতে পৃথক্। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও আমাকে জানেন না। এইগুলি আমার শরীর, আমি ইহাদিগকে, ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকেও প্রেরণা করি। আমি আত্মা, অন্তর্যামী এবং অমৃত।

আমি স্বর্গে, সূর্য্যে, দিক্ সকলে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে অবস্থান করি, করিয়াও এ সমস্ত হইতে পৃথক্। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও আমাকে জানেন না। দ্যুলোক, আদিত্যমণ্ডল, দিক্‌সকল, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ আমার শরীর। আমি ইহাদের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করি। আমি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

আমি সমস্ত ভূতে থাকিয়াও সমস্ত ভূত হইতে পৃথক্; আমাকে ভূত সকল জানে না; সকল ভূত আমার শরীর; আমি সকল ভূতের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করি। আমি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

আমি প্রাণে, আমি বাক্যে, আমি চক্ষুতে অবস্থান করিয়াও প্রাণ, বাক্য, চক্ষু হইতে পৃথক্; আমাকে প্রাণও জানে না, বাক্যও জানে না, চক্ষুও জানে না; প্রাণ, বাক্য ও চক্ষুও আমার শরীর। আমি ইহাদের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করি। আমি সেই আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

আমি কর্ণে, মনে, ত্বগিন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, বীর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়াও এই সকল হইতে ভিন্ন। ইহারা কেহই আমাকে জানে না। ইহারা আমার শরীর। আমি ইহাদের ভিতরে থাকিয়া ইহাদিগকে প্রেরণা করি। আমি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

কেহই কেন আমাকে জানে না জান? কারণ এই অন্তর্যামী আমি, আমিই সর্ব্ব পদার্থের দ্রষ্টা; কিন্তু আমি অসঙ্গ স্বভাব বলিয়া নিজে স্বভাবতঃ কাহারও দৃষ্টিগোচর হই না। আমি সমস্ত শব্দ শ্রবণ করি, কিন্তু আমার কথা কেহ শুনিতে পায় না; আমি সকল বিষয়কে মনন করি কিন্তু আমাকে কেহ মনন, চিন্তা বা

তর্ক দ্বারা তত্ত্বতঃ অবধারণ করিতে পারে না। আমি সকলকে জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানিতে পারে না। কেননা আমি এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। যখন কেহই আমাকে জানিতে পারে না তখন অন্তর্যামী আমি,—আমি আর কাহার দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইব বল? বুঝিতেছ কে আমি? সাধুসঙ্গে আমার কথা শুনিবে কিরূপে? এই ভাবে আমার কথা শুনিয়া, পূর্ব্বোক্ত ভাবটি হৃদয়ে রাখিয়া আমার নাম সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব ভাবনায়, সর্ব্ব বাক্যে সর্ব্বদা করিতে থাক—রসের সহিত আমার স্মরণ হইবেই। এই জন্মেই এইটি অভ্যাস করিয়া ফেল; তবেই মরণ সময়ে, প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে। তখন আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইব বলিয়া তুমি আমাকেই পাইবে।

তোমাদের কেহ কেহ আমি যে আত্মা তাহা আবার শুনিতে পার না। আমার আত্মারাম, স্বাত্মারাম নাম কেহ কেহ শুনিতেই পার না। এটা তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি। আমি চেতন আত্মা সর্ব্ব কালে। জড়টা আমার শরীর। আমি শ্রুতিমুখে সর্ব্বত্র ইহা বলিতেছি। শ্রুতি বাক্য না মানিতে পারিলে মানুষকে আমি মূঢ়বুদ্ধি বলি। তুমি মূঢ় হইও না। দুরন্ত হইও না। শান্ত হও। শান্ত হইলেই বুঝিবে আমিই সব।

আমি আত্মা; আমিই নিগুর্ণ, আমিই বিশ্বরূপ, আমিই সগুণ। আমিই আবার মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার হই। যখন বিশ্ব থাকে না তখন যে আমি নিগুর্ণ; বিশ্ব হইলে সেই আমিই সমষ্টি বিশ্বে বিশ্বরূপ আবার ব্যষ্টি সৃষ্টিতে জীবে জীবে আত্মা; আবার সেই আমি সৃষ্টি-বিপর্য্যয়ে তোমাদের অধর্ম্মবুদ্ধি দূর করিবার জন্য তোমাদের মতন আকার ধরিয়া অবতার গ্রহণ করি। আমি তখন মায়া মানুষ, আমিই তখন মায়া মানুষী।

আমাকে অবতার ভাবে দেখিতে তোমার ভাল লাগে তাও বেশ। কিন্তু আমাকে চেতন আত্মা বলিয়াও ভাবিও। তবেই আমার স্বরূপ, আমার রূপ, আমার গুণ এবং আমার কর্ম্ম চিন্তায় রস পাইবে। আর স্বরূপটি বাদ দিয়া আমায় ভাবিতে গেলে তুমি শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া একটা মনগড়া কিছু লইয়া থাকিবে। বড় ফেরে তখন পড়িয়া যাইবে। পূর্ব্বে শ্রুতি হইতে দেখাইলাম—আমি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত। এখন তোমার যাহা ভাল লাগে সেই অবতার ধরিয়াই বলিব আমাকেই পাইবে কিরূপে?

৩

সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপ ত কর। নাম জপও ত কর। অবতারের যে ভাব লইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবে তাহাও শ্রবণ কর। আচ্ছা কৃষ্ণ অবতারই লও। আমাকেই পাইবে। শ্রীমতী যেমন আমাকে পাইয়াছিল সেইরূপেই পাইবে। শ্রীমতী আমার জন্য সংসার আয়ানকে—ক্লীবস্বামীকে ফাঁকি দিয়া বেতস কুঞ্জেও আসিত। আমার জন্য কত অপেক্ষা করিত; আমিও তাহার কাছে যাইতাম। তাই সে আমাকে পাইত।

তুমি আমার পাওয়ার ব্যাপারকে যদি নায়ক নায়িকার পাওয়ার ব্যাপার করিয়া ফেল তবে তোমার সব যাইবে। স্থূলে ইহা আনিও না। স্থূলে পরকীয়াকে শ্রীরাধা সাজাইও না, আর আপনি কৃষ্ণ সাজিও না। গীত-গোবিন্দ পড়িয়া এই বুদ্ধি যদি তোমার হয় তবে তুমি প্রতারক মাত্র; আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক। বলিয়াছি ত গীত-গোবিন্দ সাপের মাথার মণি। সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিলে এই মণির ঝলকে উঠে অমৃত, আর সূক্ষ্ম সাধনার সহিত না মিলাইয়া স্থূলে কোন একটা নায়িকা খুজিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অভিনয় করিতে গেলে গীত-গোবিন্দের ঝলকে উঠে গরল; সেই গরলে হয় আত্মবধ নাটকের অভিনয়। সেইজন্য কাঠের নারীমূর্ত্তি ছুঁইতেও বিরাগী বৈষ্ণবের নিষেধ। কামে স্থূলে আমায় পাওয়া যায় না। প্রেমে আমায় পাওয়া যায়। সে প্রেম আছে সূক্ষ্মে, ভাবনা রাজ্যে; জড়-সম্পর্ক-শূন্যতায়।

শ্রীমতী ত বেতস কুঞ্জে আসিতেন। ক্লীব আয়ানকে, ননদিনী বাঘিনী জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিয়াই আসিতেন। তুমি সত্যের বেতস বন খুঁজিও না। একটি সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘর কর। সেই তোমার বেতস বন। দেখনা কেন সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘরে আসিতে গেলে তোমার সংসার জটিলা কুটিলা, তোমার ক্লীব সংসার স্বামী কতই গরগর করে। কতই বলে তোমার জপতপরূপ কালাই কুলে কালি দিল। জপতপ কালার জ্বালায় আয়ান ক্লীব সংসার ফাঁকে পড়িল—সংসার মাটী হইল। এ হইবেই। তবু তুমি কৌশল করিয়া—সংসারের চক্ষে ধূলা দিয়া একবার করিয়া বেতস-কুঞ্জে আসিও। সেখানে তোমার দয়িত, তোমার ঈপ্সিততম আসিবেন। ঐ গৃহে তুমি অভিসার করিও। অভিসার একলাই হয়। সবাই এক ঘরে অভিসারে থাকা যায় না। সবাই মিলিয়া এক ঘরে আহ্নিক চলে না। সবাই মিলিয়া সমাজ করিয়া ডাকা—

পাওয়ার জন্য ডাকা নয়। এ ডাকাটা সংসার আয়ানের কৌশল মাত্র। আজ বুঝিতে না পার দুদিন বাদে বুঝিবে ইহাতে আমাকে পাওয়া যায় না। আমার নাম করিয়া—আমাকে ফাঁকি দিয়া সংসার আয়ানের সেবাই ইহাতে হয়। তবু ইহা ছাড়িতে না পার বহিরঙ্গে ইহা কর, কিন্তু পাবার জন্য অন্তরঙ্গ বেতস-কুঞ্জ পূজার ঘর করিও। নতুবা হইবে না। পূজার ঘরে গিয়া পততিপতত্রে একটু করিও। সন্ধ্যাপূজা সব সারিয়া অপেক্ষা একটু একটু করিও। কখন বা ভাব আনিয়া আমাকে লইয়া আহ্নিক করিও; বড় ভাল হইবে।

কিরূপে ভাব আনিবে? শ্রবণ কর।

ধর পূজার ঘরে একখানি ছবি আছে। এ ছবি শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন দেখাইতেছে। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর বাম হস্ত ধরিয়াছেন। বিদায় লইবার সময় মানুষ হাতে ধরিয়া, যেমন করিয়া কি যেন কি বলিয়া যায়—সেইরূপে হাত ধরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাম হাতে বাঁশরী। বাঁশরীর সহিত বাম হস্ত শ্রীমতীর বাম স্কন্ধে। আর শ্রীমতীর দক্ষিণ হস্ত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণস্কন্ধের বাহুমূল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শ্রীমতীর বক্ষের দক্ষিণ অংশ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের বাম অংশে লাগিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়াছেন বাম চরণ দক্ষিণ চরণের উপর থুইয়া, আর শ্রীমতী অর্দ্ধ আলিঙ্গন করিয়াছেন অল্প প্রত্যালীঢ় পদে। এই ছবি তোমার পূজার ঘরে। এই ছবির জীবন হইতেছে উভয়ের প্রতি উভয়ের সাগ্রহ দৃষ্টি। এই ছবি দেখিয়া তোমার কি মনে হয় না শ্রীমতী যেন কত কি বলিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ যেন কথা কহিয়া কি বলিতেছেন।

বলনা কি বলিতেছেন?

যাও যাবে শ্যাম, শ্যাম নটবর নাহি করি তাহে মানা।
যাও যাবে শ্যাম তাহে ক্ষতি নাই, এই সত্য কর নাগর কানাই।
দুখিনী বলিয়ে কখন কখন দেখা দিও কাল সোনা।

বিদায় কালে উভয়ের প্রাণ কিরূপ হইতেছে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা কি আছে? শ্রীমতী বলিতেছেন এখুনি ত যাবে বল আমি কোথায় যাইব? তুমিই বা যাইবে কোথায়? বল এ ভাবে আর কতকাল কতকাল যাইবে? তোমার মনও কি হইতেছে তাহাও ত জানি। আবার সেই ক্লীব সংসার। হরি হরি!

জীবের বৃথা আলিঙ্গনে কি যে মনে হয় তাহাত সকলই তুমি বুঝিতে পার। তবুও তবুও সব সহিতে হয়। শ্রীমতী কত কি যেন বলিতে চান। এ বলার শেষ কোথায়? বিদায় কালে "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি" ইহার ত বর্ণনা হয় না। অথচ আজ মিলন কালে শ্রীমতী সব ভুলিয়া শ্রীমাধবকে কতই বলিতেছিলেন। প্রথম দর্শনের পর আপনাহারার ভাব একটু সরিয়া গেলে, দুই হাতে দুই হাত ধরিয়া বলিতেছিলেন—

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদয়-মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
সদা দেখা পাইনা বোলে হে॥
হৃদয়-মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
আমি কুরূপিণী গোয়ালিনী গোপনারী।
তুমি জগমনমোহন বংশীধারী॥
তোমার প্রেমের কিবা জানি হে।
আমি গোয়ালিনী বৈত নয়॥
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
আমি তাও অঙ্গে মেখেছি হে।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
শৈল সম কুলমান দূর করি
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী
তুঁহি রস পণ্ডিত রস চূড়ামণি॥
গোবিন্দ দাসে কহে শুন শ্যাম রায়।
তুয়া বিনা মোর মনে আন নাহি ভায়॥

মিলনের পর কত কথাই ত এইরূপ হইল আর বিদায়ের কালে?

অবতারের চিন্তা এইরূপে যদি নিত্য কর আর শ্রীমতীর মত কাতরতা যদি কতকও জাগাইতে পার, তবে ত বোঝা যায় আমাকে পাইবার জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। কৈ আমার আসার পথ চাহিয়া কতক্ষণ অপেক্ষা কর? করনা—দেখ কত সুন্দর হইবে।

প্রত্যহ এইরূপ চিন্তা অন্ততঃ একবার করিয়াও করিও। তবেই নিত্যকর্ম্ম

যথাসময়ে যখন করিতে যাইবে, তখন তোমার মনে হইবে এইত পূজার ঘরে আসিলাম। আহা! আমি প্রাণ ভরিয়া নিত্যকর্ম্মে তারে ডাকি। আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপক্ষয়ের মন্ত্রগুলি আমি যথাবিধি বলি, সে পাপক্ষয় করিয়া আসিবেই। আমি তাহার আজ্ঞা মত কার্য্য করি সে নিশ্চয়ই আসিবে। সে এখনও ত আসিল না। আমার কার্য্য শেষ করি। উপাসনা শেষ করি। সে এখুনি আসিবে। এই ভাবে কয় দিন সাধনা করিয়াছ? না করিয়া থাক আজ হইতে আরম্ভ কর। জপ পূজা প্রাণায়াম সবই কর,—তারে পাইবে; ভাবিতে ভাবিতে কর। সে আসিবে পতি যেমন জায়ার কাছে আইসে, যোদ্ধা যেমন অশ্বের কাছে আইসে, গাভী যেমন বৎসের কাছে আইসে—এই ভাব মনে রাখিয়া উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে নাম লও। আমাকেই পাইবে।

তাই বলিতেছি এই জন্মেই সর্ব্বদা রসের সহিত স্মরণ করিতে করিতে নাম কর—নাম করাটা অবুদ্ধি-পূর্ব্বকও করিয়া ফেল আমাকেই পাইবে। সকল কর্ম্ম কর কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া করিতে ভুলিও না। দেখনা—সর্ব্বদা নাম করা যায় কি না ইহা তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর—মন বলিবে হাঁ করা যায়। যদি বুঝিয়া থাক ইহা অসাধ্য নয়, তবে উদ্যোগী হইয়া নাম করাটি অভ্যাস করিয়া ফেল। মৃত্যুভয় থাকিবে না। সকল কার্য্য করিয়াও প্রাণপ্রয়াণ সময়ে আমাকেই পাইবে। আর যদি জ্ঞানলাভ করিতে পার তবে সদ্যোমুক্তি।

সুখ ও দুঃখ।

এ সংসারে সুখী কে? উত্তর—যিনি ধার্ম্মিক। যিনি জগতের সমস্ত তুচ্ছ, দৈন্য, স্বার্থকে পদদলিত করিয়া, কর্ত্তব্যকে মাথায় রাখিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সুখী। যিনি দুঃখকে আত্মীয় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই সুখী। যিনি হর্ষ-রাগ-দ্বেষ-ভয়-শূন্য, সংসারে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, কামনাশূন্য, যাঁহার চরিত্র শুভ্র কৌমুদীরাশির মত নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও ভগবৎ-চরণে যাঁহার স্থির-মতি, তিনিই সুখী।

তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

জীব দেহ ধারণ করিলেই দেহধর্ম্ম অনুসারে জীবকে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, সুখ ও দুঃখ, রোগ ও শোক ভোগ করিতেই হইবে। অবিচ্ছিন্ন সুখ বা অবিচ্ছিন্ন, দুঃখ মানব অদৃষ্টে ঘটে না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, শীতের পর বসন্তশ্রী, জগতে চিরকালই হইয়া আসিতেছে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন :—

সুখান্তরং পরং দুঃখম্, দুঃখান্তরং পরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

সৃষ্টির অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন নিয়মানুসারে এ সংসার-চক্রে মানুষের সমস্ত সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা বিধাতার অপরিহার্য্য, অলঙ্ঘ্য, অমোঘ নিয়ম। আমাদের সংসারের সুখ যেন একটা স্বপ্নের প্রাসাদ, বালির মন্দির,—নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সংসারের একদিকে সুখের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে দুঃখের প্লাবন। একদিকে আনন্দের কোলাহল, অন্যদিকে রোদনের হাহাকার। একদিকে আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা, অন্যদিকে বৈরাগ্যের কঠোর শাসন!

তাই মনে হয় এ সংসার রূপবৈচিত্রময়। প্রতিমুহূর্ত্তেই এ সংসারের রূপান্তর ঘটিতেছে। এই বিশ্বসংসারের যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি অনন্তরূপ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি রূপান্তর গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও সংসারকে রূপান্তরিত দেখিতেছে। তাঁহার রূপের উন্মেষ, বিকাশ ও অবসান জড়জগতে ও জীবজগতে প্রতিক্ষণই হইতেছে। প্রতি-মুহূর্ত্তেই এ সংসারে সুখ দুঃখের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে।

জড়জগতের ও জীবজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সংসারে—জড়রাজ্যে ও জীবরাজ্যে সুখ দুঃখের অপ্রতিহত ভাবে নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে।

ওই যে উষার অরুণ রাগ ললাটে মাখিয়া প্রকৃতিসুন্দরী হাস্য করিতেছেন, বিহগের ললিত কূজনে দিক্ মুখরিত হইতেছে, গন্ধবহ চোরের মত ধীরে ধীরে আসিয়া এখানে যূথিকাদাম, ওখানে রজনীগন্ধা, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া সরস পরিহাস করিতেছে ও তাহাদের গন্ধটুকু চুরী করিয়া, নিজ অঙ্গে

মাখিয়া সৌখীন বাবুটি সাজিয়া লোকের নিকট গন্ধটুকু ছড়াইয়া বেড়াইতেছে; চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে, যে দিকে চাও প্রকৃতির মনোমোহিনী ছবি—আবার কিছুক্ষণ পরেই চাহিয়া দেখ—একি, একি রূপান্তর!

আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, বিষম জলদ-গর্জ্জন—ভীষণ অশনি নিনাদ! চপলার তীব্র ছটা, প্রকৃতি ভীমা মূর্ত্তিতে, তাণ্ডব নৃত্যে প্রলয় উপস্থিত করিতেছে। আবার পরমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখ জ্যোৎস্নাফুল্ল যমিনী! প্রকৃতি স্থিরা! মৃদুমন্দ মলয়-প্রবাহিত তরুলতাকুল আনন্দে দোলায়মান, কুসুমরাশি ফুটিয়া সৌরভে দশদিশি মাতাইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সংসারের একি রূপান্তর!

প্রভু, তোমার এ সুখ দুঃখের খেলা দেখিলেই মনে হয়—লীলাময়! এ সংসার রঙ্গমঞ্চে তোমায় এ সুখ দুঃখের খেলা নিয়তই অভিনয় হইতেছে। আবার জীবজগতের মধ্যেও তোমার লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

ওই যে সম্মুখে ধনীর সুন্দর আবাস দেখা যাইতেছে, আজ ইহা আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ; আনন্দ ধ্বনিতে ইহার প্রতি কক্ষ মুখরিত। হাস্য-কোলাহলে তরঙ্গায়িত। আজ একটি নূতন জীব পুত্ররূপে তাহাদের গৃহে জন্মিয়াছে—তাই এত আনন্দ! এত উচ্ছ্বাস! এত বাদ্যোদম! এত শঙ্খধ্বনি! পুরজনের কলহাস্যে দিক্ ধ্বনিত! আজ গৃহে সুখের উৎস ছুটিয়াছে! আনন্দ আর তাহাদের হৃদয়ে ধরে না!

দুইদিন পরে আবার সেই সুরম্য অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখি—শোকের তুমুল ঝড় বহিতেছে। সেই সুন্দর গৃহ আজ অন্ধকার। সে বৃহৎ অট্টালিকা আজ শোকাচ্ছন্ন! আজ সকলেই নিরানন্দ, সকলের মুখেই বিষাদের কালিমা রেখা! সকলের নয়নই অশ্রুপূর্ণ। আজ আর সে আনন্দ নাই, সে উৎসাহ নাই, সে আশাও নাই! হায়! সে স্বর্গের শিশু কোথায় চলিয়া গিয়াছে! প্রভু, দু'দিনের মধ্যে তোমার একি রূপান্তর! সে সুখের স্বপ্ন কোথায় ভাসিয়া গেল! ক্ষণিকের সে আনন্দ উচ্ছ্বাস কোথায় মিলাইল! চকিতে চপলার ন্যায় সে সুখ কোথায় গেল! হায়! সংসারে সুখদুঃখের খেলা! হায়! সুখ, তুমি এত ক্ষণস্থায়ী! তুমি স্বপ্নের মোহমন্ত্র!

আবার পরক্ষণেই চাহিয়া দেখ, আজ কাহারও পুত্রের বিবাহ, কত মহোৎসব, কত আনন্দ, কত উচ্ছ্বাস! বাদ্যোদমে দিক্ মুখরিত, কলহাস্যে

দিক্‌ ধ্বনিত! কত আশার স্বপ্নে মানুষ বিভোর! কত আনন্দে মানুষ উৎফুল্ল। কিন্তু হায়, তুমি যে আশার স্বপনে ঘুমাইতেছ, সে আশা যে তোমার অলীক। সে যে তোমার ভ্রান্ত বিশ্বাস।

আজ যেখানে ঐশ্বর্য্যের বিলাস মন্দির, আজ যে স্থান অপার্থিব প্রাণোন্মাদী সঙ্গীতে মুখরিত, কাল সে স্থান হয়ত শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে। আবার যেখানে আজ দীন কুটীরবাসী কঠোর দারিদ্র্যসম্ভার মাথায় করিয়াও নয়নের মণি-সম একমাত্র শিশুপুত্রের সহাস্যজড়িত, অমিয়মাখা বদনকমলখানি নিরীক্ষণ করিয়া দারিদ্র্যের অর্দ্ধেক যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেছে, কাল হয়ত সেখানে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়া সেই নিঃস্ব কুটীরবাসীর চক্ষের সম্মুখ হইতে সে দরিদ্রতার মাঝখানের সুখের সেই ক্ষীণ প্রদীপটীও নির্ব্বাপিত করিয়া, বুক খালি করিয়া, ঘর আঁধার করিয়া একটা বিরাট হাহাকার মহাশূন্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

নব বিবাহের সুখ-উচ্ছ্বাসে একদিন যে গৃহ পূর্ণ ছিল, একদিন যে গৃহে আনন্দের উৎস বহিতেছিল, আজ তাহা নীরব হইয়াছে। সে সুখের বীণা ভাঙ্গিয়াছে। সেই নব বিবাহিতা লাবণ্যময়ী কিশোরী আজ নতমুখে কাঁদিতেছে। সে সুকুমার অঙ্গ আভরণহীন হইয়াছে! সে আশার মুকুল ঝরিয়া পড়িয়াছে! আত্মীয় স্বজন সকলেই হাহাকার করিতেছেন। অশ্রুজলে ধরা প্লাবিত হইতেছে।

হায়! সে সুখ কোথায় পলাইল! সে সুখের স্বপ্ন কে ভাঙ্গিল! প্রতিধ্বনী শুধু অট্টহাস্যে হাসিতেছে।

মানব-অদৃষ্টে এ সুখের ক্রীড়া নিয়তই হইতেছে। জীব পদে পদেই এই সুখ দুঃখে প্রতারিত হইতেছে, তথাপি চৈতন্য নাই। তাই বলি, তাই মনে হয়—

প্রভু, হোক সুখ, হোক দুঃখ তোমারি এ দান।
কখন বিকাশে উষা কভু অবসান॥

শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

গীত।

সুর রামপ্রসাদী, তাল—একতালা।

মাগো!

কবে আমার এ টানাটানি ঘুচ্‌বে বল।
এই টানাটানির মুখে প'ড়ে আমার যে মা, প্রাণটা গেল॥
কোরে গর্ভ্ভ হ'তে টানাটানি, আমায় হেথা লয়ে এল।
পরে বিবাহেতে টানাটানি কোরে মা, আমায় মায়ার বেড়ি পায়ে দিল॥
পরে মরণেতে টানাটানি, বৈদ্য যমে, ধূম পড়িল।
শেষে নরকেতে টানাটানি, সে যে ভয়ঙ্কর গো হ'ল॥
আবার অর্থের তরে টানাটানি, দিনকাটা যে ভার হইল।
ওরে ভবের ঘানি সদাই টানি, মা—
ঘুচাও আমার এ জঞ্জাল॥
ওরে কাল স্রোতের টানে আমায় টানে, কাটি কিসে মায়াজাল?
মাগো, আমায় ধ'রে টানাটানি, সদাই করে রিপুর দল॥
তাই তোর চরণ ধ'রে আমি টানি, মা আমার ঐ দুখানি যে সম্বল।
তাও ভোলা করলে টানাটানি, হরির আশা যে ফুরাল॥

আমার সংসার।

৫ই শ্রাবণ ১৩২৩ শুক্রবার।

সকলের যেমন দুই সংসার আমারও তাই। সকলে কেমন থাকে জানি না। আমি কেমন থাকি জানি। আর সময়ে সময়ে বলিতে ইচ্ছা করে বুঝি আমি যেমন থাকি সবাই তেমনি থাকে। যদি তাই না হইবে তবে সবাইকে—প্রায় সবাইকে একরূপ দুই সংসার করিতে হয় কেন?

যিনি অন্তরঙ্গ সংসার তিনি শয়নে স্বপনে জাগরণে—তিলেকের জন্যও আমায় ছাড়েন না। তাঁহার পৈতৃক লোকজনও অনেক। অতি বিচিত্র কথা! ইহাঁরা আমাকে পূরো মাত্রায় ভালমানুষ ঠাওরান। ভালমানুষ মানে বোকা। আমি যে

পথে যাইতে চাই ইহাঁরা পারতপক্ষে সে পথে ত যানই না; বরং ইহাঁরা যে পথে যান আমাকে সেই পথে বড়ই টানেন। আমি ভালমানুষ হইলেও তত ভালমানুষ নই যতখানি উহারা আমাকে ভাবিয়া রাখিয়াছেন। আমি বুঝি সব। ইঁহাদের কথায় সায়ও দি। ইঁহাদের কথামত কাজও করি। "কিন্তু রুগি যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন" সেইরূপ। ইহাঁরা জানেন ইঁহাদিগকে আমি আদৌ চিনিনা। আমি জানি আমি চিনি। সময়ে সময়ে যদি ধরা পড়ি তাহা হইলেও ইহাঁরা আমায় চিনিতে চান না। আমি যখন বলি ওগো আমি পাগল নই—ইঁহারা তখন হাসেন; আর আপনাআপনি বলাবলি করেন সব পাগলই বলিবে আমি পাগল নই তা যেরূপ পাগলকেই তুমি জিজ্ঞাসা কর না কেন? কথা আমি শুনি কিন্তু শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকি। যেন কিছুই শুনি নাই।

আমি জানি আমার অন্তরঙ্গ সংসারের মহারাণী অতি বিলাসিনী। পতি-বিলাসিনী নহেন, বিষয় বিলাসিনী। ইঁহার বাপের বাড়ীর দাসীগুলিও রসরঙ্গিনী—এক রসরঙ্গিনী নহেন বহু রসরঙ্গিনী। মহারাণীকে ইহাঁরা সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখেন। আজ অমুক জায়গায় চল—এক জায়গায় কি আর চিরদিন ভাল লাগে! দেখ অমুক স্থানে বেশ নাচ তামাসা হইতেছে শুনা যাক্ চল। আজ অমুক অমুক জিনিষ খাইতে হইবে। আজ সাজ সজ্জার জন্য ফল্‌না তোসনা চাই। বাড়ী সাজান চাই। শরীর সাজান চাই। ফিট্‌ফাট্ থাকা চাই। বাড়ীখানি ছবির মতন হইবে। সাম্‌নেই থাকিবে বাগান। বাগানের এক পাশে থাকিবে কৃত্রিম পাহাড় তার গায়ে থাকিবে কৃত্রিম হ্রদ। তাহাতে ভাসিবে কুমুদ কহ্লার আর তাহার জলে খেলা করিবে লাল মাছ, নীল মাছ। বাগানের নারিকেল সুপারী গাছ গুলি এমনি ভাবে সাজান থাকিবে যাহা দেখিলে লোকে বলিবে গিন্নীর টেষ্ট আছে। তার পরে ঘরের ভিতরের আস্‌বাব। তার আর কথা কি! ছেবে মেয়ে সব ফিট্ ফাট্ থাকিবে। আলমারিভরা কাপড় চোপড়। বাক্সভরা সোনা দানার অলঙ্কার, বাগান ভরা ফুল। এই সব নিত্য চাই। আর আমি! আমি আপনার ঘরে আপনি চোর। যখন মহারাণী রঙ্গে থাকিবেন তখন আমায় তাঁহার বিলাসের দিকে টানিবেন। বলিবেন দেখদেখি আমি না থাকিলে তোমার বাড়ীর কি এমন যত্ন থাকে? আমি বলি হাঁ তাইত। আর মনে ভাবি আমার পরকাল ঝর্‌ঝরে করিবার জন্যই তুমি যে আমার কাপড়ে গাঁট দিয়াছ তাহা আমি জানি। কখন যদি ভরসা করিয়া বলি গিন্নি! সবইত ভাল কিন্তু তোমার এই

সোনা-দানা ফুল বিছানা, তোমার এই বাগান বাড়ী গাড়ী জুড়ী ক দিনের জন্য গিন্নী? গিন্নীও শেয়ানা আছেন। অমনি বলেন এও ত চাই। আমি তৎক্ষণাৎ বলি হাঁ তাত নিশ্চয়। মনে ভাবি ঠাকুর আর কত কপটতা করিব?

আমি সদাই ব্যস্ত। একটুও সময় পাই না। সদাই মানস-রঙ্গিনী, শয়ন-মঞ্জরী, শ্রবণ-মঞ্জরী, রসরঙ্গিনী ইহাদের জন্য সংস্থান। একটু যে নিশ্চিন্ত হইয়া পুড়াইব তার যো নাই। সর্ব্বদাই ফরমাইস। সর্ব্বদাই ইহাদের সেবা ইহাদের ভোগের আয়োজন। সময়ে সময়ে কপট রোগের ভান করি—করিয়া পড়িয়া থাকি। তখন আবার কত ডাক্তার কত বৈদ্য। যাক্ এইরূপ করিয়া একট আধটু নির্জ্জন যখন পাই তখন ভাবি এসব কি করিতেছি? হায়! আমি কে? কোথায় আসিয়াছি? কাহাদের সঙ্গে পড়িয়াছি? কাহারা আমায় আপন বলিয়া এমন করিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে? কোন্ পথে ইহারা টানিতেছে?

অহো! যাহাদের সঙ্গে আছি তাহারা কি উগ্রকর্ম্মিণী, ইহারাই সব করে আর আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে। কিন্তু ইহারা আমার কে? আমিই বা ইহাদের কে? ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বিলক্ষণ কৌশল চাই। জোর করিলে কিছুই হইবে না। আহা! আমি অমন—আমি কিন্তু এমন হইয়া রহিয়াছি কেন? আমার বিশ্রাম ত নাই। কিন্তু বিশ্রাম ত আমি জানি। অসঙ্গ স্বভাবে বিশ্রান্তিই আমার প্রকৃত বিশ্রাম। তবে এ সব কেন আমার উপর? বুঝিয়াছি কি এক অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম তাই আমার স্বভাব বিচ্যুতি হইয়াছে। এখন আমি কি করিব?

আমিত বুঝিয়াছি আমি কি? আমিও বুঝিয়াছি কোথায় আমার স্থান? তবু যে এ সব ভোগ আমার জুটিয়াছে ইহাই আমার প্রারব্ধ ভোগ। সুখ বা দুঃখ যাহাই আসে তাহাই প্রারব্ধ ভোগ মনে করিয়া আমায় ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। এ জন্য আবার বিচলিত হওয়া কি? আমি যাহা তাহা ত বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। এখন সর্ব্বদা সেই দিকে ঠিক থাকিয়া আর যাহা হয় হউক বলিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাওয়াই আমার নিষ্কৃতি। যাঁহারা পরজন্মে জীবন্মুক্ত হইবেন তাঁহাদেরও প্রারব্ধ ভোগ এমন থাকে যাহাতে তাঁহাদিগকে বহু ক্লেশ করিয়া এই দেহ ত্যাগ করিতে হয়। তবে আর ভাবনা করিবার কি আছে? যা হয় হউক। সুখ দুঃখ যা আসে আসুক। এ সবই ফাঁকি। স্বভাবে বিশ্রান্তিই ঠিক কথা। তথাপি প্রারব্ধ ভোগে একবারে

বেহুঁস হইয়া না যাই সেই জন্য নিত্য ক্রিয়া—স্বাধ্যায়—সর্ব্বদা স্মরণ এই আর কি? দ্বিতীয় সংসারের কথা আর লিখিবার দরকার নাই।

বেশ থাকি কিরূপে?

৬ই শ্রাবণ ১৩২৩ শনিবার।

তোমায় নিয়ে থাকিলেইত বেশ থাকা যায়। আমি যখন তোমায় নিয়ে থাকি তখন বেশ থাকি। আর যখন তা থাকি না তখন বেশ থাকি না। যে তোমায় নিয়ে থাকিতে অভ্যাস করে সেই বেশ থাকে।

ভারি অবাক্ কারখানা। তুমি সবাইকে নিয়ে আছ। আছ না কি? তুমিইত সবাই সেজেচ। আকাশ সেজেচ, নীল আকাশে সাদা মেঘ সেজে চেয়ে চেয়ে চলেচ, বাতাস সেজেচ, পাখী সেজেচ, ঠাকুর দেবতা সেজেচ, ঠাকুরের মন্দির সেজেচ, সমুদ্র সেজেচ, তীর্থ সেজেচ, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা শালী শালাজ, নাতী নাতকুড় সবই সেজেচ। এই সব নিয়ে মানুষ থাকে কিন্তু ভাবিতে পারে না যে তোমায় নিয়ে আছে। কেন পারে না? কখন তোমার স্বরূপটি ভাবে না তাই পারে না। নাই পারুক। একটা কিন্তু সহজ উপায় আছে যাতে বেশ করিয়া তোমাকে লইয়া থাকা যায়।

দেখ মানুষ কথা কহিতে বড় ভাল বাসে। আর মানুষ সর্ব্বদা কথাও কয়। কেউ নাই কাছে তবু কথা কয়। কার সঙ্গে কথা কয়? যা দেখে যা শুনে তার মধ্যেই একটা কিছু খাড়া করিয়া আপনি আপনি কথা কয়। এই অভ্যাসটা যখন প্রবল করিয়া ফেলে তখন কথা কওয়ার অসম্বন্ধ প্রলাপ বন্ধ করিতে পারে না। তখন জপ করিতে বলিলে অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠে। তাইতে মানুষ ভারি দুঃখিত হয়। সত্যই কিন্তু দুঃখিত হওয়ারই কথা নয় কি? কেননা ঐ আপনি আপনি অসম্বন্ধ প্রলাপ ঐত হইতেছে পাগল হইবার প্রথম রেখাপাত। যে পাগল সে আবার ভাল কিরূপে থাকিবে? সে ত সর্ব্বদা হাওয়ার বশ। যে স্বাধীন সেই না ভাল থাকিবে? স্বাধীন হওয়া কি? না সর্ব্বদা তোমায় লইয়া সুখে থাকা।

দেখগো যখন মানুষ একা একা কথা কহিতে ভাল বাসে তখন তোমার

সঙ্গে কেন কথা কয় না? মানুষের ত একটা ঘর আছে। দেহ ঘরটা ত সকলেই পাইয়াছে। আবার ঘরের ভিতর অনেক ঘর। তার সকল ঘরেই তুমি আছ। সর্ব্বদা আছ। মানুষ কেন সেই ঘরে যায় না? আপনার ঘর। কেউ বকিতে নাই, কেউ বিরক্ত হইতে নাই, বন নয়, দুর্গম নয়, বাঘ ভাল্লুক নাই, কোন উপদ্রব নাই। অতি সুন্দর ঘর। উপরে পদ্ম নিম্নমুখে, নীচে পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে। তার ভিতরে ঘর। একটু অন্ধকার নাই। কত মাণিক জ্বলে সে ঘরে। কত সুরলহরী খেলে সে ঘরে। এই ঘরে মানুষ যায় না কেন? সত্য সত্যই যাওয়া যায়। সত্যে যদি না পারে তবে না হয় কল্পনায় যাক্।

একা একা আর তুমি। অভিসার কি পাঁচজন নিয়ে হয়? পাঁচজন নিয়ে রঙ্গ হয় বটে, মিশ্রণ হয় না।

বলিতেছিলাম মানুষ ত সর্ব্বদাই কথা কয়। কহিয়া সুখও পায়। আচ্ছা যখন কিছুই সুখ পায় না তখন একবার মনটাকে ধরুক না। ধরিয়া দেখুক না কার সঙ্গে কথা চলিতেছে। অন্যের সঙ্গে ত কথা বলে আর তুমিত সেই ঘরের রাজা। তোমার সঙ্গে কেন কথা কয় না? সকল দুঃখের কথা, সকল রঙ্গের কথা, সকল রসের কথা, সকল মান অভিমানের কথা, সকল জিজ্ঞাসার কথা ত তোমার সঙ্গে চলে। জগতে যত সাধক আছে তাদের প্রথম ভিত্তি কিন্তু এইটি। হিন্দু সাধকের ভিত্তি নিত্যকর্ম্ম করিয়া কথা কওয়া। আর কথা কহিতে কহিতে নাম করা আর নাম করিতে করিতে নীরব হওয়া। নীরব হওয়া শ্রেষ্ঠ সাধনা।

জন্মাষ্টমীতে জন্মচিন্তা ও কর্ম্মচিন্তা।

এখনও জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী, রামনবমী ও একাদশী-ব্রত অনেকেই করেন। সকল হিন্দুরই করা উচিত। পঞ্চোপাসকের সকলেরই সমস্ত ব্রত করা কর্ত্তব্য। পঞ্চোপাসনা ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে একেরই উপাসনা। আধুনিক বৈষ্ণব যদি জন্মাষ্টমী ব্রত করেন আর মহাষ্টমী ব্রত না করেন, বলিতেছি যদি এমন হয়, তবে এককে কি এক দেখা হয়, না শাস্ত্র মানা হয়? কারণ পঞ্চোপাসকের মধ্যে কে যে বৈষ্ণব নহেন তাহা ত বলা যায় না। ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণেতর সকলেই বৈষ্ণব। বিষ্ণুস্মরণ যেমন ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য

সেইরূপ অন্যান্য সকল সম্প্রদায়কে নমোবিষ্ণুঃ বলিয়া আচমন করিতে হয়। আচমন না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহাতে শ্রীভগবান প্রসন্ন হন না কাজেই কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হয় না। বায়ুপুরাণ বলেন—"ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ। ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥ আচমন না করিয়া যিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন তিনি মূঢ় তিনি নাস্তিক তাঁহার সমস্ত কার্য্যই মিথ্যা এ বিষয়ে সংশয় নাই। কেশব, মাধব, নারায়ণ, গোবিন্দ এইগুলিও শ্রীবিষ্ণুরই নাম।

শ্রীকৃষ্ণকে মানি আর দুর্গাকে মানি না—এরূপ যাঁহাদের মতিভ্রম্ তাঁহারা কপট বৈষ্ণব। শ্রুতি বলেন—

"যা উমা সা স্বয়ং বিষ্ণুঃ" যিনি উমা বা দুর্গা তিনি স্বয়ং বিষ্ণু। আবার শ্রুতি বলিতেছেন—

যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যেঽর্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্॥

যাঁহারা গোবিন্দকে নমস্কার করেন তাঁহাদের শঙ্করকেও নমস্কার করা হয় আর ভক্তি-পূর্ব্বক যাঁহারা হরিকে পূজা করেন তাঁহারা মহাদেবকেও পূজা করেন। যদি কেহ বলেন শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিলেই ত হইল শিব দুর্গা এই সব মানিবার দরকার কি? দুর্গাকে আর পৃথক্ প্রণাম করাই বা কেন আর শিবঠাকুরকে প্রণাম করাই বা কেন? এ সব কি ঠিক হিন্দুর কথা? ভেদ জ্ঞান যেখানে সেখানে মূর্খতা। মূর্খ কখন বৈষ্ণব হয় না। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনং।
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥

যিনি শিবপূজা বা শিবপ্রণাম করেন না তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করেন। যিনি রুদ্রকে জানেন না তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও জানেন না।

কোন বিদ্বেষ বুদ্ধিতে এ সব কথা বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে—যখন সকল দেবতাই এক তখন শাস্ত্র যেরূপ আদেশ করিয়াছেন সেইরূপে কার্য্য করাই উচিত। গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব তিনি জানেন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণই গণেশাদি সাজিয়াছেন। যিনি সব সাজেন তিনি কি আর দুর্গা সাজিতে পারেন না? যে কৃষ্ণ, দুর্গা

সাজিতে পারেন না তিনি প্রকৃত কৃষ্ণ নহেন, তিনি দলাদলি সম্প্রদায়ের মনগড়া কৃষ্ণ মাত্র। আবার যিনি কালী মানেন, তিনি যদি কৃষ্ণ না মানেন তবে তিনি যথার্থ শাক্ত নহেন। কালী যখন সব সাজেন তখন কি কৃষ্ণ সাজিতে তাঁহার ভার বোধ হয়? ভক্ত রামপ্রসাদ তাই বলিয়াছিলেন "হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে"। শাস্ত্র এইজন্য অভেদে ভজিতে বলিয়াছেন, দলাদলি সম্প্রদায় গড়িতে বলেন নাই। শাস্ত্র ইহাও বলিয়াছেন যে ইষ্টদেবতাই মুখ্য আর অন্যগুলি আবরণ দেবতা। মুখ্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে, করিয়া অন্যগুলির পূজা করিতে হইবে। এই হইলেই ঋষিদিগের আদেশ মত কার্য্য হয়। কাজেই পঞ্চোপাসকের কোথাও দলাদলি সম্প্রদায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী ইহারা কি? ইহারা সকলেই ভর্গ। ইহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য। সমস্ত দেবতা চেতনেরই মূর্ত্তি। চেতন যাহা তাহা আত্ম-চৈতন্য। আত্ম-চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ইনিই বিশ্বরূপ আবার যিনি বিশ্বরূপ তিনি বিশ্ব না থাকিলে স্বয়ং, "আপনি আপনি"। ইনিই অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। শ্রুতি সর্ব্বত্রই এই অদ্বয় জ্ঞানে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মচৈতন্য ধরিয়া মূর্ত্তি পূজা করিতে বলেন। শ্রুতির আজ্ঞামত ভাগবতাদি পুরাণও অদ্বয় জ্ঞানকেই জীবের জীবিতোদ্দেশ্য বলেন। এই অদ্বয় জ্ঞানই সমকালে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। কাজেই ইষ্টদেবতার রূপটি মাত্র চিন্তা করিলেই সব হইল না। রূপের সঙ্গে গুণ ও কর্ম্ম চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতেও সব হইল না। স্বরূপটিও চিন্তা করিতে হইবে। আমার ইষ্ট দেবতা যিনি, তিনি সমকালে আত্মা, অবতার, সগুণ ও নির্গুণ। ইহাই সাধ্য নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত। আবার রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ চিন্তাই সাধন নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত। একটি ধরিয়া অন্যগুলি মানিনা, এই মূর্খতাই দলাদলি সম্প্রদায়।

আধুনিক শ্রীবৈষ্ণবেরা যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভাবগুলিকে বিভাগ করেন, ইহা শুধু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পূজা যাহা যাহা দ্বারা যেরূপভাবে হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া। ভাবের এই বিভাগ সম্পূর্ণ বিভাগ নহে। কারণ মাতৃভাবে উপাসনার কথা এই বিভাগে নাই। সমস্ত তন্ত্র মাতৃভাবে পূজার কথাও বলেন, পিতৃভাবে পূজার কথাও বলেন। শুধু কি তাই? শ্রীভাগবত শত্রুভাবে পূজার কথাও বলেন। অন্য অন্য শাস্ত্রও

তাহাই বলে, কংস, মারীচ, রাবণ ইঁহারা দ্বেষভাবে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। আধুনিক বৈষ্ণবেরা যদি বলেন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গেলে তবে শান্তভাব হইল, আর দাস্যাদিভাবে উপাসনা যাহা তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের বহু বহু উপরে, তবে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্র তাঁহারা কি মানেন? ব্রহ্মজ্ঞান কোন্ বস্তু তাহা কি জানা হইয়াছে? ব্রহ্মই সমস্ত, তিনি অন্তর্যামী, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এইটুকু মানিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ইহা মাত্র শুনিয়া মানিয়া লওয়া। ব্রহ্মজ্ঞান বলে তাহাকে, যেখানে স্বরূপ বিশ্রান্তি এরূপভাবে হয় যাহাতে আর জগদ্দর্শন থাকে না। পরম শান্ত ভাবে অবস্থিতি হইলে রাগ, দ্বেষ থাকেনা, নিন্দা স্তুতিতে সমান বোধ হয়, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সুখদুঃখ সমান বোধ হয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি গুরু দুঃখেও বিচলিত হন না, প্রবল সুখেও বেহুঁস হন না। তিনি ইচ্ছা মাত্র—যদি ইচ্ছা জাগে তবে 'স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তি' লইয়া খেলা করেন। শ্রুতি বলেন, "মহৎ পদং জ্ঞাত্বা বৃক্ষমূলে বসেত কুচেলোঽসহায় একাকী সমাধিস্থ আত্মকাম আপ্তকামো নিষ্কামো জীর্ণকামো হস্তিনি সিংহে দংশে মশকে নকুলে সর্পরাক্ষসগন্ধর্ব্বে মৃত্যো রূপাণি বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চনেতি"। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই সব হয়। শ্রুতি আরও বলেন—

বৃক্ষমিব তিষ্ঠাসেচ্ছিদ্যমানোঽপি ন কুপ্যেত ন কম্পেতোৎপলমিব তিষ্ঠাসেচ্ছিদ্যমানোঽপি ন কুপ্যেত ন কম্পেতাকাশমিব তিষ্ঠাসেচ্ছিদ্যমানোঽপি ন কুপ্যেত ন কম্পেত ইত্যাদি হে দলাদলি সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক! তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের উপাসনাকে স্থান দিয়াছ আর মধুর ভাবে বা সখীভাবে তুমি ভজনা কর বলিয়া ভাবিতেছ, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, ভাই জিজ্ঞাসা করি তুমি বৃক্ষের মতন শাখাচ্ছেদ করিলে কি কুপিত হও না? তুমি কি শ্রীগীতার স্থিতপ্রজ্ঞের মত গুরু দুঃখেও বিচলিত হও না? কেন ভাই এই আত্মপ্রতারণা? বেদাদি শাস্ত্র না মানিয়া তুমি কেন মিছামিছি মনগড়া অশাস্ত্রীয় সম্প্রদায় গড়িবার জন্য প্রয়াস করিতেছ? এই ভাবে তুমি ভারতে ধর্ম্ম চালাইতে পারিবে না। বেশ ত যে ভাবে ইচ্ছা ভজন কর—দাস্যভাবেই কর বা সখ্যভাবেই কর বা সখীভাবেই কর তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জানিও ব্রহ্মজ্ঞানে যে স্থিতি তাহা ভাবাতীত অবস্থা। তুমি ত পাঠ কর, "ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি"।

শাস্ত্র ত প্রকৃত বৈষ্ণবকেও ইহা করিতে বলিতেছেন। ভাই দলাদলি

সম্প্রদায় ছাড়িয়া একটু শান্ত হইয়া একবার সমাজের দিকে তাকাও। এই দলা-দলি সম্প্রদায়ের ভাই ভাই বিরোধ করিয়া কোথায় যে যাইতেছে আর সমাজের মূর্খ লোকদিগকে কোন্ পথ দেখাইতেছে তাহা একবার ভাবনা কর। মহাপ্রভু যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা কি এই ধর্ম্ম যে ধর্ম্মে বলে আমিই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আবার আসিয়াছি। তবে শ্রীচৈতন্য সেবারে মাতা, স্ত্রী ও সমস্ত ভোগ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবারে আমি শ্রীচৈতন্য হইয়াও ভোগ করিয়া জীবকে তরাইতে আসিয়াছি। আমার শিষ্য হও—আমি যে জাতি হইনা কেন আমাকে শ্রীচৈতন্য অবতার বলিয়া মান্য কর আর একাদশীতে পোলাও দমাদি খাও তোমার কিছুই ক্ষতি নাই। তুমি পোলাও হালুয়া কালিয়া সর্ব্বদা খাইয়াও মহা আনন্দে পরম পদে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। এই কি ধর্ম্ম?

ব্যভিচারের এই উলঙ্গ নৃত্য দেখিয়া দুঃখে এই সব বলিতে হয়। কারণ বহুজনে এইরূপে প্রতারিত হইতেছে। নতুবা এ সব উল্লেখ করিবার প্রয়োজন অতি অল্প।

বলিতেছিলাম—শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম চিন্তা জন্মাষ্টমীর দিনে অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা ব্রত। উপবাসের পূর্ব্ব দিনে সংযম করিয়া থাকিতে হয়। যাহারা বেশী কিছুই জানে না তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ আহার সংযমই সংযম বটে। কিন্তু সংযমে সব ইন্দ্রিয় সংযমও করিতে হয়। ইহাই মুখ্য সংযম। এই সংযম পূর্ণ করিবার জন্যই ব্রত। যাহা শেষ লক্ষ্য তাহারই অতি স্থূল অংশ ধরিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। যেমন শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিবার জন্য কর্ম্ম করাকেও নিষ্কাম কর্ম্ম বলে কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের শেষ হইল অহং নিবৃত্তি ও পরম-পদে স্থিতি, সংযমেও সেই ব্যাপার আছে। পার আর না পার জানিয়া রাখাটা কিন্তু আবশ্যক। যদি কোন পূর্ব্ব সুকৃতি বলে সাধু সঙ্গে ঐ অবস্থা আসিয়া যায় তখন আর বেগ পাইতে হয় না।

প্রকৃত সংযম বা সংযমসিদ্ধি হইল—"একস্মিন্ বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমধিরূপম্। সংযমঃ এয়াণাং সংযম ইতি"। একটি বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমাধি করিতে পারিলে সংযম সিদ্ধি হয়।

গরুড় পুরাণ বলেন—

স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ।
তত্র তন্নিশ্চলীভূতং সূক্ষ্মেঽপি স্থিরতাং ব্রজেৎ॥

প্রথমে ইষ্টদেবতার আয়ুধ অলঙ্কারাদিতে মনকে ধারণা করিতে হয় পরে মূর্ত্তিকে শঙ্খ চক্রাদি হীন করিয়া কুণ্ডলাদি ভূষণ ভুলিয়া সেই মূর্ত্তি ও আমি একরূপ, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। পরে আমিই সেই দেব এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। "তদেকাবয়বং দেবং সোঽহং চেতি পুনর্ব্ধঃ।" সমস্ত পুরাণে এই যে ক্রম পাওয়া যায় ইহা বেদেরই শিক্ষা।

যাহা হউক ব্রতের পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া থাকিয়া—একবেলা মাত্র আতপ ঘৃত সৈন্ধব ইত্যাদি প্রসাদ পাইয়া একাহারী থাকিয়া এবং রাত্রিতে দুগ্ধাদি সেবা করিয়া ব্রত দিনে স্নান সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্ম করিয়া পরে সঙ্কল্প করিতে হয় এবং ব্রতের অন্যান্য কার্য্য করিতে হয়। ব্রতের বিধান আমরা উল্লেখ করিব না। আমরা বলিতেছি শ্রীভগবানের জন্ম চিন্তা। শ্রীগীতা বলিতেছেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুনঃ॥

'হে অর্জ্জুন! আমার এই জন্ম ও কর্ম্ম যে দিব্য ইহা যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন।'

শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া গেলে যে অন্য ভীষণ স্থানে তাড়িত হইতে হয়, তাহা নিবারণের জন্যই এই জন্মচিন্তা। পুনর্জ্জন্ম এড়াইবার জন্যই জন্মটি যে দিব্য তাহার চিন্তা করিতে হয়। তাঁহার দিব্য জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিয়া যিনি প্রত্যহ ইহা অভ্যাস করেন তিনি এই জন্মেই সংসারদুঃখ হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

আমার জন্ম যে দিব্য, প্রাকৃত জনের মত নহে তাহা অগ্রে শ্রবণ কর প্রাকৃত জনের জন্ম, আয়ু ও ভোগ তাহাদের কর্ম্মের ফল। আবার জীবের যে কর্ম্ম বিপাক, তাহা জীবের চিত্তে অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ থাকে বলিয়াই হয়। এই কর্ম্ম বিপাকেই জন্ম, আয়ু ও সুখদুঃখ ভোগ। আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আমাতে অবিদ্যাদি ক্লেশ নাই। কাজেই আমার জন্ম হইতেই পারে না। তাই বলি "অজোঽপি সন্" ইত্যাদি। আমি অজ, আমার জন্ম নাই তথাপি আমি যে জন্মাই তাহা প্রাকৃত জনের দেহ ধারণরূপ জন্মের মত নহে। প্রাকৃত জনের দেহ ত্যাগের পর তাহাদের কৃত কর্ম্ম পঞ্চভূতকে প্রেরণা করে। পঞ্চভূত, জীবের কৃত কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া তাহার কর্ম্ম ভোগের উপযুক্ত দেহ নির্ম্মাণ করিয়া

অপেক্ষা করে। যেমন রাজা আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহার জন্য ঘর বাড়ী তাঁবু ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে সেইরূপ পঞ্চভূত, জীব-আত্মারূপী রাজার জন্য তিনি যেমন যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলেন তদুপযোগী দেহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। যে জীব-রাজা পিতার পীড়া দিয়াছেন তাঁহার জন্য কচ্ছপ দেহ, যিনি বিশ্বাসঘাতক তাঁহার জন্য মীন দেহ, যব ধান্য চোরের জন্য মূষিক দেহ, পরদার যিনি অভিমর্ষণ করেন তাঁর জন্য ব্যাঘ্র দেহ, ভ্রাতৃবধূ গামীর প্রসঙ্গে কোকিল, গুরুজনের ভার্য্যা অভিমর্ষণে শূকর দেহ, দেবতা, পিতৃলোক, ব্রাহ্মণাদিকে না দিয়া যিনি আহার করেন তাঁহার জন্য বায়স দেহ, শূদ্রের ব্রাহ্মণী গমনে কৃমি দেহ, আবার ঐ স্থানে অপত্য উৎপন্ন করিলে কাষ্ঠমধ্যে কীট দেহ, কৃতঘ্নের জন্যও কৃমি কীট পতঙ্গ বৃশ্চিক দেহ, অন্ন চুরিতে মার্জ্জার, ঘৃত চুরীতে নকুল, শুভ গন্ধদ্রব্য চুরীতে ছুছুন্দরী দেহ প্রস্তুত থাকে। এইরূপে স্ব স্ব কর্ম্মবশে জীব বহু প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয়। প্রতি দেহ ধারণে ভয়ানক ক্লেশ হয়। প্রাকৃত জনের মত আমার গর্ভাদি ক্লেশ নাই। আমি মায়া দ্বারা দেহবান্ মত হই।

আমি যখন দেবকী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তখন জন্মের পূর্ব্বেই পিতা বসুদেবের চিত্তে প্রথমে উদিত হইয়াছিলাম। আমার কনককুণ্ডল সহ বনমালা বিভূষিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী উভয়েই স্তব করিয়াছিলেন। আমাকে যশোদার সূতিকা গৃহে কিরূপে লইয়া যাইতে হইবে আমিই পিতাকে তাহা উপদেশ দিয়াছিলাম। তাই বলিতেছি ব্রহ্মার প্রজ্জ্বলিত তপস্যা দ্বারা তাঁহার ভাবনাময় চিত্তাকাশে যেমন ঋত ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেন আমিও সেইরূপ বসুদেব ও দেবকীর তপস্যার ফলে তাঁহাদের চিত্তাকাশে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হই। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি আরম্ভ সময়ে যেমন চারিদিকে অন্ধকার জন্মে, তাহার পরে কারণ সলিল জন্মে আমার জন্মের সময়েও সেই রূপের আভাস আমিই সৃষ্টি করি। ফলে আমি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি, আমি অজ তথাপি যে আমার জন্ম ইহা মায়িক। আমি আত্ম-মায়া দ্বারা মানুষের জন্মধারণ অনুকরণ করি মাত্র। তাই আমাকে মায়ামানুষ বলে। তুমি আমার অপ্রাকৃত দিব্য জন্মের তত্ত্বটি বেশ করিয়া নিশ্চয় কর বুঝিবে তোমার আত্মার দেহধারণও মায়িক। তবে প্রভেদ এই তুমি মায়ার বশে অজ্ঞানের বশে অবশ হইয়া পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহে প্রবেশ করিতে বাধ্য হও আর আমি মায়াকে বশীভূত করিয়া নিজের ইচ্ছামত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি দেহ গঠন করিতে

পঞ্চভূতকে যেন আজ্ঞা করি এবং জীবের উপর কৃপা করিয়া কখন চতুর্ভুজ কখন দ্বিভুজমুরলিধারী বনমালা বিভূষিত মূর্ত্তি ধারণ করি। জীব সাধনা দ্বারা অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞান-স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিলেই বুঝিতে পারে সেও আমি। আর ঐ যে বলা হয় জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব সম্বন্ধ অর্থাৎ জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস ইহা নিম্ন অধিকারীর সাধনায় সুবিধার জন্য। কারণ জীব যদি চিরদিন নিত্য দাসই থাকিবে তবে আর শান্তভাব কেন, বাৎসল্যভাবই বা কেন অথবা মধুরভাব বা সখ্যভাবই বা হইবে কেন? বাৎসল্যভাব যখন তখন নিত্যদাসীত্ব বা দাসত্ব কোথায়? যদি জীব নিত্যদাসই হইবে তবে ভক্তচূড়ামণি শ্রীমহাবীর কেন বলিবেন—প্রভু! যখন আমি দেহে আত্মাভিমান করিয়া ফেলি তখন আমি নিত্যদাস তুমি প্রভু এই ভাবে তোমার উপাসনা করি। তখন আমি তোমার দাস। আবার যখন বুঝিতে পারি আমি চেতন আমি দেহ নই, তখন উপাসনা করি আমি অংশ তুমি পূর্ণ। আবার যখন সমাধি করি তখন বুঝি তুমি আমি অভিন্ন; আমিই তুমি, অথবা আমিই আমি বা তুমিই তুমি বা 'আপনি আপনি'। তাই প্রকৃত বৈষ্ণবেরা সাধকের তিন অবস্থায় যে বিভিন্ন উপাসনার কথা বলেন তাহা (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার (৩) তুমি আমি এক। শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র ইতিহাসাদি সমস্ত আর্য্য শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন। বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতত্ত্ব আলোচনায় জীবন্মুক্তি কিরূপে হয়?

আর একবার বল।

শ্রবণ কর। মানুষ যে বলে, আমি মরিব ইহা ভুল কথা। দেহটিকেই আত্মা ভাবিয়া অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানী মূর্খ হইয়াই বলে সে মরিবে। কিন্তু দেহটি চৈতন্য নহে। মানুষ চেতন; মানুষ দেহ নহে। যদি তাই হয়, তবে বল দেখি চেতন কি কখন মরে? এক চেতনা সর্ব্বজীবে বিরাজ করেন। তুমি ভ্রান্ত হইয়া প্রশ্ন কর, চেতনা যদি এক হয় তবে একজন মানুষ মরিলে সকলে মরেনা কেন? ইহাইত প্রমাণ, যে দেহটাই মরে চৈতন্য মরেন না। তাই বলি, আমি দেহ নই আমি চৈতন্য এই ভাবিয়া উপাসনা কর, করিয়া প্রথমে ধারণা কর চৈতন্য হইয়াও মায়ার বশে তুমি দেহের মধ্যে আসিয়া খণ্ডচৈতন্য মত অবস্থান করিতেছ। আকাশ যেমন ঘটের মধ্যে ঢুকিয়া মনে ভাবে আমি আকাশখণ্ড সেইরূপ। কিন্তু আকাশের কি খণ্ড হয়? সব অস্ত্র তোমাকে

দিতেছি তুমি আকাশকে খণ্ড কর দেখি? তাহা পার না। আকাশ অপেক্ষা যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি অভাব বা শূন্য নহেন—বল দেখি তাহার খণ্ড হয় কিরূপে? চৈতন্য যখন মনে ভাবেন আমি দেহ, তখনই তিনি অজ্ঞানী হইয়া আপনাকে খণ্ড চৈতন্য মনে করেন। কিন্তু ঘটাকাশ যখন নিজ হৃদয়ে মহাকাশকে দেখেন, আর তুমি সাধক যখন আপন জীবচৈতন্যহৃদয়ে তোমার ইষ্টদেবতার অখণ্ড চৈতন্যকে ভাবনা কর—তখন তোমার পূর্ণত্বই যে তিনি তাহা বুঝিতে পার। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চিন্তার সহিত সেই পরমপদের চিন্তা বিজড়িত। শুধুই পটের ছবির পদচিন্তা কতক্ষণ করিতে পার বল? শ্রীপদ দেখিয়া দেখিয়া শ্রীপদের গুণ ভাবনা কর, শ্রীপদের ভক্তোদ্ধার কর্ম্ম মনে কর, করিয়া করিয়া শ্রীপদের স্বরূপ যে পরমপদ তাহা চিন্তা কর, তবে ত তোমার সাধনা পূর্ণ হইবে?

জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম চিন্তা কর, কর্ম্ম চিন্তা কর, জন্মাষ্টমীর ব্রত কথা আলোচনা কর, দশম অধ্যায় শ্রীভাগবত পাঠ কর, —সেই সঙ্গে —রূপ, গুণ, কর্ম্ম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ চিন্তাও কর, তোমার প্রাপ্তি হইবে স্বরূপ-বিশ্রান্তি। যদি স্বরূপ-বিশ্রান্তি পর্য্যন্ত না উঠিতে পার তবে তোমার সদ্যোমুক্তি হইবে না। কিন্তু যদি ভক্তিমার্গে নিত্য লাগিয়া থাকিতে পার, তবে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া দেহান্তে তোমাকে অপুনরাবৃত্তিজনক ক্রমমুক্তি পথে লইয়া যাইবেন। পরে ব্রহ্মার মুক্তিকালে জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি চিরমুক্ত হইবে। ইতি জন্মচিন্তা। ২৪শে শ্রাবণ, বুধবার, ঝুলনযাত্রা, ১৩২৩ সাল।

অনুষ্ঠানতত্ত্ব।

প্রাতঃস্মরণ।*

মরণ, ব্যাধি ও শোকের করালমূর্ত্তি দিবারাত্র মানস-চক্ষুর উপরি ভাসমান থাকায়, এবং অন্যকে সুখী ভাবিয়া আপনাতে সে সুখের অভাব অনুভব করায়, বিষাদ দূর হয় না। সাধ করিয়া তরঙ্গবহুল অপার দুরাশা-সাগরে গা ঢালিয়া দিয়া এখন আমরা সকলে অকূলে বড়ই ব্যাকুল। তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ব্যথিত হওয়ায় যখন মনে প্রশ্ন জাগে,—"কি উপায় অবলম্বন করিলে এ দুঃখ

বিমোচন হয় ;—তখন মনের কাছে আর সদুত্তর মিলে না, কারণ ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা ত্যাগ করিয়া আমাদের মনঃসংযোগ এখন নভেলে। নামটী "নভেল" কিন্তু অধিকাংশই ভেলে পরিপূর্ণ, কাণা ছেলের "পদ্মলোচন" নাম রাখার মত এত ভেল-পরিপূর্ণ গ্রন্থের কে নভেল নাম রাখিল ? যিনি এই নামকরণ করিয়াছেন তিনিও নিশ্চয়ই আমাদের মত আত্ম-বিস্মৃত, আমাদেরই মত "আসল" ত্যাগ করিয়া "নকলে" তিনি বেশী মজিয়াছিলেন। ব্যথিতের মনে প্রশ্ন জাগিলে যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না—তাহাকে "নভেল" বলি কেমন করিয়া। সর্ব্বদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে, আমাদের করা উচিত, ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা ও সাধ্যানুসারে ধর্ম্মানুমোদিত পথ অবলম্বন।

সাধনা ব্যতীত কার্য্য সফল হইতে পারে না, তাই কর্ম্মক্ষেত্রে সাধক হওয়া চাই, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক বলেন সাধক হও, ত্রিসন্ধ্যা চিন্তা কর আমি কে ? আমার দুঃখ কি ? আমি যাহাকে বলিতেছি—সেই আমার বড় সাধের বড় যত্নের, প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জড়দেহ আমি কি না ?

প্রত্যহ সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, আমি যে কে তাহা ধরা পড়ে সে কারণ সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের প্রত্যহ আলোচ্য, তাই বুঝি "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ইত্যাদি আমাদের সন্ধ্যা মন্ত্র। উক্ত মন্ত্রে সংক্ষেপে সৃষ্টিব্যাপার বর্ণিত আছে, উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থ এই—এই সৃষ্টির প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রলয় সময়ে "জগৎ"একমাত্র পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল ও সমস্ত অন্ধকারাবৃত ছিল, ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা। পরে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে অর্থাৎ "অহং বহুস্যাং প্রাজায়েয়" মায়াশক্তিবলে ব্রহ্মে এ ইচ্ছা জাগিলে নির্গুণের অবস্থান্তর হইল, সন্ন্যাসী যেন গৃহী হইলেন, কিছুরই যাঁহার প্রয়োজন ছিল না, সকল পদার্থের তাঁর প্রয়োজন হইল। নির্গুণ যখন সগুণে পরিণত হইলেন তখন অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়, সেই সমুদ্র হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী বিধাতা জন্মিয়া দিবা প্রকাশক সূর্য্য ও রাত্রি প্রকাশক চন্দ্র সৃজন করিয়া বৎসর কল্পনা করেন। তাহার পর হইতে দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি এবং স্বর্লোকাদি পূর্ব্বের মত কল্পিত হইতে লাগিল, সন্ন্যাসী গৃহী হওয়ায় গৃহিণীর অভিলাষ অনুযায়ী সংসার পাতাইতে বাধ্য হইলেন, সংসার করিতে হইলে, ঘটী, বাটী, ঘর, দোর যাহা যাহা প্রয়োজন, মার ফর্দ্দমত বাবা তাহাই জোগাইতে লাগিলেন, শ্মশানে মা সংসার বাঁধিলেন। এই

বিশ্বসংসারের আদিভূত সেই ব্রহ্ম ও মায়াই নামান্তরে ও রূপান্তরে আমাদের উপাস্য। শাক্ত বলেন শিব-দুর্গা, বৈষ্ণব বলেন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি।

আমাদের একটু বুঝিতে ভ্রম থাকায় এত বিরোধের সৃষ্টি, মূলে কিন্তু কিছুই বিরোধ নাই, শাক্ত বৈষ্ণবের উপাস্য এক, কেবল রূপান্তর ও নামান্তর। যে দিন হইতে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকৃত বুঝিতে পারিব, সে দিন হইতে আর আমাদের বিরোধ থাকিবে না। এখনও আমাদের ভাবা উচিত আমি শাক্ত হইয়া, যদি বৈষ্ণব-উপাস্য রাধা-কৃষ্ণের উপর ঘৃণা প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমার শিব দুর্গাকে তাচ্ছীল্য করিয়া দিয়া পরে ভাল ভাল বলা হয়, গোরু মেরে জুতা দান করার মত। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে আত্মরূপী হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, ঘটস্থিত জলে মহাকাশের প্রতিবিম্ব পড়িলে, সেই শত শত ঘটাকারের কারণ যেমন একমাত্র মহাকাশই থাকে, এবং দুদশটী ঘট উল্টাইয়া দিলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয় সেইরূপ আত্মরূপী সগুণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িয়া দেহ-দেহী অর্থাৎ জড়-চৈতন্যবান্ হয়। চৈতন্যের অভাবে দেহ জড় মাত্র, এই জন্যই দেহ চৈতন্য হারা হইলে জড় শবদেহকে আর আদর করা হয় না, তাহাকে অগ্নিতে ভস্মসাৎ অথবা ভূ-গর্ভে প্রোথিত করা হয়।

পূর্ব্বাপর ভাবিলে ক্ষণিকের জন্যও ইহা মনে হয়, জীবের জীবন চৈতন্য, দেহ নহে। সাধনা হারা আমরা এখন বুঝি বিপরীত, আমাদের অহং জ্ঞান এই জড় দেহে। অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়" এই ইচ্ছা জাগায়, যিনি নিত্য বহু হইতেছেন, তাঁহাকে অহং ভাবি না। আমাদের অহং বোধটী যদি ক্ষুদ্র জড় দেহ হইতে তুলিয়া লইয়া বৃহৎ চৈতন্যে মিশান যায়, তাহা হইলে রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি জনিত দুঃখ আসে না, কারণ রোগাদি দেহের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, আত্মার জরা-মরণ, শোক, হর্ষ, কিছুই নাই, আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা নিত্য মুক্ত। শ্রীভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ বাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা যদি সাধক হই, তাহা হইলেও মোহমুক্ত হইতে পারি। আমিত্বের প্রসার ব্যতীত আনন্দলাভ হয় না, যে জলাশয় যত বড় সেই জলাশয়স্থ জল তত শীতল। ক্ষুদ্র দ্রব্য অল্পেই উত্তপ্ত হয়। ক্ষুদ্র দেহকে 'অহং' না ভাবিয়া যদি বৃহৎ চৈতন্যকে "আমি" ভাবা যায়, তাহা হইলে বহুজলবিম্বস্থিত এক নিজ প্রতিবিম্বের মত প্রত্যেক চৈতন্যবানে আপনাকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিজেকে জগতে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয়, এইরূপে যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় তিনিই খাঁটী

ব্রহ্মজ্ঞানী ; তাঁহার সুখে হর্ষ, দুঃখে বিমর্ষ নাই, তাঁহার কাছে ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে সমান। "ব্রহ্মৈবাহং" বলিয়া চীৎকার করিলেই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায় না, সাধক হইয়া সাধনা করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রকার সেই জন্যই প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সাধনা করিতে বলেন তাই "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ইত্যাদি আমাদের সন্ধ্যা মন্ত্র ও শাস্ত্রকার মতে আমাদের প্রত্যহ প্রাতঃস্মরণীয় এই শ্লোক

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

অর্থাৎ দেব ভিন্ন আমি অন্য কেহ নয়, আমিই ব্রহ্ম, আমি শোকভাগী নয় আমি যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও আত্মভাবসম্পন্ন।

মনের সঙ্গে লুকোচুরি ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দময় নিত্যমুক্ত আত্মরূপ ব্রহ্মকে "আমি" বলিয়া বুঝিতে পারিলে "অপরকে সুখী ভাবিয়া নিজেতে সে সুখের অভাব অনুভব করিয়া, আমরা যে দুঃখ পাই সে দুঃখ আর থাকে না, কারণ তখন আর আত্ম-পর জ্ঞান থাকে না, মরণ শোক বা ব্যাধির করালমূর্ত্তি মনে পড়িলে আর প্রাণ শিহরিয়া উঠে না, কারণ "আমার" মরণাদি কিছুই নাই আমি অবিনশ্বর, নাশ হয় এই দেহের এই জ্ঞান যে তখন হয়। সাধক হইয়া যদি বহুজন্ম সাধনা করা যায় তবে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা ভগবদ্বাক্য স্মরণ হইলেই হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

যিনি ব্রহ্ম পাইয়াছেন তিনি প্রসন্নচিত্ত, শোক করেন না, হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

হে সাধক দেশ-সম্ভূত-ভ্রাতৃগণ! এস ভাই, শাস্ত্র-বিশ্বাসী হইয়া প্রতিদিন সকলে কিছু কিছু সাধনা করি। কর্ম্মভিন্ন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ফললাভ হইবে না। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। সাধনা করিতে শিখিলে চিত্তপ্রসন্ন হইবে ও শোক-শান্তি হইবে, এবং সমস্ত দুরাকাঙ্ক্ষা-শিখা নিভিয়া যাইবে। সত্য সত্য উপলব্ধি করিতে পারিব—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" ইত্যাদি।

ভগবদুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া এস তুমি আমি প্রাতে প্রবুদ্ধ হইয়া তারস্বরে উচ্চারণ করি—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ইত্যাদি। তাহা হইলে তোমায়

আমার দৃষ্টান্তে সকলে বলিবে—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি" ইত্যাদি। এক সময়ে এক দেশে সকলের মুখে যখন তারস্বরে উচ্চারিত হইবে এই—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি" ইত্যাদি—তখন এক হইয়া যাইতে বাধ্য হইব, সাধনা এক ভাবনা-সূত্রে সকলকে একত্র গ্রথিত করিয়া সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" উপহার দিবে। এমন দিন কবে হইবে ভাই যবে সকল সাধক সকালে জাগ্রত হইয়া চিরশান্তিলাভ আশে প্রাতঃস্মরণীয় এই

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥"

শ্লোক স্মরণ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্য-স্মৃতি-তীর্থ,
ভাটপাড়া।

সন্ধ্যা।

ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে সন্ধ্যা প্রধানতম কর্ম্ম। দিবারাত্রি এবং পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সন্ধিকাল ইহার সময় বলিয়া লোকে ইহাকে সন্ধ্যা বলে। তদ্ব্যতীত সন্ধ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্ ধ্যান বা উপাসনা। সুতরাং যে সন্ধ্যায় ধ্যান বা উপাসনা নাই, তাহা ঠিক সন্ধ্যা নহে। সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের সাধনার প্রধান বস্তু। প্রাচীন ঋষিরা এই সাধনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। আমাদের অনুসরণের জন্য তাঁহাদের সাধনার প্রণালী তাঁহারা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। যদি সেই প্রণালী অনুসারে আমরা নিত্য নিয়মিত রূপে এই সাধনা করিয়া যাই তাহা হইলে ইহার গুণে এবং তাঁহাদের কৃপায় আমরাও সিদ্ধমনোরথ হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে আছে:

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশ্রিতব্রতাঃ।
বিধূত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

সন্ধ্যামুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতা।
দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

সন্ধ্যা শব্দের অর্থ উপাসনা হইলেও এখানে উপাস্য ও উপাসনা দুই এক। গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজার ন্যায় সন্ধ্যায় সন্ধ্যারই উপাসনা করা হয়। সন্ধ্যার অপর নাম গায়ত্রী। এই গায়ত্রী সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপিণী আদ্যাশক্তি। নারায়ণ বলিয়াছেন

যা সন্ধ্যা সৈব গায়ত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী।

পুনরায় বলিয়াছেন—

আদিশক্তে জগন্মাতর্ভক্তানুগ্রহকারিণি।
সর্ব্বত্রব্যাপিকেঽনন্তে শ্রীসন্ধ্যে তে নমস্ততে॥
ত্বমেব সন্ধ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী চ সরস্বতী।
ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী রৌদ্রী রক্তশ্বেতাসিতেতরা॥

সুতরাং সন্ধ্যা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি এবং সন্ধ্যোপাসনার অর্থ সেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননীরই উপাসনা। ইনি "নিরাধারা নিরুপমা নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জনা"। ইনি "নাদবিন্দুকলাতীতা নাদবিন্দুকলাত্মিকা"। এই ভগবতীর আর এক নাম "ভর্গাত্মা"। ঋষিরা ইঁহাকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন "মানবীমধুসম্ভূতা মিথিলাপুরবাসিনী" এবং "কমণ্ডলুধরা কালী কর্ম্মনির্ম্মূলকারিণী"। সুতরাং এমন সন্ধ্যা অথবা গায়ত্রীর উপাসনা না করিয়া আর কাহার আরাধনা করিব? অদৃষ্ট অতিশয় সুপ্রসন্ন থাকিলে তবে লোকের এই আরাধনায় অধিকার জন্মে। সকলের ইহাতে অধিকার নাই। সেই জন্য যাঁহার এই অধিকার আছে, তাঁহার ইহাতে অবহেলা করা উচিত নহে। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ইহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন- "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"। এই সন্ধ্যা উপাসনাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। সন্ধ্যাবিহীন ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করেন না। দেবীভাগবতে আছে—

বিপ্রো বৃক্ষো মূলকান্যত্র সন্ধ্যা
বেদঃ শাখা ধর্ম্ম কর্ম্মাণি পত্রম্।
তস্মান্মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং
ছিন্নে মূলে নৈব বৃক্ষো ন শাখা॥

অর্থাৎ সন্ধ্যাই ব্রাহ্মণত্বের মূল। সেই মূল যদি নষ্ট হয় তবে ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়। সন্ধ্যাবিহীন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা যেনানুপাসিতা।
জীবমানো ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বাচৈব জায়তেঃ॥

পুনশ্চ—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিৎ নতস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥

অতএব সন্ধ্যা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক সন্ধ্যাটি ভাল করিয়া করিতে হইলে কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে বসিয়া করা উচিত। দেশ ও কাল ভেদে কার্য্যের অনেক তারতম্য হয়। এই হেতু সন্ধ্যার স্থান ও কালটি ভাল করিয়া জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। স্থান সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

গৃহে সাধারণা প্রোক্তা গোষ্ঠে বৈ মধ্যমা ভবেৎ।
নদীতীরে চোত্তমা স্যাদ্দেবী গেহে তদুত্তমা॥
যতো দেবা উপাস্যেয়ং ততো দেব্যাস্তু সন্নিধৌ।
সন্ধ্যাত্রয়ং প্রকর্ত্তব্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

মায়ের আরাধনা কিনা তাই মায়ের মন্দিরে হইলেই ভাল হয়। মায়ের মন্দির বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে যে আসে সে যতই কলুষিত চিত্ত হউক না কেন, এখানে আসিবার পূর্ব্বে শরীর ও মন যতটা পারে পবিত্র করিয়া আসে। এখানে ভোগ-বিলাসের বস্তু কিছু থাকে না, গন্ধ চন্দন যাহা কিছু থাকে তাহা মায়ের পূজার জন্য। কুসুম চন্দন ও ধূপ ধূনার গন্ধে সৌরভিত এখানকার বায়ু মনের মধ্যে স্বতঃ যেন একটা দেবভাব আনিয়া দেয়। সুতরাং এখানে বসিয়া সন্ধ্যো-পাসনা করা বড়ই উত্তম। মনে যাহা ভাবি, মুখে যাহা বলি সম্মুখে তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাই। সন্ধ্যোপাসনা দেবীর উপাসনা। অতএব দেবীর মন্দিরই ইহার প্রশস্ত স্থান। যদি দেবীর মন্দিরে না হয়, তবে নদীতীরে করা উচিত। নদীতীরে উপস্থিত হইলে মনটা আপনা হইতেই যেন একটু অন্তর্মুখ হয়। সূর্য্যোদয় অথবা সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে এখানে আসিয়া বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে নির্ম্মল মুক্ত বায়ু সেবন করিতে করিতে সংসার-চিন্তাকে কিছুক্ষণের জন্য চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া, মায়ের চরণ দুইখানি হৃদয়ে আঁকিয়া যদি সন্ধ্যা করা যায়, তাহা হইলে সত্যই যে চিত্তের মল দূর হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি নদীতীরে যাওয়ার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অনাচ্ছা-

দিত স্থানে বিশেষতঃ গোষ্ঠে করা উচিত। যদি তাহারও সুবিধা না হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ গৃহেই করিতে হইবে। ইহা দেবীভাগবতের উপদেশ।

সন্ধ্যার সময় সম্বন্ধেও দেবীভাগবতে নিম্নলিখিত নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাতঃসন্ধ্যা সনক্ষত্রাং মধ্যাহ্নে মধ্যভাস্করাম্।
সসূর্য্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তিস্রঃ সন্ধ্যা উপাসতে॥
উত্তমা তারকোপেতা মধ্যমা লুপ্ততারকা।
অধমা সূর্য্যসহিতা প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিধা মতা॥
উত্তমা সূর্য্যসহিতা মধ্যমাস্তমিতে রবৌ।
অধমা তারকোপেতা সায়ংসন্ধ্যা ত্রিধা মতা॥
উদয়াস্তময়াদূর্দ্ধং যাবৎ স্যাদ্ ঘটিকাদ্বয়ং।
তাবৎ সন্ধ্যামুপাসীত প্রায়শ্চিত্তং ততঃপরম্॥

ইহাই সন্ধ্যার সময়। যদি কোন কারণে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া অথবা ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিবে। প্রমাণ যথা—

কালাতিক্রমণে জাতে চতুর্থার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ।
অথবাষ্টশতং দেবীং জপ্তাদৌ তাং সমাচরেৎ॥ ইতি দেবীভাগবত।

বেদভেদে সন্ধ্যাও ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান, সামবেদীয় সন্ধ্যার অনুষ্ঠান দশটি, যথা—(১) মার্জ্জন, (২) প্রাণায়াম, (৩) আচমন, (৪) পুনর্ম্মার্জ্জন, (৫) অঘমর্ষণ, (৬) সূর্য্যোপস্থান, (৭) গায়ত্রী জপ, (৮) আত্মরক্ষা, (৯) রুদ্রোপস্থন এবং (১০) সূর্য্যার্ঘ্য। ইহার মধ্যে প্রধান অনুষ্ঠান গায়ত্রী জপ। বলা বাহুল্য যে, মার্জ্জন করিবার পূর্ব্বেও আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সন্ধ্যা মায়ের উপাসনা। সুতরাং মায়ের ভাব যদি সন্ধ্যায় না আসিল, তবে সন্ধ্যা করায় কেবল একটা নিয়ম রক্ষা করা হয় মাত্র।

সন্ধ্যার আদিতেই মার্জ্জন। এই মার্জ্জনের প্রথম মন্ত্র হইতেই মায়ের আরাধনা আরম্ভ। "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আমরা মায়ের নিকট আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। যখন চরাচর জগৎ কিছুই ছিল না তখন একমাত্র পরমপুরুষ যোগ নিদ্রাগত ছিলেন। পরমব্রহ্ম যখন এইরূপ নির্গুণ অবস্থায় ছিলেন তখনও মা আমার মরুভূমিতে জলের ন্যায় অব্যক্ত অবস্থায় সেই তুরীয় ব্রহ্মের হৃদয়ে বাস করিতেন। তাই আমরা আজ মরুদেশস্থ

পতঙ্গের দ্বারা শস্যক্ষেত্র যেরূপ অদৃশ্য হয় সেইরূপ সমর নিপতিত শব সমূহে সমরভূমি সমাচ্ছন্না; কোথাও ইহা বীরগণের ভুজগ সদৃশ ভুজ সমূহে পরিব্যাপ্ত, কোথাও বীরগণের রত্ন কুণ্ডল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, কোথাও রক্তের লোহিত প্রভায় চতুর্দ্দিক সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণিত, কোথাও সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রাশি রাশি আয়ুধমালা, কোথাও বা মহাবেগ প্রবাহিত রক্তনদীতে রাশি রাশি শব ভাসিয়া যাইতেছে। লীলাদ্বয় দেখিল রাজা বিদূরথের ও সিন্ধুরাজার দীপ্তিশীল দিব্যরথদ্বয় অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের নিকটে দাঁড়াইয়াছে? দেখিতে দেখিতে দ্বৈরথ যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

লীলাদ্বয় জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিল দেবি! প্রসন্না হউন—বলুন আমাদের ভর্ত্তা কি জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না? আমাদের চিত্ত সোৎসুক হইয়াছে, আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।

সরস্বতী। পুত্রি যুগল! সিন্ধুরাজ জয়লাভের জন্য বহুদিন আমার আরাধনা করিয়াছে। রাজা বিদূরথ জয় কামনায় আমার ভজনা করেন নাই তিনি মুক্তি কামনায় আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। এই জন্য সিন্ধুরাজের জয় হইবে আর বিদূরথের মুক্তি হইবে।

চিরমারাধিতানেন বিদূরথনৃপারিণা।
অহং পুত্রি জয়ার্থেন ন বিদূরথ ভূভৃতা॥ ৩
তেনাসাবেব জয়তি জীয়তে চ বিদূরথঃ।
জ্ঞপ্তিরন্তর্গতা সম্বিদেতাং মাং যো যদা যথা॥ ৪
প্রেরয়ত্যাশু তত্তস্য তদা সম্পাদয়াম্যহম্।
যো যথা প্রেরয়তি মাং তস্য তিষ্ঠামি তৎফলা॥ ৫
ন স্বভাবোন্যতাং ধত্তে বহ্নেঃ রৌক্ষ্যমিবৈব মে।
অনেন মুক্ত এব স্যামহমিত্যস্মি ভাবিতা॥ ৬
প্রতিভারূপিণী তেন বালে মুক্তো ভবিষ্যতি॥ ৭

হে পুত্রি! এই বিদূরথ নৃপের শত্রু সিন্ধুপতি জয়লাভের জন্য অনেকদিন আমার আরাধনা করিয়াছেন, বিদূরথ সেরূপ কামনায় আরাধনা করেন নাই। সেই কারণে সিন্ধুরাজ জয়ী ও বিদূরথ পরাজিত হইবেন।

যোগবাশিষ্ঠ। ৪৭ সর্গ। ৩৬৩

আমি সর্ব্ব প্রাণির মনের অন্তর্গত সম্বিৎ—সম্বেদন। যে ব্যক্তি যে প্রকার কামনা করিয়া যে কার্য্যে আমাকে প্রেরণ করে আমি সেই সেই লোককে সেই রূপে ফলদান করি। আমার স্বভাব এই যে আমাকে যে, যে কার্য্যে নিয়োগ করে আমি তাহার সেই কার্য্যের ফলরূপিণী হই। যাহার যাহা স্বভাব কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। অগ্নি কখন আপন উষ্ণতা ত্যাগ করে না। "আমি মুক্ত হইব" বিদূরথ আমাকে এই ভাবনাতেই ভাবিত করিয়াছেন তাই আমি বিদূরথের প্রতিভায় মুক্তিদাত্রী। সিন্ধুরাজা যুদ্ধজয় কামনায় আমাকে বিভাবিত করিয়াছেন তাই আমি তাঁহার জয়দাত্রী হইয়া উদিত হইয়াছি। এই যুদ্ধে বিদূরথ দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ও দ্বিতীয় লীলার সহিত মুক্ত হইবেন। আর সিন্ধুরাজা এই রাজ্য অধিকার করিবেন।

তখন কিন্তু যুদ্ধ চলিতেছিল; সকলে দেখিল বীরগণে পরিবৃত ঐ রথদ্বয় কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে রথদ্বয় সম্মুখীন হইল তখন নরপতিদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘোদয়ে গর্জ্জনকারী মত্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় রাজদ্বয়ের নারাচ নিক্ষেপের গভীর গর্জ্জন চারিদিক তুমুল করিয়া তুলিল। বিদূরথ দীপ্তবল সিন্ধুরাজকে সম্মুখে পাইয়া কোপে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইলেন। উভয়ের শর নভোমণ্ডলে শতধা সহস্রধা হইতে লাগিল এবং পতনকালে লক্ষাধিক হইতে দেখা গেল। কল্পান্তকালে তারকানিকর যেমন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা আলোড়িত হইয়া গভীর নিনাদে নিপতিত হয় সেইরূপ উভয়ের শর সমূহ মহাশব্দ করিয়া নভোমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল।

রাজমহিষী লীলা বিদূরথের শরনিকর বর্ষণ অবলোকন করিয়া উৎফুল্লা হইয়া বলিতে লাগিলেন মাতঃ ঐ দেখুন আমার ভর্ত্তা জয়লাভ করিতেছেন। সিন্ধুরাজের কথা কি, ইঁহার শরবর্ষণে সুমেরু পর্য্যন্ত চূর্ণ হয়। মানুষ-হৃদয়া লীলা এইরূপ বলিতেছেন আর প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন ও হাস্য করিতেছেন এমন সময়ে সিন্ধুরাজ, বিদূরথ নিক্ষিপ্ত সেই শরার্ণব সহসা পান করিল। এই ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। সিন্ধুরাজের মোহনাস্ত্রে বিদূরথ ব্যতীত তৎ পক্ষের সকলেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। বিদূরথ তখন প্রবোধাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আপন জনের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। এইরূপে সিন্ধুরাজের নাগাস্ত্র

বিদূরথের গরুড়াস্ত্র দ্বারা, গাঢ় অন্ধকারপ্রদ তমঃ অস্ত্র, মার্ত্তণ্ড অস্ত্র দ্বারা, রাক্ষসাস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র দ্বারা, আগ্নেয়াস্ত্র বরুণাস্ত্র দ্বারা, শোষণাস্ত্র পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা, বায়ুঅস্ত্র শৈলাস্ত্র দ্বারা, পর্ব্বতাস্ত্র বজ্রাস্ত্র দ্বারা, নিবারিত হইল।

ধনুর্ব্বেদ বেদের উপবেদ। তখনকার যুদ্ধ বিদ্যা ও বেদ হইতে শিক্ষা করিতে হইত। পূর্ব্বে যে সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারের কথা বলা হইল তৎতৎকালে সৈন্যমণ্ডলে উহাদের কি যে ভয়ঙ্কর ক্রিয়া হয় তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। এখনকার দিনে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সংবাদ কাগজে পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হই। কিন্তু সেকালের যুদ্ধ আরও ভয়ানক। একটা দৃষ্টান্ত মাত্র আমরা দিতেছি।

বিদূরথের মেঘাস্ত্র নিবারণ জন্য সিন্ধুরাজ বায়ুঅস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মেঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবামাত্রই চারিদিকে তমাল বনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপংক্তি উদিত হইল। সেই সকল মেঘ হইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপতিত হইয়া সিন্ধুরাজ-নিক্ষিপ্ত হুতাশনকে অতি শীঘ্র গ্রাস করিল। আর চারিদিকে শীকর সম্পৃক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গাত্রে বিদ্যুৎপুঞ্জ সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় ও সুন্দরী যুবতীর কটাক্ষের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ মেঘ মণ্ডল দিক্ বিদিক্ প্রপূরিত করিল আর মুষলধারে মহাশব্দে কৃতান্ত-দৃষ্টিসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। এই মেঘাস্ত্রের যুদ্ধে পাতাল তল হইতে অনলের উষ্ণ তাপ সমুত্থিত হইল। আজকাল কার দিনেও বিজ্ঞান-সাহায্যে এইরূপ বাষ্প প্রয়োগ করা হইতেছে। প্রভেদ এই তখন মন্ত্র শক্তিতে এই সমস্ত হইত, এখন স্থলে বিজ্ঞান দ্বারা কতক কতক হইতেছে। আত্মবোধ সমুদিত হইলে যেমন নিরতিশয় আনন্দরসের উদয় হয়, সংসার বাসনা তিরোহিত হয়, সেইরূপ মেঘাস্ত্র যুদ্ধের বাষ্প ক্ষণকাল মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রশমিত হইল। তখন পৃথিবী পঙ্ক পরিপূর্ণ হওয়াতে লোকের চলাচল রহিত হইল। সিন্ধুরাজ তখন সসৈন্যে সিন্ধুসলিলে মগ্ন হইতে ছিলেন। ইহা নিবারণের জন্য তিনি বায়ুঅস্ত্র ত্যাগ করিলেন। বায়ুঅস্ত্র ত্যাগ করিলে বায়ু দ্বারা আকাশ কোটর পরিপূরিত হইল। বায়ুব্যূহ তখন যেন প্রমত্ত হইয়া কল্পান্তকালীন মারুতের ন্যায় ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল। জনগণ সেই প্রবল বায়ু দ্বারা আহত

হইয়া যেন অশনি নিপাতে নিপীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শিলাখণ্ড নিক্ষেপকালে যেমন শব্দ হয় সেইরূপ প্রলয় সমীরণ সদৃশ মহাসমীরণ শব্দ করতঃ প্রচণ্ডবেগে রণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নীহার ও ধূলি পরিপূর্ণ বায়ু তখন বনস্থলী কম্পিত করিয়া, বৃক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া আকাশে পক্ষিবৎ ভ্রামিত করিতে লাগিল। চারিদিকে সৌধ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল ও অন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। নদী যেমন সবেগে জীর্ণ পল্লব বহন করে তাহার ন্যায় বিদূরথের রথ সেই ভীম বায়ুবেগে বাহিত হইতে লাগিল।

এই ভাবে তখন যুদ্ধ হইল। বিদূরথ তখন বায়ু অস্ত্র নিবারণের জন্য পর্ব্বতাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে সকল প্রকার শব্দ-হুংকার-নিশ্বাস শব্দ, ডাংকার লুণ্ঠন শব্দ, ঝঙ্কার—অন্যান্য ভীষণ শব্দ ও চিৎকার-উদ্ভট সামরিকগণের শব্দ এই সমস্ত ও অন্যান্য শব্দ শমতা প্রাপ্ত হইল। ইহার পরে বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, পিশাচাস্ত্র, রূপিকাস্ত্র, বেতালাস্ত্র, রাক্ষসাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, ইত্যাদির প্রয়োগ ও সংহার হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ যুদ্ধ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্র নিবারণ মাত্র করিয়া কালক্ষেপ করিতেছে।

সিন্ধুরাজ এই ভাবিয়া যুদ্ধে কথঞ্চিৎ অবহেলা করিয়াছেন এমন সময়ে বিদূরথ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অস্ত্রে সিন্ধুরাজের রথ শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন উভয়ের খড়্গ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অকস্মাৎ বিদূরথ খড়্গ ত্যাগ করিয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন। সেই শক্তি ভীষণরবে সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল।

যেরূপ স্বীয় কামিনী ভর্ত্তার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করে না সেইরূপ সেই শক্তি সিন্ধুরাজের মৃত্যুসাধন করিল না, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার দেহ হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল।

অপ্রবুদ্ধ লীলা বড়ই হর্ষিতা। তিনি দেবীকে বলিতে লাগিলেন দেবি! দেখুন সিন্ধুরাজের বক্ষ হইতে কিরূপ চুলু চুলু শব্দে শোণিত নির্গত হইতেছে। আমার স্বামী জয়লাভ করিলেন।

এমন সময়ে সিন্ধুরাজের জন্য আর এক সুবর্ণময় রথ আনীত হইল। দেবি! দেখুন আমার ভর্ত্তা ঐ রথও মুদ্গরঘাতে চূর্ণ করিলেন। লীলা পর মুহূর্ত্তেই বলিতে লাগিল হায়! কি কষ্ট সিন্ধুরাজ আবার শরবর্ষণ করিতেছে। হায়! হায়! আর্য্যপুত্র এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নশর, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম, ছিন্নগাত্র হওয়াতে সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। হা ধিক্! কি কষ্ট! আর্য্যপুত্র ভূতলে পতিত হইলেন। ঐ যে তিনি অতি কষ্টে অন্য রথে আরোহণ করিতে-ছেন। কিন্তু এ কি! সিন্ধুরাজ দ্রুতবেগে আসিয়া রথারোহণেচ্ছু মহারাজার শিরশ্ছেদ জন্য অস্ত্রাঘাত করিতেছে।

অহো! দেবি একি হইল! আমার ভর্ত্তার আহতশির হইতে পদ্মরাগ সন্নিভ শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। ঐ সিন্ধু আবার আমার স্বামীর মৃণাল সদৃশ কোমল জানুদ্বয় ছিন্ন করিবার জন্য খড়্গ দ্বারা আঘাত করিতেছে। হায়! আমি হত হইলাম।

লীলা পরশুছিন্ন লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইল। এদিকে সারথি বিদূরথের দেহকে রথ দ্বারা বহন করিতে চেষ্টা করিল। সিন্ধুরাজ সারথিকেও অস্ত্রাঘাত করিল কিন্তু সরস্বতীর প্রভায় সারথি পদ্মরাজার গৃহে শবপ্রায় দেহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইল। মশক যেমন জ্বালোদর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না সিন্ধুরাজও সেইরূপ পদ্মগৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। বিদূরথের দেহ তখন ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখস্থিত কোমলাস্তরণ সমন্বিত সুখময়ন যোগ্য কোমল শয্যায় স্থাপিত হইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নূতন রাজ্য স্থাপন।

রাজা "হত হইলেন" "হত হইলেন" এই শব্দ দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নগর তখন অরাজকতার এক প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল। নাগরিকেরা গৃহ সামগ্রী যত দূর পারিল সংগ্রহ করিয়া শকটারোহণে কলত্রাদির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্দ্দমা শত্রুগণ পথিমধ্যে তাহাদের কলত্রাদি কাড়িয়া লইতে লাগিল। লোক সকল পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নগর অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল। বিপক্ষীয় জনগণের নৃত্য, জয়লাভ জনিত আনন্দ নিনাদ, আরোহিবিহীন হস্তী, অশ্বের নিনাদ, কবাটোৎপাটনের শব্দ মিলিত হইয়া অতি ভয়প্রদ হইয়া উঠিল। লুব্ধ যোধবৃন্দ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। চোরেরা চুরী আরম্ভ করিল। দুরাত্মারা নারী বধ করিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিতে লাগিল। চণ্ডালেরা রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। পামরগণ রাজভোগ্য অন্নাদি অপহরণ করিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। হেমহারধারী শিশুগণ বীরগণ কর্ত্তৃক পদ দলিত ও আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। দুরাশয় যুবকেরা অনেক যুবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোরগণের হস্তচ্যুত মহামূল্য রত্নরাজি পথে নিপতিত হওয়ায় পথিকের বদন হাস্যপ্রফুল্ল হইল।

সিন্ধু পক্ষীয় রাজগণ ঘোষণা করিলেন অদ্যই সিন্ধুরাজ নূতন রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। তখন অভিষেক দ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল, গৃহোপকরণ আনীত হইতে লাগিল, মন্ত্রিগণ শিল্পীদিগকে রাজধানী নির্ম্মাণের আদেশ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজের প্রিয় পাত্রেরা অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিয়া নগরের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজের পুত্র যুবরাজ হইলেন, চারিদিকে ইহা সমুদ্বোষিত হইল। শান্তিরক্ষক ভটগণ চোরগণের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয় ব্যক্তি সকল গ্রামান্তরে পলায়ন

করিতে লাগিল এবং সে স্থান হইতে তাড়িত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজের সৈন্যগণ রাজ্যস্থিত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কোথাও মৃত-বন্ধুগণের রোদন-ধ্বনি, কোথাও জিতশত্রুগণের তূর্য্যধ্বনি, কোথাও হয় হস্তী রথ প্রভৃতির শব্দ, নগর ঐ শব্দে পরিপূরিত হইল। সিন্ধুরাজের জয় এই শব্দে জনগণ ভেরী বাদন করিতে লাগিল। সিন্ধুরাজ নূতন রাজ্যে রাজা হইলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন ও দ্বিতীয়া লীলার স্বামী প্রাপ্তি।

তুমি কি জীবনটাকে একটা ভারি সত্য ভাব?

কে না ভাবে?

বড় বড় কেহই ত ভাবে না।

বড় কারে বল?

তুমি কারে বল?

এই বশিষ্টদেব—ব্যাসদেব ইত্যাদিকে।

এ সব সেকেলে বড় লোক। একালে এ সব বড়তে কুলাইবে না।

সত্যের আবার একাল সেকাল আছে নাকি? তুমি বল জীবনটা স্বপ্ন, কিন্তু একালের বড় লোক 'লংফেলো' বলেন—'লাইফ ইজ রিয়েল লাইফ ইজ আরনেষ্ট'।

তুমি বিলাতী গুরুদের কথা বলিতেছ? সেখানেও যারা সন্ধবাদীসন্মত বড়লোক, তাঁহারাও যাহা সত্য তাহাই বলেন।

কে?

Our life is rounded with a Sleep.

আমাদের জীবন স্বপ্নে পরিবেষ্টিত।

কে বলেন ইহা ?

কেন—শ্রেষ্ঠ বিলাইতি শেক্‌পীয়র।

উনি হয়ত এক জায়গায় বলিতে পারেন। আর কেউ ?

Our life is a Sleep and forgetting.

জীবনটা নিদ্রা ও বিস্মৃতি।

তাইত। একথা কে বলেন ?

Wordsworth.

যাক্। জীবনটা কি সত্য সত্যই স্বপ্ন ?

নিশ্চয়ই। তুমি আমি দীর্ঘ স্বপ্নে পড়িয়া গিয়াছি। আমাদের এ স্বপ্নের বিরাম নাই। এ স্বপ্ন আর ভাঙ্গেই না। তুমি জীবনটাকে স্বপ্ন বলিতে রাজি নও আমি কিন্তু এটাকে পূর্ণ মাত্রায় স্বপ্নের মত অনুভব করিতেছি। দেখ অমন সবল সুস্থ পিতা মাতা, অমন সুন্দর ভ্রাতা ভগিনী, অমন ফুটন্ত ফুলের মত সরস পুত্র কন্যা—ইহারা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গিয়াছে। তাহারাই জানাইয়া দিয়া গিয়াছে এটা স্বপ্ন। আবার যাহাদিগকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি—সুধু বিশ্বাসই কি করি যাঁহাদের জ্ঞানের তুলনায় তেমন জ্ঞানী আর কোথাও পাই না; আর আজ কাল যাঁহারা জ্ঞানের গল্প করেন তাঁহারা যাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির কথা লইয়া মহাজনী করেন—সেই বশিষ্ট ব্যাসাদি দেবতাগণ নতমুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন জীবনটা মহাস্বপ্ন—ইহাদের কথার সহিত যখন জীবন মিলাইয়া দেখি আবার যাঁহারা ইঁহাদের কথা মত চলিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের অনুভবের কথাতেও শুনি জীবন শুধুই স্বপ্ন। ইঁহাদের কথা মানিব না ত আর কোন্ বিষয়াসক্ত সাধনাবর্জ্জিতের কথা মানিব বল ?

আচ্ছা! এখন ত বিদূরথ মরিলেন বা মৃত্যু শয্যায় শুইলেন ? তার পরে কি বলিবে ? ভৃগু সংহিতায় তুমি তোমার তিন জন্মের সংবাদ পাইবে—পূর্ব্ব-জন্মে কি ছিলে—কোন্ অপরাধ করিয়া এই জন্মে এই হইয়াছ আবার এই জন্মের কর্ম্মের ফলে আবার কোথায় যাইবে। সত্য মিথ্যা ৺কাশীধামে একখানি

৩৭০ যোগবাশিষ্ঠ। ৫২ সর্গ।

ভৃগু সংহিতা একজনের কাছে আছে। জন্ম-কুণ্ডলী লইয়া যাও। মিলাইয়া দেখ মিলিবে।

বশিষ্টদেব তিনি জন্মের সংবাদ দিতেছেন। মধ্য জন্ম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। মধ্য জন্মের পূর্ব্বে প্রথম ও শেষে ভাবী জন্ম। বশিষ্ট ব্রাহ্মণ, অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী, এই প্রথম জন্ম। দ্বিতীয় জন্মে, পদ্মরাজা ও লীলারাণী। বশিষ্টদেব এখান হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন। আর তৃতীয় জন্মে বিদূরথ ও লীলারাণী। এই তিন জন্মের পরে বিদূরথ ও লীলা কোথায় গেলেন সে সংবাদ দিয়াই বশিষ্টদেব মণ্ডপোপাখ্যান শেষ করিতেছেন।

প্রবুদ্ধ লীলা দেখিতেছেন ভর্ত্তার শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট। ভর্ত্তা মূর্চ্ছিত। তখন তিনি ভগবতী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন অম্বিকে! আমার ভর্ত্তা দেহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সরস্বতী। পুত্রি! রাষ্ট্র বিপ্লব ও মহাড়ম্বর সম্পন্ন যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে জানিও রাষ্ট্র ও মহীতল ইহাদের কিছুই বিনষ্ট হইল না। কেন জান? জগৎটা স্বপ্ন। স্বপ্নাত্মক জগৎ ভাসমান হইলেও ইহার স্থিতি কোথায় বল? অনঘে! তোমার ভর্ত্তা বিদূরথের এই পার্থিব রাজ্য ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরস্থ সেই গৃহাকাশে। আর পদ্মনরপতির ব্রহ্মাণ্ডও আবার বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সেই গৃহাকাশে অবস্থিত।

বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহের মধ্যস্থিত শবগৃহে এই জগৎ, আবার এই জগন্মধ্যে বিদূরথ ব্রহ্মাণ্ড। তুমি, আমি, এই লীলা বিদূরথ এবং এই সসাগরা মেদিনী এই সমস্ত মিথ্যা হইয়াও সেই গিরিগ্রামবাসী বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থিত।

স্বাত্মৈব কচতি ব্যর্থো ন কচত্যেব বা ক্বচিৎ।
তদ্পদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদ বিবর্জ্জিতম্॥ ৯ ৫২ সর্গ

আত্মাই ঐ ঐ আকারে কখন বৃথা প্রকাশিত হন, কখন বা অপ্রকাশিত হইয়াই থাকেন! তথাপি যে আত্মা ঐ ঐ রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন তিনিই উৎপত্তি নাশ বর্জ্জিত পরমপদ।

স্বয়ং কচিতমাভাতং শান্তপদমনাময়ং।
কিল মণ্ডপ গেহেন্তঃ স্ব স্বভাবোদিতাত্মনি ॥ ১০ ৫২ সর্গ

সেই শান্ত নির্ম্মল পরমপদ আপনিই আপনাতে স্ফুরিত; আপনিই আপনাতে প্রতিভাসিত। সংরূপে ও স্ফুরণরূপে তিনিই আছেন, তিনিই প্রতিভাত হইতেছেন। সংরূপটি তিনি 'আপনি আপনি,' স্ফুরণটি তাঁহার ঝলক—দেবনম্বনে স্ফুরিত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ। ইনিই মণ্ডপগেহান্তে স্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা আপনাতে আপনি সমুদিত।

বল দেখি সেই মণ্ডপদ্বয়ে ভূতাকাশ ব্যতীত আর কি আছে? ভূতাকাশ আবার শূন্য ব্যতীত আর কি? শূন্যে শূন্যই থাকে; সেখানে জগৎ কোথায়? জগৎ যখন ভূতাকাশেই থাকে না তখন তাহার চিদাকাশে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? যদি বল আছে; রজ্জুকে সর্প মত দেখা যাইতেছে; এ থাকা ভ্রান্তিতে। কিন্তু ভ্রমদ্রষ্টা না থাকিলে ভ্রান্তি কোথায়? ভ্রান্তি কাহারই বা হইবে? অতএব ভ্রান্তির বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা আছে তাহা সেই নিত্য পরমপদ। 'ভ্রমদ্রষ্টুরভাবে হি কীদৃশী ভ্রমতা ভ্রমে'? তখন—'নাস্ত্যেব ভ্রম সত্তাতো যদস্তি তদজং পদম্' ॥ ১২ ॥

তাই বলা হয় হয়।

সর্ব্বং শূন্যাত্ম বিজ্ঞানং মের্ব্বাদি গিরি জালকম্।
নেদং কুড্যময়ং কিঞ্চিদ যথা স্বপ্নে মহাপুরম্ ॥ ১৭

এই মেরু এই ভূধর এই সমস্ত দৃশ্য সেই শূন্যরূপী চিদাত্মার স্বরূপ। আকার বিশিষ্ট যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা নাই। ঐ সকলের দৃশ্যতা স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরীর ন্যায় অলীক। স্বপ্নে বড় বড় ঘর, বাড়ী, বাগান, ভূধর, আকাশ, সমুদ্র, নদী সমন্বিত মহাপুরী দেখিতেছ; বাস্তবিক বল উহা কি? স্বপ্নে কণ্ঠ হইতে প্রাদেশ পরিমিত স্থানে—তৎ প্রদেশাবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে লক্ষ লক্ষ ভাসমান পর্ব্বতাদি লোকে দেখে। পরমাণু তুল্য এই মনে লক্ষ লক্ষ জগৎ দেখা যায়; সে সব কদলীত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে অবস্থিত। স্বপ্ন নির্ম্মিত নগরের ন্যায় জীবভাবের মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিত। চিদণু—কি না জীবভাবের মধ্যে

ত্রিজগৎ আবার ত্রিজগতে চিদণু আবার চিদণুর মধ্যে এক এক জগৎ উহার অন্ত কোথায় ?

লীলে! এই সমস্ত জগতের মধ্যে যে জগতে পদ্মভূপতির শবদেহ অবস্থিত রহিয়াছে তোমার সপত্নী লীলা পূর্ব্বেই তোমার অজ্ঞাতসারে সেখানে গিয়াছে। তুমি দেখিলে তোমার সম্মুখে লীলা মূর্চ্ছিত হইল। যেই মূর্চ্ছা হইল সেই কিন্তু লীলা আপন ভর্ত্তা পদ্মভূপতির নিকটে উপস্থিত হইল।

লীলা! মা! কিপ্রকারে দেহ ধারিণী হইয়া তিনি আমার সপত্নীভাবে সেখানে রহিয়াছেন? মহারাজের জনগণ তাঁহার কি প্রকার রূপ দেখিতেছেন? তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা কিই বা বলিতেছেন?

সরস্বতী। লীলা! সত্য কথা কি তাহাত বুঝিতেছ? মনে রাখিও—

তৎপদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদ বিবর্জ্জিতম্।
স্বয়ং কচিতমাভাতং শান্তমাত্মনামযম্॥ ১৪॥ ৫২ সর্গ

দেহ দৃশ্য ভ্রান্তি যখন না থাকে তখন দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই। যখন দ্রষ্টা নাই আর দৃশ্য নাই তখন থাকে কি? যিনি থাকেন তিনিই সেই অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্ বা সেই পরমপদ। বস্তুতঃ পরমপদ যিনি তিনি উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত। তিনি শান্ত, আত্ম, নিরাবিলই আছেন তথাপি কখনও জগৎরূপে যেন প্রকাশ প্রাপ্ত হন। এই স্ফুরণটি মিথ্যা। সেই জন্যই বলিতেছি মণ্ডপ গৃহে জনগণ স্ব স্ব ভাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবস্থাতেই বিহার করিতেছে। অথচ তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই নাই। নাই বলিয়াই বলা যায় জগৎটা যাহা দেখা যাইতেছে তাহা অজ ও আকাশ স্বরূপ। প্রকৃত কথা কি তাহাও দেখিতেছ তবুও যদি পদ্মভূপতির নিকটে লীলাকে লোকে কিরূপে দেখিতেছে শুনিতে চাও ত বলি শ্রবণ কর।

তোমার স্বামী পদ্মনরপতি সেই শবদেহ যে মণ্ডপে অবস্থিত সেই মণ্ডপাকাশে এই পরিদৃশ্যমান জগন্ময়ী ভ্রান্তি দেখিতেছেন। তুমি যখন অপ্রবুদ্ধ ছিলে তখন শোকে কাতর হইয়া আমার নিকট বর চাহিয়াছিলে তোমার স্বামীর জীবাত্মা যেন সেই মণ্ডপাকাশ ছাড়িয়া কোথাও না যান। পদ্মভূপতির জীবাত্মা কিন্তু

মুক্ত হন নাই। কাজেই তাঁহার যে সমস্ত প্রবল বাসনা ছিল তাহা সেই মণ্ডপাকাশেই স্ফুরিত হইতেছে। তাই তিনি ঐ মণ্ডপাকাশেই ভ্রান্তিময়ী জগৎ দর্শন করিতেছেন। বৎসে! এই যে যুদ্ধ তুমি দেখিলে ইহা ভ্রান্তি যুদ্ধ। এই সমস্ত জনও জন নহে। সমস্তই ভ্রান্তি। সমস্তই আত্মার স্বপ্ন। লীলা যে ভূপতি পদ্মের দয়িতা হইয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তির বিলাস। হে বরারোহে! তুমি ও এই দ্বিতীয়া লীলা, তোমরা উভয়েই স্বপ্নসদৃশ। তোমরা যেমন মহারাজ পদ্মের স্বপ্ন তেমনি মহারাজ পদ্ম ও তোমাদের স্বপ্ন। তোমাদের ভর্ত্তার মত আমিও তোমাদের অন্তবিধ স্বপ্ন। "তথৈবাহমপি স্বয়ম্" ॥২৯॥ ৫২ সর্গ॥ ঈদৃশী জগৎ-শোভাকেই দৃশ্য বলে। ফলে "ইহা দৃশ্য নহে" এই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে দৃশ্যপদার্থ থাকে না। যিনি থাকেন তিনি পরিপূর্ণ আত্মা। সেই পরিপূর্ণ আত্মার আশ্রয়ে তুমি আমি লীলা ও এই নৃপতি, এই জনাকীর্ণ সংসার এই সব ত্বদীয় ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। যে প্রকারে সেই মহাচিত্তের মিথ্যা কল্পনা হইতে এই সমস্ত উঠিয়াছিল ও উঠিয়াছে, রাজমহিষী লীলাও সেইরূপে সমুৎপন্না হইয়াছিল। তোমার ভর্ত্তা তোমার মনঃকল্পিত আবার তোমার সপত্নী লীলাও তোমার মনঃকল্পিত ভর্ত্তার মনঃ কল্পিত। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন ইহাই। যে দিন তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলা মূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হইয়াছিল সেই দিন সেই চমৎকার স্বভাব চৈতন্যাকাশে তোমার ন্যায় আকার বিশিষ্টা এই লীলা দৃশ্যত্বে পরিণতা হইল। বুঝিলে দ্বিতীয়া লীলা তোমার প্রতিকৃতি হইল কিরূপে? ভূপতি পদ্মের চিত্ত তোমাময় হইয়াছিল। তাঁহার মরণ মূর্চ্ছায় তাঁহার আত্মাতে অন্য বাসনা সকল যেমন স্ফুরিত হইল তোমার প্রতিমূর্ত্তি এই দ্বিতীয়া লীলারও সেইরূপ স্ফুরণ হইল। যে দিন তোমার ভর্ত্তার মরণ হয় সেই দিনই তোমার ভর্ত্তা এই বাসনাময়ী তৎপ্রতিবিম্বময়ী লীলাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চিত্ত নিজেকে দেখিল বিদূরথ এবং তোমাকেও পাইল দ্বিতীয়া লীলারূপে।

চিত্ত যখন ভৌতিক ভাব অনুভব করে তখন ভৌতিক ভাবকেই সৎ মনে করে কিন্তু আতিবাহিক ভাবকে—ভাবনাময় ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে। আবার চিত্ত যখন আধিভৌতিক ভাবকে অসৎ মনে করে তখন আতিবাহিক সঙ্কল্পকে সৎরূপে অনুভব করে। এই লীলা বাসনাময়ী হইলেও তোমার ভর্ত্তা ইহাকে

উক্ত কারণে বাসনাময়ী বলিয়া জানিতেন না, সত্য বলিয়া জানিতেন। কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

তোমার ভর্ত্তা মরণমূর্চ্ছান্তে পুনর্জ্জন্মময় ভ্রমে নিপতিত হইয়া এই বাসনাময়ী লীলার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সে লীলা ও তুমি অর্থাৎ সে তোমারই প্রতিবিম্ব। চিদাত্মা আবার সর্ব্বগামী। যিনি চিদাত্মার স্থিতি লাভ করেন তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বাসনারই স্ফুরণ দেখিবেন। সেইজন্য তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছে। বুঝিতেছ এ সমস্তই ত্বদীয় বুদ্ধিস্থ বাসনার বিলাস। যখন যেখানে যে বাসনার উদয় হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তখনই সেই ভাবে তদনুরূপ দৃশ্য স্বপ্ন দেখার ন্যায় দেখেন। সর্ব্বব্যাপী আত্মা আবার সর্ব্বশক্তিমান্। কাজেই তাঁহার দেখার প্রভাবে যখন যে শক্তির উদয় হয়, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তখনই তাহারই অনুরূপ স্থিতিলাভ করেন ও প্রকাশিত হয়েন।

মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই লোকে আপন হৃদয়ে পূর্ব্ব বাসনার উদয়ে অনুভব করে—এই আমাদের দেশ, এই আমাদের পিতা, এই মাতা, এই ধন, এই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, আমরা বিবাহিত হইয়া অভিন্ন হৃদয় হইয়াছি, এই আমাদের পরিজনবর্গ ইত্যাদি। লীলা! এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হইতেছে স্বপ্ন। যেমন নিদ্রাবৃত্তির উদ্ভব মাত্রেই জাগ্রৎ বাসনা, কত দেশ, কত দেশান্তরকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে সেইরূপ মরণমূর্চ্ছার পরেও পূর্ব্ব বাসনার উদয়ে জীব পূর্ব্ব বাসনারূপ সৃষ্টি অনুভব করে। তোমার পূর্ব্ব বাসনা ঐরূপই ছিল তাই তুমি তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দেখিতেছ।

এই দ্বিতীয়া লীলাও আমার অর্চ্চনা করিয়াছিল এবং আমার নিকট হইতে বর পাইয়াছিল যে ইহার বৈধব্য কখন হইবে না। সেই জন্য এই লীলা ভর্ত্তার অগ্রে দেহত্যাগ করিয়াছে। এখনও সে বালিকা। হে বরাঙ্গনে! তোমরা উভয়েই চৈতন্যের অংশরূপিণী এবং আমিও চেতনার অনুরূপ কুলদেবী। আমি যাহা করিতেছি তাহা করাই আমার স্বভাব।

শ্রবণ কর লীলা সদেহা হইয়াও এখানে আসিল কিরূপে? বিদূরথ ভূপতির মৃত্যুভাব দর্শনে লীলা মূর্চ্ছিতা হইল। তুমি তাহা দেখিয়াছ। তখন লীলার জীব

প্রাণবায়ু সহকারে স্বদীয় মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। অনন্তর লীলা মরণ-মূর্চ্ছান্তে স্বীয় সঙ্কল্পে রচিত বুদ্ধিরূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব করিতে লাগিল।

সম্পাটিৱবা হরিণনয়না চন্দ্রবিম্বানন শ্রী—
ধ্যানেরদ্ধা দয়িতললিতা কান্তমাভোক্তুকামা।
পূর্ব্বস্মৃত্যা সরভসমুখী সংবৃতা মণ্ডলান্তঃ
স্বপ্নাস্তেবা প্রকৃতিবিভবা পদ্মিনী চোদিতেব ॥ ৫২ ॥ ৫২ সর্গ

প্রবল ভাবনা বশে লীলার পূর্ব্বদেহ স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। দয়িতের উপভোগ যোগ্য শরীব ধারণ করিয়া এই লীলা রবিকর প্রস্ফুটিতা পদ্মিনীর ন্যায় লাবণ্যভরিত মুখে কান্তকে উপভোগ করিবার জন্য পূর্ব্বস্মৃতি দ্বারা পদ্ম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে গমন করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পরে।

পূর্ব্ব হইতে যে যেমন ভাবনা করিয়া রাখে, মৃত্যুর পরে তাহার সেইরূপ গতি হয়। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" প্রাণবিয়োগ কালে যে যেরূপ ভাবনা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে সে ব্যক্তির আত্মা সেইভাবে ভাবিত হওয়ায় সে ব্যক্তি স্মর্য্যমান্ তদবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

অপ্রবুদ্ধ লীলা সরস্বতী দেবীর নিকট বর পাইয়াছিল আবার পতিকেই পাইবে। লীলা প্রবল আসক্তিতে নিরন্তর তাহাই ভাব। করিয়াছিল। এখন মরণমূর্চ্ছার পরে লীলা পদ্মরাজার ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে গমন করিতেছেন।

লীলার প্রাণবায়ু যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করিতেছে তখন কিন্তু ভাবনাময়

অন্তদেহ গঠিত হইতেছে। সকল জীবেরই ইহা হয়। অন্তদেহভাব প্রাপ্ত হইয়া লব্ধবরা লীলা পতি প্রাপ্তির জন্য নভোমার্গে চলিয়াছে।

ইতি সঞ্চিন্ত্য সানন্দমুদ্দাম মকরধ্বজা।
পুপ্লুবে পেলবাকারা পক্ষিণীব নভস্তলে॥

লীলা আনন্দে কামাতুরা। "পতি পাইব" এই আনন্দোৎসবে ভাবনাময় লঘু শরীরে পক্ষিণীর ন্যায় লীলা নভস্তল অতিক্রম করিতে লাগিল।

লীলার সঙ্কল্পরূপ মহাদর্পণ হইতে পূর্ব্বেই লীলার কন্যা লীলার গমন পথে অপেক্ষা করিতেছে। নন্দা জ্ঞপ্তিদেবী প্রেরিতা।

লীলা সমীপে আসিল। নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—মা! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? আমি তোমার কন্যা। চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার জন্য এই আকাশ পথে অপেক্ষা করিতেছি।

লীলা নন্দাকে জ্ঞপ্তিদেবী বলিয়া ভ্রম করিল। বলিল—

দেবী! ভর্ত্তুঃ সমীপং মাং নয় নীরজলোচনে।
মহতাং দর্শনং যস্মান্ন কদাচন নিষ্ফলম্॥

দেবি। ভর্ত্তৃ সমীপে আমাকে লইয়া চল। কমললোচনে! মহতের দর্শন কি কখন নিষ্ফল হয়?

"এহি তত্রৈব গচ্ছাব" কুমারী বলিল—চল আমরা সেইখানেই যাই। কুমারী অগ্রে চলিল আর লীলাও আকাশ পথ দেখিতে দেখিতে পশ্চাতে চলিল। বিধি-নির্দ্ধারিত হস্তরেখা যেমন মানুষের হস্তে আসিয়া উদয় হয় সেইরূপ মাতা ও কন্যা অম্বর কোটর—আকাশ মধ্য প্রাপ্ত হইল।

মেঘ সঞ্চার স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা বায়ুরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল। তথা হইতে সূর্য্যমার্গ এবং সর্য্যমার্গ অতিক্রম করিয়া তারা-পথ অতিক্রম করিল। ত্বরিত গমনে তাহারা ক্রমে বায়ু ইন্দ্র সুর ও সিদ্ধগণের লোক উল্লঙ্ঘন করিল পরে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের লোক প্রাপ্ত হইল। ইহারা ব্রহ্মাণ্ডখর্পর পার হইয়া আসিয়াছে। কুম্ভ ভগ্ন না হইলেও তন্মধ্যগত বরফের কণা যেমন কুম্ভের বাহিরে আইসে সেইরূপে সঙ্কল্প-সিদ্ধ লীলা ব্রহ্মাণ্ডখর্পর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

স্বচিত্তমাত্রদেহৈষা স্বসঙ্কল্পস্বভাবজং।
অন্তরে বানুভবতি কিলৈব নাম বিভ্রমম্॥ ১১॥ ৫৩ সর্গ

আপন আপন চিত্তই জীবের প্রধান দেহ। কিন্তু দেহ হইতে স্বভাবতঃ সঙ্কল্প অজস্র ভাবেই ঝলক দিতেছে। সঙ্কল্প-সম্ভূত বিভ্রম তাহা হইতেই জন্মিতেছে। লীলা সেই বিভ্রমই অন্তরে অনুভব করিতেছিল। যাওয়া আসা সমস্তই চিত্ত বিভ্রম। যাওয়া আসা মিথ্যা হইলেও ভ্রমে সমস্তই সত্য বলিয়া অনুভূত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডখর্পর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পর পারে আসিয়া লীলা জলাদি সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল। সম্মুখে অপার সীমাশূন্য মহাচিদ্‌গগন। এই মহা চিদাকাশ কত বড়?

অদৃষ্টপারপর্য্যন্তমতিবেগেন ধাবতা।
সর্ব্বতো গরুড়েনাপি কল্পকোটিশতৈরপি॥ ১৩॥

গরুড় শতকোটিকল্প মহাবেগে ধাবিত হইলেও এই চিদাকাশের অন্ত দেখিতে পান না। তাঁহারা মহা চিদ্‌গগনে দেখিলেন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড। এক ব্রহ্মাণ্ডের লোক অপর ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জানিতে পারেনা। কীট যেমন অলক্ষ্যে বদরি ফল মধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ লীলা কুমারীর সহিত এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিল। সে ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির ভাস্বর পুরমণ্ডল আছে। লীলা ঐ সকল অতিক্রম করিয়া তত্রস্থ নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে শ্রীমান্ পদ্মনরপতির মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। তখন লীলা রাজধানী দেখিলেন। তাহার ভিতরে লীলার অন্তঃপুর তাহার মধ্যে মণ্ডপ। মণ্ডপে পুষ্পাচ্ছাদিত পদ্মাকৃতির শবদেহ। লীলা শব পার্শ্বে অবস্থান করিল। লীলা আর কুমারীকে দেখিতে পাইল না। কুমারী মার্য্যির মত কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে।

লীলা শবরূপী ভর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে আর ভাবিতেছে আমার এই স্বামী সংগ্রামে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই বীরলোকে আসিয়াছেন এবং সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। দেবী আমাকে কৃপা করিয়াছেন আমি সশরীরে এই লোকে আসিয়া ভর্ত্তৃশব পাইলাম। আমার কি সৌভাগ্য। আমি ধন্যা!

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।৹ টাকা, মোট ১২৸৹ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।৹ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২॥৹ টাকা বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত. সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

Registered No. C. 583.

[১১শ বর্ষ।] আশ্বিন ১৩২৩ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীরামচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীচন্দ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পূজা।

(১)

ভাল কি কাহাকেও বাসিয়াছ? ছক্কাই পঞ্জাই ভালবাসা নয়, সত্য সত্য ভালবাসা। তোমার যে ভালবাসা তাহা কতদূর ভালবাসা তাহা কি দেখিয়াছ? ভোগের সময় কখন কি ভালবাসার শ্রীভগবান্‌কে মনে পড়ে? অথবা শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বদা খাটাইয়া লওয়াকেই ভালবাসা বল? যেমন সভ্যজগতের স্ত্রীজনে বলে, সেইরূপ ভগবান্ আমার এই করিয়া দাও, ওই দাও—তুমি ভিন্ন আমার কে আছে? কাহাকে আর আমি বলিব? তুমি আমার জন্য সব করিয়া দাও—তোমার ভালবাসা কি এই রকমের? এই দাও, ওই দাও, আমার জন্য এটা কর, ওটা কর—যে ভালবাসায় এটা ওটা সেটা থাকে—সেটা কি প্রকারের ভালবাসা তুমিই ভাব? এ কথা আর লেখা গেল না।

কখন কোন মানুষকে প্রসন্ন করিতে কি চেষ্টা করিয়াছ? পিতা মাতাকেও? যদি জীবনে ইহা না করিয়া থাক তবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, পুত্র, কন্যা অথবা যাহাকে গুরুজন বল, অথবা যাহাকে স্নেহভাজন বল ইহারা থাকিতে থাকিতে একবার ভাবনা কর কিরূপে প্রসন্ন করিতে হয়? কি করিলে তোমার স্মিত প্রসন্ন মুখ দেখিব? কি করিলে তোমার হাসিভরা মুখে "চেয়ে চেয়ে ডাকা নয়ন" দেখিয়া

বিভোর হইব? প্রাণের অতি নিভৃত প্রদেশে কোথায় যেন তুমি আমাকে লইয়া যাইতে চাও? তোমার স্মেরানন, তোমার প্রাণভরা হাসি দেখিয়া আমার যে আনন্দ—সেই আনন্দই প্রকৃত আনন্দ। কাহাকেও প্রসন্ন করিতে পারিলে তাহার যে আনন্দ—সেই আনন্দ যখন আমাকে কি জানি কিসে নিমজ্জিত করে, তখনই আমার একটা গ্লানিশূন্য সুখ অনুভূত হয়। এই গ্লানিশূন্য সুখের অনুভবে ভালবাসার অনুভব হয়। ভালবাসার অনুভবে ভক্তি জন্মে। ভক্তির শেষে প্রেম।

তাই বলি—কি করিলে আমার ভালবাসার মানুষ তুমি, আমার ভালবাসার দেবতা তুমি, আমার ভালবাসার আধার তুমি, আমার ভালবাসার মা তুমি—বল কি করিলে তোমাকে প্রসন্ন করিতে পারি?

হও তুমি বড়, হও তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, হও তুমি "মহতো মহীয়ান্ অথবা অণোরণীয়ান্" হও তুমি এই পটের ছবি অথবা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি, তুমি যেই হও, তুমিই আমার ভালবাসার বস্তু, তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, তুমিই আমার মন্ত্র—তুমিই আমার সবার সব। কেমন এই ত? ইহাতে ত সন্দেহ নাই? আমার মা তুমি, আমার স্বামী তুমি, আমার সখা তুমি, আমার সুহৃদ্ তুমি, আমার সকল সাধের সমষ্টি তুমি, আমার সকল বাসনার বাসনা তুমি, আমার সকল সঙ্কল্পের সঙ্কল্প তুমি। কি আর বলিব সকল দেখার দেখা তুমি, সকল শোনার শোনা তুমি, সকল কথা কওয়ার কথা কওয়া তুমি। আমি তোমাকে ভালবাসি—এটা, ওটা, সেটা আমার কোথায়?

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনো যৎ বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" কর্ণের কর্ণ তুমি, মনের মন তুমি, বাক্যের বাক্য তুমি, প্রাণের প্রাণ তুমি, চক্ষুর চক্ষু তুমি। এই ধীমন্ত যাঁহারা তাঁহারা এই লোক হইতে প্রেতত্ব লাভের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করেন। তুমি কিসে প্রসন্ন হও? যে সর্ব্বদা প্রসন্ন, তাহার প্রসন্নতার অনুভব কিসে হয়? ভালবাসিয়া পূজা করিলে হয়?

মেনকা বড়লোকের মেয়ে। বড়র বড়—যার বড় আর নাই। মেনা সুমেরুর কন্যা। বিবাহ হইল বড় ঘরে। মেনকার স্বামী হিমালয়। হিমালয় পিতা আর সুমেরু মাতামহ। উমা—এই দুর্গা, এই ঘরের মেয়ে, এই ঘরের মেয়ের মেয়ে।

এক বৎসরের পরে মেয়ে প্রত্যক্ষে মায়ের কাছে আসিল। মা জানে মেয়ের

হাসিভরা চাঁদমুখ দেখা কি ? যে ভালবাসিতে জানে, সে জানে কিসে সে প্রসন্ন হয়। কাজ উদ্ধারের ক্ষণিক প্রসন্নতা নহে, সত্যের প্রসন্নতা কিসে হয়, যে তা জানে ? আদরের আদরিণী স্ত্রী কি জানে না কিসে স্বামী প্রসন্ন হয় ? মায়ের আঁচলধরা ছেলে জানেনা কি মা কিসে প্রসন্ন হন ? জানে বৈকি ? মেনকা জানেন উমাকে তাঁর বাড়ীতে প্রসন্ন করা যায় কিসে ? তবু যে পূজা, তবু যে অর্চ্চনা এত বাহিরের উচ্ছ্বাস। ভালবাসার পূজাটা ভিতরে ভিতরে হয়—চক্ষু সে ভিতরের পূজাটা দেখে—তাই তারে দেখিয়া অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের মত কি জানি কত সাধভরা হইয়া যায়। কি জানি অমুত্তরঙ্গ ক্ষীরোদ সাগরের মত কি জানি কেমন স্থির যেন হইয়া যায়। এখানে ত এটা ওটা সেটা থাকে না। যদি কিছু থাকে, সেটা সব দেওয়া। যাহাকে ভালবাসি তারে সব দেওয়া হইয়া যায়। আগে হয় ভিতরে তার পরে যাহা হয় তাহা বাহিরে। আমার জন্য এটা কর, ওটা কর ইহা কিন্তু প্রকৃত ভালবাসাতে হয় না। প্রকৃত ভালবাসা যেখানে সেখানে কত ব্যস্ত হইয়া মা মেয়ের পূজার আয়োজন করেন। মেয়ে তখন কিন্তু কোন কিছুই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে না। হাসিভরা মুখে সব গ্রহণ করে। গ্রহণ করে সব, দেয় কিন্তু একটা নয়নাভিরাম দৃষ্টি অথবা শারদশশীর জ্যোৎস্না বিকিরণের মত প্রাণমন উন্মাদকারী ভরা হাসি।

বলনা যারে ভালবাস তারে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ একটা চাউনি, এইরূপ একটা হাসি কখন কি দেখিয়াছ ? বলনা সে যা চায় তাই করিয়া কি তারে প্রসন্ন করিয়াছ ? বলনা কখন কি ভাবিয়াছ সে কি চায় ? কি তার আনন্দের বস্তু ?

ঐ যে বল ব্রহ্মই ত সত্য তাঁর সঙ্গে আবার ভালবাসা কি ? তাঁর কোন ইচ্ছা নাই, কোন বাসনা নাই। তিনি নিজে কিছু করেন না, আর অন্যকে কিছু করান না। এসব কথা সত্য। কিন্তু যিনি কিছুই করেন না বা করান না—তিনি আবার জীবকে প্রেরণাও করেন। তিনিই আবার সকল জীবকে রক্ষা করেন, সকল জীবকে দয়া করেন, সকলের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। যিনি আত্মজ্ঞান স্বরূপ তিনি অদ্বৈত ভাবে থাকিয়াও দ্বৈতভাবে তাঁহার সৃষ্টজীবের সুখ দুঃখ গ্রহণ ও ত্যাগ করেন। অদ্বৈতটি সত্য আর দ্বৈতটি মিথ্যা এ শিক্ষা তোমাকে দিল কে ? যে ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ অদ্বৈত ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাই দ্বৈতকেও সত্য বলেন। দ্বৈত মধ্যে যে অদ্বৈত তাহার দিকে চাহিতে শিক্ষা কর, চৈতন্য ভাবে সর্ব্বদা লক্ষ্য কর দ্বৈতের কোন্ অংশ সত্য, কোন্ অংশ মিথ্যা

বুঝিবে। বেদে দ্বৈত অদ্বৈত এই দুইটি পাওয়া যায়। তার পরে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ ইত্যাদি বাদাবাদ বেদে নাই, বেদ বুঝিবার জন্যও নহে। এই সব ভেদাভেদ যে সময়ে উঠে, সে সময়ে ইহা নিতান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট লোককে একটু আকর্ষণ করিয়া রাখে মাত্র। অন্য কালে ইহাদের প্রয়োজন থাকে না।

কাজেই সে আছে। সে আমাদিগকেও কোন এক ভাবে দেখিতে চায়। আমাদের কাছে সে কি চায়?

সে যা চায় সে যে পবিত্রতা, সে যে নির্ম্মলতা, সে যে নির্ম্মল চরিত্র, সে যে পবিত্র সতীত্ব। সে যা চায় তা যে বহুতে চঞ্চলতা নয় একে একাগ্রতা; সে যা চায় সে যে এটা ওটা সেটার ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ারামে ভুল বিশ্রান্তি নয় সে যে স্বরূপ বিশ্রান্তি। দেখ দেখি, বেশ করিয়া ভাব দেখি—নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্র সতীত্ব, একে একাগ্রতা আর স্বরূপ বিশ্রান্তি এইগুলি তুমি ভালবাস কি না? এই যদি ভাল বাসিয়া থাক তবে তুমি ভালবাসিতে শিখিয়াছ। ভালবাসায় বেশ খাটুনি আছে। শুধু পড়িয়া পড়িয়া থাকায় ভালবাসা হয় না—ওটা মোহ। শুধু গালে হাত দিয়া ছাই রাই ভাবিলে ভালবাসা হয় না ওটাও মোহ। ভালবাসার প্রথম ব্যাপার আমি যারে ভালবাসি তার কথা শুনাই আমার ব্রত, নিয়ম, জপ, তপ, ধারণা ধ্যান। তার কথা শুনিলে কি হইতে হয়? হইতে হয় পবিত্র-চরিত্র, হইতে হয় অব্যভিচারিণী সতী বা অব্যভিচারী ভক্ত, হইতে হয় তাতে সর্ব্বদা একাগ্র আর শেষে লাভ হয় তার কোলে চিরতরে বিশ্রাম; তারে ছাড়িয়া কখন থাকা নয়; তারে ছাড়িয়া এক ক্ষণকালও থাকা নয়। কেমন ভাল কি তারে বাসিয়াছ? বল তার জন্য কোন্ কষ্ট করিয়াছ? বল তার জন্য কোন্ দুঃখ করিয়া ভাবিয়াছ দুঃখটাতেও সুখ বোধ হইতেছে? বল তার জন্য কি বা ত্যাগ করিয়াছ? বল কোন্ সখের দ্রব্য, সুখের দ্রব্য তোমার কোন্ পিয়ারের দ্রব্য তারে ভোগ করাইবার জন্য নিজে আর ভোগ কর না? বল কোন্ সুমিষ্ট ফল তারে ভুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া "মিঠো লাগিলে" বলিয়া উঠিয়াছ—"আর খাব না কানাই খাবে"। আহা! এইত ভালবাসা! ভালবাসায় এটা ওটা সেটা ত্যাগ হইয়া যায়; ভোগ ত্যাগ হইয়া যায়; কোন সখ আর থাকে না—থাকে সকল সখের সখ সেই। কোন কথা থাকে না থাকে তার কথা। কোন দেখা থাকে না, থাকে তার শত সাধভরা দৃষ্টিও দেখিয়া আনন্দে কি জানি কি হওয়া।

আর বলিয়া কি হইবে?

তবুও শেষ করি। আগে জান সে কি চায়, আগে জান সে কিসে আনন্দে থাকে, ভাব কি করিলে সে আনন্দ স্বরূপ হইয়াও প্রেমভরা চক্ষে চায় আর চেয়ে চেয়ে ডাকে ; ভাল হও—না হলে ভালবাসা যায় না। সে নিজ মুখে শতবার যা বলিয়াছে তাই কর এক কথায় তার স্বভাবটি বিদ্মহে করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে তারে পূজা কর। বিদ্মহে করিয়া ধীমহি করা হউক—সে ত আছেই। মূর্খের ভালবাসা, ভালবাসা নহে, কাম। যতটা মূর্খতা ততটা কাম।

শ্রীমৎভাগবতে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বহু কাঁদিয়া আবার পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ ! কোন্ ব্যক্তি ভজনা করিলে ভজে ? কোন্ ব্যক্তি ইহার বিপরীত করে ? কোন্ ব্যক্তিই বা উভয়ের কাহাকেও ভজনা করে না ?

ভগবান্ বলিলেন—

(১) যাঁহারা স্বার্থ সাধন করিতে সচেষ্ট—তাঁহারাই পরস্পর পরস্পরকে ভজনা করেন। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ্য নাই। স্বার্থই তাহাদের উদ্দেশ্য তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। (২) আবার যাঁহারা ভজনা করেন না যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভজনা করেন—পিতা মাতার ন্যায় তাঁহারা দুই প্রকার (১) দয়ালু (২) স্নেহময়। উক্ত ভজনা দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিরা নিষ্কৃতিধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিরা সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া থাকে। এস্থলে অনিন্দিত ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ্য দুই আছে।

(৩) যাঁহারা আত্মারাম, আপ্তকাম, তাঁহারা—যাঁহারা ভজন করেনা তাহাদের কথা দূরে থাক, যাহারা ভজন করে তাহাদিগকেও ভজন করে না। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, হে সখীগণ ! আমি কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন তাঁহা-দিগকে ভজন করি না। কেননা তাহাহইলেই তাহারা আমাকে সর্ব্বদা ভজন করিবে ইহা আমি জানি।

(২)

এই যে পটের ছবি, এই যে ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি, এই যে চালচিত্র সমন্বিত রং করা মাটীর মূর্ত্তি—এই কি দুর্গা ?

আমরা জিজ্ঞাসা করি বাবার যে ফটোগ্রাফ ঐ ফটোর কাগজখানাই কি বাবা ? না ছবি যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় তিনিই বাবা ? আবার যে কাগজ-খানি অবলম্বনে তাঁকে পাই, সেই কাগজখানিতেও তিনি আসেন। বড় অদ্ভুত ! কোথায় তিনি নাই ? কোথায় তিনি ভাসিতে পারেন না ? বাবার অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম, অনন্ত ভাবে তিনি খেলা করিয়াছেন ফটোতে সব কি

আঁকা যায় ? আঁকা যায় না। ফটো তুলিলে দোষ হয়, মাটী পাষাণে গড়িলেও ত দোষ হয়, কিন্তু মনে ভাবিলে দোষ হয় না ? মন কি সীমাশূন্যকে ভাবিতে পারে ? মন যে সীমাবিশিষ্ট না হইলে ভাবিতেই পারে না। তবে তুমি ঈশ্বরকে চিন্তা করিলেও ত তিনি সীমাবিশিষ্ট হইয়া যান। যাহারা ধাতু পাষাণে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, তাহারা তোমার মতে যেমন স্থূল পৌত্তলিক তুমিও নিরাকার চিন্তা করিয়া সকলের কাছে কিন্তু কপট পৌত্তলিক। তাঁহাকে ভাবিতে গেলেই যে তুমি তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেল ; তাঁহাকে অনন্ত ভাবে ধরিতে গিয়া যে তুমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া ফেল, তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া ফেল—এ সবই তবে তোমার পৌত্তলিকতা ? সবাই তবে কি নিরাকার পৌত্তলিক বা সাকার পৌত্তলিক ?

না না তুমিও পৌত্তলিক নও, আমিও পৌত্তলিক নই। স্থূল সূক্ষ্ম যে ভাবেই তাঁহাকে পূজা কর না কেন,মনগড়া পুতুল পূজা কেহই করে না। সেইই মূর্ত্তি ধরে। ব্রহ্মের রূপ ধরিবার সামর্থ্য আছে। মানুষে তাঁহার রূপ দেয় না, তিনিই মানুষের উপরে অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া রূপ ধরিয়া উদয় হন। অনন্তরূপে তিনি উদয় হন। তাঁহার রূপ যিনি দেখিয়াছেন, তিনি অন্যের ধ্যানের সুবিধার জন্য রূপের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য মূর্ত্তিপূজায় কোন দোষ হয় না। কিন্তু মূর্খ লোকে যেমন মূর্ত্তিকে পুতুল করিয়া ফেলে, সেইরূপ মূর্খ নিরাকার পূজকও চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অথবা ভাবের মালা গলায় পরাইয়া দিয়া পুতুল পূজা করিয়া ফেলে। সকল প্রকার পূজার পৌত্তলিকতা দোষ দূর করিবার জন্যই "বিদ্মহে" করিতে হয়। পূজা যেমন করিয়াই কর না কেন, নিরাকারকেই পূজা কর বা সাকারকেই পূজা কর, যদি তাঁহাকে না জানিয়া পূজা করিতে যাও—তবে তোমার পূজাও হইবে না এবং তুমি তাঁহাকে না পাইয়া জড়কেই পূজা করিয়া আসিবে, আর মনে ভাবিবে ভারি পূজা করিয়া আসিলাম। সেই জন্যই বলিতেছি বাবার ফটো যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যাঁহার রূপ, গুণ ও কর্ম্মের কথা মনে করাইয়া দেয় তিনিই বাবা, বাবার ফটো যে স্বরূপটি স্মরণ করাইয়া দেয়—যদি রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ জানা থাকে, বিদ্মহে করা থাকে তবেই পূজাটি ঠিক হয়। পূজাটি ঠিক হইলে মূর্ত্তিতেও তাঁহার আগমন বুঝা যায়, কাজেই পুতুল পূজা কোথাও হয় না যদি বিদ্মহে হয়।

কিন্তু সবাই কি স্বরূপ বা গুণ বা কর্ম্ম চিন্তা করিতে পারে ? না পারে

না। কিন্তু সকলেই রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ শুনিতে পারে। এই জন্য শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করা চাই। এই জন্যই সৎসঙ্গের জন্য স্থানের আজ এত প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, সর্ব্বত্র সৎসঙ্গের স্থান হউক। সেখানে লোকে মিলিত হউক—শাস্ত্র পাঠ হউক শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপের কথা মানুষ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করুক। এই ভাবে শুনিয়া তাঁহাকে জানুক। এটা পরোক্ষজ্ঞান। শুনিয়া যে জানা তাহাতেও কাজ হয়। এই কাজটি হইতেছে বিশ্বাসে পাওয়া। শেষে যে ভাবে মনে করিবে সেই ভাবে পাওয়া হইবে।

যে একবার বিশ্বাসে পৌঁছিতে পারিয়াছে, তাহার আর কোন ভয়ই থাকে না। সে জানে, সে বলে তোমার কাছে প্রার্থনা—এ প্রার্থনা কেন না পূর্ণ হইবে? পূর্ণ হইবেই। তবু যে হয় না, সে কেবল বিশ্বাসে সংশয় থাকে বলিয়া, সংশয়শূন্য বিশ্বাস কর হইবেই—যাহা চাও তাহা মিলিবেই।

কিন্তু যে তারে ভালবাসিয়াছে সে কি চাহিবে? যে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে সে কি না পাইয়াছে? জীবের দুঃখ তাঁহার কাছে কোথায়,যে তাঁহাকে বুঝিয়াছে? জীব জগতের হাহাকার কোথায় যে তাঁহার স্বরূপে একবার ডুবিয়া গিয়াছে? জীবন্মুক্তিটা কি যে যিনি জীবন্মুক্ত তিনি জীবের দুঃখে ব্যথিত হইলেন না বলিয়া স্বার্থপর? যাঁহার অজ্ঞান নাশ হইয়াছে তিনিই না মুক্ত? আবার জীবের যে দুঃখ সেটাত অজ্ঞান জনিত। তবে জীবন্মুক্ত যিনি তিনি অজ্ঞান নাশ করিয়াও অজ্ঞানের খেলায় ব্যথিত কিরূপে? ভাই অজ্ঞানি! সিদ্ধযোগী, ভক্ত বা জ্ঞানীকে স্বার্থপর বলিয়া আর পাপী হইও না। অনেক পাপ ত আছে পাপে আর কাজ কি?

বলিতেছি এই যে তাঁর মূর্ত্তি। হউক না কেন পটের ছবি, হউক না কেন ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি—যদি কাগজখানা বা ধাতু পাষাণেই আটকাইয়া থাক, তবে তুমি পৌত্তলিক হইবে, গোঁড়া হইবে, দলাদলি সম্প্রদায় করিয়া সমাজে বড় গোল বাধাইবে। কিন্তু এ ছবি যাঁহার—পটের ছবি দেখিয়া, ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি ধরিয়া যদি তাঁহাকে চিন্তা কর—যদি তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর—সংশয়শূন্য বিশ্বাসে প্রার্থনা কর—তবে কি তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিতে পারে?

সে যে সর্ব্বতশ্চক্ষু, সে যে সবই দেখিতে পায়; সে যে সবই শুনিতে পায়। এ বিশ্বাস যদি না করিতে পার, তবে তোমার ঈশ্বর-চিন্তা যে বৃথা। তোমার

মনে সংশয় বহুবিধ রহিয়াছে। সংশয় থাকিতে থাকিতে ত বিশ্বাস কার্য্যকারী হয় না। আর যখন সর্ব্বসংশয়শূন্য বিশ্বাস তোমার হয় বল দেখি তখন কি আর তোমার ভাবনা থাকে? আহা! বিশ্বাসে এত সুলভ সে, আবার সংশয়ে এত দুর্লভও সে। বিশ্বাসে সুলভ, অবিশ্বাসে দুর্লভ। বিশ্বাসী হৃদয়ের নিশ্চয়তা সর্ব্বকালেই। বিশ্বাসী হৃদয় যাহা চায় তাহাই পায়। যদি অবিচারে কিছু চায় তাও কিন্তু দাতার কৃপায় নির্ম্মল হইয়া শুভ প্রসব করে। বিশ্বাসী যাহা চায় তাহাই পায় আর জানে যত বিলম্বে হউক পাইবেই; এ বিষয়ে সে চঞ্চলতা প্রকাশ করে না। শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই দিবেন—তবে যখন ও যেরূপ ভাবে দেওয়া উচিত সেইরূপেই তিনি দিবেন। আহা! কি সুখের অবস্থা ইহা। আমি যন্ত্র, আর তুমি যন্ত্রী—ইহা কত সুখের অবস্থা।

এই দুর্গা পূজার দিনে প্রতিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া একবার মাকে ভাবনা কর না! দেখনা এই চিন্তায় কত সুখ। এই চরণ যখন ধ্যান কর তখন একবার ভাব না ভক্তের উদ্ধারের জন্য এই চরণ কোথায় কোথায় গিয়াছে, আবার দৈত্য দানবদিগের সংহারার্থ এই চরণ কত কি করিয়াছে। এই চক্ষু আশ্রিতের প্রতি কত করুণা ছড়ায় আর পাপী দুরাচারীর প্রতি কতই ইহার কঠোর দৃষ্টি। এইরূপ প্রতি অঙ্গ দেখ, আর কর্ম্ম চিন্তা কর। ইহা করিলে তাঁহার গুণে দৃষ্টি পড়িবে। শেষে স্বরূপে স্থিতি। এই স্বরূপ বিশ্রান্তিই সকল সাধনার শেষ।

তোমার স্মরণ।

১

এ জগতে কোন কিছু আছে কি এমন
যা দেখি তোমারে প্রিয় না হয় স্মরণ?
তবুও তবুও কেন পরাণ আমার
যা দেখে তাহাতে হেন করে হাহাকার?

২

এই নীল নভ দেখি সম্মুখে আমার
ছিন্নাভ্র ছুটায়ে গায়ে! কোথাও আবার
উন্নত পর্ব্বতমালা চেয়ে চেয়ে ধায়
কেবা কার পানে ছুটে কিছু কি দেখায়?

৩

এই মহীরুহ, এই তরু, গুল্ম, লতা
কত শান্ত! এরা কিবে কয় কারও কথা?
কিছু কি করিতে বলে নীরব ভাষায়!
অনন্ত কি সান্ত হয় যেথায় সেথায়?

৪

কভু ধীর সমীরণে মৃদুল কম্পনে
দোলায়ে আপন অঙ্গ আপনার মনে
তুলিয়া স্বর লহরী এরা কথা কয়?
কভু ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে কারে কি জানায়?

৫

এই নর নারী এরা কত রঙ্গ করি
এক করে, রাখে আরও কিছু কি আবরি?
কে খেলে কাহার সনে? কোন্ প্রয়োজন?
এরা কি করায় প্রিয় তোমার স্মরণ?

৬

তুমিত তুমিত প্রিয় কারও মত নও
তবু কি তবু কি তুমি সব মত হও ?
গগন গগনোপম সাগর সাগর
তুমিও তোমার মত উপমা সুন্দর।

৭

এই যে এই যে দেখি প্রতিমা তোমার
অরূপ ! অরূপ তবু সর্ব্বরূপাধার !
এরূপ কি তুলে দেয় হৃদয়ে সবার
তোমার গুণ গরিমা ? স্বরূপ তোমার ?

৮

অরূপের রূপ কিরে ঢালিয়া জগতে
তুমি দাঁড়াইয়া রও সবার পশ্চাতে ?
জগতের সুরে সুর মিলায়ে সে কিরে
খেলা কর জগতের ভিতরে বাহিরে ?

৯

এ বিশ্বের তরুলতা, পর্ব্বত, সাগর
এ বিশ্বের মহাকাশ, এই নারী নর
এ বিশ্বের জলস্থল, চন্দ্রমা তারকা
মানুষের এ সংসার হাসি-কান্না মাখা !

১০

হেথাকার সুখ দুঃখ বালক স্থবির
দরিদ্রের ভগ্ন গৃহ, ধনীর মন্দির
পশু পক্ষী, ফুল ফল বিচিত্র সৃজন
জনশূন্য মরুভূমি, প্রান্তর কানন

১১

অসম্বন্ধ প্রলাপের দারুণ প্রহার
বিবাহ, আনন্দোচ্ছ্বাস যুদ্ধ হাহাকার
দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা মূরতি সুন্দর
মন বাক্য আর যত চিত্ত চমৎকার

১২

সব তুমি! তুমি খেল কোটি বিশ্ব লয়ে
একা নট, একা নটী এই রঙ্গালয়ে
সব দেখি তোমাকে না স্মরে যেই জন
বুঝিলাম হেথা তার বৃথাই জনম। ১৮ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩১৩।

তুমি ত দেখিতেছ?

আমি এই যে কষ্ট করিতেছি, তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য কত রকম করিতেছি, শত বাধা পাইতেছি—ভিতরে অসুবিধা, বাহিরে অসুবিধা তবু ছাড়িতে পারি না শত কষ্ট করিয়াও করি এ সব ত তুমি দেখিতেছ—তবে আমার দুঃখ কেন? তুমি ত সকলই দেখিতেছ, তবে আমি বিলাপ করিব কেন? তুমি ত করুণাময়, তুমি ত সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি ত এক মুহূর্ত্তে আমার দুঃখ দূর করিতে পার তবুও যখন কর না তখন তোমার-অভিপ্রায় আমার দুঃখ হউক। সে দুঃখ কি দুঃখ যাহা তোমার নিকট হইতে তোমার জানিত ভাবে আমার উপর আইসে? সে ত তোমার স্নেহের দান। তবু আমার দুঃখ হইবে?

আমি পারিতেছি না তবুও ছাড়িতে পারি না প্রাণপণ করিতেছি, আর বলিতেছি তুমি দেখিতেছ ত? আহা! এই বলিয়া যখন কর্ম্ম করি, তখন মরিয়া মরিয়াও যেন পারি। ভাল অবস্থায় যেমন হয় তেমন হউক আর না হউক, এক রকম হয়; আর ইহাতেও প্রাণ ভরিয়া যায়—যখন ভাবি তুমি ত আমার সব দেখিতেছ? দেখ না কি?

দেখ বৈকি? তুমি যে সর্ব্বতশ্চক্ষু। তোমার অজ্ঞাতে কোন কিছু কি হয়? আর যখন মনে থাকে তুমি দেখিতেছ, তখন কি মানুষ কোন প্রকার পাপ করিতে পারে? হায়! তবু কেন মানুষের এই দুঃখ? যখন মানুষ দুঃখ করে, তখন বুঝি মানুষ তোমাকে ভুলিয়া যায়। হায়! মানুষ তোমাকে ভুলিয়া যায় কিরূপে? কে মানুষকে ভুলাইয়া দেয়? এও কি তুমি? না না এটা মানুষের বিষয় আসক্তি, এটা মানুষের দেহাত্মবোধ, এটা মানুষের তোমার আজ্ঞার বিপরীতে চলা, এটা মানুষের তোমার দত্ত শক্তির অপব্যবহার, এটা মানুষের তোমার দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার। হায়! মানুষ তোমাকে বাদ দিয়া কর্ত্তা কেন সাজে?

আহা! মানুষ কেন তোমার স্বভাব একটু আলোচনা করে না? কেন প্রত্যহ একবার করিয়া ভাবে না তুমি কি?

কি তুমি কতবার ত শুনে। শুনিয়া কেন অভ্যাস করে না—তুমি আকাশের মতন সমন্তাৎ প্রসারিত চক্ষে সকলের দিকে চাহিয়া আছ। মানুষের ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক তুমি। বাক্য, মন, ভাবনা সকলকেই প্রেরণা কর তুমি। তুমি পৃথিবী, অপ,তেজ, মরুৎ,ব্যোম দেহ ধারণ করিয়াছ—করিয়া সকলকে প্রেরণা করিতেছ। তোমার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হয়, তোমার আজ্ঞায় সূর্য চন্দ্র আলোক দেয়, অগ্নি উত্তাপ দেয়, বিদ্যুৎ খেলে, বজ্র শব্দ করে; জগতে এমন কি আছে যাহা তোমার আজ্ঞায় না হইতেছে? তোমার আজ্ঞায় পূর্ব্বদেশীয় নদী পূর্ব্বসমুদ্রে ছুটিয়া যায় মিশিতে; তোমার আজ্ঞায় মানুষ যাগ যজ্ঞ করে, রোগ শোক তোমার আজ্ঞায় আসে মানুষকে ভাল করিবার জন্য। আহা! তুমি মঙ্গলময়। তুমি ভবরোগ-বৈদ্য। মানুষ স্বাধীনতার অপব্যবহারে তোমার দত্ত শক্তিকে কুপথে চালাইয়া শরীরটাকেই একটা বৃহৎ ফোঁড়ার মত করিয়া ফেলে। তুমি সেই ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া মানুষের আত্মাকে সুস্থ করিয়া দাও। শরীর গেলই বা। তাহাতে আত্মার কি হইল?

আর কি লিখিব? তুমি দেখিতেছ ত এই বলিয়া এস আমরা তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করি। হে মন, হে ইন্দ্রিয়, হে বাক্য, হে ভাবনা, হে করচরণ—এস এস সে দেখিতেছে ভাবিয়া আমরা তার আজ্ঞামত চলি। নিশ্চয়ই আমরা তার কৃপা অনুভব করিতে পারিব। নিত্যকর্ম্মের সময় এই ভাবে কার্য্য করি এস। সে সব ভাল করিয়া দিবে। সে যে মঙ্গলময়! সে যে সব ভাল। আমাদের দুঃখ করিবার ত কিছুই নাই। "কি স্নেহছড়ায় চক্ষু চাহি আমা প্রতি"—এইটি সর্ব্বদা ভাবিবার কথা। সুখে দুঃখে সব সময়েই যে ভাবিতে হয়, তুমি ত দেখিতেছ। এই করিতে পারিলে তোমার ভালবাসার অনুভব করা যায়। তোমার ভালবাসার অনুভবই না ভক্তি? ভালবাস। ভালবাস—ভালবাসিয়া ভাল হইয়া যাও। সাত পাঁচ আর ভাব কেন? সবই ভাল হইতেছে, সবই ভাল হইবে। ১৩ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৩।

জন্মাষ্টমী।

বেহাগ—আড়া।

ঘুমায়োনা মন আমার সদা হও সচেতন।
গাওরে আনন্দ গান, না হবে হেন সুদিন॥
আদি অন্ত নাহি যাঁর, বাক্য মন অগোচর।
সেই নিত্য পরাৎপর, করেছেন তনুধারণ॥
রাখিতে সুর সম্মান, অসুর নাশ কারণ।
ভবে আজ কংশনাশন, শোভিছেন নন্দভবন॥
কি দিব রূপ তুলন, কোটী বিধু হয় মলিন।
করিতে রূপ দর্শন, এলেন যত দেবগণ॥
ভবানী আসি ভূতলে, লইলেন গোপালে কোলে।
মুখে স্তন্য দিয়া বলে, সফল নারীজনম॥
নারদাদি যত ঋষি, যাঁরা ভাবেন তত্ত্বমসি।
দেখেন হৃদয় মাঝে বসি, শ্যাম ভুবনমোহন॥

শিবপুর।

মরণ মূর্চ্ছায়।

যদি এই জীবনেই জ্ঞানলাভ করিতে না পার? তবে ত প্রাণের উৎক্রমণ হইবে; মরণ মূর্চ্ছাও আসিবে।

আর যদি পার তবে? "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে"। যদি জ্ঞানলাভ করিতে পার, তবে প্রাণের উর্দ্ধশ্বাস আর বহিবে না। এই খানেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইবে। জ্ঞানে স্বরূপ বিশ্রান্তি। জ্ঞানের প্রাপ্তি হইতেছে স্থিতি। তাঁহাতে স্থিতি। তাঁহার ভাবে স্থিতি। তিনি হইয়া স্থিতি। আপনি আপনি স্থিতি। ব্রাহ্মীস্থিতি। অদ্বয় জ্ঞানে স্থিতি। এযে কত সুখ তাহা ত বলা যায় না। ব্রহ্মসংস্পর্শে যখন "অত্যন্ত সুখমশ্নুতে" তখন চক্ষু যাহার রূপ লাগি ঝুরিয়াছিল, মন যাহার গুণে ভরিয়া যাইত, যাহার প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কাঁদিত; যাহাদিগের কাহাকেও ধরিয়া রাখা যাইত না—কোন ইন্দ্রিয়কে বুঝাইয়া রাখা যাইত না—সবাই যাহাকে পাইবে

বলিয়া বড় উতলা হইয়াছিল ; যে হিয়ার পরশ লাগি এই হিয়া বড়ই কাঁদিয়াছিল ; যে পরাণ, পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁদে হইয়াছিল—সে যখন আলিঙ্গন করিল, লবণ পুত্তলিকা যখন সমুদ্রকে প্রাণভরিয়া আলিঙ্গন করিল, ঘটাকাশ যখন মহাকাশের পানে স্থির অচঞ্চল চক্ষে চাহিলে, গঙ্গা যখন হৃদয় বিশাল করিয়া সেই বিশাল সাগরহৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, খণ্ড চৈতন্য যখন অখণ্ড চৈতন্যের উপরে শত সাধভরা চক্ষু রাখিয়া রাখিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিল, আপনাকে তাই দেখিল তখন কি হইল ? "মুই সেই" "মুই সেই" করিতে করিতে যখন সেই হইল—তখন হইল স্বরূপ বিশ্রান্তি, তখন হইল জ্ঞান। তখন আর দৃশ্য—দর্শন নাই, তখন আর স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই ; তখন হইল আপনি আপনি স্থিতি।

এই জীবনে যার জ্ঞানলাভ হইল সে ত তাহাকে লইয়া তাহা হইয়াই ছিল ; দেহটা কখন কি হইল, কখন পড়িয়া গেল, কখন পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশিয়া গেল এ সব ত আর খেয়ালই ছিল না। কাজেই প্রাণের উৎক্রমণ হইল কি না, কে জানিবে ? প্রাণের উৎক্রমণ হইলই না। শ্রুতিও ইহা বলিলেন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত যদি এই জীবনে না হয়, যদি এই জীবনে জ্ঞানলাভ না হয়, যদি এই জীবনে সদ্যোমুক্তি না হয়—তবেত প্রাণের উৎক্রমণ হইবেই ; তবে ত মরণ-মূর্চ্ছা হইবেই ; শরীরটা গেলেও ক্রমমুক্তির পথে যিনি চলিবেন, তাঁহারও মরণ-মূর্চ্ছা একবার, একক্ষণের জন্যও হইবে। বিদূরথ পরজন্মেই মুক্ত হইবেন, কিন্তু এ জন্মে বিলক্ষণ মরণ-মূর্চ্ছা হইল।

তাই বলিতেছি, মরণ-মূর্চ্ছা যাঁহাদের হইবে, তাঁহারা সেই একান্ত দুঃসময়ের জন্য আপনাকে পূর্ব্ব হইতে কি ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ?

শুধু তুমি সর্ব্বত্র আছ—সর্ব্বত্র আছ—বলিলেও একটু বিশ্বাসের সরসতা আসিবে সত্য, কিন্তু ইহাতেও দেখিতে হইবে—রাগ দ্বেষ কতদূর গেল, ভোগে অরুচি কতদূর হইল, নরকের দ্বারে কাম, ক্রোধ, লোভে কতদূর কবাট পড়িল ?

বলিতেছি ত তুমিই সব ; তুমিই সব সাজিয়া আছ ; শত্রু তুমি, মিত্র তুমি, সুন্দর তুমি, কুৎসিৎ তুমি, বালিকা তুমি, যুবতী তুমি, বৃদ্ধা তুমি, বৃদ্ধ তুমি, যুবক তুমি, ফুল তুমি, আকাশ তুমি, সমুদ্র তুমি, বায়ু তুমি, তরঙ্গ তুমি, অগ্নি তুমি, বিদ্যুৎ তুমি, চন্দ্র তুমি, সূর্য্য তুমি, পৃথিবী তুমি, ছায়াপথ তুমি ; স্বদেশ তুমি, বিদেশ তুমি, পশু তুমি, পক্ষী তুমি, কীট তুমি, পতঙ্গ তুমি, শুক্তি তুমি, মুক্তা তুমি—

যদি বিশ্বাসে ইহাও কর, তথাপি বল দেখি যখন ধ্যান কর তখন কি দেখ? জ্যোতি দেখ না অন্ধকার দেখ? কিছু ভাব দেখ, না ফাঁকা দেখ? বলিতে পার জ্যোতিও সে আঁধারও সে; ভাবও সে, অভাবও তার উপরে ভাসে; হাঁও সে, নাও সে; সেই যে সব। ইহা হইলেও যদি বুঝ কিছু সুন্দর দেখিলে ভাল লাগে, কুৎসিত দেখিলে মন্দ লাগে; যদি দেখ এইটি লাভ ঐটি অলাভ; যদি দেখ এ শত্রু ও মিত্র, যদি দেখ ইহা অনিষ্ট, উহা ইষ্ট; যদি দেখ ইহা হাসি, ইহা কান্না; যদি দেখ সুখে সুখ আর দুঃখে দুঃখ বোধ হইতেছে, ভোগে রুচি লাগিতেছে, আত্মপর বিলক্ষণ বোধ আছে—তবে তোমার তেমন কিছুই হয় নাই। তোমার তাহাকে দেখাটা কাজের দেখা নয়। এ দেখায় মিথ্যাচারের হাত হইতে এড়াইতে পারা গেল না; এ দেখায় সাধনার সহিত দেখাটা মিশান হয় নাই—তাই এ দেখাটা ভাসা ভাসা; এ দেখাটা মৌখিক মত হইয়া গেল। এ দেখাতে কখন ভাল, কখন মন্দ রহিয়া গেল; এ দেখাতে একটানা ভাব থাকিল না; এ দেখাতে জলের বিন্দু বিন্দু পতনের মত ফাঁক থাকিয়া গেল, তৈলধারার মত একটানা প্রবাহ চলিল না; এ দেখাতে মরণ-মূর্চ্ছার ভিত্তি রহিয়া গেল।

ঋষিগণ এই বিপদটুকু দূর করিবার জন্য উপদেশ করিলেন—সব তুমি ত দেখিবে, কিন্তু অব্যক্ত মূর্ত্তির একটি ব্যক্ত মূর্ত্তিকে অবলম্বন কর। অব্যক্ত যিনি তিনি তোমার জন্য ব্যক্তমূর্ত্তি ধারণ করেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিংস্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

ইনিই মায়ামানুষ ইনিই মায়ামানুষী। তিনিই ইহা হন। তোমার কল্পনায় ইহার রূপ হয় না। ইহার নিজ সামর্থেই ইনি রূপ ধারেন। "ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ"। তুমি যে বিনা অবলম্বনে বিশ্বরূপকে উপাসনা করিতে গিয়া ফাঁকা দেখ; ধ্যান করিতে গিয়া অন্ধকার দেখ—সেই জন্য তোমার অবলম্বন চাই। এই অবলম্বনই তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তি।

নামরূপবিশিষ্ট খণ্ড মূর্ত্তিটি অবলম্বন কর, কিন্তু ইহা অবলম্বনে সেই বিশ্বরূপকে ভাবনা কর। যদি তাহা না ভাবিতে পার, যদি ভাব এই মূর্ত্তিটি মাত্র তিনি—আর কেহই তিনি নয়—তবে তিনি যে চৈতন্য তাহা না ভাবিয়া, তিনি যে বিশ্বরূপ তাহা না ভাবিয়া, তিনি যে জলেস্থলে, অম্বরতলেও আছেন তাহা না ভাবিয়া

তুমি জড় লইয়াই থাকিবে; তুমি পুতুলপূজা করিয়া ফেলিবে বা যদি মানুষ অবলম্বন কর, যদি গুরু অবলম্বন কর, তবে তুমি তোমার গুরুকে গুরু রাখিতে পারিবে না—লঘু করিয়া ফেলিবে; মানুষকে চৈতন্যস্বরূপে না দেখিয়া শুধু হাড় মাস দেখিবে। ইহা পৌত্তলিকতা।

ঋষিগণ মূর্ত্তি অবলম্বনে পূজা করিতে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু শুধু মূর্ত্তিটিতে থাকিতে বলিতেছেন না। মূর্ত্তি অবলম্বনে সজীব বিশ্বরূপের চিন্তা করিতে বলিতেছেন। তাই যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা; ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা এই সব উক্তি পাওয়া যায়।

অবলম্বনটিই তোমার ইষ্টদেবতা। তাঁহার নাম তোমায় সর্ব্বদা করিতে হইবে। তোমরা বহুদোষ করিয়া ফেলিয়াছ। চক্ষু বহু কুভাবে কত কি দেখিয়া ফেলিয়াছে, কর্ণ কত কুকথা রসের সহিত শুনিয়া ফেলিয়াছে, বাক্য কত কুকথা কতবার উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছে, নাসিকা কত কুৎসিত স্থানের ঘ্রাণও লইয়া ফেলিয়াছে; হস্ত কত কুৎসিত স্থান স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে, কত কুৎসিৎ কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে, চরণ কত কুৎসিত স্থানে পাপকর্ম্মের জন্য গতাগতি করিয়া ফেলিয়াছে। অহো! তোমরা বড় উগ্রকর্ম্মা। এস এস তোমাদের সব দোষের ক্ষমা হইবে; এস এস তোমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে; এস এস আমরা ধ্যান করি; এস এস এস তাঁহাকে ত জানিয়াছ তিনি সর্ব্বস্থানে আছেন, তিনি সব সাজিয়া আছেন—তাঁহাকে ত বিশ্বাসে জানিয়াছ; এখন তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার ইষ্ট অবলম্বনে তিনিই যে বিশ্বরূপ তাই চিন্তা করি এস। কত সুখ এ চিন্তায়, বড় সরলতা এই চিন্তায় আছে। কিছুদিন এই ভাবে উপাসনা কর। বেশ বুঝিবে তিনি বায়ু হইয়া স্পর্শ করেন; বায়ু-স্পর্শে তুমি কণ্টকিত কলেবর হও। তিনি আকাশ হইয়া নিরন্তর তোমাকে দেখিতেছেন—তুমি আকাশ দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব সুখে দাঁড়াইয়া থাক। তিনি রোগ হইয়া আসেন, আবার বৈদ্য হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন—এ দেখিয়া তুমি বিস্ময়ে ভরিয়া যাও। তিনি শৃগালের মধ্যে ঢুকিয়া করেন ফেউ, আবার মানুষের মধ্যে ঢুকিয়া মানুষ দেখিলে বলেন—কি মহাশয়, ভাল আছেন ত? বল তোমার দুঃখ তখন কি থাকে? কত রঙ্গে তাঁহার খেলা দেখিয়া তুমি কত আনন্দে ভাস, তাই দেখ। অথচ ধ্যানকালে সেই নবজলধর শ্যামমূর্ত্তিতে তাঁহাকে ভাবনারাজ্যে দেখিয়া কত আনন্দ পাও; তাঁহার নাম

জপে, তাঁহার লীলাচিন্তায়, তাঁহার গুণস্মরণে তুমি কি এক আনন্দতরঙ্গে ভাস, তাই দেখ। আবার যে অবলম্বনে তাঁহাকে চিন্তা করিতেছিলে, সেই অবলম্বনে একাগ্র যখন হইয়া যাও —তখন ভিতরে সেই সাজিয়া তাঁহার লীলা ভাবনারাজ্যে কতই অনুকরণ কর; আবার লীলা সাঙ্গ করিয়া স্বরূপে যখন বিশ্রাম কর, তখন তোমার মানুষ দেহ ধারণ করা কি তাহা বুঝিতে পার।

তাই বলিতেছি এই লইয়া সর্ব্বদা থাক, তবেই ত মরণ-মূর্চ্ছায় কোন ভয় থাকিবে না। এই আর কি বুঝিলে? ১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল।

--o--

অভিসার।

এস প্রিয়-মনোহারিকা! নব-অভিসারিকা!
অঞ্চল ভরি আনগো তুলি যূথী, জাতী, মল্লিকা;
ত্বরিত গমনে চারু-মঞ্জীর গুঞ্জরি
মাল্য-চন্দনে চর্চ্চি' অঙ্গ চল সুন্দরি!
চল-চঞ্চল-নীলাম্বর অঙ্গে সম্বরি
অয়ি পথ পিপাসিনী সোহাগিনী সুন্দরি!
অরুণ-চরণ ক্ষেপে, দামিনী ঝলকে,
তরুণ-যৌবনে লাবণ্য-ভরিত-বারি।
কজ্জল-শোভী-লোচন ঢালে ইন্দু-ভাতি।
ঘন-ঘোর তিমির-ভরা অভিসার রাতি।

সন্ধ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জলের নাম করিয়া নিগুর্ণব্রহ্মে লীনা সেই আত্মাশক্তির নিকট—শুধু আমার নয় —আমাদের, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। অতঃপর সৃষ্টির আদিতে মা যখন অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিতে লাগিলেন, তখন সেই বিন্দুস্থানে অর্দ্ধনারীশ্বর আবির্ভূত হইলেন। সেখানে কেবল মাই আছেন আর কিছুই নাই অর্থাৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যের উপর পরিপূর্ণ শক্তি বিরাজ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় আন্তন্তরহিত স্বচ্ছ চিদাকাশে দিগন্তব্যাপী জ্যোতির বিকাশ হইয়াছে। যতদূর দেখা যায় শুধুই সেই জ্যোতি

আর কিছুই নাই। দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভিতরে আধার-চৈতন্য এবং তাঁহার উপরে এই মহাশক্তির উজ্জ্বল রূপের ছটা। অনূপ দেশীয় জলের ন্যায় এই মহাশক্তির নিকট আমরা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ক্রমে সৃষ্টি যখন আরও অগ্রসর হইল, তখন অর্দ্ধনারীশ্বরের শক্তি ও শক্তিমান্ স্বতন্ত্রমত হইয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেবী মহাদেবকে লইয়া লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কেবল তাঁহারাই দুইজন আছেন আর কেহই নাই। সমুদ্র যেরূপ পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাদেবী মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াও স্বতন্ত্রমত দেখাইতেছেন। ইহার পর ক্রমেই যেমন যেমন সৃষ্টি হইতে লাগিল, অমনি ঐ যুগলমূর্ত্তি জলের কূপ, তড়াগাদিতে প্রবেশবৎ নানা প্রকার ঘটপটাদিতে প্রবেশ করিয়া বহুজীবরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এই ঘট পটাদি হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর পর্য্যন্ত সমস্তই সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতিরূপ মাত্র। সেই মহামায়ার ইচ্ছার উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। তিনিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত প্রসব, পালন ও সংহার করিতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি আলোক প্রদান করেন, ইন্দ্র জল বর্ষণ করেন এবং বায়ু প্রবাহিত হন। তাঁহারই নিয়ম অনুসারে ইন্দ্রিয়সকল আপনাপন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, প্রাণ শরীরকে রক্ষা করে, বুদ্ধি দেহ ও মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। তাঁহারই ইচ্ছায় রাত্রির পর দিন ও দিনের পর রাত্রি হয়, ঋতু সকল আপন আপন অধিকার কালে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কাল অনুসারে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। আমরা সকলে সেই সর্ব্বমঙ্গলা, সচ্চিদানন্দ-ময়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হই। তিনি জগজ্জননী, সুতরাং তিনি শান্ত্রীত জীবের মঙ্গল আর কে করিবে? তাই ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত এই বিপুল জীবসঙ্ঘ তাঁহারই মুখ চাহিয়া আছে! তিনি কৃপা করিলেই গতি হয়, নচেৎ নাহে। তিনি অন্ন দিলে তবে দীন জীব অন্ন পায়, তিনি শুদ্ধ করিয়া দিলে তবে অশুচি জীব পবিত্র হয়, তিনি আনন্দের বিধান করিলে তবে দুঃখী জীব আনন্দধামে পঁহুছিতে পারে। সুতরাং তাঁহার চিন্তা না করিয়া, তাঁহার চরণে আশ্রয় না লইয়া জীব আর কাহার আশ্রয় লইবে? তাই আজ কাতরভাবে আমরা তাঁহার শরণাগত হইতেছি। তিনি আমার এবং তাবৎ জীবপুঞ্জের মঙ্গল করুন। তিনি এক হইলেও বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। আমার মঙ্গল তিনি তাঁহার যে কোন জীবভাবেই করিতে সমর্থ; কিন্তু আমি ত শুধু

আমার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি না। আমি এই চরাচর বিশ্বের কল্যাণ জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তিনি আমাদের সকলের যাবতীয় অমঙ্গল দূর করুন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদের কল্যাণদায়িনী হউন। তাঁহার অব্যক্ত অবস্থা হইতে যেমন যেমন সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে, তদনুযায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় পরবর্ত্তী সৃষ্টির কল্যাণ করুন—তাহা হইলে আমারও কল্যাণ হইবে।

মার্জ্জনের অপরাপর মন্ত্রগুলিতেও মায়ের নিকট নানাপ্রকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা বলি—মা আমরা অত্যন্ত মলিন, আমাদিগকে নির্ম্মল করিয়া লও। আমাদের দেহ ও মন উভয়ই অপবিত্র। তুমি উভয়কে পবিত্র কর। নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া দ্বারা আমাদের শরীর অশুদ্ধ হইয়াছে এবং রাগ দ্বেষ ও কাম-ক্রোধাদির দ্বারা আমাদের চিত্ত-কলুষিত হইয়াছে। মা তুমি আমাদিগকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত কর। সংসার-অরণ্যে দেহ হইতে দেহান্তরে যাতায়াত করিয়া আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে তোমার সুশীতল ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। তরু যেমন তাহার ছায়ার দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করে—তুমিও তেমনি আমাদের বিষয়বাসনারূপ ক্লেশ দূর করিয়া দেও। স্নান করিলে যেমন শরীরের মল দূর হয়, তুমি তেমনি আমাদিগকে তোমার করুণাবারিতে স্নান করাইয়া আমাদের দেহ ও মনের সমস্ত মলিনতা দূর কর। মন্ত্রের দ্বারা যেমন সাধারণ ঘৃত পবিত্র করিয়া যজ্ঞের উপযোগী করা হয়, আমরা প্রণবরূপিণী তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পবিত্র করিয়া ত্রাণ কর। আমরা বলি—মা তুমি আনন্দময়ী। অতএব ইহকাল এবং পরকাল উভয়কালেই তুমি সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গল-বিধান কর। আমরা অতি দীন। দেহরক্ষার জন্য সদাই ব্যস্ত। তুমি করুণা করিয়া ইহকালে আমাদের অন্নাদির সংস্থান করিয়া দেও। কিন্তু শুধু তাহাতেই হইবে না। আমাদিগকে তোমার আনন্দময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপটি দেখাইয়া তোমাকে আমাদের মুক্তির পথ সরল করিয়া দিতে হইবে। মা, তোমার যে "শিবতম রস" অর্থাৎ পরম আনন্দময় চিন্ময়ভাব—তাহাই আমাদিগকে অর্পণ কর। জননীর তুল্য সন্তানের হিতৈষী আর কে আছে মা! যে আনন্দময় ভাবের উপর এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, দয়া করিয়া সেই ভাব আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেও। তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

মার্জ্জনের ইহাই পূর্ব্বাংশ। মায়ের নিকট উক্তরূপে প্রার্থনা করিয়া পরে

চিত্তশুদ্ধির জন্য সৃষ্টিতত্ত্বরূপ তাঁহার লীলা চিন্তা করিতে হয়। মহাপ্রলয়কালে যখন কিছুই ছিল না তখন একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের কোন এক নিভৃত স্থানে তাঁহার সুপ্তশক্তি অব্যক্তাবস্থায় বাস করিতেন। ক্রমে সেই ব্রহ্মণ্যদেবের হৃদয়ের উপর সেই সুপ্তশক্তি তমোময়ী হইয়াপ্রকাশিত হইলেন। সেই মূর্ত্তি সগুণ, কি নিগুর্ণ, কি উভয়ই তাহা বলা যায় না। বেদ বলিতেছেন—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ (আসীৎ)—ততঃ রাত্রী অজায়ত"। এই কালরাত্রিরূপা মহাদেবী মহাদেবের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলেন। অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেন। কিন্তু ব্যক্ত হইলেও তখনও কোন প্রকাশ ছিল না। তাঁহার গাঢ়কৃষ্ণরূপে চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল। সেই ঘন অন্ধকারে কেবল সত্তামাত্র বোধ ছিল, আর কোন অনুভব ছিল না। যোগীর তুরীয় হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় অবতরণের ন্যায় এই অবস্থা। ফল্গুনদীতে বন্যার ন্যায় ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি পুঞ্জীকৃত অন্ধকাররূপে ছাইয়া ফেলিল। আদিদেব পদতলে পড়িয়া রহিলেন—উপরে শ্যামামা নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাই আজ সেই মহাদেবীকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেই ত্রিসন্ধ্যায় তাঁহার নিকট জীবের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করেন—"শন্ন আপো ধন্বন্যা শমনঃ সন্তু নূপ্যা" ইত্যাদি। এবং পরে তাঁহারই লীলা স্মরণ করিয়া বলেন—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ (আসীৎ) ততঃ রাত্রী অজায়ত ততঃ তপসঃ অর্ণবঃ (জলময়ঃ) সমুদ্রে অধ্যজায়ত"। সেই মহাদেবী হইতে এই বিশ্ব চরাচার উৎপন্ন হইয়াছে। "তপসঃ" অর্থাৎ নিয়তিবশে অর্থাৎ সেই মহামায়ার ইচ্ছানুসারে প্রথমে জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। চতুর্দ্দিক্ সেই কারণ-সলিলে প্লাবিত হইয়া গেল। অনন্তর এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা (মিষতঃ বিশ্বস্য বশী) বিধাতা আবির্ভূত হইলেন। অনন্তশক্তি অনন্তশক্তিমান হইতে কিঞ্চিৎ পৃথকমত হইলেন। তাহার পর বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী এবং যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম সৃজন করিলেন। যে দেবীর ইচ্ছায় এই সৃষ্টি ব্যাপার চলিতেছে, আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার লীলা স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরনাপন্ন হই এবং প্রতিদিন যুক্ত-করে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি—যেন তিনি আমাদের সকলকে শুদ্ধ করিয়া ইহকালে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখেন এবং পরকালে তাঁহার চরণে স্থান দেন।

মার্জ্জনের দ্বারা ভিতরে যে ভাব জাগরিত হয়, প্রাণায়ামের দ্বারা তাহাই স্থায়ী করিতে হয়। মার্জ্জনের পর এবং প্রাণায়াম করিবার পূর্ব্বে একবার

ঋষিদিগকে স্মরণ করা আবশ্যক। তাঁহাদের কৃপা না হইলে আমাদের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ যে দেবীর কথা বলা যাইতেছে, তাঁহারই সাধনা করিয়া এই ঋষিরা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিতে হইলে তাঁহাদের স্মরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথমেই ব্রহ্মা মায়ের প্রণবমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার তেজোময়ীরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব কার্য্যারম্ভ করিবার সময় প্রথমেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে হয়। এই প্রণব হইতেই গায়ত্রী। প্রণব বিকশিত হইয়া সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী ও গায়ত্রী শিররূপে পরিণত হন। সপ্তছন্দে বিবৃত সপ্তব্যাহৃতির দ্রষ্টা প্রজপতি ঋষি। গায়ত্রীর ঋষি মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং গায়ত্রীশিরের ঋষি প্রজাপতি। তাই তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া পরে মায়ের জ্যোতির্ম্ময়ীরূপের ধ্যান করিতে হয়। মা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবমূর্ত্তিতে এই জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন ইহাই চিন্তা করিতে করিতে প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করিয়া দিবারাত্রিকৃত যাবতীয় দুষ্কৃতি সমূহ আত্মদেবের সম্মুখে আহুতি দিয়া আচমন করিতে হয়। অনন্তর পুনর্মার্জ্জন ও অঘমর্ষণ জপদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ হইয়া গায়ত্রীয় আবরণ-দেবতা জগতের আত্ম-স্বরূপ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিলে পর, গায়ত্রীর পূজা আরম্ভ হয়। সূর্য্যোপস্থানের পর গায়ত্রীর আবাহন, অঙ্গন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে গায়ত্রী জপ করিতে হয়। গায়ত্রী মায়ের অন্যতম মূর্ত্তি। ইনি আদি শক্তি। গায়ত্রীজপের অর্থ সেই আদ্যাশক্তির করুণা ভিক্ষা করা, মায়ের ভাষায় বলা—মা আমাদিগকে তরাইয়া দেও। কাতর হইয়া বলা—মা আমাদের কলুষিত বুদ্ধি সংসারে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তুমি ইহার একটা গতি করিয়া দেও। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবস্বরূপিণী; তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের জ্যোতি, তুমি ব্রহ্মের হৃদয়, তুমি দয়া করিয়া আমাদের বুদ্ধিকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর, তুমি ইহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল, তুমি ইহাকে তোমার করিয়া লও। আমরা অজ্ঞানী, সুতরাং অন্ধ। আমরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় এই সংসার-অরণ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া পথে লইয়া চল। মাই আমাদের একমাত্র সহায় এবং গায়ত্রীই তাঁহার একমাত্র উপদেশ। বিপদে পড়িয়া আমরা ব্যাকুল হইয়া কতবার বলি "এখন কি করি"। এই কাতর প্রশ্নের একমাত্র উত্তর গায়ত্রী। কি করি?—মায়ের শরণাগত হও। মা তোমাকে

পথ দেখাইয়া দিবেন, মা তোমার বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া দিবেন, মা তোমার একটা উপায় করিয়া দিবেন। সর্ব্বকালে এবং সকল বিষয়ে মাই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। গায়ত্রীই আমাদের একমাত্র প্রার্থনার বিষয়। গায়ত্রী জপ উন্নতির জন্য নহে, অলৌকিক সামর্থ্য অথবা যশের জন্য নহে পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট, ভয়, উদ্বেগ অথবা পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। অতএব আমাদের প্রাণপণে গায়ত্রীর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ইহা করিয়া কি ফল হইল তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। এ সাধনার সদ্য ফল এই যে, ইনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে তোমাকে অলক্ষিত ভাবে রক্ষা করিবেন। তাহার পর আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন আছে কি ? অচঞ্চল চিত্তে নিত্য নিয়মিত রূপে তাঁহার শরণাপন্ন হও এবং তাঁহার দিকে তাকাইয়া সংসারে চলিয়া যাও। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সময় বা চেষ্টার আবশ্যক হইবে না। অন্তিমকালেও একবার আমাদের বুদ্ধিকে যদি আপনার দিকে আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে কোটি জন্মের সাধনার ফল এক মুহূর্ত্তে ফলিয়া যাইবে। সুতরাং ব্যস্ত না হইয়া আমাদের অত্যন্ত ধীর ভাবে গায়ত্রীর সাধনা করা উচিত।

গায়ত্রী জপ শেষ হইলে জপ বিসর্জ্জন। অনন্তর গায়ত্রী উপাসনায় হৃদয়ে যে ব্রহ্মভাব জাগরিত হয় তাহাই অবিচলিত রাখিবার জন্য ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নির উপাসনা করিতে হয়। তাহার পর সত্য ব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেবকে প্রণাম করিয়া, জগদাত্মা সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিতে হয়। ইহাই সামবেদীয় সন্ধ্যা। ইতি।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভূমিকা।

এস এস প্রাণ জুড়াইবে এস। কেন বিলম্ব করিতেছ ? কি দেখিতেছ ? বাহিরে দেখিও না, বাহিরের ভাবনা ভাবিও না, একবার ভিতরে দেখ আর ভিতরের কথা ভাব। আহা ! কত সৌভাগ্য তোমার, তুমি যে ভারতের শিশু কর্ম্মভূমির সন্তান—তুমি যে উপনীত হইয়াছ, তোমার যে দ্বিতীয় জন্ম হইয়াছে—কাহার পুত্র হইয়া কাহার গর্ভে জন্মিলে একবার দেখিবে না ? কোন্ সুখের দৃশ্য তোমার নয়নপথে ফুটিয়া উঠিয়াছে একবার দেখ। ঐ দেখ, তোমার দ্বিতীয় জন্মের জননী,

আহা! কত সুন্দর তাঁহার মধুর মূর্ত্তি। ঐ দেখ তোমার হৃদয়কমলমধ্যে ষট্‌কোণ-মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাসনে কে বসিয়া আছে? দেখ দেখ নয়নের ক্ষুধা মিটিবে,ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইবে চল, কি শুনিতেছ আমার কথাগুলির দিকে শূন্যদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া থাকিও না, কথাগুলিকে সকল দুঃখের স্থানে বসাইয়া তাহাই লইয়া থাকিও না, কথা তোমায় যেখানে লইয়া যাইতেছে —চল একবার মৃদুপদবিক্ষেপে সেইখানে চল।

ব্র] গুরুদেব! হে আর্ত্তত্রাণপরায়ণ! হে পতিতবন্ধো! হে করুণা সিন্ধো! আপনাকে শত শত প্রণাম করিতেছি, কিন্তু ভগবন্! আমি যে যাইতে পারিতেছি না—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ইহারা যে বলপূর্ব্বক আমায় টানিতেছে। আপনি এই বদ্ধজীবের বন্ধন খুলিয়া আপনার পদানুসরণে ইহাকে ব্যাপৃত করুন, আমায় আমার মাতৃদর্শনের অধিকারী করুন। কাঙ্গাল হইয়া অনন্ত সংসার পথে আমি ঘুরিয়া মরিতেছি, আমায় আমার মাতৃধনের অধিকারী করুন--আমার জীবন দান করুন।

আ] বাছা, বিষয়,দেহ,ইন্দ্রিয় তোমায় আকর্ষণ করিতেছে,আচ্ছা আমি তোমায় যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, বন্ধন শিথিল হইবে, আমার সহিত চলিতে পারিবে। বিষয়ের কথা প্রথম ভাবিও না, প্রথম দেখ এই দেহ, এই অপবিত্র নরক-কুণ্ড সম দেহ,ইহাতে তোমার আসক্তির কি আছে? এই দেহ চর্ম্মময় মলমূত্রভাণ্ড, ইহাতে আসক্তির কি আছে? আহা তুমি অমৃতময় কিন্তু এই দেহ পিশাচ সর্ব্বদা তোমাকে কদর্য্য অতিঘৃণিত বস্তুতে লোলুপ করিয়া রাখিয়াছে, আরও দেখ, এই পাপিষ্ঠ দেহ যেখানে ছিল,যেখানে আছে,যেখানে যাইবে, সকলই নরক, এই দেহ-রূপ বিষবৃক্ষ যেখানে অঙ্কুরিত হইয়াছে, প্রথম তাহাই ভাব—কি ঘৃণিত সেই স্থান উহা মলমূত্রের পূতিগন্ধপূর্ণ ক্লেদরক্তের আবাসভূমি নিত্য অন্ধকারময়; তার পর সেখান হইতে পৃথিবীতে আসিল আসিয়াই অজ্ঞান অন্ধকারে ধূল্যব-লুণ্ঠিত হইল। ইহার নবচ্ছিদ্র, বিলাসী ইন্দ্রিয়গণ কখনও চীৎকার, কখন হাহা হীহী ইত্যাদি হাস্যনামক বিকারে, কখনও আঃ উঃ ত্রাহি ত্রাহি, কখন দীয়তাং ভুজ্যতাং ইত্যাদি কাক-কোলাহলে ইহাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার হৃদয়গর্ত্তে নিয়ত বাসনা নামক নরকবহ্নি জ্বলিতেছে। ইহাতে কখনও রৌরব, মহারৌরব, কখনও কালসূত্র, কখন অন্ধতামিশ্র ফুটিয়া উঠিতেছে! আবার ইহার শেষ চিন্তা কর; এই পিশাচ এইরূপ উন্মত্ত তাণ্ডবে নৃত্য করিয়া

যখন অবসন্ন হইয়া উত্তর শিরে শয়ন করে—তখন কি ইহার বিকৃত দৃশ্য—রোগ-যন্ত্রণায় ইহা 'ছটফট্' করিতে থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় বিদীর্ণ হইতে থাকে; ক্রমে শয্যাকণ্টক কণ্টকাকীর্ণ নরক পথের পরিচয় দিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্রমে ইহার নয়নগর্ত্ত, মলাক্ত হইয়া যায়, কণ্ঠদ্বারে শ্লেষ্মা কালরাজের রথধ্বনির মত ঘর্ঘর করিতে থাকে, হস্ত পদাদি শীতল হইয়া সমাংস অস্থিখণ্ডের মত অশুচি বোধ হইতে থাকে আর ইহার গর্ত্তগত বায়ু বনভঞ্জনকারিণী বাত্যার মত ইহাকে উন্মথিত করিয়া তুলে—তখন কখনও ইহা আকুঞ্চিত, কখন প্রসারিত, কখন তীব্রযন্ত্রণা উদ্‌গারী উৎক্রমণ এই সমুদয় অভিনয় এই রাক্ষস করিতে থাকে। কিন্তু রাক্ষসের তখনও বিরাম নাই, তখনও ক্ষুধা,তখনও অপান গ্রহণের জন্য বিকল মুখ ব্যাদান; হতভাগ্য তখনও সুখের প্রয়াসী এইরূপে মর্ত্তলীলার অবসান হয়, তারপর নরকলীলা, সে ভীষণ দৃশ্য অবর্ণনীয়: এই দেহ-চোর মানবলীলা করিয়াই শ্মশান-বহ্নিতে ছাই হইয়াই 'খালাস' পায়; কিন্তু যাহারা বড় সাধে এই চোরের সহিত মিশিয়াছিল, এইবার তাহাদের শাস্তি আরম্ভ হয়। মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় ইহারা তখন যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হয়, বর্ত্তমান সময়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত জীব যেমন মৃত্যু-পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হয়—এই যাতনা-দেহ সেইরূপ। এই যাতনা-দেহ কখন ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করে, কখন বা বিষ্ঠাকুণ্ডে, কখন পূয়কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। কখন ভীষণ দংশগণ ইহাকে দংশন করিতে থাকে, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ নরক ইহাকে স্বকর্ম্মের উপহারে ভোগ করিতে হয়, জীবন থাকিতে থাকিতে অজ্ঞানান্ধগণ 'দেহ ত শ্মশানেই ভস্ম হইল আর যন্ত্রণা হইবে কার বলিয়া' যে নরকবহ্নি ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছিল, আজ নিদ্রায় দেহ বিগলিত হইলে স্বপ্ন-দেহের মত যাতনা-দেহ সেই নরকাগ্নি ফুৎকারে জ্বালাইয়া তুলে, হতভাগ্য 'ত্রাহি ত্রাহি' চীৎকার করিয়াও কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে না।

যাহা হউক এই গেল নরকযন্ত্রণা, আবার কালক্রমে সেই গর্ভযন্ত্রণা, সেই পূতিগন্ধময় মাতৃগর্ভ। এই মাতা কখন শূকরী, কখনও কুক্কুরী, কখন পক্ষিণী, কখনও সৌভাগ্যফলে মানবী, কখনও ততোধিক সৎকর্ম্ম-পরিপাকে ব্রাহ্মণী। তাই বলিতেছিলাম—তুমি বড় ভাগ্যবান্। তুমি আজ ব্রাহ্মণীগর্ভের সন্তান; কিন্তু সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার কর, দুর্ভাগ্য সঞ্চয় করিও না একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি কি সংকল্প লইয়া সেই গর্ভে বাস করিয়াছিলে। ভাবিও না গর্ভবাসে সংকল্প

ইহা অসম্ভব। একবার ভাব—এই সহায় সম্পদ, পরিপুষ্ট এই দেহ, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি লইয়াও তুমি যখন অপ্রতিবিধেয় বিপদের গর্ভে পতিত হও, যখন তোমার সহায় সম্পদ্ বিফল হয়, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অক্লান্ত চেষ্টার সাহায্য যখন বৃথা হয়, তোমার দেহ প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপন প্রাণমন বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া শত চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হয়, তখন তুমি কি কর—একবার কি আর্ত্ত হইয়া সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ অগতির গতি শ্রীভগবান্‌কে কাতরকণ্ঠে ডাক না, একবার কি বল না হে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমায় উদ্ধার কর; আমি মানস করিতেছি—আমি এই বিপদ হইতে মুক্ত হইলে তোমার আরাধনা করিব, শত শত উপচারে তোমার সেবা করিব। এই অভিজ্ঞতা লইয়া সেই গর্ভবাসের সঙ্কল্প বিশ্বাস কর, স্মরণ কর, তোমার স্মরণ হইবে না তাই গ্রামোফোণের রেকর্ডের মত তোমার সেই সংকল্প-গাথা উপনিষদ্‌রূপিণী জননীর হৃদয়-গর্ভে লিখিত আছে শুন—তোমার দুঃখ গাথার প্রতিধ্বনি ঐ গীত হইতেছে—

পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততোময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কম্॥

ইত্যাদি

কি বলিয়াছিলে বুঝিলে? বলিয়াছিলে—বড় আর্ত্তকণ্ঠে, বড় দীননয়নে সেই দীনবন্ধুর পানে তাকাইয়া বলিয়াছিলে উঃ আমি সহস্র সহস্র পূর্ব্বযোনি দেখিলাম—তারপর সেই সেই যোনিতে কতপ্রকার আহারই না ভোগ করিলাম—কত স্তনই না পান করিলাম, কতবারই না জন্মিলাম, কতবারই না মরিলাম, পুনঃ পুনঃ কত জন্মই না আমার হইল! অহো তথাপি ত এ যন্ত্রণার কূল পাইলাম না। আমি পূর্ব্বজন্মে আত্মীয় স্বজনের জন্য যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, আজ একাকী সেই কর্ম্মের ফলে দগ্ধ হইতেছি; কিন্তু আমার সেই আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ, সেই ফলমাত্র-ভোগিগণ যে যাহার স্থানে চলিয়া গিয়াছে; কেহই আমার এই দুঃখের সাগরে

সাথের সাথী ত হইল না! আহা! আমি আজ অকূল দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া যে কোন প্রতিকার দেখিতেছি না! যদি আমি এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে পূর্ব্বের মত শূন্য-হৃদয় হইয়া থাকিব না; তাহা হইলে আমি যিনি আমার অশুভহারী, যিনি ফলমোক্ষদাতা—আমি সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হইব। সকলে উপেক্ষা করিলেও যিনি উপেক্ষা করেন না, আমি ছাড়িলেও যিনি আমাকে আদরের ধন করিয়া বুকে করিয়া রাখেন, এমন দয়ার সাগর মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব।

বৎস! এইভাবে তুমি কত কথাই বলিয়াছিলে—কেন এখন সব ভুলিয়া রহিলে—এস এস আর শূন্যমনে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিও না—এস আমি তোমায় তোমার সেই নারায়ণ-চরণারবিন্দে পৌঁছাইয়া দিতেছি। বৎস! এই নারায়ণ-চরণারবিন্দে উপনীত করিবার জন্যই তুমি শ্রীনারায়ণের স্থূলমূর্ত্তি আচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়াছ; এই জন্যই তোমার উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে। আপাততঃ উপনয়ন-সংস্কারের পরে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই তোমায় বলিতেছি—

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ॥

অর্থাৎ আচার্য্য দ্বিজাতি শিশুকে উপনীত করিয়া যে স্থানে স্থিতিলাভের জন্য তাহার উপনয়ন, সেই নারায়ণ স্বরূপে উপনয়নের জন্য উপনীত শিষ্যকে প্রথমতঃ শৌচ, আচার ও অগ্নিকার্য্য শিক্ষা দিবেন, এবং সন্ধ্যা উপাসনা শিক্ষা দিবেন। তন্মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে শৌচ, আচার এবং অগ্নিকার্য্য সম্বন্ধে এখানে তোমাকে সংক্ষিপ্তভাবে দু'চারিটি কথা বলিয়া সবিস্তররূপে সন্ধ্যোপাসনার বিষয় বলিব। কিন্তু প্রথমতঃ তোমার অভীষ্টলাভের সহিত এই শৌচ, আচার, অগ্নি কার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনার সম্বন্ধ কি, তাহা না বুঝিলে বর্ত্তমান সময় শৌচাচারাদি প্রতিপালন তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না; কেননা এই ঘোর কলিযুগে অধিকাংশ লোক এতৎসমুদয়ের আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না; অথচ ইহারাই সমাজে বরণীয়। যাহারা যে সময়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত—অজ্ঞাতসারে অনুচিকীর্ষা-বশীভূত জীব আচার ব্যবহার রীতি নীতিতে তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে, সমাজ যখন আর্য্য মহিমা বোধের যোগ্য ছিল—সমাজের ছোট বড় সকলের হৃদয়ই

যখন ব্যাস বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণের চরণে প্রণত ছিল—দিগ্‌বিজয়ী সম্রাটের মণি-মাণিক্যাদি লাঞ্ছিত রাজমুকুট যখন সেই বল্কলাজিনধারী ঋষিগণের চরণ-পরাগে রঞ্জিত হইত, তখন লোক অবশ হইয়া ঋষিগণ-সেবিত শৌচ আচার সন্ধ্যা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিত, নিত্য আহার বিহারাদির মত তখন শৌচ আচার সন্ধ্যা উপাসনার বিরুদ্ধে কোন কথাই উঠিত না। আহার ভিন্ন জীবন ধারণ অসম্ভব, ইহা যেমন এখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না, তৎকালে লোক শৌচাচারাদি অনুষ্ঠান-লব্ধ সত্বশুদ্ধি জীবনের জীবন বলিয়া বুঝিত; তাই নির্জ্জীব জীবনরক্ষার জন্য মাত্র প্রয়াস না করিয়া তাহারা সজীব জীবন রক্ষায় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, শৌচাচারাদি অনুষ্ঠান করিতেন। ইহার বিরুদ্ধে কোন তর্কই উঠিত না, আর উপস্থিত সময়ে অনেকেই ঋষিগণের বংশধর হইয়াও কশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য ইত্যাদি ঋষি-গণের নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াও নির্জ্জীব জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়াছে; অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার অঙ্গাভরণ করিয়া লইয়াছে, আর তর্ক উঠিয়াছে সন্ধ্যা উপাসনার বিরুদ্ধে, কুসংস্কার ভাবিতেছে শৌচাচারকে—তাই উপস্থিত অধর্ম্মের খরতর প্রবাহের মধ্যে শৌচ-আচারাদি অনুষ্ঠান করিতে হইলে শৌচ, আচার, সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদির সহিত অভীষ্ট লাভের সম্বন্ধ কি, আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আলোক-মন্দির যেমন সমুদ্রের প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালার অসহনীয় তাড়নার সহিত সংগ্রাম করিয়া তরঙ্গ-ভঙ্গের আস্ফালন অগ্রাহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং দিঙ্-মূঢ় সমুদ্রযাত্রীর দিঙ্‌নির্ণয় করে—তদ্রূপ এই অধর্ম্ম-বিক্ষুব্ধ কালপ্রবাহে যাহা আপন দুর্ভেদ্য প্রাকারে আপনি সুরক্ষিত রহিয়া বাহ্য তরঙ্গের দুর্দ্দমনীয় অভিঘাত অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করিতে পারে, দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য এমন শাস্ত্রবিজ্ঞানমন্দির আবশ্যক হইয়াছে। তাই তোমাকে শৌচ সদাচারাদির সহিত অভীষ্ট বস্তু লাভের সম্বন্ধ বিষয়ক উপদেশ করিয়া পরে সন্ধ্যা উপাসনার কথা বলিব।

উপস্থিত সময়ে একদিকে যেমন শৌচাদির বিরুদ্ধে নানাবিধ কুতর্ক উঠিয়াছে, বহু প্রকার অপসিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতেছে—অপরদিকে অন্তর্বিশৃঙ্খলা ও অল্প অপকার করে নাই যাহারা বিজ্ঞান-বিরহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ভাবে কোথাও-স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, কোথাও আবহমান অভ্যাস বসতঃ এই শৌচাদি অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারাও অযথাযথ রূপে অনুষ্ঠান করিবার ফলে শৌচাদির ফলস্বরূপ সত্বশুদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে না পারিয়া সমাজে বিকৃত উদাহরণ প্রণয়ন

করিতেছেন ; আলো আঁধারের মত তাহাদের জীবন পটে সন্ধ্যা উপাসনা ও মিথ্যা-কথা কপটতা ও ভক্তিগদ্গদ ভাষা চিত্রিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জনকে একেবারে বিকৃত সিদ্ধান্তগ্রহণে বদ্ধপরিকর করিয়া তুলিয়াছে। অন্তর্ব্বহিঃ এই দ্বিবিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তোমাকে কর্ত্তব্যের একপদীতে বড় সন্তর্পণে চলিতে হইবে, তাই তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিতেছি—সম্বন্ধবিষয়ক উপদেশ করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে অনেক বহিরালোচনা করিতে হইল, যাহা হউক এখন তুমি আপন ঘরে ফিরিয়া আইস ; যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহা তোমায় বলিতেছি তাহা অনুকূলরূপে গ্রহণ করিতে হইলে বুদ্ধির নিম্নবর্ণিত গুণ কয়েকটী আবশ্যক হয়—

শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণন্তথা।
ঊহাপোহার্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধী-গুণাঃ।

বুদ্ধি সাত্ত্বিক পদার্থ, দর্পণ যেমন স্বতঃ স্বচ্ছ, সেইরূপ। দর্পণের মত ইহাতেও কখন কখন আগন্তুক মল সংযুক্ত হয়—তখন বস্তুর স্বরূপ দর্শনে সামর্থ্য থাকেনা, বস্তুজ্ঞান বিকৃত ভাবে হইয়া থাকে। প্রতি জীবের এইরূপ বুদ্ধি-দর্পণ আছে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে উহা অধিকাংশস্থলেই বিকৃতিগ্রস্ত। এই বিকৃতি বিভিন্নরূপ, সুতরাং বস্তুর বিকৃত জ্ঞানও বিবিধরূপ। এই জন্য একজন একরূপ বিকৃতি লইয়া একরূপ অপসিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন, অপরে তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করেন। তারপর আর এক উপদ্রব—অমার্জ্জিত বুদ্ধি, দুর্জ্জয় তামসিক অহঙ্কার প্রসব করে। এইরূপে দুর্দমনীয় অহঙ্কার লইয়া যখন বাদী প্রতিবাদী আপন অপসিদ্ধান্ত পরস্পর পরস্পরের মধ্যে স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য অঙ্কিত হইতে থাকে—ফলে রাগদ্বেষ বাড়িয়া যায়, ভগবদনুরাগ উদিত হয় না। এইরূপ বিকৃত বুদ্ধির উদাহরণ পাইয়া পাইয়া এখন কথা উঠিয়াছে—'বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। কোথাও কেহ গাইতেছেন—'মায়ের কাছে যাবি যদি, যে'ও না শাস্ত্র জঙ্গলে' কিন্তু নিত্য সত্ত্বস্থ ঋষিগণ বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষেণানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥

শ্রীগুরু-সঞ্চার-লব্ধ প্রত্যক্ষ, তদনুকূল অনুমান বা তর্ক, এবং তদ্বিষয়ক ধ্যানাভ্যাসে অনুরাগ—এই ত্রিবিধ উপায়ের প্রণালীতে জলপ্রণালী দ্বারা যেমন নদী প্রবাহস্থিত জলরাশি ক্ষেত্রে বা পুষ্করিণীতে আনীত হইয়া ক্ষেত্রস্বামী পুষ্করিণী—পতির জল

নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ প্রজ্ঞা আপন প্রজ্ঞা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; তৎপর শিষ্য শ্রুতবিষয়ে সমাধি না যোগলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে একই অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত জ্ঞানরাশি গুরুশিষ্য-রূপ জীবন্ত মূর্ত্তিতে বহুধা বিভক্ত হইলেও হ্রদ, তড়াগ পুষ্করিণী, সরোবর ইত্যাদি বহু আধারগত জল যেমন এক জলই, তদ্রূপ একই থাকেন। এইজন্যই পুরাকালে সম্প্রদায়-ভেদ হইত না, মতভেদ থাকিত না, অন্তর্বিদ্রোহ সমাজদেহকে এখনকার মত জর্জ্জরীভূত করিত না, এখানকার মত কবীরপন্থী দাদুপন্থী, নানকপন্থী হইয়া হইয়া শেষে 'আপাপন্থী' প্রণীত হইত না, সমাজ সুস্থ ছিল। উপাস্য, উপাসনা, উপাসক সম্বন্ধে এত যে মতভেদ, ইহার মূলকরণ বুদ্ধির বিকৃতি; এইজন্য উপদেশ গ্রহণের পূর্ব্বে কি ভাবে উহা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া রাখিলাম। বলিলাম নিজের জীবন-তরণী যে দুঃখ-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া প্রথম তৎপ্রতিকারের উপায় শুনিতে ইচ্ছুক হও—ইহাই শুশ্রূষা, তারপর একাগ্রমনে গুরুমুখে শাস্ত্র <u>শ্রবণ</u> কর, তৎপর <u>মনন</u> সাহায্যে গ্রহণ করিয়া চিত্তে ধারণ কর। তৎপর যাহা তৎকালে বলা হয় নাই, অথচ জ্ঞেয় বিষয় ভালরূপে বুঝিবার জন্য আবশ্যক, তাহা স্মরণ করিয়া কথিত বিষয়ের সহিত মিলাইয়া বঝিতে চেষ্টা কর—ইহা উহ; আর যে কথাগুলি বোধ-সৌকর্য্যের জন্য বলা হইয়াছিল, অথচ তাহা জ্ঞেয় তত্ত্বের অঙ্গীভূত নহে, তাহা তণ্ডুলযুক্ত তুষের ন্যায়, তাহা পরিত্যাগ কর, অর্থ অবগত হও; তৎপর <u>নিদিধ্যাসন</u> সাহায্যে তত্ত্ব অবগত হও, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান।

যাহা হউক, তোমার গর্ভ বাসের সংকল্প হইতেছে 'তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্'। তুমি নারায়ণের শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু কোথায় নারায়ণ? তুমি কোথায় তাঁহাকে পাইবে, ভাবিয়া দেখ। দ্বাপর যুগের শেষে জগতের জীবন, ভক্তপ্রাণধন, ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তখনকার ভাগ্যবান্ জীব পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহার যাহা শক্তি তাহাই লইয়া তাঁহার চরণে উপহার দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইত। তখন সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন অনন্তবাক্যোদ্গারিণী রসনার নাস্তিত্ব-বাদী বক্তার মত লোক উপহাসাস্পদ যুক্তিতে সর্ব্বশক্তিদাতা শ্রীভগবানের শক্তিতে অনুপ্রাণিত রহিয়াও তাহার নাস্তিত্ব সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর—এই সময়ে তুমি তোমার সংকল্প-পুরুষ শ্রীনারায়ণকে কোথায় পাইবে ভাবিয়া দেখ—তুমি ভাবিয়া কুল পাইবে না, তাই তিনি নিজে

আপন বাসস্থানের পরিচয় দিতেছেন, বলিতেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কথিচিৎ।
তিষ্ঠামি কিন্তু মদ্‌ভক্ত হৃদয়াম্ভোজ মধ্যমে॥

আমি কৈলাসে থাকি না, বৈকুণ্ঠ বা অন্যত্রও থাকি না, আমি কিন্তু থাকি যাহারা আমার ভক্ত, যাহারা আমায় অকপট ভালবাসে—তাহাদের হৃদয়কমল-মধ্যে। এই ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল, এখন এস তাঁহাকে হৃদয় কমলে অনুসন্ধান করি।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আমি যখনই অনুসন্ধান করিতে একটু মনোযোগ করি, তখনই যে নানা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা আমাকে আকুল করিয়া তুলে; অগ্রে ইহার প্রতীকার কি তাহাই উপদেশ করুন, নতুবা নগাধিরাজ হিমালয় অনন্তরত্নের আকর ইহা শুনিয়া দরিদ্র পঙ্গুর লুব্ধহৃদয় যেমন অসামর্থ্য-প্রযুক্ত কষ্টই ভোগ করে, তদ্রূপ সর্ব্বদুঃখ-হারী ভগবানের বর্ণনা মাত্র শ্রবণে আমার দুঃখ-বৃদ্ধিই ফল; তাই নিবেদন করিতেছি কি উপায়ে আমি এই অসংবদ্ধ, অপ্রাসঙ্গিক চিন্তারাশি দূর করিয়া আপনার পদাঙ্ক অনুসরণের যোগ্য হইব?

আ] বৎস! আমিও তোমাকে তাহাই উপদেশ করিতেছি—আমি যাহা বলিতেছি তাহতেই তোমার অসংবদ্ধ চিন্তারাশি দূরীভূত হইবে, তুমি পঙ্গু হইলেও তাঁহার করুণায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারিবে।

স্মৃতি বলেন—সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিত-ব্রতাঃ।
বিধূত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥

যাঁহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়া নিত্য সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্ব পাপ প্রক্ষালনপূর্ব্বক অনাময় ব্রহ্মলোক লাভ করেন। এই স্মৃতি-বচনের 'বিধূত পাপাঃ' 'যান্তি' এবং 'ব্রহ্মলোকম্' এই কয়েকটী কথা বিশেষ আলোচ্য।

তুমি যে অসম্বন্ধ চিন্তারাশির কথা বলিতেছিলে উহাই পাপ, ক্ষিপ্ত মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থা গুলিই পাপ, রাজস তামস পদার্থ গুলিই পাপ। বৎস! সৃষ্টি-ক্রমের আলোচনায় তুমি দেখিয়াছ—এই স্থূল ভূতনিচয় তামসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, এই ইন্দ্রিয়গ্রাম রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, আর অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। অতএব ভৌতিক রূপরসাদি বিষয়-রাশি, ভৌতিক দেহ, ইহারা তামস পদার্থ। আর চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় রাজস। তুমি নিয়ত সংশিতব্রত বা দৃঢ়সংকল্প হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা

কর, তৎক্ষণাৎ অনাময় ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। স্মৃতি বলিতেছেন—যান্তি—সন্ধ্যা উপাসনা কালেই তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা শুধু ব্যাখ্যা নহে, তুমি করিয়া দেখ, নিজেই বুঝিতে পারিবে। তৃতীয় কথা 'ব্রহ্মলোকম্' ইহাই নারায়ণ-স্থান, পরম পদ—ইহার কথা পরে বলিতেছি।

এখন দেখ—তুমি বলিতেছ পরম পদ বা নারায়ণ-চরণারবিন্দ অনুসন্ধানের বাধা—বলিতেছিলে রূপরসাদি বিষয়, দেহ,ইন্দ্রিয় বা প্রাণবর্গ, তারপর সংকল্পাকুল মন এবং বুদ্ধির বিচার-দোষ ইহাদেরই বাধায় তুমি সংশিতব্রত হইতে পার না, এবং নিয়ত সন্ধ্যা উপাসনা করিবার সুযোগ পাও না। স্মৃতি বলিতেছিলেন—বিষয়, দেহ, প্রাণাদি তামস রাজস বাধা কাটিবে সন্ধ্যা-উপাসনায়। এখন একবার কাটে কি করিয়া, তাহাই বুঝিবার জন্য সন্ধ্যার মধ্যে তোমার কি কর্ত্তব্য আছে, অর্থাৎ সন্ধ্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের এই বাধাগুলি কাটিবার কোন সামর্থ্য আছে কি না আলোচনা কর। সামবেদীয় সন্ধ্যার এই কয়েকটী অঙ্গ—

১। আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ
২। স্নান বা মার্জ্জন
৩। ঋষ্যাদিন্যাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম
৪। মন্ত্রাচমন।
৫। পুনর্ম্মার্জ্জন।
৬। অঘমর্ষণ
৭। গায়ত্রী জলাঞ্জলি বা অর্ঘ্যদান
৮। সূর্য্যোপস্থান
৯। জলাঞ্জলি বা তর্পণ
১০। গায়ত্রী-আবাহন, ধ্যান, শাপোদ্ধার, জপ, কবচাদি
১১। আত্মরক্ষা
১২। রুদ্রোপাসনা
১৩। জলাঞ্জলি
১৪। সূর্য্যার্ঘ্য
১৫। নারায়ণ-মন্ত্র জপ ও প্রণাম।

এখন আমি তোমাকে তোমার একদিনের নিত্য কর্ম্ম-গুলি কি ভাবে করিতে হইবে, তাহাই বলিতে বলিতে সন্ধ্যার অঙ্গগুলি কিরূপে পূর্ব্ব-কথিত বাধাসমূহ অপসারিত করে, তাহা বলিতেছি। তোমার উদ্দেশ্য ব্রহ্মলোকে গমন।

উপায়—প্রাতঃস্মরণাদি স্নান ও সন্ধ্যা। কিরূপে উক্ত উপায়গুলি উদ্দেশ্য-স্থানে পৌঁছাইয়া দেয় তাহা আলোচনা কর। তুমি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান কর, শয্যামধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হও। শাস্ত্রোক্ত আসনে উপবেশন করিয়া দেখ—হৃদয়ে দৃঢ়তা; স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি আইসে কি না, জড়তা দূর হয় কি না, অসম্বন্ধ চিন্তারাশি বাধাপ্রাপ্ত হয় কি না। এইভাবে আসনস্থ হইয়া প্রথমে গুরূপদেশ মত শ্রীগুরু চিন্তা কর

এবং অন্যান্য তদুপদিষ্ট কর্ত্তব্য সমাধান কর। তৎপর হৃদয়কমল মধ্যে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের মত আত্মদেবকে ভাবনা কর—ভাবনা কর সূর্য্যদেবের কিরণাবলী যেমন ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া জগৎ আলোকিত করে, সেইরূপ তোমার হৃদয়কমল হইতে প্রসারিত হইয়া এই আত্মদেবের প্রভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। হৃদয়কেন্দ্র হইতে যে ৭২০০০ সহস্র হিতা নামক সূক্ষ্ম নাড়ী সমূহ সমস্ত দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—আত্মরূপ সূর্য্যদেবের প্রভাপটল উহা দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারে অভিগত হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়রূপ তৈজস পদার্থ সমূহে প্রতিফলিত এই প্রভাপটল সম্মূর্চ্ছিত হইয়া বাহ্য বিষয়-জাল উদ্ভাসিত করিতেছে। আর তুমি বা বুদ্ধি ক্রোড়শায়ী জীব তখন জাগ্রদভিমানী হইয়া ইন্দ্রিয়গণরূপ অভিনেতৃগণের এই বাহ্য বিষয়রূপ নাটক দর্থনার্থ দর্শন-ইন্দ্রিয়রূপ দর্শকাসনে উপবেশন করিয়াছ। বিলাস-পরায়ণ আধুনিক জীব যেমন আদরিণী কামিনীর অঙ্গে অঙ্গরক্ষা করিয়া নাটক দর্শনার্থ উপবেশন করে, সেইরূপ। এই নবরস-মধুর নাটক দর্শন করিতে করিতে কখনও আদিরসে কামুক, বীররসে কর্ম্মবীর, দানবীর, যুদ্ধবীর, করুণরসে ক্ষণিক সকরুণ, অদ্ভুতরসে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে থাক, কখনও হাস্যরসে হী হী, ভয়ানক রসে জড়সড়, বীভৎস রসে ছি ছি, রৌদ্ররসে ক্রোধজ্বলিত, কখনও শান্ত-রসের অভিনয়ে চক্ষুর নিমেষের মত, দৈনিক সুষুপ্তির মত অন্তর্ম্মুখ হও—ইহাই জাগ্রদভিনয়। এইরূপে এই অভিনয়ের শেষ জবনিকাস্থানীয় রাত্রি আপতিত হয়, ধীরে ধীরে নিদ্রা আপন মসীময় তামস জবনিকা তোমার নয়ন-সম্মুখে স্থাপন করেন—তুমি আপন আদরিণী কামিনী বুদ্ধির সহিত তখন অভিনয় দর্শনক্ষেত্রে নয়নদেশ হইতে হিতা নামক নাড়ীপথে আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ পদক্ষেপ করিতে থাক; পথে আসিতে আসিতে আদরিণী আপন সন্তান সন্ততি চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা পুনরায় অন্য প্রকার অদ্ভুত অভিনয় প্রদর্শন করেন; তুমি কণ্ঠদেশে আসন গ্রহণ করিয়া উহা দর্শনকরিয়া থাক। ইহাই স্বপ্নাভিনয়। এইরূপে উহাও যখন শেষ হইয়া যায়, তখন আবার তামস জবনিকা আপতিত হয়—তুমি আপন গৃহে হৃদয়-কমলে আসিয়া আনন্দভুক্ হইয়া ঘুমাইয়া পড়। এইরূপ ক্ষণিক বিশ্রামের পর পুনরায় শোক দুঃখ জরামরণ আধিব্যাধি প্লাবন মহামারী ইত্যাদি দুঃখবহুল অভিনয় আরম্ভ হয়; প্রত্যহ এইরূপ নানা দুঃখের অভিনয় দর্শন চলিতে থাকে। তুমি এই দুঃখসাগরে পতিত। ইহারই নাম সংসার-সাগর। অনাদিকাল ধরিয়া তুমি এই সাগরে পতিত হইয়া 'হাবু ডুবু' খাইতেছ। আর

আমার মত এখানে আর কে আছে ? লীলা তখন চামর লইয়া আকাশ যেমন চন্দ্ররূপ চামরে অবনীমণ্ডল বীজন করে সেইরূপে ভর্ত্তৃশবকে বীজন করিতে লাগিল।

প্রবুদ্ধ লীলা দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল দেবি! এইত সেই পদ্মভূপতি; এই তাঁহার সেই ভৃত্যবর্গ ও সেই দাসীমণ্ডলী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহারা সমাগতা লীলাকে কিরূপে দেখিবেন ?

দেবী। ইহারা কেহই চিদাকাশের একতা বা পরমাত্মার পূর্ণতা দেখিতেছে না; ইহারা আমাদের প্রভাবও জানে না। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিভাস ও মহানিয়তির প্রেরণা বশে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে না। অন্যোন্যমেব পশ্যন্তি মিথঃ সম্প্রতিবিম্বিতাঃ॥২৫॥ স্ব স্ব বুদ্ধিতে [মিথঃ] প্রতিবিম্ববৎ অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া সাক্ষি চিদাকাশের একতা গুণ দ্বারা প্রস্ফুরিত হইয়া ইহারা সকলকে আপন আপন সম্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে। রাজা অনুভব করিতেছেন এই আমার ভার্য্যা, এই আমার সখী, এই আমার মহিষী এই সব আমার ভৃত্য। দেখ লীলা! এই রহস্য তুমি, আমি ও এই দ্বিতীয়া লীলা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। কিরূপে বুঝিবে ? ইহাদের অজ্ঞান আবরণ এখনও উন্মোচন হয় নাই।

লীলা। মা! আপনি বর দিলেন তবুও ললিতবাদিনী লীলা কি জন্য স্থূল শরীরে পতি সমীপে আসিতে পারিল না ?

দেবী। যাহাদের বুদ্ধি এখনও প্রবুদ্ধ হয় নাই যাহারা আপনাদিগকে অস্থূল বলিয়া জানে না তাহারা স্থূল শরীর লইয়া পবিত্র ভাবনাময় লোকে আসিবে কিরূপে ? অন্ধকার কি কখন আলোকে সঙ্গত হইতে পারে ? সত্য কদাচ অসত্যে মিলিতে পারে না; সৃষ্টির আদি হইতে হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক এই নিয়ম—এই অবশ্যম্ভাবী নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বালকের বেতাল বোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কি নির্ব্বেতাল বুদ্ধি উদিত হইতে পারে ? যতদিন অবিবেক জ্বরের উষ্ণতা থাকে ততদিন কি বিবেক শীতলতা অনুভূত হয় ? "আমি স্থূল দেহশালী আমি কি আকাশে যাইতে পারি" যে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছে সে কি কখন স্থূল শরীরে আকাশে উত্তমাগতি প্রাপ্ত হয় ? যদি কেহ জ্ঞান বিচারে অথবা পুণ্য

বিশেষ দ্বারা অথবা ইষ্টদেবতার নিকট বর লাভ করিয়া তোমার এই দেহের ন্যায় দেহ পায় তবে সেই পরলোকে আসিতে পারে, অন্য কেহ পারে না। জ্বলন্ত অগ্নিতে শুষ্কপত্র যেমন অতিশীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায় সেইরূপ এই স্থূলদেহ অহঙ্কার বাসনা মাত্রময় আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। বর প্রাপ্ত হইলে বা শাপগ্রস্ত হইলে আর কি হয়? ইহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে ফলনোন্মুখ করে মাত্র। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিলে আর কি ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্প তথায় থাকে? সেইরূপ যাহা আত্মাতে নাই কিরূপে তাহা সত্যফল প্রদান করিবে? "এব্যক্তি মরিয়াছে" এই জ্ঞানটি মিথ্যা অনুভব মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিপুষ্ট সংস্কার দ্বারাই ইহার অনুভব হয়। লীলে! হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক সৃষ্টির এই নিয়ম কল্পিত হইয়াছে আমাদের বাসনাদির উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচিত হয় নাই। অবিজ্ঞাত তত্ত্বদৃষ্টি অজ্ঞ জনগণের অন্তরেই এই সংসার সমুদিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রবিম্ব দূরে ভাসমান হইলেও আন্তরভ্রান্তি বশতঃ যেমন ভিতরেই আছে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ।

লীলা। মা! প্রণামে আতিবাহিক হইতে পারিলেই ত মানুষ অনেকখানি শক্তি জাগাইতে পারে। সকল শক্তিই আত্মাতে আছে। তথাপি মানুষ পারে না কেন? শক্তি জাগাইতে পারিলে আর আত্মস্থিতি লাভ অসম্ভব কিসে?

দেবী। ভাল করিয়া বলিতেছি—আত্মদর্শন করিতে যদি কেহ চায় তাহার এই বিষয়টি ভাল করিয়া ধারণা করা উচিত। শ্রবণ কর।

আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। ইনি সর্ব্বত্র আছেন। জ্ঞান যেখানে চিৎশক্তিও সেইখানে। তবেই হইল শক্তি অব্যক্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র আছেন। অব্যক্তাবস্থায় যিনি আছেন তাঁহাকে ব্যক্তাবস্থায় আনিতে হইবে ইহাই কার্য্য।

দৃঢ় বাসনা কর শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিবেন। দৃঢ় বাসানায় যখন শক্তির উদয় হয় তখন আত্মাশক্তির অনুরূপেই দৃশ্য হন, অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন। আত্মা হইতেছেন পিতা আর শক্তি মাতা। মেঘে যেমন বিদ্যুৎ খেলে আত্মাতে তেমনি শক্তি খেলা করেন। এ দেখিতে যদি চাও তবে দৃঢ় বাসনা কর। দৃঢ় বাসনা করিলে আতিবাহিকতা লাভ করিতে আর কি লাগে?

ভাবনা কর্না—আমার শক্তি কত? নানা প্রকারের শক্তি আত্মাতে

আছে। এই শক্তি সমষ্টিও আমি বটে। এই শক্তিগুলি একত্রে অব্যক্ত। ব্যক্তাবস্থায় পরিচ্ছিন্ন শক্তি আমি দেখি বটে কিন্তু সমষ্টিশক্তি দেখাই আমার উদ্দেশ্য। সমষ্টি শক্তিতে দৃষ্টি পড়িলে বুঝিতে পারি মা আমায় স্বধামে লইয়া যান কিরূপে? জপ ধ্যান ইত্যাদি শক্তির ব্যক্তাবস্থা। কিন্তু শাম্ভবী মুদ্রায় পশ্চাৎ দর্শনে যে জপ করে সেই, যাহার জপ করা হয় তাহাকেই পশ্চাতে আপন শক্তির সীমাশূন্য অবস্থায় দেখে। এ দেখা হয় জ্ঞান-চক্ষে। এই দেখ আর ভাব এইত সেই ধামে পৌছিলাম। সেখানে কল্পবৃক্ষ মূলে মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে মার মূর্ত্তি কত সুন্দর! শক্তি সেখানে শক্তিমানের দিকে চাহিয়া আছেন। এই সুন্দর দৃশ্য দৃঢ় ভাবনা কর। বাসনা দৃঢ় করিলেই শক্তি ব্যক্ত হইবেন। শক্তি ব্যক্ত হইলে আত্মা বাসনাময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইবেন ইহাও অন্তদর্শনের প্রকার বটে।

সরস্বতী আবার বলিতে লাগিলেন যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যোগাভ্যাস জনিত ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন অন্যে নহে। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহা কিরূপে সত্য আতিবাহিকে স্থিতি লাভ করিবে? ছায়া কি কখন আতপে থাকিতে পারে? এই বিদূরথ মহিষী লীলাও তত্ত্বজ্ঞা ইনিও উৎকৃষ্ট যোগজ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন সেই কারণে ইনি আতিবাহিক দেহে ভর্ত্ত-কল্পিত নগরে যাইতে পারিলেন। অন্যে বিনা সাধনায় আতিবাহিকতা পাইবে কিরূপে?

লীলা এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বিদূরথের মৃতপ্রায় দেহের দিকে চাহিয়া সরস্বতীর কথা শুনিতেছিল। লীলা লক্ষ্য করিলেন বিদূরথ প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। ঊর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হইতে দেখিয়া লীলা বলিতে লাগিলেন—মা! ঐ দেখুন আমার স্বামী প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। দেবি! বলুন এ অপূর্ব্ব নিয়তি কি? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব। জীব ভরা এই বিশ্ব। মৃত্তিকা খনন কর কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব মাটীর নিম্নে আবার জীবের শরীরের রক্তবিন্দু লও তাহাতে কত জীব। আবার তাহাদের রস লও জীবের মধ্যে কত জীব আবার তার মধ্যে জীব। অহো! এই জীব রাশির সংখ্যা কে করিতে পারে? আর এই বা কি আশ্চর্য্য! দেহিগণের সুখ দুঃখের ভাব অভাব কি এক অপূর্ব্ব নিয়মে সংঘটিত হইতেছে? মা! কি এই নিয়তি? কি

এই নিয়ম? জলের শীততা অগ্নির উষ্ণতা পৃথিব্যাদিতে স্থিরতা, কালের ও আকাশের বিদ্যমানতা, তৃণ গুল্ম লতাদির উচ্চ নীচ ধর্ম্ম—এই সব নিয়ম কি? কূপ কেন শাল তালাদির মত উচ্চ হয় না? আর কত বলিব? মা বলুন যাহা মিথ্যা যাহা ইন্দ্রজাল, যাহা মায়িক তাহাতে এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলতা কেন দৃষ্ট হয়? কে এই বিশ্ব নর্ত্তকী?

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়।

বিশ্বনর্ত্তকী।

"লীলা" সরস্বতী বলিতে আরম্ভ করিলেন "আমিই সেই বিশ্বনর্ত্তকী। আমি কিন্তু যাহাকে লইয়া খেলা করি সেই তিনিই পরমপদ, সেই উত্তম পুরুষ। যখন আমি বলি, যে, যেভাবে আমাকে নিযুক্ত করে তাহার তাহাই আমি করিয়া দিয়া থাকি তখন আমি আমার স্বরূপ সেই উত্তম পুরুষে আত্মতত্ত্ব স্থাপন করিয়াই বলি। নিয়ম যাহা তাহা জড়েই থাকে। চৈতন্যে কোন নিয়ম নাই। তিনি সর্ব্বদাই আপনি আপনি। আমি সেই পুরুষকে লইয়াই বিচিত্র রঙ্গে এই জগৎ চিত্রে রঞ্জিত করি, বিচিত্র ভঙ্গিতে এই জগন্নাটকের অভিনয় করি। শুনিবে কে এই বিশ্বনর্ত্তকী? শুনিবে ইঁহার কার্য্য? শুনিবে ইহার নাম লীলা? শ্রবণ কর।

কিন্তু যে বিশ্বনর্ত্তকী, যে মায়া মহৎব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া একটি অতি ক্ষুদ্র জীবনকেও নাচাইতে উপেক্ষা করেন না, যাহার রঙ্গে এই ত্রিভুবন কোথাও শান্ত ভাবে নাই বল কে সেই মায়ার বর্ণন করিতে পারে? চৈতন্য-দীপ্তা মায়া সগুণ ব্রহ্মকে লইয়া জীব ভাবে নৃত্য করেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে এক মাত্র মায়াই নৃত্য করিতেছেন। ভূতল পাতাল

নভস্তল এই নটীর পাদ বিক্ষেপ ভূমি। তারকাপুঞ্জ এই নটীর গাত্রনিঃসৃত স্বেদবিন্দু। এই নটীর গগণরূপ মুখে চন্দ্র সূর্য্য রূপ কুণ্ডল দোদুল্যমান। মেঘ মালা রূপ দশা (পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর, ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালার অভিনেত্রীর পরিধেয় বসন। বিবিধ রত্ন-খচিত সপ্তসাগর এই অভিনেত্রীর হস্তবলয়। এই অভিনেত্রী প্রহর দিবস পক্ষরূপ নেত্রকটাক্ষপাতে অম্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে। কুল পর্ব্বত সকল এই অভিনেত্রীর শিরোভূষণ কিরীটাদি; কিরীট কখন অবনমিত কখন উন্নমিত হইতেছে। স্বচ্ছ সলিলা ভাগিরথী উহার হার যষ্টি। গঙ্গা সলিলে প্রতিবিম্বিত শশী ঐ হারের চন্দ্রকান্তমণি। সান্ধ্যমেঘ উহার করপল্লব, তাহা কখন কখন বাহিরে বিকম্পিত হইতেছে কখন বা তিরোহিত হইতেছে। ভুবনবাসিজনগণ এই অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা আবার অবিরত ঝনঝনায়িত হওয়ায় ঐ নাট্যশালা মনোহর হইতেছে। বলা হইতেছে এই ব্যোমাত্মক রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিনী নর্ত্তকী নিয়তই জগতের অভিনয় করতঃ নৃত্য করিতেছে। সুখ দুঃখ দশা ঐ নাট্যরঙ্গের নটীর রসভাব পরিস্ফুট করণ। এই সংসার নাটকের অভিনয়ে বিবিধ বিকারভঙ্গীপূর্ণ নিয়তি বিলাস বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ব্বদা সাক্ষী হইয়া সর্ব্বত্র একরূপে অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ তিনি এই নটী ও নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন।

এই বিশ্বনর্ত্তকীর নৃত্য অনুসরণ করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন লোক কেহই নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য ভাবে কি করিতে পারে। অপরা প্রকৃতি, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম সকলকে লইয়া ইহার রঙ্গ। কর্ম্মী, বিশ্বাসী, ভক্ত, অদ্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের উপর ইঁহার সমান অধিকার। জড়প্রকৃতি, চেতন প্রকৃতি সর্ব্বত্রই উঁহার রঙ্গমঞ্চ। আপনিই রঙ্গমঞ্চ, আপনিই অভিনেত্রী, আপনিই দর্শক, আপনিই রঙ্গ। বলা যায় না, ধারণা করা যায় না এ রহস্য কি ?

ব্রহ্মে উঠিয়া ব্রহ্মকেই আবরণ করা ইঁহার প্রথম ক্রীড়া। শুধু তাহাই নহে পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে আবরণ করিয়া অন্যরূপে দেখান ইঁহার দ্বিতীয় রঙ্গ। আপনার গুণে সেই রমণীর দর্শন পরমপুরুষকে গুণবান মত করিয়া ইনি আপনি মায়াবিনী বিশ্বনর্ত্তকী আর তিনি মায়াবী বিশ্বনর্ত্তক। নৃত্য করিতে করিতে ইনি আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ ধারণ করিয়া সেই মায়াবী পুরুষের

অর্চনা করেন আর সেই পুরুষও তাঁহার ন্যায় বিশাল শরীরে নৃত্য করেন। আকাশের নৃত্য! অহো ইহা কি? ধারণা করিতে পার?

অব্যক্ত অবস্থাতেও বিশ্ব নর্ত্তকীর রঙ্গের বিরাম নাই। পরমশান্ত পরম পুরুষকে লইয়া কোন এক অব্যক্ত দেশে কোন এক অব্যক্ত বেশে ইনি রমণ করেন। পুরুষ আদি প্রেমিক আর ইনি আদি প্রেমিকা।

ইনিই বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে যুবা শুকদেবের পশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাইয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠদেবকে পুত্রশোকে অধীর করাইয়া গলদেশে প্রস্তর বাঁধাইয়া প্রাণত্যাগে ছুটাইয়াছিলেন ইনিই। আবার ইনিই ব্রহ্মহত্যা হইবে ভয় দেখাইয়া বিপাশার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আকুল করিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন। শুভ্রশ্মশ্রু পরমভক্ত নারদকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাঁহার গর্ভে বহু সন্তান সন্ততি আবার তাহাদেরও পুত্র কন্যা—এই সব করাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যে পরিবৃতা মৎস্য জননীর ন্যায় রঙ্গ সলিলে ভাসাইয়াছেন, খেলা করাইয়াছেন, আবার জলমগ্ন করিয়া কাঁদাইয়াছেন আবার স্ত্রীবেশ ঘুচাইয়া দাড়ী পরাইয়া, চমৎকারভাবে আপনার মূর্ত্তি আপনাকে দেখাইয়া বলাইতেছেন এ কি অমন সুন্দর কমনীয় রমণী মুখে এই কর্কশ কেশরাশি! গাধী ব্রাহ্মণকে একক্ষণেই চণ্ডাল করিয়া, রাজা করিয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতেছেন আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রকে একরাত্রি মধ্যে দ্বাদশ বৎসরের দুঃখ ভোগ করাইতেছেন—কে ইঁহার প্রকাণ্ড কাণ্ড ধরিতে পারে?

যাঁহারা ইঁহার ভক্ত তাঁহাদিগকেও যখন ইনি ছাড়েন না তখন যাহারা বদ্ধজীব তাহাদের উপরে যে ইঁহার রহস্য বিচিত্র হইবে ইহার আর বিচিত্রতা কি? কাহাকেও রাজ্যেশ্বর করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী করিতেছেন; কাহাকেও আবার বৃক্ষতলা সার করাইয়া মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী করিতেছেন আবার কাহাকেও বা সবশূন্য করিয়া আনন্দে গাওয়াইতেছেন।

কেহ সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্য ধন রে
আমার দরিদ্রেরি ধন দুখানি চরণ
যতনে পরেছি হার রে।

একদণ্ডেই হাস্য, একদণ্ডেই শীতে কম্পমান, পরদণ্ডেই গাত্রদাহ কি এই বিচিত্র রঙ্গ ! সমকালেই এক অঙ্গে শীত অন্য অঙ্গে দাহ ; সমকালেই পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দ ও পুত্রহারার কাতর বিলাপ, কোথাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রবল লোকক্ষয়ে হাহাকার আর সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের আনন্দ তরঙ্গ। অহো ! কি এই বিচিত্র রঙ্গ ! তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গমঞ্চে এই বিশ্বনর্ত্তকীর অভিনয় কে বর্ণনা করিতে পারে ?

কে এই মায়া ? তিনি নৃত্য করেন কি নিমিত্ত ? যিনি চিদাকাশ শিব তিনিই মহাকাল আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দন শক্তিই এই মহামায়া এই মহাকালী। মায়া তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। পবন ও পবনস্পন্দ যেমন একই পদার্থ উষ্ণতা ও অনল যেমন একই পদার্থ সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশক্তি সর্ব্বদা এক। তরঙ্গ যেমন জল অথচ স্থির ও অস্থিরের একটা আবরণ আছে সেইরূপ। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয় সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা শিব নামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও লক্ষিত হন। মিথ্যা দ্বারাই সত্যকে লক্ষ্য করা যায়। বড়ই বিচিত্র কথা ! আবার ঐ চিন্মাত্র শান্ত শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্ম বলেন। স্পন্দশক্তি তাঁহারই ইচ্ছা, অনিচ্ছার ইচ্ছা। নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনি স্পন্দশক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া সগুণ ব্রহ্ম। তাও আবার সমকালে। নির্গুণে ইচ্ছা নাই সগুণে আছে। আবার ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দ শক্তিই দৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নিম্মাণ করে সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীব চৈতন্য নামে সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া **প্রকৃতি** নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত, উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া **ক্রিয়া** নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নি জ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান্ আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া **শুষ্কা** নাম ধারণ করেন। উৎপল বর্ণ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি **চণ্ডিকা** ; একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া **জয়া** ; সিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া **সিদ্ধা** ; সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন বলিয়া **বিজয়া জয়ন্তী জয়া** ; বল প্রয়োগে কেহ ইঁহাকে

আঁটিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম **অপরাজিতা**। ইঁহার মহিমা কেহ বর্ণনা করিতে পারেনা বলিয়া ইঁহার নাম **দুর্গা**।

প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি—এই জন্য ইহার নাম **উমা** (উ ম অ) গায়ক অর্থাৎ জপকারীদিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া ইঁহারই নাম **গায়ত্রী**। সর্ব্ব জগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম **সাবিত্রী**। স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টি ধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম **সরস্বতী**। ইনি সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে অকারাদি মাত্রা ত্রিতয়শূন্য শব্দব্রহ্ম নামক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং হৃদয় পদ্মের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহর নামক শিবের মস্তকভূষণ ইন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিয়াও ইনি **উমা**।

আর্য্যগণ ইঁহারই পূজা করিতেন। আর্য্যবংশধরগণ এই বিচিত্র জড় প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ভাবে ইঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়া শরৎকালে ইঁহাকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন এখনও করেন চিরদিন করিবেন। অমাবস্যায় ইঁহাকেই **কালী** ভাবিয়া পূজা করিতেন করেন করিবেন। তুমিও যথাকালে শ্রীপঞ্চমীতে আমার পূজা করিয়া আমাকে পাইয়াছ। বুঝিলে চিৎ ও চিৎশক্তিজড়িত আমি তোমার ইষ্টদেবী কিরূপে? বুঝিতেছ বিশ্বনর্ত্তকী কে? বুঝিতেছ মায়িক ব্যাপারেও এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা কেন?

আবার শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়ে যখন জলস্থল অম্বরতল, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি-তারকা—সমস্ত পদার্থ অস্তগত হইবে তখন অনন্ত আকাশ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই থাকিবেন। তুমি যেমন স্বপ্নে আকাশ গমনাদি অনুভব কর সেইরূপ ব্রহ্মও চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত "আমি তেজঃ কণা" এইরূপ অনুভব করেন, চেত্যতা প্রাপ্ত হন। চৈতন্য দীপ্ত প্রকাশমান সূক্ষ্মভূতই তেজঃকণ।

তেজঃ কণাসৌ স্থূলত্বমাত্মনাত্মনি বিন্দতি।
অসত্যামেব সত্যাভং ব্রহ্মাণ্ডং তদিদং স্মৃতম্॥ ১১

তেজঃকণভূত এই আত্মা—আত্মা হইতে ভিন্নরূপে কল্পিতহেতু জলাদি আবরণ

বিশিষ্ট সেই অনাত্মাতে কল্পনাবলে অন্তঃ স্থূলত্ব লাভ করেন। তাহাও যেমন স্থূল সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রকাশিত হয়।

তত্রান্তর্ব্রহ্ম তদ্বেত্তি ব্রহ্মাহমিতি তৎ।
মনোরাজ্যং স কুরুতে স্বাত্মৈবং তদিদং জগৎ ॥ ১২

তত্র ব্রহ্মাণ্ডেঽন্তঃস্থিতং হিরণ্যগর্ভাখ্যং তদ্ব্রহ্ম সৎসিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি প্রাগুক্ত স্মৃতেরন্তর্মুখাংশেন ব্রহ্মাহমিতি বেত্তি বাহ্যবাসনাদৃষ্টিতাংশেনৈবং প্রাণিকর্ম্মানুগুণ-সৃষ্টিসঙ্কল্পরূপেণ মনোরাজ্যঞ্চ কুরুতে।

সেই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্প হইতে জন্মিল। উর্ণনাভ যেমন স্বরচিত তন্তুজালের মধ্যে অবস্থান করে সেইরূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিত হিরণ্যগর্ভাখ্য-ব্রহ্ম একদিকে পূর্ব্বানুভূত আপন স্বরূপের স্মৃতি প্রভাবে "আমি ব্রহ্ম" ইহা অনুভব করেন আবার অন্যদিকে বাহ্যবাসনা বাসিতাংশের দ্বারা সমষ্টিভূত প্রাণিগণের ফলোন্মুখ কর্ম্ম সমস্ত দর্শন করেন তজ্জন্য তাঁহার মনে যে সৃষ্টিসঙ্কল্প আলোচিত হয় তদ্দ্বারা মনোরাজ্য সৃষ্টি করেন। সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষের মনোরাজ্যই এই জগৎ।

তস্মিন্ প্রথমতঃ সর্গে যা যথা যত্র সম্বিদঃ।
কচিতাস্তাস্তথা তত্র স্থিতা অদ্যাপি নিশ্চলাঃ ॥ ১৩

সম্বিদঃ সঙ্কল্পবৃত্তয়ো যা যথা যাদৃশনিয়মা নিয়তকলাঃ কচিতাঃ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের যে সঙ্কল্পবৃত্তি তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে যে নিয়মে স্ফুরিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে যে নিয়মে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল আজও তাহা সেই নিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই জন্য মায়িক জগতে এত নিয়ম, এত সুশৃঙ্খলা। এখন বুঝিতেছ?

যৎ যথা স্ফুরিতং চিত্তং তত্তথা হ্যাশু চিদ্ভবেৎ।
স্বয়মেবানিয়মতস্তত্ত্বং স্যাদেহ কিঞ্চন ॥ ১৪

বাসনাময় মনের যে বাসনা তাহা অতি বিচিত্রভাবে সর্ব্বদা স্ফুরিত হইতেছে।

যখন যে সঙ্কল্প উদয় হইতেছে তখনই আত্ম চৈতন্যেরও তদনুরূপ বিবর্ত্ত হওয়া স্বাভাবিক। স্বচ্ছ উপাধি বিধান করাই আত্মচৈতন্যের স্বভাব। সেই জন্য কিছুই অনিয়ম মত হইতে পারে না। বুঝিতেছ জগতের কোন কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট রূপে সম্পন্ন হয় না কেন? মায়াশবলিত ব্রহ্মে অনাদি নিয়ন্তরূপে স্থিত এই বিশ্বের যে আবির্ভাব তাহা হইতেই সৃষ্টির নিয়তিসিদ্ধি হইতেছে। কটক কুণ্ডল পিণ্ডত্বাদি আকার ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণ কখন কি অবস্থান করে? ঐ সমস্ত রূপ ও আকার যে সুবর্ণের অন্তর্ভূত, সুবর্ণ উহা ত্যাগ করিবে কিরূপে? সেইজন্য বলা হয় ব্রহ্মের মায়া গ্রহণ ব্যাপারে যখন সকল বস্তু মায়ার মধ্যেই আছে তখন সকল বস্তুই পরমাত্মায় অবস্থান করিতেছে। জগতের কোন বস্তু সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে সৃষ্টির আরম্ভে যাহা যে স্বভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেই স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সূর্য্য একভাবেই উদিত হইতেছেন; বায়ু, জল, অগ্নি একরূপেই কার্য্য করিতেছে; পৃথিবী একভাবেই বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন করিতেছে ও করিবে। কারণ বিশ্ববিধাতা কখন স্বীয় স্বাভাবিক সত্ত্বা পরিত্যাগ করেন না। সেইজন্য নিয়তির বিনাশ নাই। এই ব্যোমরূপী পৃথিব্যাদি সৃষ্টির আদিতে যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ঐ মহানিয়তি দ্বারা সেই সকল বস্তু সেইরূপেই অবস্থিত রহিয়াছে। লীলা তুমি যে রাজা বিদূরথের মরণ ব্যাপার সম্বন্ধেও নির্দ্ধারিত কোন নিয়ম আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে এখন কি বুঝিতেছ যে জীবন নিয়তি ও মরণ নিয়তিরও পূর্ব্বোক্ত কারণে কোন প্রকার বিপর্য্যয় হয় না? পূর্ব্বোক্ত স্বভাব বশতঃ প্রাণিগণ জীবন মরণ ও স্থিতি প্রভৃতি অনুভব করে কখন তাহার অন্যথা হয় না। কিন্তু বিশ্বনিকীর এই যে সমস্ত নিয়ম তাহা পরমার্থতঃ কি?

জগদাদাবনুৎপন্নং যচ্চেদমনুভূয়তে।
তৎ সম্বিদোনকচনং স্বপ্নস্ত্রী সুরতং যথা॥ ১০

জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। এই যাহা অনুভূত হইতেছে তাহা স্বপ্নস্ত্রী সুরতের মত মিথ্যা। তাহা চিদাকাশের বিকাশ বা আত্ম চৈতন্যের স্বভাবজাত ঝলক মাত্র। তাই বলিতেছি বাস্তবপক্ষে অসত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত প্রকারে

অবস্থিতি করিতেছে ও অনুভব হইতেছে ঐ স্থিতি ও অনুভব স্বীকার স্বভাবেরই মহিমা।

সংরূপে ও স্ফুরণরূপে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। সংটিতে স্থিতিই হইতেছে স্বরূপ বিশ্রান্তি আর স্ফুরণরূপে দেখাই জগংভাবে দেখা—উপাধি জড়িত করিয়া আত্ম চৈতন্যকে দেখা। সৃষ্টির আদিতে স্পন্দনশীল সম্বিদ্ বা আত্ম চৈতন্য যে যে প্রকারে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সেই প্রকারে অদ্যাপিও অবিপর্য্যস্তভাবে আছেন; এই অবিপর্য্যস্তভাব শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়তি।

সেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে ব্যোম সম্বিদ্ গ্রহণ করায় ব্যোমত্ব প্রাপ্ত হন; কালসম্বিৎ স্বীকার করায়, কালত্ব প্রাপ্ত হন, জলসম্বিৎ প্রাপ্ত হওয়ায় জলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্নে আপনাতেই জল দর্শন করে, চিৎশক্তিও সেইরূপে আপনাতে আকাশাদি ভাব দর্শন করেন। বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমংকারিতা যে যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া দেখায়। আকাশত্ব, জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব এই সমস্তই অসং।

বেত্ত্যন্তঃ স্বপ্ন সঙ্কল্পধ্যানেষ্বিব চিতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬

অসং হইলেও চিতি স্বয়ং স্বপ্নের ন্যায় সঙ্কল্পধ্যানে ঐ সকলের অবস্থান স্বীয় অন্তরে অনুভব করেন। চিৎ চমংকারিণী মায়া আপন চাতুর্য্যবশে অসত্যকেও সত্যরূপে দেখাইতেছেন।

এই সমস্ত জটিল আত্মতত্ত্ব কি উপন্যাসে থাকা উচিত?

তবে কি থাকিবে? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কথা? ক্ষণিক চিত্তবিনোদন কি জীবিত উদ্দেশ্য? ইহাতে কোন্ পথে জীব চলে তাহা কি দেখিবে না? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কার্য্য মরণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ যে অমর হইতে চায়। মানুষকে অমরত্বের কথাই শুনান উচিত। এই জন্যই না এই জীবন?

লীলা বড় আগ্রহে ভগবতী সরস্বতীর কথা শুনিতেছিল। লীলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—মা! কি অপূর্ব্ব কথা তুমি আমায় শুনাইতেছ। আবার বল জীবগণ মরণান্তে স্ব স্ব কর্ম্মের ফল কিরূপভাবে অনুভব করে। মা! জীবগণের

মরণ বৃত্তান্ত আবার বল। মা! দেখ আমার স্বামী মরিতেছেন। বল মরণ দুঃখ কিরূপ? বল তৎকালে সুখ কিছু আছে বা নাই। আবার বল মরণের পর কি হয়?

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মরণ বৃত্তান্ত।

লীলা! প্রথমে জীবের আয়ুর পরিমাণ শ্রবণ কর। সৃষ্টির আরম্ভকালে এই নিয়তি বা নিয়ম সঞ্জাত হইয়াছিল যে মানবগণ কৃতযুগে বা সত্যযুগে চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবে; ত্রেতায় তিনশত বৎসর; দ্বাপরে দুই শত বৎসর এবং কলিযুগে মানুষের পরমায়ু এক শত বৎসর। এই নিয়তির আবার অবান্তরনিয়তি আছে। কি কারণে আয়ুর ন্যূনাতিরেক হয় তাহা শ্রবণ কর।

দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য শুদ্ধাশুদ্ধী কর্ম্মণাম।
ন্যূনত্বে চাধিকত্বে চ নৃণাং কারণমায়ুষঃ॥ ২৯

স্বকর্ম্ম ধর্ম্মে হ্রসতি হ্রসত্যায়ু নৃণামিহ।
বৃদ্ধে বৃদ্ধিমুপায়াতি সমমেব ভবেৎ সমে॥ ৩০

মানুষের আয়ু যে হ্রাস হয় বা বৃদ্ধি পায় তাহার কারণ যে দেশে মানুষ জন্মিয়াছে, যে কালে মানুষ জন্মিয়াছে, যে যে কর্ম্ম মানুষ করে এবং শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যে যে দ্রব্য মানুষ ব্যবহার করে—এই সমস্ত ব্যাপার। স্বধর্ম্মের ও স্ব স্ব আচর্ত্তব্য কর্ম্মের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস হয়, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি হয় এবং সমভাবে থাকিলে আয়ুও সমভাবে থাকে অর্থাৎ যে যুগের যে আয়ু সেই আয়ু ভোগ হয়। বাল্যকালে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বাল্যাবস্থাতেই মৃত্যু ঘটে, যৌবনে শুক্রক্ষয়াদি মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মে তরুণ বয়সেই মৃত্যু ঘটে এবং বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মে বার্দ্ধক্যেই

মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করে সেই শ্রীমান্ ব্যক্তি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু প্রাপ্ত হয়। আয়ু-পরিসমাপ্ত হইলে মানুষ অন্তিম দশায় স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে মর্ম্মচ্ছেদ বেদনা অনুভব করে। সমস্ত নাড়ী হইতে প্রাণসকলের হৃদয়দেশে উপসংহার কালে সহস্রবৃশ্চিকদংশন বেদনা সম দুঃখ অনুভূত হয় এ কথা সকল পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে।

এখন শ্রবণ কর মরণদুঃখ কি সকলের সমান অথবা কাহার কাহারও সুখ হয়। মরণের পরে কি সকলেরই এক প্রকার গতি হয় অথবা যোগিগণের গতি অন্যরূপ হয় তাহাও বলিতেছি প্রণিধান কর।

ত্রিবিধাঃ পুরুষাঃ সন্তি দেহত্যাগে মুমূর্ষবঃ।
মূর্খোথ ধারণাভ্যাসী যুক্তিমান পুরুষস্তথা॥ ৩৫

অভ্যস্ত ধারণানিষ্ঠো দেহং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্।
প্রয়াতি ধারণাভ্যাসী যুক্তিযুক্ত স্তথৈব চ॥ ৩৬

ধারণা যস্ত নাভ্যাসং প্রাপ্তা নৈব চ যুক্তিমান।
মূর্খঃ স্মৃতিকালেসৌ দুঃখ মেত্যবশাশয়ঃ॥ ৩৭

মনুষ্য তিন প্রকার। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। মরণশীল মানুষের মধ্যে অভ্যাস বলে যাহারা ধারণাভ্যাসী এবং যাঁহারা যুক্তিমান্ তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া যথাসুখে গমন করেন। মরণকালে তাঁহাদের কোন প্রকার দুঃখ হয় না।

ধারণাভ্যাসী বলে তাঁহাকে যিনি প্রাণকে এবং মনকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র ইহাদের কোন এক দেশে স্থাপন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই।

যুক্তিমান্ বলে তাঁহাকে যিনি স্বেচ্ছায় প্রাণকে উৎক্রমণ করিয়া পরকায় প্রবেশ অভ্যাস করেন এবং আপনার অভিমত লোক প্রাপ্তির মার্গভূত নাড়ী দ্বারা বাহির হইতে ও প্রবেশ করিতে যে যোগ কৌশল আবশ্যক তাহার অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই।

এস্থলে ইহাও বলা হইতেছে যে যাঁহারা বিশ্বাসী ও শাস্ত্রমত ক্রিয়াশীল ভক্ত তাঁহারা অবশ্যই ধারণাভ্যাসী।

কিন্তু যিনি না বুদ্ধিমান্ না ধারণাভ্যাসী তিনিই মূর্খ। বিষয়াসক্ত মূর্খেরা মৃত্যুকালে নিতান্ত অসহায় হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। নানাবিধ বিষয় বাসনায় অভিভূত বলিয়া ইহারা মরণ সময়ে নিতান্ত দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং ছিন্ন কুসুমের ন্যায় দেখিতে দেখিতে শুষ্ক হইয়া যায়। যাহারা শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্ম করে না, যাহাদের বুদ্ধি অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কলুষিত হয়, যাহারা স্বেচ্ছাচারী, যখন যাহা মনে হয় তাহা অশাস্ত্রীয় হইলেও শাস্ত্রের নিষেধ না মানিয়া করিয়া ফেলে, যাহারা নিরন্তর অসৎসঙ্গে কালযাপন করে তাহারা মৃত্যুকালে অগ্নি পতিত ব্যক্তির ন্যায় অন্তর্দাহ অনুভব করে। বিষয়াসক্ত অবিবেকীগণ মৃত্যুকালে ঘর্ঘরকণ্ঠ এবং দৃষ্টি ও বর্ণের বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয়। তাহারা নিতান্ত দীন হীন হইয়া দশদিক আলোকশূন্য ও অন্ধকারময় দেখে, দিবাভাগে তারকার উদয় দেখে, দিঙ্মণ্ডল গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন দেখে, নভোমণ্ডল শ্যামীকৃত দেখে। মর্ম্মবেদনায় কাতর হয় বলিয়া উহাদের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হয়, উহারা পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় দেখে এবং আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় দর্শন করে। তাহাদের চক্ষে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্রের আবর্ত্তের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে থাকে। তাহারা মৃত্যুকালে অনুভব করে কে যেন জোর করিয়া তাহাদিগকে কখন শূন্যে লইয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই অন্ধকার কূপে ফেলিয়া দিতেছে। ইহারা কখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, কখন বা প্রস্তর মধ্যে প্রবেশিত অনুভব করে। দুঃখ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করে কিন্তু বাক্যের জড়তা বশতঃ অন্তর্দাহের কথা কিছুই বলিতে পারে না; হৃদয় যেন ছিন্ন হইয়া যায়। কখন বাত্যাগৃহীত তৃণখণ্ডের ন্যায় আকাশে উৎপতিত হয় কখন আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, কখন দ্রুতভাবে রথে সমারূঢ় মনে করে কখন বা আপনাকে তুষারের ন্যায় গমনোন্মুখ মনে করে।

মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেনা কিন্তু যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অপর মূর্খকে যেন সাবধান করিয়া দিয়া যায়। অহো! বিষয়াসক্ত মূর্খ ঈশ্বর চিন্তাবিহীন জনগণের মরণ যাতনা কতই ভয়ানক। যখন মরিতেছে তখন বন্ধু বান্ধবের অস্পৃশ্য হইয়া আপনাকে কখন ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত, কখন ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখন বায়ুযন্ত্রে অবস্থিত, কখন ভ্রমযন্ত্রে রজ্জুদ্বারা ভ্রামিত, কখন জলাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত, কখন শস্ত্রযন্ত্রে অর্পিত, কখন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা তৃণের ন্যায় পরিচালিত,

কখন জলরাশি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অর্ণবে পতিত, কখন বা অনন্ত আকাশে, কখন বা গর্ত্তে কখন বা চক্রাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহারা একালে সমুদ্র ও পৃথিবীর বিপর্য্যয় দশা অনুভব করে, পৃথিবীকে সমুদ্র দেখে ও সমুদ্রকে পৃথিবী দেখে; দেখিয়া ইহারা কতই ভীত হয়। কখন মনে করে যেন ঊর্দ্ধ হইতে অনবরত নিম্নে পতিত হইতেছে আবার একটু চেতনা যখন হয় তখন দেখে যেন অনবরত ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইতেছে। স্বীয় নিশ্বাস গর্জ্জন শুনিয়া ব্যাকুল হয় এবং ইন্দ্রিয়-সমূহে ব্রণের মত ব্যথা অনুভব করে।

আর মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টি? দিবাকর অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল যেমন শ্যামলবর্ণ হয় সেইরূপ ইহাদের চক্ষু আলোক হীন হইয়া মলিন হইয়া যায়। স্মৃতিলোপ হওয়ায় ইহারা কিছুই জানিতে পারে না। মনের কল্পনা সামর্থ্য থাকেনা, বিবেক থাকে না। ইহারা উৎকট মূর্চ্ছার অভিভূত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্তব্ধীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের ঈষন্মূর্চ্ছাবস্থা। পরে শ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে ইহারা প্রগাঢ় মোহে একবারে জ্ঞানশূন্য হয়। মোহ, পূর্ব্ব সংস্কার, ভ্রান্তি—এইসকল পরিপুষ্ট হওয়ায় জীব অল্প কালের জন্য জড় পাষাণের ন্যায় অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে।

লীলা। মা! দেহের এই যে অষ্টঅঙ্গ মস্তক, হস্ত, পদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু, কর্ণ এই সমস্ত থাকিতেও কি নিমিত্ত জীব মোহমূর্চ্ছা, ব্যথা, ভ্রান্তি, ব্যাধি ও চৈতন্য হীনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়?

সরস্বতী। ক্রিয়াশক্তি প্রধান পরমেশ্বর এই বক্ষ্যমানরূপ সঙ্কল্প লক্ষণ কল্প বিধান করিয়াছেন যে বাল্যে, যৌবনে, বৃদ্ধত্বে অথবা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ সময়ে আমা হইতে অভিন্ন যে জীব তাহার এই দুঃখ আসিবেই। সত্য সত্য দুঃখাদি নাই। এ সমস্তই কল্পনা মাত্র। সত্য সঙ্কল্প শ্রীভগবানের ঐ সঙ্কল্প-স্বভাবকেও নিয়তি বলে। আপন সঙ্কল্পের স্বভাব হইতে জাত চিত্ত-পরিকল্পিত তরঙ্গজনক চিত্তবিজৃম্ভিত দুঃখ আপনি আসিয়া জীব উপাধিতে প্রবেশ করে এবং দুঃখ ভোগ করায়।

এখন শ্রবণ কর কিরূপে দুঃখটা ভোগ হয়। জীবগণের দেহস্থিত নাড়ী সকল মৃত্যুকালে প্রতপ্ত পিত্তাদিরস পূরিত হওয়ায় সংকোচ ও বিকাশ দ্বারা

ভুক্তান্ন পানাদির রস অসমানরূপে গ্রহণ করে। সমান বায়ু তখন আপনার সমীকরণ কার্য্য আর করিতে পারে না। যখন বায়ু নাড়ীপথে প্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত না হয় এবং নির্গত হইয়া আর দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে না পারে তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে বন্ধ হয়। নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হওয়ায় চক্ষু প্রভৃতি নিঃস্পন্দ হয় এবং তজ্জন্য জ্ঞানের অস্ফুট সংস্কার মাত্র ভিতরে স্মৃতিতে থাকে অন্য সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান লুপ্ত হয়। অপান বায়ু যখন আর দেহে প্রবেশ করে না (প্রশ্বাসে প্রাণবায়ু নাসিকাগ্র হইতে যে পর্য্যন্ত গিয়া লয় পায় সেইস্থানে অপান বায়ুর উদয় হয়) এবং প্রাণবায়ুও মুখ নাসিকা দ্বারা আর নির্গত হয় না তখন নাড়ীস্পন্দন রহিত হয় এই সময়ে লোকে বলে "মরিয়াছে"। "আমি জন্মিব" "আমি এইকালে মরিব" এই চিৎসঙ্কল্পরূপ নিয়তিই মৃত্যুর কারণ। "আমি অমুক দেশে, অমুক প্রকারে, অমুক হইয়া জন্মিব" ইহাই হইল চিৎসঙ্কল্প। সঙ্কল্প আদি সৃষ্টিকালে ফুটিয়া ছিল। সঙ্কল্প মায়াশক্তির অবিনাশী স্বভাব। মায়ার এই স্বভাবের নাশ নাই এবং নিয়তির নিয়ম, ভঙ্গ হইবারও নহে। এই স্বভাবরূপ সম্বিদ হইতেই জন্ম মরণ হইতেছে। যতদিন না মুক্তি হয় ততদিন জনন মরণের নিবৃত্তিও নাই। নদীর জল যেমন কোন সময়ে আবর্ত্তযুক্ত, কখন কলুষিত, কখন নির্ম্মল, কখন স্থির, সেইরূপ জীবচৈতন্যও কখন সাধনাদ্বারা নির্ম্মল হয় আবার কখন প্রকৃতির দশ্য দ্বারা রাগদ্বেষ কলুষিত হয়। যেমন দুর্ব্বাদি দীর্ঘ লতার মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেখা যায় সেইরূপ অজ্ঞানী চেতন সত্তার মধ্যে অর্থাৎ জীব চৈতন্যে জন্ম ও মৃত্যুরূপ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

> ন জায়তে ন ম্রিয়তে চেতনঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
> স্বপ্নসম্ভ্রমবদ্ভ্রান্তমেতৎ পশ্যতি কেবলম্॥ ৬৭
>
> পুরুষশ্চেতনামাত্রং স কদাচিন্ন পশ্যতি।
> চেতন ব্যতিরিক্তত্বে বদান্যৎ কিংপুমান্ ভবেৎ॥ ৬৮
>
> কোঽদ্য যাবন্মৃতং ব্রূহি চেতনাং কস্য কিং কথম্।
> ম্রিয়ন্তে দেহলক্ষাণি চেতনং স্থিতমক্ষয়ম্॥ ৬৯

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্যান্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ টাকা বোর্ডে বাঁধাই ২৸০ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

শিলাজিত।

পার্ব্বতীয় ধাতু সমূহ সূর্য্যোত্তাপে গলিত হইয়া বাহির হয়। পরে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধানে নানাবিধ ভেষজ সহযোগে শোধিত হইয়া, বাত, কাশ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, মধুমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিয়া, বল, বর্ণবৃদ্ধি করিয়া থাকে স্বভাবতঃ ও রোগ দ্বারা দুর্ব্বল ও প্রৌঢ় বয়স্ক রোগীর বিশেষ উপকার হয়। আমি শ্রীশ্রীবদ্রিকাশ্রমের নিকট হইতে অনেকখানি উত্তম শিলাজিত লইয়া আসিয়াছি। পরীক্ষার্থ প্রতি তোলা ১৷০ মূল্য ধার্য্য করিলাম। মাশুলাদি ।৵০ ভি পিতে ১৸৴০ এক টাকা নয় আনা। ১ তোলায় প্রায় ১ মাস হয়।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

পোঃ [illegible]নবাজার, নদীয়া।

গাছ! বীজ!!

নূতন আমদানী টাট্‌কা বীজ।

এই সময়ের বপনোপযোগী, ছয়সেরা বেগুন, বারমেসে লঙ্কা, অঙ্কমং কপি ইত্যাদি ১২, ১৮ ও ২৪ রকমের বিলাতি সব্জী বীজের প্যাকেট যথাক্রমে ৩৲ ৪৲ ও ৫৲ টাকা। এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা প্রভৃতি ১০ ও ১৫ রকম বিলাতী মরসুমী ফুলের বীজ যথাক্রমে ১৷০ ও ২৲ টাকা। আমাদের প্রসিদ্ধ আম, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফলের গাছ ও গোলাপ, চাঁপা ইত্যাদি ফুলের গাছ এবং সর্ব্বপ্রকার পাতাবাহারের গাছ সর্ব্বদাই সুলভ ও সঠিক। অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট সহ গাছ ও বীজের মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এ, খুরাস এণ্ড কোং প্রাক্টিক্যাল বোটানিষ্ট।

৬।১ নং বাগমারি রোড, মাণিকতলা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা—উৎসবের পুরাতন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করায় উৎসব-সংক্রান্ত কর্ম্মের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। আমাদের দোষের জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর উৎসব পূর্ব্ব নিয়মেই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসব ১২শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এতাবৎকাল উৎসব তাহার লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছে বলিয়া উত্তরোত্তর উৎসবের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাতে উৎসবের আরও উন্নতি হয় তজ্জন্য উৎসব পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসবের মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া পাঁচ ফর্ম্মার স্থানে ছয় ফর্ম্মা দেওয়া হইতেছে। আরও কলেবর বৃদ্ধির সঙ্কল্প হইতেছে। যাহারা উৎসব প্রচারের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরর্থক, কারণ যে উদ্যম লইয়া উৎসব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে সে উদ্যম এখনও অক্ষুন্নই আছে।

দ্বিতীয় কথা—শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আধাবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷০ টাকা. অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি কত বড় হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারায় আমরা উহার মূল্য ২৷৷০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠার অধিক আকারে বড় হওয়ায় ও বাঁধাইবার খরচ অধিক হওয়ায় আমরা তিন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান গুলিই দুর্ম্মূল্য। আশা করি এমতাবস্থায় পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপাইয়া, সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া দিবার জন্য যে মূল্য হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

যাঁহারা বিচার চন্দ্রোদয় পাঠাইতে বলিয়াছেন তাঁহারা কোন্ প্রকার বাঁধান লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগকে সত্বরে জানাইবেন। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব, কারণ ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল [৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীরামচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিটিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত। }

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

"অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥"

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

তপস্যা।

কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করা—ইহাই ঋষিগণের প্রধান শিক্ষা। অতি প্রাচীন জাতি আমরা। শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বত্রেই আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আছে। যত প্রকার আপদ্ আসিতে পারে ঋষিগণ জ্ঞান চক্ষে তাহাও দেখিয়াছিলেন; বিশেষ কলিযুগ এই একবার আসিয়াছে আর কখন আইসে নাই, ইহা আমারও বলি না। ঋষিগণ অনেক বার ঘোর কলি দেখিয়া ছিলেন বলিয়া অতিশয় আপদ্ কালেও যাহা করিতে হইবে তাহা তাঁহারা করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। প্রায় পুরাণে ঘোর কলিতে নরনারী যখন নষ্টবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তখন তাহাদের করণীয় কি, ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

"কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে" এই যুদ্ধোদ্যোগে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে—কুরুক্ষেত্রে সমর প্রারম্ভে কৃষ্ণসখা শ্রীভগবানকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীভগবান্ তখন "সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্" উভয় সেনা মধ্যে মহারথ স্থাপন করিয়া বলিলেন এই সমবেত কুরুদিগকে অবলোকন কর। শ্রীঅর্জ্জুন রণস্থলে সমবেত গুরু, পিতামহ, জ্ঞাতি-সুহৃদ্, স্বজনবর্গকে অবলোকন করিয়া বিমনায়মান হইলেন। শ্রীঅর্জ্জুন মনে কি করিয়াছিলেন? শ্রীগুরুও ধার্ম্মিক, পিতামহ-ও পরমধার্ম্মিক, ইঁহারাও কি শ্রীভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিবেন? শ্রীঅর্জ্জুন কৃপাপরবশ হইলেন; জ্ঞাতিবধে বড়ই বিপত্তি দেখিলেন; তাঁহার অঙ্গ অবসন্ন হইল; মুখ পরিশুষ্ক হইতে লাগিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; তাঁহার মন ঘূর্ণিত হইতেছে; তিনি অনিষ্টসূচক বাম নেত্র স্ফুরণাদি দুর্নিমিত্ত সকল দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীঅর্জ্জুন শোকাকুল চিত্তে পার্থসারথি সম্মুখে যুদ্ধমধ্যে সশর ধনু পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীভগবানকে বলিলেন—আমি যুদ্ধ করিব না। "পারিব না" ইহা বলিলেন না। বলিলেন "করিব না"।

শ্রীঅর্জ্জুনের মোহ আসিয়াছে। মোহ উপস্থিত হইলেই মানুষ কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ হয়। অর্জ্জুন কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়াছেন। বলিতেছেন—আমি ভিক্ষাটনে জীবন কাটাইব, যুদ্ধ করিব না।

মানুষ স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া কিন্তু চুপ করিয়া থাকে না। ছাড়ে স্বধর্ম্ম আর ধরে পরধর্ম্ম।

এই বিপত্তি কি আর্য্যজাতির আসিয়াছে? আমরা কি স্বধর্ম্ম ছাড়িয়াছি? শুধু স্বধর্ম্ম ছাড়া নয় আমরা কি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি? আমাদের কি মোহ আসিয়াছে?

সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াও কেহ কি গরুবাছুর রাখিতেছে? আদালতে মাম-লা মোকদ্দমা করিতেছে? জমীজায়গার চাষবাস ব্যবস্থা করিতেছে? আবার গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও কেহ কি গৈরিক বস্ত্র পরিতেছে? সংসারের কর্ম্ম করিতে হইলেই কেহ কি বলিতেছে— এসব কি আমি পারি? 'আমি জপে আছি' বলিয়া কেহ কি পীড়িত পিতা মাতারও সেবাশুশ্রূষায় অবহেলা করিতেছে; ব্রাহ্মণ হইয়াও কেহ কি জুতোর দোকান খুলিতেছে; ব্রাহ্মণ হইয়াও কেহ কি 'পাটোয়ারি' করিতেছে আর বলিতেছে বৈশ্য হইয়া গিয়াছি? এসব বিপত্তি কি আমাদের আসিয়াছে? এই ভাবে স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ কি হইতেছে? এই সব আসিয়াছে। ইহা আসিবেই। ইহা আপদ্ধর্ম্মের কার্য্য। তথাপি হতাশ হইবার কিছুই নাই।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান কর্ত্তব্য-বিমুখ অর্জ্জুনের জন্য নূতন কর্ত্তব্য ত দেখাইলেন না। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করাইবার জন্য ঋষি প্রবর্ত্তিত স্বধর্ম্ম করিতেই উপদেশ করিলেন, বলিলেন—অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয়। ভিক্ষাটন ক্ষত্রিয়ের

কর্ম্ম নহে, ক্ষত্রিয়ের ইহা পরধর্ম্ম। ভিক্ষাটন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তুমি যুদ্ধ কর, তুমি ক্ষত্রিয়। আর এই যুদ্ধ হইতেছে ধর্ম্ম যুদ্ধ।

এখন তবে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? একমাত্র উত্তর—আমরা কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ, আমাদিগকে হইতে হইবে কর্ত্তব্য পরায়ণ।

কি করিলে বুঝা যাইবে আমরা কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতেছি? এক কথায় এই সমস্যার উত্তর হইতেছে তপস্যা করিলে।

এই প্রবন্ধে আমরা তপস্যার কথা বলিব। তপস্যা ছিল আর্য্যজাতির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। জীবন যায় যাক্ তথাপি তপস্যা ছাড়িব না—ইহাই সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

তপস্যাই যে আর্য্যজাতির বিশেষত্ব তাহার প্রমাণ এই জাতির শাস্ত্র, এই জাতির ইতিহাস।

শাস্ত্রে আমরা কি দেখি? দেখি—স্বয়ং ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন; দেখি—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, দেবতার দেবত্ব তপস্যালব্ধ। সুরত রাজা ও সমাধি বৈশ্য তপস্যা দ্বারা ইষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। রাবণ এত প্রতাপী তথাপি তপস্যা দ্বারা অগ্নিতে বহুবার মস্তক বিসর্জ্জন করিয়া ইষ্টদেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া, ইষ্টদেবতা হইতে বরলাভ করিয়া তবে পৃথিবী জয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের মত বীরপুরুষকেও মহারাজ যুধিষ্টির তপস্যার জন্য কাম্যকবন হইতে হিমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এই কথা পাওয়া যায়।

আবার শাস্ত্র সমূহও এই শিক্ষা দিতেছেন। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে বলিতেছেন "তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ"। তপস্যা স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এইগুলি ক্রিয়াযোগ।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতাতে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"—এই উপদেশ দিতেছেন। চারি জাতির স্বভাবজ কর্ম্মে যখন ইহারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে তখনই ইহারা কর্ম্মজা সিদ্ধিলাভ করিবে। কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা—ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের বীজ। "মামনুস্মর যুদ্ধ্চ" যুদ্ধ ও আমাকে স্মরণ করিয়া কর; যাহা করিবে—কি বৈদিক কি লৌকিক কর্ম্ম তাহাতেই আমার অর্চ্চনা করিতেছ, ইহা ভাবিয়া কর্ম্ম কর। তোমার কর্ম্ম ভাগটি গৌণ হইয়া যাক্। মুখ্য হউক আমার স্মরণ। ইহারই উপর আর্য্যজাতির আর্য্যজাতিত্ব নির্ভর করিতেছে।

ভগবান শঙ্করও শাস্ত্রশিক্ষা মত উপদেশ দিতেছেন।

"অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তি লক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদি স্থান প্রাপ্তি হেতুরপি সন্ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিতঃ। শুদ্ধ সত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তি হেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে"। ভগবান শঙ্কর বলিতেছেন সংসার নিবৃত্তিই জীবের নিঃশ্রেয়স। আর অভ্যুদয় অর্থে এই বলা যায় যে যেটি প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিধান করা হইয়াছে। ইহা দেব লোক প্রাপ্তির কারণ হইলেও যদি ইহা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় তবে ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করা হয় বলিয়া এই প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারাও সত্ত্বশুদ্ধি ঘটে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা প্রাপ্তি হয়। তজ্জন্য নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম পালনই জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। এই জন্য প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারাও নিশ্রেয়স্ লাভ হয় ইহা প্রতিপন্ন হইল।

বলিতেছিলাম সমস্ত শাস্ত্র এই জাতিকে তপস্যা করিতে বলিতেছেন। আমরা আমাদের জাতির জীবন রক্ষার জন্য এখন কি কোন তপস্যা করি? যাহা করি তাহাও কি শাস্ত্রানুমোদিত? আর যদি করি তবে কি আমরা আমাদিগকে ঋষিগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে পারি?

আমরা এখন বলিতে শিখিয়াছি,—তপস্যা করিব কোন্ প্রয়োজনে? যখন 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে'—বিনা প্রয়োজনে যখন নিতান্ত হীন ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চায় না তখন আমরা প্রয়োজন না বুঝিয়া কর্ম্ম করিব কেন? সত্য কথা তপস্যার প্রয়োজন বুঝাও আবশ্যক। ঋষিগণ এই প্রয়োজনটি অগ্রে লক্ষ্য করিয়াছেন।

যাহার লক্ষ্য ঠিক নাই তাহার তপস্যা হইতেই পারে না।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? লক্ষ্য হইতেছে ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ। ধর্ম্ম হইতেছে জীবনের ভিত্তি আর জীবনের পরিসমাপ্তি হইতেছে মোক্ষে বা সংসার নিবৃত্তিতে। মধ্য দেশে থাকিল অর্থ ও কাম।

এই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কি সকল প্রকার মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধি করে না?

চতুর্ব্বর্গ যাহা তাহার মধ্য দিয়া সকলকেই যাইতে হইবে। এমন সুন্দর লক্ষ্য কে কোথায় দেখাইতেছেন? অথচ ইহার ভিতর প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া নিবৃত্তির পথও দেখান হইতেছে। কথাটি একটু ভাল করিয়া বলিতে হইতেছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই প্রথম। সমস্ত বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভূতির জন্য করিতে হইবে। যাহা কর, যাহা খাও, যাহা যজ্ঞ কর বা দান কর বা তপস্যা কর তাহাই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

ইহা শ্রীগীতার শিক্ষা।

ইহা আচরণ কর ইহাতে অর্থ ত আছেই সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থও আছে। ইহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ ত হইবেই কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যেও তুমি ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব করিতেছ; ইহাই তোমার পরমার্থ।

অর্থ দ্বারা কাম প্রাপ্তি ত হইল কিন্তু ঐ কামের সঙ্গে আর এক কামনা জাগিল। যখন লৌকিক বা বৈদিক সকল কর্ম্ম ঈশ্বর প্রসন্নতার মুখে ধাবিত হয়, যখন প্রতি ভাবনা প্রতি কর্ম্ম এমন কি প্রতি বাক্যে ঈশ্বর স্মরণ ভুল হয় না—যখন ঈশ্বর প্রসন্নতাতে হৃদয় ভরিয়া যাইতে থাকে তখন কি আর এক কামনা জাগে না? মনে কি হয় না—হে ঈশ্বর! আমি কবে তোমার কাছে নিরন্তর থাকিব? এতদিন জীব সেবার ভিতর দিয়া, স্ত্রী পুত্রাদির সেবার ভিতর দিয়া তোমার সেবা করিলাম—আর তাহাতে তোমার প্রসন্নতা যে কত মধুর তাহা বুঝিলাম এখন কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার সেবা করিতে চাই। আর কতদিন আরোপের ভিতর দিয়া চলিব? এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে পাইতে চাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার সেবা করিয়া তোমার প্রসন্ন বদনে তোমার মধুর হাসি দেখিতে চাই।

এই কামনা যাহার প্রাণে প্রবল হয় তাহার মোক্ষ আর কত দূরে? যিনি ভক্ত হইতে পারিলেন, জ্ঞান আর তাহার কতদূর? আবার যাঁহার জ্ঞান হইল মোক্ষ আর তাঁহার কত দূর?

তাই বলিতে ছিলাম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই যদি লাভ হয় তবে আর মানুষের বাকী কি রহিল!

তপস্যার লক্ষ্য তবে চতুর্ব্বর্গ। তপস্যা কেন করিব ইহার উত্তর আমরা পাইলাম।

এই পর্য্যন্ত আমরা বলিলাম।

(১) কর্ত্তব্য বিমুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করা।

(২) কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়ার লক্ষ্য হইতেছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি।

(৩) তপস্যা।

আমাদের চতুর্থ কথা হইতেছে কিরূপ তপস্যা আমাদিগকে করিতে হইবে? কিরূপ তপস্যা আমরা করিতে পারি?

আমাদের সমাজে এখনও অতি ক্ষীণভাবে বলিতে হয় বলা হউক—তাহাতেও ক্ষতি নাই কিন্তু অতি ক্ষীণভাবে দুই প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান চলিতেছে।

ব্রাহ্মণ এখনও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন আর যেমন ভাবেই হউক সন্ধ্যা পূজাও করেন। তাহার পর দীক্ষাও গ্রহণ করেন। আর ব্রাহ্মণেতর যাহারা তাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জপ পূজাদি করিয়া থাকেন।

এই সন্ধ্যা ও দীক্ষা যদি যথাযথ ভাবে সমাজে চলে তবে কি আমরা আবার ঋষিগণের আজ্ঞা পালন করিয়া শোক তাপের হাত এড়াইতে পারি না? এই সন্ধ্যা, পূজা ও দীক্ষা যদি যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান করা যায় তবে কি আমাদের স্বধর্ম্ম গ্রহণ ও পরধর্ম্ম ত্যাগের কার্য্য কিছু হয় না? আমাদের মনে হয়, হয়।

আমাদিগকে স্বধর্ম্মে থাকিতে হইবে; পরধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। যদি কেহ মনে করেন স্বধর্ম্মে থাকিলে সমাজ উন্নতির মুখে চলিবে না, আজ কালকার বিজ্ঞান সম্মত কোন কিছু নূতন জিনিষ আমরা সমাজে চালাইতে পারিব না, কাজেই আমরা পৃথিবীর কোন সভ্য জাতির সমান হইব না বলিয়া সভ্যজাতির মধ্যে আমাদের স্থান হইবে না যদি কেহ এইরূপ মনে করেন তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে ইহা বলিতে পারি যে আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া আমরা আধুনিক সকল প্রকার প্রকৃত উন্নতি সমাজে চালাইতে পারি। সমাজের প্রকৃত উন্নতি চারিটি বস্তুর উপর নির্ভর করে।

(১) পুরুষের পবিত্র চরিত্র।

(২) স্ত্রীলোকের সতীত্ব।

(৩) মনের একাগ্রতা।

(৪) স্বরূপে বিশ্রান্তি।

জগতে এমন কোন সভ্যজাতি থাকিতে পারে না যাঁহারা এই চারিটির কোনটি

অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিতে পারেন। সেই জন্য আমরাও বলি এই চারিটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর যত প্রকারের উন্নতি চাও সমাজে প্রচলন কর তাহাতে শাস্ত্র কোন কথাই কহিবেন না।

স্বধর্ম্মে থাকিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই ত ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে? সংসার নিবৃত্তিই যখন জীবের লক্ষ্য তখন সংসার করিয়াই সংসার নিবৃত্তি করিতে হইবে।

পথ আমাদের একটি। এই পথটির প্রথম অংশ ধর্ম্ম, দ্বিতীয় অংশ অর্থ, তৃতীয় অংশ কাম এবং চতুর্থ বা পথের শেষ মোক্ষ।

আমরা ধর্ম্মপথে প্রথম চলিব। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ধর্ম্মপথে চলিলে আপনা হইতে আর তিনটি আসিবেই। ধর্ম্মপথের উপস্থিত অবলম্বন আমরা বলিতেছি—সন্ধ্যা, পূজা, জপ ও দীক্ষা ইত্যাদি। সন্ধ্যা ও দীক্ষামত কার্য্য যাহাতে ঠিক ঠিক ঋষিদিগের মত চলে সমাজে তাহাই প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

এখন সন্ধ্যা ও জপ যাহা চলিতেছে তাহা প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। কারণ এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমরা জাতির মধ্যে পবিত্র চরিত্রের পুরুষ, সতী স্ত্রীলোক, একাগ্র-মন এবং স্বরূপে স্থিতির দৃষ্টান্ত বড় কমই দেখিতে পাই। অনুষ্ঠানের প্রাণ হইতেছে ঈশ্বর ভাব। ভাব শূন্য অনুষ্টানে চরিত্র গঠিত হয় না। ভাব শূন্য অনুষ্ঠানে হৃদয়ের রাজা শ্রীভগবানকে হৃদয়ে বসান যায় না। ভাব শূন্য সন্ধ্যাপূজায় বা স্তবস্তুতি পাঠে বা জপ ধ্যানে ঈশ্বরের দিকে চিত্তের স্পন্দন হয় না। ইহাতে চিত্তের বিষয় মুখে স্পন্দন নিবারণ করা যায় না। কাজেই যাহাদের সন্ধ্যাপূজাও কিছু কিছু হয় তাহাদের ক্ষণিক চিত্তবিনোদন মাত্র হয়। সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিবার কিছুই হয় না। ইহা যদি না হইল তবে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হইবে কিরূপে?

সর্ব্বদা ঈশ্বরকে লইয়া তাঁহারই প্রসন্নতার জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা কিরূপে করিতে পারিব ইহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা। সমাজে অনেক প্রকার সাধু অনুষ্ঠান এখনও চলিতেছে কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা কি আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি? দরিদ্রের সেবা আমরা করি কিন্তু দরিদ্রকে নারায়ণ বোধ কতটুকু করিতে পারি? সংসার আমরা করি কিন্তু সংসার সেবায় ভগবৎ সেবা হইতেছে, ইহা আমরা কতটুকু অনুভব করিতে পারি? পিতা মাতা আচার্য্য ইহাদিগকে কতটুকু আমরা ঈশ্বর বোধ করিতে পারি? আমাদের স্ত্রীলোকেরা

বুদ্ধিকে নারায়ণ বোধ কতটুকু করিতে পারেন ? কর্ম—লোক হিতকর কর্ম আমরা করি কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্ম করিতেছি এই ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা কতটুকু কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই ? কেন হই না ? ঈশ্বরের ভাব আমাদের মধ্যে রাজা হইয়া আমাদিগকে পরিচালিত কেন করে না ? ইহার কারণ আমরা উল্লেখ করিব না। কি করিলে আমরা ঈশ্বরের দাস হইয়া তাঁহারই তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিতে পারিব তাহার আলোচনা করিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন—

তুলসি ! ইহ সংসার মে পাঁচো রতন হ্যায় সার।
সৎসঙ্গ হরিকথা দয়া দীনতা পরোপকার ॥

উপস্থিত সময়ের অধর্ম্ম স্রোত নিবারণের জন্য এই পাঁচটি উপকরণই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাঁচটী এই

(১) সৎসঙ্গ
(২) হরিকথা
(৩) দয়া
(৪) দীনতা
(৫) পরোপকার

প্রথম দুইটিতে নিজের কাজ ও দেশের কাজও আছে, শেষের তিনটিতে ও নিজের চরিত্র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

অতি সংক্ষেপে আমরা এই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যাঁহারা নিজে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না তাঁহাদের সৎসঙ্গ ঠিক মত হয় না। আপনি ধর্ম্মাচরণ করিয়া যখন অন্যের সঙ্গে সৎসঙ্গের কথা কওয়া যায় তখন তাহা সজীব। সৎসঙ্গের দুইটি ভাব থাকা আবশ্যক। একভাগে হইবে অন্তরঙ্গের সহিত সৎসঙ্গ, অন্যভাগে থাকিবে বহিরঙ্গ জনের সহিত সৎসঙ্গ। সভা সমিতিতে বহিরঙ্গ জনের সহিত সৎসঙ্গ হয়। ইহাতে নিতান্ত বহির্ম্মুখ জনেরও ভগবৎ কথায় রুচি আনয়ন করে। তখন ইহারা শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার আজ্ঞামত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আর অন্তরঙ্গ সৎসঙ্গে-ভাব পুষ্টির জন্য আত্মজনের যথার্থ উন্নতি হইয়া থাকে।

দিবসের শেষ ভাগে রামায়ণ, মহাভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র নিয়ম করিয়া পঠন পাঠনেও উপরের দুই কার্য্য হয়।

এই জন্য সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, তীর্থে তীর্থে সৎসঙ্গের স্থান হওয়া আবশ্যক। এমন কি বাড়ীতে বাড়ীতে সৎসঙ্গ ও হরিকথায় স্থান ও সময় হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সাধুকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের এই কার্য্য চালাইবার জন্য প্রাণপণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলেরই মহৎ কার্য্য হওয়া সম্ভব। স্কুল কলেজে যে সব ছাত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদেরও এই সৎসঙ্গে যোগদান করা কর্ত্তব্য। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ সৎসঙ্গ করিতে করিতে অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে। সকলেই যদি তপস্যা পরায়ণ হয় তবে আমাদের সমাজ আবার যে জাগ্রত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দয়া, দীনতা, পরোপকার এইগুলিও তখন প্রত্যহ অনুষ্ঠানের বস্তু হইয়া যাইবে। ইহার জন্য যে চেষ্টা সেই চেষ্টাকে আমরা সমাজের যথার্থ উপকার মনে করি। ইতি।—১৭ই ভাদ্র শনিবার সন ১৩২৩ সাল।

গীত।

রাগিনী সিন্ধু—তাল জৎ।

ভেবেছিলাম ভবে এসে (এবার) ভুলব না আর মা তোমারে।
কেমন করে জানব তখন, রিপু দুজন ফেল্‌বে ফেরে॥
অধোশির উর্দ্ধে চরণ, জননী জঠরে যখন,
নানা জন্ম দুখ বেদন, উদিত হলো অন্তরে।
মায়া সূত্র আবরণ, কে যেন করি মোচন,
অতুল দিব্য নয়ন, পরায়ে দিল আমারে।
করিলাম দরশন, দারা সুত অগণন,
শত্রু মিত্র পরিজন, পেলেম যত বারে বারে।
শুভাশুভ কর্ম্মরাশি, সম্মুখে ভাসিল আসি,
কত শত রবি শশী, আমারে রয়েছে ঘেরে।
বিশ্বময়ী কোলে লয়ে, বলেন স্বরূপ দেখায়ে,
আর যেন বাপ বিষয় পেয়ে ভুলিস্‌নেরে আপনারে॥—(শিবপুর)

রাসলীলা।

গীতগোবিন্দে—ভ্রমন্তীং কান্তারে।

(১)

শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হরি স্মরণে মনকে সরস করিবার জন্য। "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ" যদি শ্রীহরির স্মরণে মনকে সরস করিতে ইচ্ছা কর—ইহা তাঁহারই কথা। শ্রীবৈষ্ণবেরা যাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলেন তাহা স্মরণাত্মিকা। স্মরণটি ভাবনা রাজ্যেই করিতে হয়। শ্রীজয়দেব এই জন্য গীতগোবিন্দে কতক-গুলি চিত্র আঁকিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম চিত্র—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়॥

প্রথম চিত্রের বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় চিত্রে শ্রীজয়দেব আঁকিতেছেন—

বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারৈরবয়বৈঃ
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহু-বিহিত-কৃষ্ণানুসরণাম্॥

"ভ্রমন্তীং কান্তারে" এই চিত্রের কথা আমরা এখন আলোচনা করিব।

কখন কি নিত্যক্রিয়ার অন্তে কান্তারে যথা তথা কৃষ্ণানুসরণ করিয়াছ? নিত্য-ক্রিয়ায় মানস পূজাত কর কিন্তু কৃষ্ণানুসরণ কি হইয়াছে? এই যে ভাবের একটু আভাস হৃদয় ছুঁইয়া গেল, এই যে সে যেন আসিয়াছিল, মেঘ হইতে মেঘান্তরে বিদ্যুতের গতাগতির মত কি যেন কি ক্ষণতরে চিত্তকে উজ্জ্বল করিয়া, কি যেন কি এক গ্লানিশূন্য সুখে চিত্তকে চেতোমুগ্ধ করিয়া এককক্ষণেই অদৃশ্য হইল—কখন কি কৈ কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া—কখন কি কৃষ্ণানুসরণ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক তবে শ্রীজয়দেব যে ভাবে কৃষ্ণানুসরণ করিতে বলিতেছেন সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিত্য ক্রিয়ার অন্তে একবার করনা কেন? নিশ্চয়ই মন হরিস্মরণে সরস হইবে।

বসন্তকাল। বাসন্তীকুসুমের মত কোমল সুষুমাপূর্ণ দেহ। শ্রীমতী বনে বনে ভ্রমণ করিয়া করিয়া কৃষ্ণানুসরণ করিতেছেন। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

রাসলীলার সময়েও শ্রীমতী এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সে কিন্তু বসন্ত কালে নহে সে শরৎ কালে আমারা রাসলীলায় অনুসন্ধানের কথা অগ্রে আলোচনা করিব।

ইহারও পূর্ব্বে আর একটি কথা বুঝিতে চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। আজ কাল অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন শ্রীবৃন্দাবনের এই রাসলীলা কি? ইহা কি জন্য প্রকটিত হইয়াছিল? আর কোথাও কি এই রাসলীলা হয়? অন্য কিছু প্রকাশের জন্য কি এই লীলা?

(২)

আমরা রাসলীলার বহুপ্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করি। রাসলীলা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। আমরাও যদি আমাদের একটা মত প্রকাশ করি তাহাতে কি উপকার হইবে? যতগুলি মত আছে তাহার উপর আর একটি মত বাড়িবে মাত্র। ইহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার হওয়াই সম্ভব। শাস্ত্র বলেন পরোপকার করা উচিত বটে। কিন্তু তুমি যদি সম্যক না দেখিয়া কোন কথা প্রচার কর আর তোমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া যদি কেহ কুকার্য্য করে তবে তোমাকে তাহার পাপের জন্য দণ্ডনীয় হইতে হইবে। প্রচারকের কার্য্য তবে অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্য নিজে যেমন বুঝি তাহা সকলের নিকট প্রচার করা বিপদ জনক। যদি ভুল বুঝিয়া থাকি তবে অন্যের অনিষ্ট ত হইবেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের পাপও হইবে সে জন্য নিজেও দণ্ডনীয় হইব এবং অধঃপাতে যাইব। এক্ষেত্রে রাসলীলা সম্বন্ধে নিজে যাহা ভাবিয়াছি তাহার উপর আমরা বিশ্বাস করি না। তেমন সাধনা নাই, তেমন সংযম নাই, তেমন ভাবে চরিত্র গঠনও হয় নাই—তবে নিজের মতই যে অভ্রান্ত এ বিশ্বাস হওয়া কি উচিত? উচিত নহে। এই জন্য ঋষিরা রাসলীলা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বুঝিতেই আমরা চেষ্টা করিব।

স্কন্দপুরাণ প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীব্যাসদেব ইহার রচয়িতা। স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে রাসলীলা সম্বন্ধে ভগবান্ ব্যাস যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহাই অলোচনা করিতেছি।

শ্রীব্যাসদেব প্রথমেই বলিতেছেন—

শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘন স্বরূপিণে কৃষ্ণায় চানন্ত সুখাভিবর্ষিণে।
বিশ্বোদ্ভব স্থাননিরোধ হেতবে নুমো বয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েহ নিশম্ ॥

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্ত নমস্কার করি। কেন এই নমস্কার? সর্ব্বদা এই নমস্কার ভক্তিরস প্রাপ্তির জন্য। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে ভক্তিরস আসিবে কিরূপে? আসিবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত সুখ বর্ষণ করেন। তাঁহার স্বভাব আলোচনা করিলেই আমরা ইহা বুঝিতে পারি। শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বরূপে সচ্চিদানন্দ ঘন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য আছেন; তিনি জ্ঞান ঘন এবং আনন্দ ঘন। এইটী তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। এইটি তাঁহার পরম ভাব। স্বরূপে যিনি সচ্চিদানন্দ ঘন তিনিই আবার তটস্থলক্ষণে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি এবং নাশের হেতু। যে শ্রীকৃষ্ণ সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভক্তিরস প্রাপ্তির জন্য নিরন্ত প্রণাম করি।

শাণ্ডিল্যঋষি রাজা পরীক্ষিৎ ও রাজা বজ্রনাথকে বলিলেন—

শৃণুতং দত্তচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজভূমিজং।
ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যুক্তা ব্যাপনাদ্ ব্রজ উচ্যতে ॥

হে নৃপদ্বয়! ব্রজভূমিজাত রহস্য মন দিয়া শ্রবণ কর। ব্রজন্ শব্দে ব্যাপ্তি বুঝায়। ব্যাপন্ করে বলিয়া ইহার নাম ব্রজ। ব্রজলীলা তবে কি? সর্ব্বব্যাপী যাহা তাহাকেই ব্রজ বলা হইল। ইহাই তদ্বিষ্ণুর পরমপদ। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

গুণাতীতং পরংব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে।
সদানন্দং পরং জ্যোতির্মুক্তানাং পদমব্যয়ম্ ॥

এই ব্রজ গুণাতীত, পরব্রহ্ম, ব্যাপক, সদানন্দ, উত্তম জ্যোতি এবং মুক্তগণের অব্যয় পদ। ব্রজ হইলেন পরমপদ আর কৃষ্ণ কি?

তস্মিন্নান্দাত্মজঃ কৃষ্ণ সদানন্দাঙ্গ বিগ্রহঃ।
আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনুভূয়তে ॥

সেই ব্রজে নন্দাত্মজ কৃষ্ণ হইতেছেন মূর্ত্তিমান সদানন্দ দেহধারী। ইনি

আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া আত্মারাম; ইনি কামনা মাত্রেই সমস্ত লাভ করেন বলিয়া আপ্তকাম। আর ইনি প্রেমিক জনের অনুভূতি গোচর।

শ্রীকৃষ্ণ ত আত্মারাম। কিন্তু কোন্ আত্মায় ইনি রমণ করেন? শ্রীকৃষ্ণের আত্মা কে? শ্রীকৃষ্ণ তবে কোন্ আত্মা?

আত্মাতু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। এই পরমাত্মার আত্মা হইতেছেন শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন। এজন্য রহস্যবিদ্ প্রাজ্ঞগণ ইঁহাকে আত্মারাম বলেন। পরমাত্মার আত্মা কি? মহাকাশের সম্বন্ধে ঘটাকাশ যাহা তাহাই শ্রীকৃষ্ণের রাধা। দু'য়ে এক তথাপি উপাধি ভেদে পৃথক্। নতুবা লীলা হইবে কিরূপে? "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্"। অপনি আপনিই আছেন। তথাপি একটা উপাধির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া 'আমি অন্য কিছু হইয়াছি' এই তাঁহার উল্লাস; এই তাঁহার লীলা। আর শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম কিরূপে?

কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ॥
নিত্যাঃ সর্ব্বে বিহারাদ্যা আপ্তকামস্ততস্ত্বয়ম্॥

ইচ্ছা মাত্রেই ইনি গো, গোপ ও গোপিকা প্রভৃতি কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন আবার এই সকল বিহার বস্তু তাঁহার নিকটে নিত্য তাই তিনি আপ্ত কাম। আত্মার সহিত পরমাত্মার লীলা; পরমাত্মার বিহার বস্তু সকল নিত্য ইহা কি সকলে বুঝিতে পারে? না—এ রহস্য সকলে বুঝিতে পারে না। কারণ—

রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে।
প্রকৃত্যা খেলতস্তস্য লীলান্যৈরনুভূয়তে॥

ইঁহার এই রহস্য প্রকৃতিরও পর। প্রকৃতির সহিত ইঁহার খেলা অন্য লীলা দ্বারা অনুভূত হয়। এই লীলা কি?

সর্গস্থিত্যপ্যয়া যত্র রজঃ সত্ত্বতমোগুণৈঃ।
লীলৈবং দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যবহারিকী॥

এই লীলাতে সত্ত্ব, রজ, তম গুণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। এই লীলা দ্বিবিধা। বাস্তবী ও ব্যবহারিকী।

রাসলীলা তবে বাস্তবী ও ব্যবহারিকী। বাস্তবী লীলা সকল জীবের হৃদয়েই হয় কিন্তু ব্যবহারিকী লীলা না দেখিলে বাস্তবী লীলা কেহই বুঝিতে পারে না। আবার বাস্তবী লীলা না বুঝিলেও ব্যবহারিকী লীলার রস পবিত্র ভাবে আস্বাদন করা যায় না। ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে—

বাস্তবী তৎ স্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যবহারিকী।
আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাদ্যগা কচিৎ॥

বাস্তবী রাসলীলা নিজ নিজ হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অনুভূত হয় কিন্তু ব্যবহারিকী লীলা যে কালে হয় সেই কালের ভাগ্যবান জীব মাত্রেই দেখিয়া থাকে। বাস্তবী লীলা ভিন্ন ব্যবহারিকী লীলা বুঝা যায় না, আবার ব্যবহারিকী লীলা না দেখিলে বাস্তবী লীলার ভিতর প্রবেশ করা যায় না। এইরূপে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি এই দুই লীলা মিলাইয়া বেশ বাঁধা হইয়াছে। গীতটি এই—

জাগ পৌর্ণমাসি! মা! কুল কুণ্ডলিনি!
চতুর্দ্দল পদ্মে আছ কি মা নিদ্রে! উঠ জননি॥
সহস্রদল পদ্মে পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে।
জীবাত্মা রাধায় হইয়ে সহায়
মিলন কর ব্রজ লীলাকারিণি॥
চিত্রা চিত্তপটে পলক রাখিয়ে
দেখাইতে রূপ পশিল হৃদয়ে
সমাধি মিলন ভাবে ভাবিণী॥
ললিতা আচার্য্য কৈল উপদেশ
কৃষ্ণ নাম আত্মতত্ত্ব সবিশেষ
শ্রবণে রাধার হ'ল প্রেমাবেশ
বিরাগে অনুরাগিণী॥
বৃন্দা প্রণব ডাকিছে রাইকে
ল'য়ে যেতে ধীর সমীরে
ষট্‌চক্রপরে করাও অভিসার
গোপন স্থানে যাবেন গোপিণী॥

কুল শীল মান সংসার পরিত্যাগ
বিধি ধর্ম্ম প্রতি নাহি অনুরাগ
এ সমাজ ছাড়া কলঙ্কিনী।
পরকীয় পরপতি কৃষ্ণ সঙ্গে
পরকীয় রূপ লীলা কত রঙ্গে
যতেক ব্রাহ্মণী রাস রস বিলাসিনী।
অন্তরে প্রকৃতি বাহে পুংসাচার
তবে হবে এই সেবায় অধিকার
কবে সেবায় মগ্ন হবে মন আমার
হর গোবিন্দের চিন্তা দিবা রজনী॥

ব্রজ লীলার চরম এই রাসলীলা। শ্রীভগবান্ অবতার হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে এই লীলা করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইহা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। যিনি সেই বর্ণনা সাহায্যে ভাবনা রাজ্যে ইহা অনুভব করিতে পারিবেন তিনিই রাসলীলায় যোগ দিতে পারিবেন। ইহা স্মরণাত্মিকা, ভাবনারাজ্যে এই লীলা নিত্যই আস্বাদন করা যায়। প্রতি জীব হৃদয়ে এই লীলা হয়। সাধক না হইলে আর ব্যবহারিকী লীলা না জানিলে ইহা ধরা যায় না। আত্মারাম কৃষ্ণের আত্মা যে রাধিকা "আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য ধ্রুবমাত্মাস্তি রাধিকা" সাধক ভিন্ন একথা বুঝিবে কে? আর "বংশী তৎ প্রেমরূপিকা" আর শ্রীকৃষ্ণের বংশী তাঁহার প্রেমরূপিণী—এ কথা কৃষ্ণপ্রেম-তৎপর না হইলে অন্যে বুঝিবে কিরূপে? সচ্চিদানন্দরূপিণী কৃষ্ণলীলা মানসে প্রকাশ হইলে তবে সর্ব্বত্র বাসুদেবের দর্শন হয়, এ কথা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভিন্ন আর কেহ কি বুঝিতে পারে? যদি কেহ বুঝেন তিনি দেখেন তাঁহার আত্মা এবং অন্য যাহা কিছু সবই হরির অভ্যন্তরে অবস্থিতি।

অস্মিন্নাস্বাদ্যমানেতু সচ্চিদানন্দ রূপিণী।
প্রচকাশে হরে লীলা সর্ব্বতঃ কৃষ্ণ এব চ।
আত্মানঞ্চ তদন্তঃস্থং সর্ব্বেঽপি দদৃশুস্তদা॥

যখন রাজা বজ্রনাভ গিরি গোবর্দ্ধনে উদ্ধবের মুখে ভাগবৎ শ্রবণ করিলেন, যেখানে তাঁহার মাতাগণও উপস্থিত ছিলেন, তখন—

তাশ্চ তন্মাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাত্রি প্রকাশিনি।
চন্দ্রে কলা প্রভারূপমাত্মানং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ॥

যিনি রাসরজনীর বিকাশ করিয়া ছিলেন মাতৃগণ সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কলাপ্রভাবে স্ব স্ব আত্মাকে দর্শন করত বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাসলীলায় যে আত্মদর্শনের ব্যাপার আছে, রাস লীলায় যে সকল গোপিনী স্বতন্ত্রভাবে একই কৃষ্ণকে নিজের সঙ্গে মিলিত দেখিয়াছিলেন। আপনাকে তাঁহাতে দেখিয়া তাঁহার আদর অনুভব করায় যে কত সুখ তাহা অন্তরঙ্গ সাধক ভিন্ন অন্যে বুঝিবে কিরূপে? আর ভক্তিকে যদি স্ব স্ব রূপানুসন্ধান বলিয়া ব্যখ্যা করা যায় তাহা প্রেমিক ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হইবে কিরূপে?

(৩)

রাসলীলার রহস্য ভগবান্ ব্যাসদেবের মুখে শুনিয়া আমরা এক্ষণে রাসলীলার ব্যাপার একটু আলোচনা করিতেছি।

দেওয়ার সুখ কি কখন অনুভব করিয়াছ? সব দেওয়া? সব ত্যাগ করা? কে সে যাকে সব দেওয়ায় সুখ? আমার যা কিছু আছে—কুল শীল মান অভিমান ধন রত্ন সব দেওয়া? জীবন যৌবন শরীর মন সব? এ সুখ কি কখন অনুভব করিয়াছ? যদি ইহা অনুভব না করিয়া থাক, যদি মনে মনে জীবন যৌবন তাঁহাকে দেওয়ায় কত সুখ তাহা কল্পনাতেও অন্ততঃ না আনিতে পার তবে তুমি রাসলীলা বুঝিবে না।

ব্রজাঙ্গনারা সাক্ষাতে সব দিবার জন্য মায়ামানুষ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মে ইঁহারা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দণ্ডকারণ্যে ঋষি দেহে তপস্যা করিতে করিতে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের সুন্দর দেহ দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে ইঁহাদের অভিলাষ হইয়াছিল। শুষ্কদেহে বুঝি আলিঙ্গনে সে রস উঠিবে না তাই শ্রীভগবান ইহাদিগকে অতি সুন্দরী গোপিনী দেহ দিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক শারদীয়া শোভনীয়া যামিনী আসিল। সুখময়ী যামিনী। নীচে কুঞ্জকানন ভরিয়া ফুটিল মল্লিকা আর উপরে গগণে উঠিলেন শশধর। শারদশশী নির্ম্মল আকাশে এইমাত্র উঠিতেছেন। নায়ক যেমন বহু দিবসের পর গৃহে আসিয়া কুঙ্কুমরাগে প্রিয়তমার কপোলরঞ্জন করেন, নিশানাথ তেমনি সুখময় কর

দ্বারা অরুণরাগে পূর্ব্বদিকবধূর মুখরঞ্জন করিয়া কি এক অপূর্ব্ব সোহাগে নীল আকাশে দাঁড়াইলেন। আর প্রেমময়ী নায়িকা শশধরের অখণ্ডমণ্ডল বদনমণ্ডল অরুণরাগে রঞ্জিত করিলেন। নিশানাথ কুঙ্কুমরাগের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া উদিত হইলেন।

শারদ যামিনী আজ শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিকে মধুময় করিয়াছে। শারদশশী আজ শ্রীযমুনার জলে, শ্রীযমুনাপুলিনে, শ্রীযমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জকাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। জ্যোৎস্না-স্নাত কুসুমভরা, তরুলতা, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যমুনার জল আজ যেন কি আনন্দে কাহার সহিত কি এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিতেছে। যেন সবাই আজ পূর্ব্ব হইতে কোন অপূর্ব্ব বিহারে যোগ দিয়াছে।

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতল বন জীবন॥
ফুল ভরি ডাল পুণ্য লতা জাল
সৌরভে ভরিল কায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনোলোভা
ভুলিল শ্রীশ্যাম রায়॥
নিধুবনে আছে রতন বেদিকা
মণি মাণিক্যেতে বাধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকতা
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ কুটীর
নিরমান শত শত॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল দেব অগোচর
কি কহিব তার আভা॥

মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
নাহিক তাহার পর ॥

কত শত কুঞ্জ কুটীর—সত্যই ত দেবতারাও তাহা দেখিতে অক্ষম। তুমি নিভৃত ভাবনারাজ্যে না গেলে এই সব দেখিবে কিরূপে?

শ্রীভগবানের বিহার-বাসনা আজ এই বনভূমিকে যেন মাতাইয়া তুলিয়াছে। প্রিয়তমের আহ্বানের পূর্ব্বেই যেন এখানকার সবাই এক অতুল আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। সঙ্গীতের পূর্ব্বে বাদ্যযন্ত্র যেন কি এক অপূর্ব্ব সুরে বাঁধা হইয়াছে।

শরত চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতী যুথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন শোহন কাঁতি
মুরলী তান পঞ্চম গান
কুলবতী চিত চোরণী ॥

স্মরণ মাত্র যোগমায়া শ্রীভগবানের বাসনা পুরাইবার জন্য ঘরে ঘরে যেন সংবাদ দিতেছেন। প্রেম-বাঁশরীর মধুর আহ্বান বায়ু-তরঙ্গে ভর করিয়া যেখানে সেখানে ছুটিয়াছে। প্রেমিক কবির সাধনা-উচ্ছ্বাস বড় সুন্দর! আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

মৃদু মন্দ মন্দ মধুরে ঐ বাজিল শ্যামের বাঁশরী।
আকুল চিত ব্যাকুল প্রাণ গোকুল কুল নারী ॥
বাঁশী বাজ্‌ল রে—ঐ রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজ্‌ল রে।
কেহ সখী দরপণে, হেরয়িতে নিজ মুখ, হেরিল সুন্দর শ্যামরায়;
বলে কোথায় ছিলে, কেমনে এলে, এই দর্পণ মাঝে তুমি কোথা ছিলে,
কেমনে এলে, হৃদি দর্পণ মাঝে তুমি কোথায় ছিলে, কেমনে এলে;—

কেহ এক নয়নে অঞ্জন দিয়ে, বাঁশী শুনে ধনী চমকে চায় ;
কেহ এক চরণে অলক্ত পরিয়ে, পরিতে ভুলিল অপর পায় ;
ওহে নব নটবর, শ্যাম সুন্দর, রাধাবল্লভ, প্রাণকান্ত হে ;
তুমি কোথায় ছিলে, কেমনে এলে ; হৃদি দর্পণ মাঝে তুমি কোথায় ছিলে ;
হেথা বৃকভানু বালিকা, গাঁথিছে ফুল মালিকা, রাধিকা রাজ কুমারী ;
এই আধ গাঁথা মালা, একি হ'ল জ্বালা, শুনিয়ে শ্যামের বাঁশরী ;
আর বলে তোমরা চল চলগো ; সেই নব নটবর শ্যাম সুন্দর ;
আমরা দরশন করি ; আর বলে তোমরা চল চল গো ;
তখন মিলি সব সহচরী, সাজাইল ত্বরা করি
রাই অঙ্গ চিকুরিয়া ছাঁদে ;—সে সাজ্ সাজ্‌ল ভাল ,
বলে মৃগেরি বাড়্‌ল মান চাঁদেরে পাইয়ে ; আর সাজের বাড়্‌ল মান
রাধা অঙ্গে গিয়ে, সে সাজ্ সাজ্‌ল ভাল ;
কিবা শ্রীমুখ মণ্ডল, শ্রুতিমূলে কুণ্ডল, মৃগমদ তিলক ভালে ;
কিবা খঞ্জন গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন অঞ্জন দিয়ে নয়ন কোলে ;
তখন সঙ্গের সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিনী, ভেটিতে চলিল ত্রিভঙ্গে ;
প্রেম যমুনা হৃদয় কুঞ্জে ভেটিতে চলিল ত্রিভঙ্গে ;
কিবা রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু, কটিতটে কিঙ্কিনী রুণ্ ঝুনু বাজিছে সুরঙ্গে ;
কিবা গঞ্জিত গতি মন্থর অতি, কুঞ্জর বর গামিনী ;
পদ পঙ্কজে মণি মঞ্জীর তাহে মত্ত মধুপ গুঞ্জিনী ;
আর বলে ত্বরায় চল চল গো ;
হেথায় আনন্দে সুরঙ্গে নাচিছে ময়ূর, আর সখীরে সুধায় ধনী কুঞ্জ কতদূর ;
বলে বেশী দূর নয় ; ঐ যে শ্যাম অঙ্গের সৌরভ আসিছে হেথায় ;
তখন অদূরে তমাল দেখি থমকে দাঁড়ায় ;
ওই বাঁকা মদন মোহন দাঁড়ায়ে ; বলে তোমরা কৃষ্ণ দেখ ;
তখন অন্তর বুঝিয়ে হরি, আসিলেন ত্বরা করি ;
সম্ভাষিতে রাই প্রেমময়ী।
ধড়া বাঁশী ফেলি পায়, সজল নয়নে চায় ; বলে প্রেম ভিক্ষা দাও প্রেমময়ী ;
তখন সুন্দর মিলন হেরি ; গাহে সুখে শুক শারী ;
প্রেমানন্দে ঢল ঢল মধুর বৃন্দাবন ॥

শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা ত চিরদিন হয়, অনেক বারই হয়, অনেক সময়ে হয়, তবে "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"—এই যা। উপরের লীলা শরতে কার্ত্তিকে হয় নাই অন্য সময়ে হইয়াছিল। কার্ত্তিক মাসে যে রাসলীলার পর্ব্ব এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে হয় তাহার কথা শ্রীভাগবতে পাই।

শ্রীভাগবত বলিতেছেন—বালক যেমন আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে সেইরূপ শ্রীভগবান্ রমাপতি বহুধা বিভক্ত আত্মস্বরূপিণী ব্রজগোপিনীর সঙ্গে রাসলীলা করিবার জন্য আজ এই সুখময়ী রজনীতে সুন্দর যমুনা পুলিনে প্রেম বাঁশরীতে সঙ্কেতধ্বনি করিলেন। সেই আনন্দোদ্দীপক মধুর মুরলী শ্রবণে ব্রজ গোপিনীগণ আপনাদের উদ্যোগ পরস্পর পরস্পরকে না জানাইয়া রসময়ের নিকটে গমনে উদ্যত হইলেন। একের ভাবরাজ্য কি অন্যে জানিতে পারে, না অন্যে তথায় যাইতে পারে? তাই কেহ কাহাকেও না জানাইয়া যেন তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে যাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার সময়ে ত্বরা বশতঃ তাহাদিগের কুণ্ডলমালা দুলিতে লাগিল। কেহ দুগ্ধ দোহন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান শ্রবণমাত্র স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই সমুৎসুক ভাবে ছুটিল। কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়া, কেহ কেহ পক্ক গোধূমকণা না নামাইয়াই কৃষ্ণ দরশনে বাহির হইল। কেহ কেহ পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইতেছিল, কেহ কেহ বা স্বামীর সেবা করিতেছিল—গোপিনীরা সব ভুলিল, সব ফেলিয়া দিয়া চলিল। কেহ কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিল, ভোজন-গ্রাস কোথায় পড়িয়া রহিল! ব্রজাঙ্গনা বাহির হইল। কেহ কেহ অনুলেপন, কেহ কেহ বা লোচনে অঞ্জন দান করিতেছিল, কর্ম্মত সমাপন হইল না। তাহারা ধাবিত হইল। কোন কোন রমণী বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়াই চলিল। সত্বর গমনার্থ ব্যস্ততা প্রযুক্ত এক অঙ্গের আভরণ অন্য অঙ্গে পরা হইয়া গিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য হইতেছে না। ইহাদিগের পিতা, পতি, ভ্রাতা নিবারণ করিল তথাপি ইহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। প্রেমময়ের আদর সম্ভাষণ শুনিয়া কে নিবৃত্ত হয়? যাহারা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতে পারিল না তাহারা ঈষৎ নিমীলিত লোচনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিল। চিত্ত ত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাতে নিবিষ্ট ছিল। এখন কৃষ্ণ অহ্বানে যাইতে না পারিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুঃসহ বিরহ সন্তাপে অশুভ ক্ষয় পাইল। মনে মনে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করায় যে সুখ-সম্ভোগ হইল তাহাতে তাহাদের সকল কর্ম্মের আত্যন্তিক ক্ষয় হইয়া গেল। তখন

আর দেহ থাকিবে কেন? উপপতি বোধ যদি পরমাত্মাতে প্রযুজ্য হয় তখন জানা থাকুক বা না থাকুক পরমপতির প্রাপ্তিতে এই স্থূল দেহ থাকিবে কেন?

আচ্ছা, গোপিকারা কৃষ্ণকে ত পরমকান্ত বলিয়াই জানিত; অদ্বয় জ্ঞান ত তাহাদের ছিল না তবে সংসার মুক্তি কিরূপে হইবে?

কেন হইবে না? সেই অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ পরমদেবতাকে শিশুপাল, রাবণ ও হিরণ্যকশিপু শত্রুভাবে জানিয়াছিল, কিন্তু সংসার নিবৃত্তি যখন তাহাদেরও ঘটিয়াছিল তখন যাঁহারা তাঁহার প্রিয় তাঁহাদের আর কথা কি? যিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ আত্মা ও অবতার তাঁহার যে রূপের প্রকাশ তাহা জনগণের মঙ্গল সাধনেরই জন্য। কামে হউক, ক্রোধে হউক, ভয়ে হউক, স্নেহে হউক, ভক্তিতে হউক বা যে কোন সম্বন্ধেই হউক চিত্ত যখন অচ্যুতের চিন্তায় মগ্ন হয়, লবণ পুত্তলিকা যখন সমুদ্র মাপিতে যায়, চিত্ত যখন উৎপত্তি স্থানে পৌঁছায় তখন চিত্ত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া তাহাই হইয়া যায়। তাঁহার কৃপায় স্থাবরাদিও মুক্ত হয়, ব্রজাঙ্গনাদিগের আবার কথা কি?

ব্রজগোপিনীগণ কৃষ্ণের নিকট আসিল। কৃষ্ণ তখন বাক্ চাতুরীতে বৈধ ধর্ম্মের কথা পাড়িলেন। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহাতে শেষ হয় তাঁহাকে পাইয়াও যদি কাহারও বিধি নিষেধের ধর্ম্ম সংস্কার থাকে তবে ত তাঁহার পাওয়া হয় না। শ্রীভগবান্ সেই সংস্কারও ক্ষয় করিবার জন্য বাক্ চাতুরী আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন—হে মহাভাগাগণ! তোমরা ত সুখে আগমন করিয়াছ? বল আমি তোমাদের কি ইষ্ট সাধন করিব? ব্রজের ত কুশল? কিন্তু এই ঘোরা রজনী আর এই বনভূমি! ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ এই কাননে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা এখানে কেন আসিলে? যাও—তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। সুমধ্যমাগণ! অবলা-গণের এরূপ স্থানে অবস্থান করা উচিত নহে। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামী ইহারা তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া কতই অন্বেষণ করিতেছে? তোমরা একি করিয়াছ? বন্ধুদিগের আশঙ্কা উৎপন্ন করিতেছ কেন?

গোপীগণ ঈষৎ প্রণয় কোপে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছেন, মনে মনে ভাবিতেছেন—এত সুন্দর তুমি! তুমি না জগৎপতি? তবে তোমাকে পাইতেও দোষ? শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন—এবারে আর ভয় দেখাইতেছেন না, বলিতেছেন—এই কুসুমিত কানন পূর্ণশশধরের রজত কিরণে রঞ্জিত। যমুনানিলের লীলাগতি দ্বারা কম্পমান তরু পল্লব নিকরে এই কুসুমিত কাননের কি অপূর্ব্ব

শোভা হইয়াছে। তোমরা যদি ইহা দেখিতে আসিয়া থাক, দেখাত শেষ হইল এখন গোষ্ঠে প্রতিগমন কর, বিলম্ব করিও না।

তোমরা সতী। গৃহে গিয়া পতি সেবা কর। বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে—তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও। যদি আমার প্রতি স্নেহে চিত্ত বশীভূত হওয়ায় এরূপ করিয়া থাক তাহাতেও দোষ হয় নাই কারণ আমাতে যাবতীয় জন্তু প্রীতি প্রাপ্ত হয়। হে কল্যাণিগণ। এখন যাও, অকপটে স্বামী ও স্বজনগণের সেবা কর; সন্তানগণের পোষণ কর। ইহাই রমণীগণের পরম ধর্ম্ম। অপাতকী স্বামী দুঃশীল হউন, দুর্ভগ হউন, বৃদ্ধ হউন জড় হউন আর নির্দ্ধনই হউন, সদ্গতির অভিলাষিণী পত্নীর স্বামী ত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। কুলকামিনীগণের জার সেবন স্বর্গ চ্যুতির প্রধান কারণ। ইহা অযশস্কর, তুচ্ছ, দুঃখ সংস্পাদ্য, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত। আমার নাম শ্রবণ, আমার ধ্যান, আমার গুণ কীর্ত্তন এই সকলে আমার যে প্রীতি জন্মে আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না। তাই বলিতেছি তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

গোবিন্দের এই অপ্রিয় বাক্যে গোপীগণ বড়ই ব্যথা পাইলেন, শোকে বড়ই আচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, বিম্বাধর শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহারা গুরুদুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া অবনত মুখে চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখন ও কজ্জল সম্পৃক্ত অশ্রু-ধারায় কুচতটের কুঙ্কুম ধৌত করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহারা কৃষ্ণানুরাগিনী, তাঁহাদের ত অন্য অভিলাষ ছিল না। তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—এতকাল যাঁহার প্রীতির জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলাম—সতী হওয়া সেত স্বামীর মধ্যে তোমাকে পাইবার জন্য, পুত্র কন্যার পোষণ সেত তাহাদের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া তোমার প্রসন্নতার জন্য, জপ পূজা সেত সাক্ষাতে তোমাকে পাইব বলিয়া। কর্ম্মত গৌন;—মুখ্যত তোমার প্রসন্নতা। যখন তোমাকে সাক্ষাতে পাই তখন স্বামী, পুত্র, কন্যা, অতিথি সুহৃদ্ সব তোমাতে পাই। তুমি অপেক্ষা আমাদের আপনার কেহ কি আছে? তুমি যে আমাদের সবার সব। তোমাকে পাইলে আর কিছু কি থাকে? জাগিলে কি আর স্বপ্ন থাকে?

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া গোপীগণ কুপিতা হইয়াছেন।

কোপে তাঁহাদের কণ্ঠরোধ হইতেছে। অশ্রুরুদ্ধ লোচন মার্জ্জনা করিতে করিতে গদ্‌গদ্ বাক্যে কেহ বলিল—প্রভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না। আমরা সমুদয় বিষয় বিভব ছাড়িয়া তোমার পাদমূল ভজনা করিয়াছি। তুমি স্বতন্ত্র সত্য। যেরূপ আদিপুরুষ মুমুক্ষুজনকে গ্রহণ করেন তুমি সেইরূপে আমাদিগকে গ্রহণ কর। পতি পুত্র স্বজনের সেবাই নারী ধর্ম্ম! হে ধর্ম্ম! তোমার উপদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। এই উপদেশ দাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি। তোমার সেবায় কি আমাদের পতি পুত্রাদির সেবা হইবে না? তুমিই ত শরীরীগণের প্রিয়তম বন্ধু, তুমিই আত্মা, তুমিই ত নিত্য প্রিয়! শাস্ত্রকুশল ব্যক্তিরা তোমাতেই ত প্রেম করিয়া থাকেন। পতি পুত্রাদির দেহ ত দুঃখদায়ক—উহা লইয়া কি হইবে? তুমি ত সকলের আত্মা। হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হও। হে কমল লোচন! অনেক দিন হইতে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি তাহা ছেদন করিও না। আমাদের যে চিত্ত, যে করদ্বয় এতকাল স্বচ্ছন্দে গৃহকার্য্যে রত থাকিত তাহা তুমি হরণ করিয়াছ। আমরা অভিমানে তোমার পাদমূল হইতে চলিয়া যাইতে চাই কিন্তু চরণ ত চলে না। বল কি করিয়া ব্রজে ফিরিব? বল তুমি যদি উপেক্ষা কর তবে আমরা কি করি? তোমার হাস্যময় দৃষ্টি, তোমার মধুময় গীতি—আমাদের প্রাণ মনকে তোমার সঙ্গলিপ্সার জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমরা কাম ভাবে তোমাকে ভজিয়াছি। তোমার অধর সুধাধারায় আমাদের অগ্নি নির্ব্বাণ কর। তোমাকে ভজিলে কি কাম থাকে? সখা! যদি তুমি বঞ্চিত কর তবে আমরা বিরহানলে দগ্ধদেহ হইয়া তোমার পাদমূলের সান্নিধ প্রাপ্ত হই। হে অম্বুজাক্ষ! তোমার চরণতল কমলার আনন্দ উৎপাদন করে। হে অরণ্যজনপ্রিয়! তোমার সেই পদতল যে অবধি আমরা স্পর্শ করিয়াছি, সেই অরণ্যের মধ্যে যে অবধি তুমি আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছ সে অবধি আমরা আরত তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে থাকিতে পারি না। যে কমলার কটাক্ষ লাভের জন্য দেবতারা ব্যস্ত সেই লক্ষ্মী হৃদয়ে স্থান পাইয়াও তুলসীকে সপত্নীভাবে ঈর্ষা করেন। তুলসী যে চরণ পাইয়াছে তাই আমরাও তোমার চরণ রেণুর শরণ লইলাম। হে পাপনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার উপাসনা করিব বলিয়া আমাদের যাহা আছে তাহা লইয়াই আমরা এখানে আসিয়াছি। তোহার ঐ হাস্য! হাস্য দেখিয়া আমাদের কামাগ্নি উদ্দীপিত হইতেছে;

আমরা তাপিত হইতেছি। হে পুরুষ ভূষণ! আমাদিগকে দাসী হইতে দাও। তোমার বদন সুন্দর অলকদামে আবৃত; গণ্ডস্থলে সুন্দর কুণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছে। তোমার অধরে সুধা! উহা হইতে হাস্যের হসিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে! তোমার এই ভুজদণ্ড অভয় দান করে। তোমার এই বক্ষ—লক্ষ্মীর ইহা রতি জনক। এই সকল দেখিয়া কেনা তোমার দাসী হইতে চায়? ত্রিলোক মধ্যে কামিনী কে আছে যে তোমার ললিতকান্ত অমৃতময় বেণুগীত শ্রবণে মোহিত হইয়া সংসার পথ হইতে বিচলিত না হয়? তোমার এই ত্রৈলোক্য মোহন রূপ দেখিয়া পশু, পক্ষী, মৃগ, গো এমন কি বৃক্ষগণেরও রোমাঞ্চ হয়। নিশ্চয় জানিতেছি যেরূপ আদিপুরুষ দেবলোকের রক্ষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ ব্রজের পীড়াপহারী হইয়া জন্মিয়াছ। অতএব হে পীড়িতের বন্ধু! আমাদের উত্তপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মস্তকে তোমার সুশীতল করকমল দান কর! আমরা তোমার কিঙ্করী!

কালিন্দীর সেই জ্যোৎস্নামাত পুলিন! তীরভূমিতে শীতল বালুকাকণা! কুমুদগন্ধি সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ আর পরীক্ষা করিলেন না। গোপীদিগের আশা তিনি পূর্ণ করিলেন। উৎফুল্লমুখী গোপীকা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি তারকা ঘেরা শশাঙ্কের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবান সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিলেন।

তখন কি হইল? অনাসক্ত শ্রীভগবানের নিকট মান লাভ করিয়া গোপীকারা মানিনী হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—আমাদের মত সৌভাগ্য আর কার হয়!

কিন্তু শ্রীভগবান তাহাদের গর্ব্ব—তাহাদের অভিমান দেখিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

(৪)

এই ত কত অদ্ভুত হইতেছিল—

কাঞ্চন মণিগত জনু নিরমায়ল
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামর শ্যাম নটরাজ॥

ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজুরী সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিষয়ে অনিবার॥
কত কত চাঁদ তিমির পর বিলসই
তিমরহি কত কত চাঁদ।
কনক লতায় তমালহ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ দুহুঁ তনু বাধ॥

এইত কতকি দেখা যাইতেছিল—

চলত চিত্রগতি সকল কলাবতী
নয়ানে নয়ান করু কেলী॥

এইত কত সুন্দর দেখাইতেছিল—

নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ পুঞ্জ জনু তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারী॥

জলদজাল লইয়া তড়িতের খেলার মত, সান্ধ্যগগণে মেঘের খেলার মত কত কি মনোহর খেলা হইতেছিল, সহসা ভ্রমর উড়িয়া গেল, প্রফুল্ল সরোজিনী মলিন হইয়া পড়িল!

হায়! ভক্তের গর্ব্ব! যিনি নিজের দর্প নিজে রাখেন না, তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্তের দর্পও রাখেন না। কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণের অবস্থার বিপর্য্যয় একক্ষণেই আসিল। কৃষ্ণসঙ্গে বিলাস করিয়া গোপীগণ—

লোচন শ্যামরু বচনহি শ্যামরু
শ্যামরু চারু নিলোল।
শ্যামর হার হৃদয় মণি শ্যামর
শ্যামর সখী চারু কেবল।

কৃষ্ণ বিরহে কৃষ্ণকান্তাগণ কৃষ্ণাভিনয় করিতে লাগিল। এইত হয়, যখন প্রাণ কৃষ্ণময় হইয়া যায় তখন প্রতিঅঙ্গ কৃষ্ণময় খেলা করিতে থাকে। কত কৃষ্ণ-লীলা গোপিণীরা করিতে লাগিলেন। গোপীগণ কখন মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে

গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কতবার ধরিয়া তরু লতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখন কৃষ্ণকে তাঁহারা পাইয়াছিলেন তখন এক আধারে কৃষ্ণপ্রেম আবদ্ধ ছিল এখন কৃষ্ণ বিরহে সেই প্রেম প্রতিবস্তুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকল বস্তুই কৃষ্ণ মাখা। সকলই কৃষ্ণ উদ্দীপক। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে।" অথচ কৃষ্ণকে পাইতেছেন না। তাই যাহাকে পান তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন—কৃষ্ণ কোথায়? আহা! কৃষ্ণ বিরহ কোন বস্তু? কোন্ বিষামৃতের মিলন ইহা? কোন্ তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ ইহা?

বনে ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতে করিতে তাঁহারা একস্থানে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিলেন। পদচিহ্ন ধরিয়া তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন—দেখিলেন সেইসঙ্গে আর কোন গোপীকার পদচিহ্ন রহিয়াছে।

গোপাঙ্গনাগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—এ পদচিহ্ন কাহার? করিণীর মত কোন্ কামিনী করিসদৃশ শ্রীনন্দনন্দনের অনুসরণ করিয়াছে। তাহার কত ভাগ্য! সে নিশ্চয়ই ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্মে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব করিয়াছে। নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন। নতুবা শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে যাইবেন কেন? দেখ দেখ এখনও শ্রীগোবিন্দের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। আহা! এই পদরেণু অতি পবিত্র! ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীও পাপক্ষালনের জন্য এই রজঃ মস্তকে ধারণ করেন। এস এস আমরা এই পুণ্যপ্রদ চরণ-রেণুতে স্নান করি। কিন্তু এই কামিনীর পদচিহ্ন আমাদিগের ক্ষোভ জন্মাইতেছে। সে আমাদিগকে লুকাইয়া বুঝি অচ্যুতের অধরসুধা পান করিতেছে। দেখ দেখ এখানে ত আর তাহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। বুঝি তৃণাঙ্কুরে প্রিয়তমার চরণতল বিক্ষত হইতে দেখিয়া প্রিয় তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। দেখ দেখ কামী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে আর বহন করিতে না পারিয়া এইখানে নামাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পদচিহ্ন এইখানে অধিক মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কমলাকান্ত নিশ্চয় এইখানে কুসুমের জন্য কান্তাকে অবতারণ করাইয়াছিলেন। এইখানে প্রেয়সীর জন্য প্রিয় পুষ্প চয়ন করিয়াছিলেন। দেখিতেছনা—ভূতলে পদদ্বয়ের অগ্রভাগ মাত্র রাখিয়াছিলেন বলিয়া পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কামী এইস্থানে কামিনীর কেশ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিশ্চয়ই এইখানে বসিয়া প্রিয়ার

জন্য ঐ সকল পুষ্প চূড়ার আকারে বন্ধন করিয়াছিলেন। এইভাবে গোপীগণ পদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া বিগত চেতনের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীজয়দেবের "ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিধা কৃষ্ণানুসরণাম্" এইরূপ। কিন্তু কৃষ্ণ ত আত্মরাম। আপনার সঙ্গে আপনিই তিনি ক্রীড়া করেন। স্ত্রীজনের বিভ্রম কি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে? তথাপি কামুক পুরুষদিগের দৈন্য দেখাইতে এবং স্ত্রীগণের দুরাত্মতা প্রদর্শন করতঃ তিনি প্রেয়সীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারিকী লীলা বাস্তব লীলার ভাবাস্বাদনের জন্য। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে লইয়া বনমধ্যে গিয়াছিলেন, তিনি যখন ভাবিলেন সকলকে ত্যাগ করিয়া কেশব ত আমার ভজনা করিতেছেন; আমি নিশ্চয়ই সকলের শ্রেষ্ঠ—এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার গর্ব্ব আসিল। তিনি গরবিনী হইয়া কেশবকে বলিলেন—আর ত আমি চলিতে পারি না। আমি যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি তুমি আমাকে সেইস্থানে বহন করিয়া লইয়া চল।

কেশব প্রিয়াকে বলিলেন "স্কন্ধে আরোহণ কর"। প্রধানা গোপীকা আরোহণ করিতে যেমন উদ্যত হইলেন শ্রীকৃষ্ণ অমনি অন্তর্হিত হইলেন।

রাসলীলা ত স্মরণাত্মিকা। আহা! এই দুর্লভ শ্রীহরিস্মরণের সাধনাকে ব্রহ্মচর্য্যধ্বংসন পটু স্ত্রীজনের সহিত মাথামাখি করিয়া পাছে বৈষ্ণবেরা কুপথগামী হয় তাই না মহাপ্রভু কাষ্ঠের স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়াও সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন!

যাহা হউক গোপী সকল পদচিহ্ন ধরিয়া কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল তাহাদের সখী গোবিন্দ বিচ্ছেদে বড়ই কাতরা হইয়াছে। গোপীগণ তাহার মুখে মাধবের নিকট হইতে মান লাভ, পরে দুরাত্মতা হেতু অবমাননা প্রাপ্তির কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতও হইল। কতক্ষণ তাহারা অন্বেষণ করিল—কিন্তু ফিরিবার কথা কাহারও মনে আসিল না। নানাপ্রকারে অন্বেষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে আবার সকলে যমুনা পুলিনে আগমন করিল।

এই কৃষ্ণান্বেষণ পূর্ণিমার রাত্রিতে নহে। কারণ যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ সবাই বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিল। অন্ধকার উপস্থিত হইলে সকলে নিবৃত্ত হইল। তখন সকলে মিলিয়া যমুনা পুলিনে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিল।

(৫)

শ্রীভগবানের গুণগান শ্রবন করিতে করিতেই ত শ্রীকৃষ্ণানুরাগ উদ্দীপিত হয়। ব্রজাঙ্গনার মুখে এই গুণগান—এমন আর কোথায় মিলিবে? ঘোর সংসার-অরণ্যে যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ বড়ই অভয়প্রদ—যাঁহার চরণে শরণ লইলে মানুষ বড়ই পবিত্র হয়—নির্ভয় হয়—তাঁহার যশোকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতেও মানুষের একটা গতি লাগে—সেই যশোকীর্ত্তন শ্রীগোপীরা করিতেছেন।

কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী ব্রজগোপিনী কৃষ্ণবিরহে পাগলিনী হইয়া তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—হে কান্ত! তোমার জন্ম ও কর্ম্মে ব্রজের সবাই সুখী, সবাই শ্রীমান, সবাই শ্রীমতী। তোমারই জন্য আমারা প্রাণ ধারণ করিতেছি তথাপি তুমি দেখা দাও না। তোমার বিরহে ব্যথা পাইয়া আমরা দিকে দিকে তোমার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু তুমি দেখা না দিলে কে তোমাকে দেখিতে পারে? হে নাথ! হে জগন্নাথ! আমাদের নয়নপথগামী হও। হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্টপ্রদ! তোমার চক্ষু! আহা! শরতের সুন্দর সরোরুহের অভ্যন্তরকান্তি এই নয়ন যুগলের—আমরা তোমার সেই দর্শনের ভিখারিণী। তুমি সেই চক্ষে আমাদিগকে আহত করিয়াছ। হে প্রিয়! সে আঘাত কি বধের জন্য? হে শ্রেষ্ঠ! বিষজল পান করিয়া সবাই মরিতেছিল তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ; অঘাসুর, বর্ষাঘাৎ, বজ্রপাত, অগ্নি, বৃষাসুর, ব্যোমাসুর সকল হইতে তুমি প্রাণ দিয়াছ, এখন প্রাণে মারিতেছ কেন? দেখা দাও। তুমি দেখা না দিলে আমরা কতক্ষণ বাঁচিব? তুমি কি তাই পরীক্ষা করিতে চাও? মরিলে আর কি পরীক্ষা হইবে? তুমি যশোদার নন্দন নও যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী। সকল কালে সবাই তোমাকে পাইতে পারে। ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি এখন যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আর আমরা তোমার ভক্ত। আমাদের প্রতি কৃপা কর আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। সংসার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইলে, হে যদুকুল ধুরন্ধর! তোমার করপদ্ম সকলকে অভয় দেয়। আহা! ঐ করকমল কত সুন্দর; ঐ করকমল যখন আদর ভরে কমলার হস্ত ধারণ করে তখন উহা কত সুন্দর দেখায়। গোবিন্দ! তুমি আমাদের মস্তকে সেই করপদ্ম প্রদান কর। হে সুন্দর! আমরা আহিরিণী, তুমি আমাদের মুখ দিয়াও এমন কথা বাহির করিতেছ যাহার তুলনা নাই। প্রাণেশ্বর! তবে কেন এখনও হাসিমুখে আমাদের নয়নপথে আসিতেছ না? আহা! তোমার

ওই হাসি! বল কোন্ রমণী ওই হাসি দেখিয়া তোমার দাসী হইতে চায় না? বল, কে তার গরব রাখিতে পারে? হে আত্মীয়! এস তোমার বদন কমল প্রদর্শন কর। আর তোমার ঐ পাদপদ্ম! আহা ইহা প্রণতদেহীর পাপ নাশ করে। এই অভয় পদ আবার পশুরাও বশীভূত হইয়া অনুসরণ করে। ঐ চরণে লক্ষীর বাস, তুমি ফণির ফণায় ইহা দিয়েছিলে—এখন আমাদের কুচমণ্ডলে উহা প্রদান করিয়া আমাদের অনঙ্গব্যথা অপহরণ কর। হে কমল লোচন! আমরা তোমার দাসী। আহা! তোমার ওই মধুর বাক্য। ঐ বাক্য সকলের মন হরণ করে। সেই মধুময় কথাতে আমাদিগকে—তোমার দাসীদিগকে বন মধ্যে মোহিত করিয়াছ। এখন তোমাকে না দেখিয়া আমরা আর্ত্ত হইতেছি। তুমি এস, আসিয়া তোমার অধর সুধায় আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। তোমার বিরহে দেখ আজি গোপীগণ মৃতপ্রায় হইয়াছে। তোমার কথামৃত কিন্তু সন্তাপিত জনেরও জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানীগণ তোমার কথামৃতের কত প্রশংসা করেন—ইহাতে ত সব কামনার—সব কর্ম্মের বিনাশ হয়। তোমার কথা শ্রবণ মাত্রেই উহা কল্যাণ উদয় করে—ত্রিতাপ নাশ করে। তোমার কথা যে স্তব করে এই ভবে সে যে ধন্য মান্য হয় তাহা সবাই বলে। হে প্রিয়! হে কপট! তোমার সেই জগন্মঙ্গল হাস্য—তোমার সেই প্রেমভরা কটাক্ষ- সেই হৃদয়-উন্মাদিনী নিভৃত-সঙ্কেত-ক্রীড়া—এই সব স্মরণ করিয়া মন প্রাণ বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেছে। তুমি এস! আর যে আমরা পারিনা।

হে কান্ত! হে নাথ! তুমি যখন গোচারণে যাইতে তখন তোমার কোমল কমল চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে কত যাতনা হইবে ভাবিয়া আমরা যে কি হইয়া থাকিতাম তাহা কি তুমি জান না? দিবা অবসানে যখন তুমি ব্রজে অসিতে তখন কুন্তালাবৃত তোমার বদন কমল গোধূলি ধূসরিত হইয়া কত যে সুন্দর হয় তাহা ত বলা যায় না। পদ্ম পরাগাবৃত মধুকরের ন্যায় তোমাকে দেখিয়া তখন গোপীকার মদন অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তুমি কিন্তু কিছুতেই তোমার সঙ্গ দাওনা। ইহাতে তোমাকে কপট বলিব না ত কি বলিব? হে রমণ! হে আর্ত্তিহর! তোমার ঐ চরণ প্রণতজনের অভিলাষ পূর্ণ করে। লক্ষ্মী কোমল কর কমলে উহা সেবা করেন। আহা! এই চরণ কমল জগতের ভুষণ, উহা আপদ কালে চিন্তনীয় এবং সেবাকালে সুখপ্রদ। আর কি বলিব? যেখানে স্থাপন করিলে আমাদের সন্তাপ দূর হয় তুমি আসিয়া সেইখানে উহা স্থাপন কর। সুরতবর্দ্ধন শোকনাশন

তোমার অধরামৃত! আহা! বংশীর না জানি কতই ভাগ্য, বাঁশের বাঁশীও উহা সর্ব্বদা চুম্বন করে। বঁধু! তোমার সুধাসার অধরসুধা আমাদিগকে বিতরণ কর।

দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণার্দ্ধ সময় আমাদের যুগের সমান মনে হয়; দিবা অবসানে তুমি আসিলে তোমার কুটিল কুন্তলাবৃত শ্রীমুখ মণ্ডল অনিমিষ নয়নে দেখিতে ইচ্ছা হয়। নিমেষের ব্যবধানেও ব্যথিত হইয়া বিধিকে নিন্দা করি—কেন তিনি পলক দিলেন। হে গোবিন্দ! তোমার মুরলীর গান—সে গানে আমাদের পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা সব ভুলাইয়া দেয়। হে শঠ! রাত্রিকালে শরণাগতা দাসীদিগকে তুমি ভিন্ন আর কে পরিত্যাগ করে? হে মাধব! তুমি এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতেছ, তাহাতে আমাদের মদন বিলাসই বাড়াইতেছ। তোমার সেই হাস্যবদন, তোমার প্রেম নিরীক্ষণ, তোমার সেই লক্ষ্মী-আবাস-বিলাস বিশাল হৃদয়—ইহা দেখিতে আমাদের সদাই সাধ হয়। সখে! তোমার জন্ম ব্রজ-বাসীদিগের দুঃখ নাশের জন্য। হে প্রিয়! কৃপণতা ত্যাগ কর, আমাদিগকে কিছু দান কর, তোমার অদর্শনে প্রাণ যে যায়! হে মুরারে! আমরা তোমার স্বজন, আমাদের এই হৃদ্‌রোগের একমাত্র ঔষধ তুমিই। হে প্রিয়! তুমিই আমাদের জীবন, পাছে ব্যথা পাও এই আশঙ্কায় আমরা তোমার সুকোমল চরণকমল আমাদের কঠিন স্তনে সন্তর্পণে ধারণ করি আর তুমি সেই চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। আহা! ক্ষুদ্র পাষাণাদিতে উহা কতই ব্যথা পাইতেছে। হায়! এই ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইতেছি।

(৬)

গোপীগণের কাতর আহ্বানে শ্রীভগবান আর থাকিতে পারিলেন না। আবার দেখা দিলেন। শ্রীযমুনা পুলিনে আবার রাসক্রীড়া হইল। শ্রুতি সমূহ যেমন কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া কর্ম্মের অনুগমন পূর্ব্বক অপূর্ণকাম হয়, পরে জ্ঞানকাণ্ডে তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হয় ও কামানুবদ্ধ ত্যাগ হয়, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গোপীগণের কাম সেইরূপে পূর্ণ হইল। গোপীগণের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—একজন ভজিলে আর জনও যে ভজে সেটা কার্য্য নিষ্পত্তির জন্য; ইহা স্বার্থ সাধনের জন্য। ইহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ নাই। এখানে স্বার্থই উদ্দেশ্য। একজন ভজনা করে না কিন্তু অন্যে তাহাকে ভজে—পিতামাতার

ন্যায় তাহারা দুই প্রকার দয়ালু ও স্নেহময়। উক্ত ভজনা দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিরা নিষ্কৃতি ধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিরা সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া থাকে। এখানে অনিন্দিত ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ দুইই আছে।

আর যে আত্মরাম পুরুষেরা ভজনা করিলেও ভজেনা তাঁহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি ভজিলেও ভজিনা কেননা তাহা হউক নিরন্তর আমার চিন্তা থাকিবে। আমি যে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম সেটা তোমাদের অনুরাগ বাড়াইবার জন্য। আপনি তোমাদিগকে দেখা দেই নাই সত্য কিন্তু গোপনে আমি তোমাদিগকে ভজনা করিয়াছিলাম। আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

শ্রীভগবানের এই রাসলীলা আপনার সহিত আপনার লীলা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন বালক যেমন আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে তেমনি শ্রীভগবান রমাপতি হাস্য আলিঙ্গনাদি দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে খেলা করিয়াছিলেন ভগবান আত্মরাম হইয়াও আপনাকে বহু করিয়া প্রত্যেক গোপীর কাছে পৃথক ভাবে থাকিয়া খেলা করিয়াছিলেন। এই খেলা ঈশ্বরই পারেন। কোন মানুষ ইহার অনুকরণ করিতে পারে না। যিনি এই লীলা স্থূলে অভিনয় করিতে ইচ্ছুক, তিনি আপনিও মজেন এবং অন্যকেও মজান। রাসলীলাতে দেখা যায় ব্রজবাসীগণ আপন আপন স্ত্রীদিগকেও সন্দেহ করেন নাই, কৃষ্ণেরও অসূয়া করেন নাই। কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা দেখিয়াছিল যে তাঁহাদের স্ত্রীগণ তাঁহাদের পার্শ্বেই শয়ন করিয়া আছে। রাসলীলা মদনোদ্দীপক নহে, মদনরূপ হৃদ্‌রোগ নাশক।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভূমিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর দুঃখে অভিভূত হইও না, আর অভিনয় দেখিও না, দৃশ্যদর্শন মহাপাতক, ইহারই ফলে তোমার এই দুঃখ। ইহাই তোমার আত্মরূপী মহাদেবের ঘোরা মূর্ত্তি, ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা কর—

যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী
তয়া ন স্তনবা গিরিশন্তাভিচাকশীহি।

বল—হে রুদ্র! তোমার যে অঘোরা অপাপকাশিনীতনু, সেই তনু দ্বারা তুমি উদিত হও, হে গিরিশ! আমরা তোমার সেই তনু দর্শন করিব। এইরূপে সেই সংসাররূপিণী তাহার অবরেণ্যমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া গায়ত্রী-অর্থ-চিন্তা-বিকসিত তৃতীয় নয়নে তাঁহার বরেণ্যমূর্ত্তি দর্শন কর। দেখিতে দেখিতে ভূর্লোক ভুবর্লোকে, ভুবর্লোক স্বর্লোকে নিলীন হইবে, স্বর্লোক পরদেবতারূপিণী গায়ত্রী-ধারণার গাঢ়তায় ডুবিয়া যাইবে, জগদ্দুঃস্বপ্নদর্শনকারিণী তোমার বুদ্ধি গায়ত্রীরূপিণী হইয়া পরম পুরুষের ক্রোড়বিরাজিত আপন সত্তা অনুভব করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে; স্বামি ক্রোড়সুপ্তা সতী দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া সংজ্ঞালাভের পর আত্মস্থ হইয়া স্বামী দর্শনানন্দে যেমন পুলকিত হয় সেইরূপ। এইরূপে যতক্ষণ পার, সেই রমণীয় দর্শন পরম পুরুষের চন্দ্রকোটিসুশীতল অঙ্গস্পর্শসুখে আত্মহারা হইয়া থাক, যখন পূর্ব্ব সংস্কারবশে বুদ্ধি আবার জগদ্দর্শনার্থ বহিঃপ্রবণ হইতে থাকিবে, তখন বুদ্ধিকে স্ববশে রাখিয়া স্বাভাবিক সৃষ্টিক্রমের উপলব্ধি করিতে করিতে বাহিরে এস। প্রথম এস প্রণবে, কোথায় প্রণব? এখনও প্রণব হয় নাই, তুমি সাগরবক্ষে লহরীর মত, মহাকাল হৃদয়ে মহাকালীর মত সেই মহাপুরুষের বিরাট বক্ষে রমণ করিতে করিতে তাহাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে—এইমাত্র তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, এইমাত্র নিদ্রাবেশমন্থর নয়নকলিকা বিকসিত হইয়াছে। রমণাস্বাদবিহ্বল চারি চক্ষু মিলিত হইল! তুমি কেমন হইয়া পড়িতেছ!! তাঁহার নয়ন-কর চুম্বিতা অবশ শিথিলাঙ্গী হইয়া পড়িলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদে পরিপূর্ণ হইল। এই স্বেদরাশি ছোট জগতের কারণ-বারিধিরূপে পরিণত হইল, সাধারণ জীবের স্বেদবিন্দু যেমন তদ্গত সূক্ষ্ম জীবাণুর নিকট সিন্ধুরূপে প্রতিভাত হয় সেইরূপ।

(ক্রমশঃ) সহঃ সঃ।

প্রতি দেহে যে চৈতন্য এক এপক্ষে শ্রৌত প্রমাণ পাওয়া যায়। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদি। চৈতন্য যদি একই হইলেন—আর যদি বল চৈতন্য মরেন তবে একের মরণে সকলের মরণ হয় না কেন? যে হেতু একের মরণে সকলে মরে না সেই হেতু পুরুষের মরণ হয় না। দেহই মরে; ইহাও পুরুষের কল্পনা মাত্র।

মরা বাঁচা, বাসনার বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবের বাস্তব জন্ম বা বাস্তব মৃত্যু হয় না। জীব কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকল্পিত গর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হয় মাত্র। দৃঢ় বিচার কর: পুনঃ পুনঃ বিচার কর; করিয়া ঠিক কর দৃশ্য বস্তুর দর্শন বা অবস্থান অত্যন্ত অসম্ভব। এই বোধ যদি উদিত করিতে পার তবে দেখিবে সকল বাসনার বিনাশ হইয়াছে। বাসনার বিনাশ হইলে তখন আর দৃশ্য যে সত্য অথবা দৃশ্য দর্শন সত্য এ ভ্রম থাকিবে না। জীব গুরূপদেশে শ্রবণ মনাদি দ্বারা এবং অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই ভ্রান্তি সমুদিত জগৎ প্রপঞ্চকে অনুদিত মনে করিতে সমর্থ হয়। তখন তিনি দ্বৈত বাসনা বিহীন হইয়া ভবভয় হইতে মুক্ত হয়েন। বিমুক্ত আত্মস্বরূপই সত্য অন্য কিছুই সত্য নহে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জনন মরণ।

প্রবুদ্ধ লীলা।

যথৈব জন্তুর্ম্রিয়তে জায়তে চ যথা পুনঃ।

তন্মে কথায় দেবেশি! পুনর্ব্বোধবিবৃদ্ধয়ে॥

দেবি! জন্তুগণ যেরূপে মরে আবার জন্মে আমার বোধ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় তাহা বলুন।

সরস্বতী! মরণটা কি পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি আবার বলি শ্রবণ কর। স্মরণ রাখ আত্ম চৈতন্যের মরণ নাই জন্মও নাই। মরে এই দেহটা। আবার পরে বুঝিবে স্থূল দেহ বলিয়াও কোন কিছু নাই। ভাবনাময় বা আতিবাহিক দেহই আছে। ইহা আত্ম চৈতন্যের সঙ্কল্প জাত। আত্মচৈতন্যের যেমন যেমন ভাবনা উঠে অতিবাহিক দেহের উপরে সেই সেই কালে তেমন তেমন একটা আধিভৌতিক বা স্থূল ভাব যেমন জাগে। স্থূল দেহের মরণে কি হয় দেখ। প্রথমে নাড়ী ছাড়িয়া যায় তাহার পরে প্রাণবায়ুর প্রশান্তি হয়। বায়ুর স্বভাবই হইতেছে স্পন্দন। স্পন্দন দ্বারাই বায়ুর অস্তিত্ব বুঝা যায়। প্রাণবায়ু যখন আর স্বকীয় চলন স্বভাবে থাকে না তখন মৃতদেহে চেতনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। চেতনার অভিব্যঞ্জক যাহা কিছু তাহা থাকে না বলিয়া মনে হয় চেতনা বিনষ্ট হইয়াছে। চেতনা কিন্তু নিত্য বস্তু। তাঁহার উৎপত্তিও নাই নাশও নাই এবং চেতনা উদিত বা দৃশ্যও হন না। স্থাবর জঙ্গম আকাশ শৈল সর্ব্বত্রই চেতনা রহিয়াছে। শরীরে প্রাণবায়ুর রোধ হইলে স্পন্দনাদি থাকে না। সেই স্পন্দনশূন্য অবস্থার নাম মরণ। প্রাণ স্পন্দন না থাকিলে শরীর যে জড় সেই জড়ই থাকে। প্রাণ গেলেই শরীর শব হয়। প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে লীন হয় আর দেহটা শবরূপে পড়িয়া থাকে তখন জীব-চেতনা বাসনাসহ পরমাত্মভাবে অবস্থান করে। শ্রুতি বলেন "অথাস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজ পরস্যাং দেবতায়ামিতি"।

লীলা। জীব চৈতন্য যদি স্বাত্মতত্ত্বে অবস্থান করেন তবে ত তিনি মুক্ত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান।

সরস্বতী। জীব-চেতনা বাসনাসহ পরমাত্মায় মিশে এই না, বলিতেছি? ঘটটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ঘটাকাশে ঘটের একটা সংস্কার ছায়া ছায়ামত, যেন আছে জীব চেতনার বাসনা ঐরূপ বস্তু। এই যে বাসনা ইহাই পুনর্জ্জন্মের বীজ এইটি জীবের উপাধি। অর্থাৎ উপাধি দ্বারা পরমাত্মা যেন খণ্ডমত হইয়া জীবভাব ধারণ করেন। ইহা মিথ্যা। বস্তুত জীবই ব্রহ্ম। বাসনা বশেই জীব চেতনা স্বস্থানে থাকিয়াই মনে করেন পরলোকে যাইতেছি, দুঃখ সুখ ভোগ করিতেছি ইত্যাদি।

লীলা। চেতনার জনন মরণ নাই। আর জীব যখন চেতনাই তখন জীবেরও জনন মরণ নাই। চৈতন্য স্বরূপ জীবে কোন প্রকার সুখ দুঃখ নাই ক্ষুধা পিপাসা নাই, শোক মোহ নাই জন্ম মৃত্যু নাই। তথাপি জীব যড়োর্ম্মি বিক্ষুব্ধ হইয়া এই সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না কেন?

সরস্বতী। ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের: জীব চৈতন্য প্রাণ নহে: শোক মোহ মনের; জীব চৈতন্য কিন্তু মন নহে: জন্ম মৃত্যু দেহের; জীব চৈতন্য কিন্তু দেহও নহে। মরণ মূর্চ্ছাপরে জীব যখন আতিবাহিকতা বা ভাবনাময় শরীর প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বে পূর্ব্বে অজ্ঞানে যে সমস্ত বাসনা করিয়াছিল অর্থাৎ অজ্ঞানে বহুবার সেই যে বলিত না খাইলে, না নিদ্রা গেলে, না বিশ্রাম করিলে মরিয়া যাইব, মরণ মূর্চ্ছার পরে এই সমস্ত সংস্কার থাকে। মরণ মূর্চ্ছায় প্রাণ ত মহাপ্রাণে মিশিয়াছে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিবে কোথায়? কিন্তু ঐ যে জন্ম জন্মান্তরের দৃঢ় অজ্ঞান সেই দৃঢ় অজ্ঞানই জীবের বাসনা পুঞ্জের স্থান হয়। ভাবনাময় দেহে থাকিয়াও জীব মনে করে আজ কত দিন খাইতে পাইলাম না হায় কি কষ্ট! হায় পিপাসায় প্রাণ যাইতেছে। অহো! এ দুঃখের শেষ নাই। জীব মিছামিছি এই দুঃখ ভোগ করে। আবার কত বাসনা সে করিয়াছিল সেই বাসনাসমূহ তাহাকে আবার দেহ ধারণ করায়, করাইয়া শত শত ক্লেশে নিপাতিত করে।

লীলা। আচ্ছা এই যে জীব-চৈতন্যের পরলোক গমন ইহা কি?

সরস্বতী। নামরূপাত্মক উপাধির সহিত একীভাব বা সদৃশ্যপ্রাপ্তিই আত্মার

ইহলোক বা পরলোক গমনের প্রতি হেতু। নচেৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী যিনি অখণ্ড তিনি আবার যাইবেন কোথায়? আর ইহাও জানিয়াছ যে নামরূপাত্মক উপাধির সহিত আত্মার একীভাব বা সাদৃশ্ঠ ইহা ভ্রান্তি মাত্র।

আত্মা নামরূপের সমান হইয়া ইহলোক পরলোকে সঞ্চারণ করেন ইহাও যা আত্মা ধ্যান করেন ইহাও তাই। যেহেতু আত্মা "ধ্যায়তীব" অর্থাৎ যেন ধ্যান বা চিন্তা করিতেছেন ইহা বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় এই যে আত্মা স্বীয় চৈতন্ত-স্বরূপ জ্যোতি দ্বারা ধ্যানক্রিয়াবতী বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেই বুদ্ধির সমান হইয়া যেন ধ্যানই করেন বলিয়া প্রতীত হয়। বুঝিতেছ আত্মা যেন ধ্যান করিতেছেন "ধ্যায়তীব" আরও আত্মা "লেলায়তীব" ইহাও যেমন ভ্রম আত্মা ইহ পরলোকে গমন করেন ইহাও সেইরূপ ভ্রম মাত্র।

লীলা। বুদ্ধির সহিত সমান হইলে আত্মা বিচরণ করেন ইহা আবার বল।

সরস্বতী। আত্মা যখন স্বপ্নরূপী হন তখন বুদ্ধির সহিত সমান হন। বুদ্ধি যে যে রূপ প্রাপ্ত হয় আত্মাও ঠিক সেই সেই রূপ যেন প্রাপ্ত হন। যে সময়ে এই বুদ্ধি স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রাবৃত্তি লাভ করে, এবং যে সময়ে বুদ্ধি জাগরিত থাকে তখন আত্মাও স্বপ্ন দেখেন ও জাগরিত থাকেন। আত্মার স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তি ভ্রম মাত্র। এই জন্য বলা হয় আত্মা স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্মা স্বপ্নাকার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করতঃ স্বয়ং স্বপ্নবৃত্তির আকার প্রাপ্ত হয়েন। ফলতঃ ইহা যেমন মিথ্যা আত্মার ইহলোক পরলোক ভ্রমণ সেইরূপ মিথ্যা। বেশ করিয়া মনে রাখ চৈতন্যময় আত্মার জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ্য ক্রিয়ারূপিপ্রাণপ্রধান সূক্ষ্ম শরীর গমন করিলে মনে হয় তদুপহিত আত্মাও যেন গমন করিতেছেন বস্তুতঃ আত্মার গমন অসম্ভব।

অমরিষ্যন্নৈব চিত্তমেকস্মিন্নেব তন্মৃতে।
অভবিষ্যৎ সর্ব্বভাবমৃতিরেকমৃতাবিহ॥ ৭০

বাসনা মাত্র বৈচিত্র্যং যজ্জীবোঽনুভবেৎ স্বয়ম্।
তস্যৈব জীবমরণে নামনী পরিকল্পিতে॥ ৭১

এবং ন কশ্চিন্ ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন।
বাসনাবর্ত্তগর্ত্তেষু জীবোলুঠতি কেবলম্॥ ৭২

অত্যন্তাসম্ভবাদেব দৃশ্যস্যাসৌ চ বাসনা।
নাস্ত্যেবেতি বিচারেণ দৃঢ়ত্বাদৈব নশ্যতি॥ ৭৩

অনুদিতমুদিতং জগৎ প্রবন্ধম্
ভব ভয়তোভ্যাসনৈর্ব্বিলোক্য সম্যক্।
অলমনুদিত বাসনো হি জীবো
ভবতি বিমুক্ত ইতীহ সত্যবস্তু॥ ৭৪

বল দেখি যে চৈতন্যকে পুরুষ বলা হয় সেই চেতন পুরুষের জন্মটা কি মরণটাই বা কি? আর এই জগৎ? জগৎটা স্বপ্ন সম্ভ্রমবৎ ভ্রান্তি মাত্র। সম্ভ্রম বলে সম্যক্ ভ্রমকে। ইহা উহা যাহা দেখ শোন তাহা ত অবিদ্যা বা অজ্ঞান কৃত। কাজেই স্বপ্ন ভ্রমের মত ভ্রান্তিই সব। পরমার্থ দর্শনে একবার দেখনা—ভ্রম কিনা বুঝিবে। পুরুষ ত চেতনা মাত্র। তিনি কখনও মরেন না। বল চেতন ছাড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ বলিতে পার? চেতন ব্যতিরিক্ত এই পুরুষ ইতি পক্ষে অন্যৎ কিং দেহঃ পুরুষোভবেদুত প্রাণ উতেন্দ্রিয়াণি কিং বা মনঃ উত বুদ্ধিরুতাহঙ্কারচিত্তে উত তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা উতাহবিদ্যা। সর্ব্বেষ্বপি পক্ষেষু জড়ৈঃ পুরুষ-কার্য্য-প্রকাশাধীন—সর্ব্ব ব্যবহারা নির্ব্বাহাৎ পরিশেষাচ্চেতন-মাত্রমেব পুরুষ ইতি পক্ষঃস্থিত ইত্যর্থঃ।

চেতন ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও যদি পুরুষ বল তবে সেই অন্য কে? দেহটা কি পুরুষ বা প্রাণ না ইন্দ্রিয় সকল কিম্বা মন কিম্বা বুদ্ধি না অহঙ্কার না চিত্ত অথবা তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অথবা অবিদ্যা? যে পক্ষেই ধর দেখিবে জড়ের দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ হয় তাহারা কিন্তু পুরুষের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে। জড়ের সমস্ত কার্য্যকে পুরুষ প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। কাজেই সব বাদ দিলে যিনি থাকেন তিনিই পুরুষ।

আজ পর্য্যন্ত এই অনাদি সংসারে "চেতন মরেন" ইহা কি কেহ দেখিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মরে কিন্তু চৈতন্য অক্ষয়রূপে অবস্থিত। চেতনা যাহা তাহা শরীর মরণের সাক্ষ্যদাত্রী; চেতন মরণের সাক্ষ্যদাত্রী কে? মরণটা কি? বিনাশের নাম কি মরণ? কি দেহান্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? যদি বিনাশকে মরণ বল তবে চৈতন্য

আপনি মরিতেছেন বা অন্যে ইহাকে বিনাশ করিতেছে উভয়ই অসম্ভব। দেহান্তরকে যদি মরণ বল তবে চৈতন্যই অন্যদেহ প্রাপ্ত হয়েন। এ পক্ষেও চেতনই অমর। প্রতি দেহে চেতনা ভিন্ন ভিন্ন যদি বল তাহার প্রমাণ কি আছে বল? অন্যপক্ষে আত্মার গমন অসম্ভব। ঘটরূপ উপাধির গমনে যেমন বলা হয় ঘটাকাশ গমন করিতেছে সেইরূপ উপাধির গমনেই আত্মার গমন স্বীকার করা হইতেছে। লোকোপকারিণী শ্রুতির মত আমিও বলিতেছি হে জীব! মরণমূর্চ্ছা অতিশয় ক্লেশকর; স্মৃতি লোপ হইয়া যাওয়া বড়ই ভীষণ। এই ভয়ানক সংসার দশা আর যাহাতে ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য হে জীব! তুমি পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হও। জীব! তুমি সাবধান হও। জীব তুমি ভাবিয়া দেখ একদিন নিদারুণ সন্তাপকর জ্বরাদি রোগ দ্বারা তুমি আক্রান্ত হইবে তখন জঠরাগ্নির বৈষম্য বশতঃ ভুক্ত অন্নাদি তুমি জীর্ণ করিতে পারিবে না। অন্নরস অপরিপুষ্ট এই দেহ তখন শীর্ণ হইয়া যাইবে। অতিশয় ভারাক্রান্ত শকট যেমন শব্দ করিয়া গমন করে সেইরূপ তুমিও অতিশয় কৃশ হইলে তোমার দেহপিণ্ডে উর্দ্ধশ্বাস লক্ষিত হইবে। তবেই দেখ জরা দ্বারা অভিভব, জ্বরাদি দ্বারা অতিশয় পীড়া এবং কৃশত্ব প্রাপ্তি—এই সমস্ত অনর্থ শরীরধারীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। শরীর অভিমান সত্ত্বে ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি নাই।

লীলা। মা! এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াত জীবের দেহান্তর গ্রহণে কোন ক্ষমতাই ত থাকে না কারণ জীবের কার্য্য নির্ব্বাহক দেহ ইন্দ্রিয়াদি ত তখন কিছুই নাই—সমস্তই ত তখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজার নিমিত্ত ভৃত্যগণ যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে মৃত জীবের ভৃত্য স্থানীয় ত এমন কেহই নাই যে জীবের নিমিত্ত একটি বাসোপযোগী শরীর নির্ম্মাণ করিয়া জীবের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে? তবে ইহার অন্য শরীর পরিগ্রহ হয় কিরূপে?

সরস্বতী। জীবগণ আপন আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য এই দৃশ্যমান জগৎ প্রাপ্ত হয় আবার স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্যই এক দেহ ছাড়িয়া ইহা অন্যদেহ পাইতে চেষ্টা করে। জীবের কর্ম্ম প্রযুক্ত স্বয়ং জগৎটাই কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার আগমনের অপেক্ষা করে।

শ্রুতি বলেন "কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে"। পুরুষ দেহ ত্যাগ করিয়া স্ব কর্ম্ম প্রেরিত পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্ম্মিত দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। শরীর নির্ম্মাতা ভূত সকল এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতা সকল পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ সাধন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া এই আমাদের কর্ত্তা ভোক্তা আত্মা এই আসিতেছেন এইভাবে জীবের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করে। গর্ভে দেহ কতিপয় মাসের হইলে তবে প্রাণের তথায় আগমন হয়।

লীলা। আর এক কথা মনে উঠিল। দেহত্যাগ সময়ে প্রাণ কোন পথ দিয়া বাহির হয়? সকলেই কি এক পথ দিয়া বাহির হয়?

সরস্বতী। সকলে এক পথে দেহ ছাড়ে না। যাহার আদিত্য লোক প্রাপ্তি হেতু জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে তাহার জীব চক্ষু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। যদি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কারণ জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে তবে জীব মস্তক বা ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। জীবের যেরূপ জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে তদনুসারে অন্যান্য শরীরাবয়ব দ্বারা জীব নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে।

আত্মা যে সময় পরলোক প্রস্থানের জন্য উৎক্রমণ করিতে থাকেন সেই সময়ে রাজার সর্ব্বাধিকারী মন্ত্রীর ন্যায় আত্মার সর্ব্বাধিকারী প্রাণও আত্মার পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে; আবার সেই প্রাণকে উৎক্রান্ত দেখিয়া বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়। এখানে যে ইন্দ্রিয় প্রধান তাহার পশ্চাৎ অন্য অন্য ইন্দ্রিয় গমন করে শ্রুতি ইহা লক্ষ্য করিয়াই "পশ্চাৎ" কথা ব্যবহার করিয়াছেন পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রমিক গমন করা উদ্দেশ্য নহে। স্বপ্নাবস্থার মত মরণ সময়ে আত্মা স্বকৃত কর্ম্মানুসারে সংস্কাররূপ বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন সত্য কিন্তু আত্মার স্বাধীনতা তখন কিছুই থাকে না। যদি থাকিত তবে জীব কৃতার্থ হইতে পারিত কিন্তু সেই ভয়ানক মৃত্যু সময়ে জীবের নিজের প্রভুতা কিছুই থাকে না সেই জন্যই জীবের ভীষণ দুঃখ হয়।

ফলে জীব জনম ভরিয়া যে সমস্ত কর্ম্ম সাতিশয় যত্ন, প্রবল আসক্তি ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সম্পাদন করে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর মৃত্যু যাতনায় সামান্য সংস্কার সমস্তই ভুলিয়া যায় কেবল দৃঢ়তর আসক্তি সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের সংস্কার নিচয়ই তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অন্তঃকরণের সংস্কার

রূপ বিজ্ঞানের অনুগ্রহেই জীব তখন জ্ঞানবান হয়। এবং সেই বিজ্ঞান লইয়াই জীব গন্তব্যস্থানে গমন করে।

লীলা! জীবের কতই সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক বিচার করিয়া দেখ! পরলোক ভীরু ব্যক্তি সেই ভয়ঙ্কর প্রাণপ্রয়াণ সময়ে উত্তম গতি লাভ জন্য শ্রদ্ধাসহকারে পূর্ব্ব হইতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ ধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ সেবা করিবে, অধিক কি যেরূপে পারে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে পুণ্য সঞ্চয়ে সচেষ্ট হইবে, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। সে সময়ে জীব নিতান্ত পরাধীন—সে সময়ে কোন সদানুষ্ঠান নিতান্ত অসম্ভব—কারণ পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে নীয়মান জীবের তখন আর কোন বিষয়েই অধিকার থাকে না।

লীলা। মা! তুমি পূর্ব্বে বলিলে জীব শকটের ন্যায় ভারাক্রান্ত হয় সেই জন্য গুরু ভার ন্যস্ত শকটের ন্যায় শব্দ করিয়া গমন করে। আচ্ছা পরলোক গমনে প্রস্থিত এই জীব পথে কি আহার পায়? আর পরলোকে যাইয়াই বা কি ভক্ষণ করে?

সরস্বতী। শ্রুতি বলেন তং বিদ্যা কর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্ব প্রজ্ঞাচ। ১

বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণ। ৪র্থ অধ্যায়।

বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা অর্থাৎ অতীত কর্ম্মানুভব জনিত বাসনা ইহারাই পরলোক প্রস্থিত জীবের অনুগমন করে।

বিদ্যা বলে বিহিত অবিহিত প্রতিষিদ্ধ অপ্রতিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাকে। কর্ম্ম বলে বিহিত অবিহিত প্রতিষিদ্ধ অপ্রতিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকে আর পূর্ব্ব প্রজ্ঞা হইতেছে পূর্ব্বানুভূত নষ্ট জ্ঞানের যে সংস্কার তাহাই। বিহিত বিদ্যার বিষয় হইতেছে আমি কি, জগৎ কি, অথবা আত্মা কি, দেহ কি, এই বিচার। অবিহিতা বিদ্যার বিষয় হইতেইছে ঘট পটাদি লৌকিক বস্তু বিষয়া। প্রতিষিদ্ধ বিদ্যা হইতেছে নগ্নস্ত্রী দর্শনরূপা এবং অপ্রতিষিদ্ধা বিদ্যা হইতেছে পথে পতিত তৃণাদি বিষয়ে বিদ্যা বা জ্ঞান। বিহিত কর্ম্ম হইতেছে যাগ যজ্ঞাদি; অবিহিত কর্ম্ম হইতেছে পরস্ত্রী সংসর্গ জনিত; প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে ব্রহ্মহত্যাদি আর অপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে নেত্র পক্ষ্মের বিক্ষেপাদি।

পূর্ব্ব প্রজ্ঞা বা পূর্ব্ববাসনা বা পূর্ব্ব সংস্কার জীবের অনুসরণ করে নতুবা

কোন কর্ম্মফল ভোগ হইতে পারে না। যে বিষয়টি অভ্যস্থ না থাকে সেই বিষয়ে কখনই ইন্দ্রিয়গণের কুশলতা সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কার দ্বারা শিক্ষিত ইন্দ্রিয়গণ এই জন্মের অভ্যাস বিনা সহজেই কর্ম্ম সম্পাদন করে। দেখাও যায় সহজেই কেহ কেহ চিত্র আঁকে গান বাজনা শিখিয়া ফেলে আবার কাহারও বা অতি সহজসাধ্য কর্ম্মেও সম্পূর্ণ অপারগতা। কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা, নিয়ম ভোগ সম্বন্ধেও তাই। কোন প্রকার ভোগে একজনের বিশেষ আসক্তি অন্যের আবার তাহাতেই বিরক্তি। এ সমস্তই এজন্য জন্মান্তরীণ অনুভব ফল।

সার কথা এই যে পূর্ব্ব প্রজ্ঞা বা সংস্কার ব্যতীত কিছুই জীবের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

এখন পরলোক প্রস্থিত জীবের ভক্ষ্য কি উহার উত্তর হইতেছে বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা এই তিনটিই শকটস্থিত সম্ভার স্থানীয় এবং পরলোক গমনের পথে ভক্ষ্য।

লীলা! জীবের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখ। দেহত্যাগ হইয়া গেল কিন্তু পূর্ব্বে অত্যন্ত আসক্তির সহিত যাহা যাহা করিয়াছে তাহার সংস্কার আত্মাতে রহিয়া গিয়াছে। এ সমস্ত সংস্কার আবার কত সূক্ষ্ম তাহা দেখ। একটু নিদ্রা কম হইলে আবার ঘুমাইতে যাও ইহা কি? আত্মার ত নিদ্রা নাই। অজ্ঞানে তুমি আচ্ছন্ন বলিয়া ভাব নিদ্রা না হইলে তুমি মরিবে। আত্মার আহার নাই—তুমি অজ্ঞানে ভাব আহার বিনা মরিয়া যাইব। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এগুলি আত্মার নাই কিন্তু মোহাচ্ছন্ন তুমি সর্ব্বদাই এই গুলিতে কষ্ট পাও। কত দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে দেখ। মরিবার কালে দেহত ছাড়িয়াছ; প্রাণ ত মহাপ্রাণে মিশিয়াছে তবে বল দেখি ক্ষুধা পিপাসা, জরা মৃত্যু ভয় কোথায় থাকে? এইগুলি পূর্ব্বে তীব্রভাবে অভ্যাস করিয়া গিয়াছ বলিয়া তোমার কিছুই দরকার নাই তথাপি তুমি সংস্কারবশে ভাবিতেছ, হায়! পিপাসায় প্রাণ গেল কেহই এই যমালয়ের পথে জল দিল না—হায়! ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে। অহো! পূর্ব্ব সংস্কারের কি বিচিত্র যন্ত্রণাপ্রদ ক্ষমতা!

জীব! ভাবিয়া দেখ এই সমস্ত অজ্ঞান ত মূল অজ্ঞান। ইহার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ পাইতে হইলে তোমাকে আহারের সময়, নিদ্রার সময়, বিহারের সময়, রোগের সময়, শোকের সময় সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে বা মনে করাইয়া দিতে হইবে, আহা! অসঙ্গ আমি কাহারও সহিত ত আমার সঙ্গ হয় না—এই ভুল আহার নিদ্রা, জরা মরণ, শোক মোহ আর কতদিন আমাকে আচ্ছন্ন করিবে?

মূল অজ্ঞানের উপরেও মানুষ নগ্ন পরস্ত্রী দর্শন, ঘট পট নক্ষত্র বিচার, পরস্ত্রী সংসর্গ, ব্রহ্মহত্যা, জীবহত্যা, কামের শত শত কার্য্য, ক্রোধের সহস্র সহস্র ব্যাপার, লোভের কোটি কোটি কার্য্য করিতেছে। বল ইহাদের গতি কিরূপে লাগিবে?

শ্রুতি তাই বলিতেছেন প্রত্যেক মনুষ্যই একাগ্রচিত্তে শুভ বিদ্যা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে কদাচ তদ্বিপরীত নহে।

যদি নিষিদ্ধ আচরণ কর তবে পূর্ব্ব অশুভ বাসনাবশে নরক নিবাসী প্রেতাদির শরীর প্রাপ্ত হইবে। শুধু বাসনা আছে বলিয়া কোন বস্তু দর্শন করিয়া ভাবিবে আমার ইহা নাই, আমার ইহা আছে, এইরূপ ভাব অভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অশেষ দুঃখ পাইবে।

লীলা। মা! মৃত জীবের অসহায় অবস্থা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প হয়। মা! বলুন জীবের এই জীবনের কর্ম্ম কিরূপ হইলে জীব উদ্ধার পাইবে?

সরস্বতী। লীলা! জীব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিত্যকর্ম্ম সর্ব্বদা অভ্যাস করুক! শুধু ঈশ্বর চিন্তা, পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে হইবে না। শুধু জপ, ধ্যান, আত্মবিচারে ঠিক ঠিক কোন অবস্থা লাভ করিতে জীব সমর্থ হইবে না। জপ, ধ্যান, আত্ম-বিচার এইগুলি তত্ত্বাভ্যাসের কর্ম্ম বটে কিন্তু এই মুখ্য কর্ম্মের সঙ্গে সমকালে জীবকে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের কার্য্যও অভ্যাস করিতে হইবে।

লীলা। মা! সমকালে তত্ত্বাভ্যাসের জন্য এবং বাসনা ক্ষয়ের জন্য ও মনো-নাশের জন্য জীব কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে?

সরস্বতী। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কামনা বা ভোগেচ্ছা নাশের জন্য সমস্ত কাম্য বিষয়ের দোষ দর্শন বিশেষরূপে অভ্যাস করুক। চৈতন্য ভিন্ন জগতের সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা—ইহার অভ্যাস করিতে পারিলে কামনা নিবৃত্ত হইবে। আহার নিদ্রাও মিথ্যা, অজ্ঞানপ্রসূত—ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। চৈতন্যের জরা মরণ নাই, কাজেই আমি অসঙ্গ আত্মা, আমার স্বরূপ বিশ্রান্তি ভিন্ন

অন্য কোন অভিলাষ উঠিতেই দিবে না। কামনা নিবৃত্তি হইলেই চিত্ত প্রসন্ন, নিরাবিল ও শান্ত হইবে। তখন জীব অকামময় হইবে।

দোষদর্শনে বাসনাক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীব মনোনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। চক্ষু, কর্ণ ও বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে ভিতরে চৈতন্যময় ইষ্টদেবতা স্বরূপ অখণ্ড আত্মাতে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে শাম্ভবীমুদ্রায় দর্শন করিতে করিতে চক্ষু বাহিরে চাহিয়া থাকিলেও আর বাহিরে কিছুই দেখিবে না, শুধু ভিতরে আত্মদর্শনে নিবিষ্ট থাকিবে। কর্ণ ভিতরে ইষ্ট নামের শব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের শব্দ আর শুনিবে না এবং মন ভিতরে জীবন্ত দেবতার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আর পূর্ব্বপ্রজ্ঞা জনিত কোন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে না। এইরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয় যখন চেতন প্রভুর সঙ্গ করিতে শিখিবে তখন মন আত্মসংস্থ হইয়া সর্ব্ব চিন্তা ও কামনা শূন্য হইয়া লয় হইয়া যাইবে। এইরূপে নিত্য কর্ম্মে তত্ত্বাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাস করুক তবেই মানুষের সকল পাথেয় সংগ্রহ হইল।

লীলা। মা! সংক্ষেপে বলুন মানুষ ব্যবহারিক জগতে কি প্রকারে শুভকর্ম্ম দ্বারা অশুভ বিনাশ করিবে।

সরস্বতী। শ্রুতি বলেন দান না করা, ক্রোধ করা, অশ্রদ্ধা করা এবং অসত্য আচরণ করা এইগুলি প্রধান প্রধান অপুণ্য কর্ম্ম। এইগুলি এই জীবনে নিবৃত্ত কর। শ্রুতি বলেন—

"দানেনাদানং অক্রোধেন ক্রোধং শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধাং এবং সত্যেনানৃতং"।

ব্রহ্মার্পণত্বেন যদ্দীয়তে তদ্দানম্। তদন্যৎ দেহভার্য্যা পুত্রাদ্যর্থং যৎ ব্যয়ীক্রিয়তে তৎ অদানম্।

ভাবনা বাক্য ও কার্য্য ব্রহ্মে অর্পণ করুক। ইহা ভিতরের দান আর বাহিরেও অতিথি, দরিদ্র ইত্যাদিকে যাহা দান করিবে তাহাতেই উঁহাদের ভিতরে যে চেতন পুরুষ আছেন তাঁহার সেবার জন্য বস্তু দিতেছি ইহা নিরন্তর মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পুত্র কন্যা স্ত্রী ইত্যাদির জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহাতেও সেই চৈতন্য পুরুষের সেবা করিতেছি যদি ইহার ভুল হয় তবে তাহা অদান। ভার্য্যা পুত্র ইত্যাদিতে সমষ্টিভাবে যিনি আছেন সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই

আমার খণ্ড চৈতন্য অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আছেন। আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ। আহারাদি কর্ম্মে, পরোপকারাদি কর্ম্মে সেই হিরণ্যগর্ভকে স্মরণ করিয়া সেবা করিতে অভ্যাস কর তবেই ব্রহ্মার্পণ হইবে।

এইরূপে অক্রোধ বা ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় কর। প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ক্রোধের মূর্ত্তি। চেতন যিনি তিনিই অক্রোধ বা ক্ষমা। আমি চেতন—সর্ব্বদা ইহা স্মরণে ক্ষমা অভ্যাস হইয়া যাইবে কারণ যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায় যাহা অনুভব করা যায় তাহা সমস্তই প্রকৃতি—এই জন্য ক্রোধমূর্ত্তি। চৈতন্যকে নিত্য স্মরণ করিতে করিতে প্রকৃতিকে অনাস্থা করিতে পারিলেই অক্রোধ বা ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ জয় হইল।

এইরূপে শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও। চেতন পুরুষ পরমাত্মাই আছেন। তাঁহাতেই আমার প্রয়োজন, অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই সর্ব্বদা ইহা মনে রাখ। যে পুরুষ আমাকে সবই দিতেছেন সেই দেবতাকে নিজের মধ্যে চৈতন্যভাবে আমি পাইয়াছি আমার খণ্ডচৈতন্যই আত্মা। আত্মাই সেই দেবতা। এই আস্তিক্য বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও।

আবার সত্যস্বরূপ চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া জড় বা অচেতন বা এই দেহ ও মন বিশিষ্ট অসত্যরূপ সেতু পার হও। বুঝিতেছ পুণ্য কর্ম্ম কি? এইগুলি অভ্যাস করিয়া ফেলুক তবেই জীবের আর কোন ভাবনা থাকিবে না।

লীলা। মা! দেহত্যাগের পর প্রেতত্ব কখন হয় ও কিরূপে হয় এবং প্রেতত্ব কি এক প্রকার বা বহু প্রকার তাহাই এখন বলুন।

সরস্বতী। মৃত্যুর পরে এই দেহাভিমান ত্যাগ হইয়া গেলেই লোকে বলে জীব প্রেত হইল বা মৃত হইল। যে প্রকার বায়ুতে সুগন্ধ থাকে সেই প্রকারে চেতনে জীব-বাসনা বিদ্যমান থাকে। জীব যে সময়ে পূর্ব্বদেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহাদি অনুভবে প্রবৃত্ত হয় সেই সময়ে সে আপনিই আপনাতে আপনার বাসনানুরূপ কল্পিত পরলোক ও সে লোকের ভোগ্যাদি দেখিতে পায়। সেই জীব আবার সেই লোকান্তরে তজ্জন্মের সংস্কারে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ অন্য শরীর অনুভব করিয়া থাকে। এই সীমাশূন্য আকাশ, এই বিপুলা পৃথিবী, এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পূর্ণ কোটি

কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সঙ্কল্প মায়ায় আত্মাতে চিত্রিত রহিয়াছে। মৃত পুরুষের আত্মাতেও এই সমস্ত আকাশে মেঘের খেলার মত দৃষ্ট হয় অন্য লোকে তাহা দেখে না। অন্য লোকে গৃহাকাশই দেখে। একের সঙ্কল্প অন্যে দেখিবে কিরূপে?

আর ঐ যে প্রেতের প্রকার ভেদ জানিতে চাহিতেছ তাহা বলি শ্রবণ কর।

পাপের তারতম্য অনুসারে প্রেত ছয় প্রকার। সামান্য পাপী, মধ্যপাপী, স্থূলপাপী, সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্যম ধার্ম্মিক, এবং উত্তম ধর্ম্মবান্। এই ছয় প্রকারের মধ্যে আরও দুই তিন প্রকার দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদিগকেও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

পাপীগণের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী একবৎসর ধরিয়া মরণমূর্চ্ছায় জড় অবস্থায় থাকে। বলিতে পার পাষাণের মত জড়ভাবে থাকায় আর দুঃখ কি? সত্য। ঐ অবস্থায় দুঃখ অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন তাহাদের মূর্চ্ছা ভাঙ্গে তখন তাহারা বাসনার জঠরে অবস্থান করতঃ নিরতিশয় নরক দুঃখ অনুভব করে আবার শত শত যোনি প্রাপ্ত হইয়া দুঃসহ যাতনা ভোগ করে। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভোগাবসানে কদাচিৎ কাহারও সংসার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

আবার কোন কোন পাতকী মরণমূর্চ্ছার পরক্ষণেই হৃদয়ে জড়দুঃখ সমাবিষ্ট বৃক্ষাদি ভাব অনুভব করে। পরে বাসনানুরূপ দুঃখ ভোগ করতঃ নরক ভোগান্তে দীর্ঘকালের পর আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

লোকে মনে ভাবিতে পারে স্বর্গনরকাদি যখন সঙ্কল্প তখন ত এ সব নাই। তবে সে জন্য ভাবনা কি? সত্যই। সঙ্কল্প ছাড়িতে পারিলেই ত দুঃখ থাকেনা। আহার, নিদ্রা, জনন মরণ, শোক মোহ এ সমস্তই ত সঙ্কল্প। কারণ তুমি আমি সবাই ত চেতন। চৈতন্য ত নিঃসঙ্গ। চৈতন্যের সহিত আর কাহার ত সঙ্গ হয় না। তবে রে জীব! তুমি এই জন্মেই বা দুঃখ পাও কেন? বাসনা ত সত্য নহে। বাসনাটা ছাড়িয়া দাওনা এই মুহূর্ত্তেই তুমি পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে। পার কি ছাড়িতে? তাহা পার না। কাজেই ভাবিও না যে নরক যাতনা ইত্যাদি একটা ভয় দেখান মাত্র। এরূপ আত্মপ্রতারণা করিয়া আরও পাপের মাত্রা বাড়াইও না।

ষড়বিধ প্রেতের মধ্যে যাহারা মধ্যপাপী তাহারা মরণমূর্চ্ছার পর কিছুকাল

জড়ভাবে থাকিয়া পরে চৈতন্য লাভ করে; করিয়া পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ক্লেশ অনুভব করে। যাহাদের মেরুদণ্ড সোজা নয় তাহারাই তির্য্যগ্। গবাদি অশ্বাদি পশু নিঃশব্দে কত যাতনা ভোগ করে তাহাত প্রত্যক্ষ করিতেছ? বল তথাপি তুমি পাপ ভয়ে ভীত হও না কেন? বল কোন্ যোনিতে তুমি পড়িবে? এখন পাপ নিবৃত্তির চেষ্টা কর।

আবার যাহারা সামান্য পাপী তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় মনুষ্য দেহ অনুভব করে। করিয়া জন্ম মৃত্যু ও ভোগ্যাদি স্মরণ করে।

যাহারা মহাপুণ্যশীল তাহারা মরণমোহের পর বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করে। সেখানে নানা সুখ ভোগ করিয়া মনুষ্যলোকে শ্রীমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

যাহারা মধ্যম ধার্ম্মিক তাহারা মৃত্যুর পরে ওষধি প্রধান স্থানে—সুন্দর নন্দন কাননে কিন্নর হইয়া জন্মে। তত্রস্থ ফল ভোগ করিয়া পরে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

এইভাবে স্ব স্ব জ্ঞান কর্ম্মের যে সংস্কার সেই সংস্কারের অনুরূপ গতি জীব প্রাপ্ত হয়। বুঝিতেছ মরণমূর্চ্ছার পরে যখন চেতনা লাভ হয় তখন জীব আপন সঙ্কল্প মধ্যে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগ্যাদি স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে। পরে তদনুরূপ স্থান ও দেহাদি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়।

লীলা। মা! বলুন মরণের পর, পরে পরে জীবের কোন্ কোন্ অবস্থা হয়?

সরস্বতী। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরে জীব মনে করে আমি মরিয়াছি। পরে দাহকার্য্যের পর পুত্রাদি দ্বারা পিণ্ড প্রদানাদি কার্য্য শেষ হইলে অনুভব করে আমার শরীর হইয়াছে। তৎপরে যমালয়ে গমন করিতেছি অনুভব করে। আর অনুভব করে বিকৃতদর্শন যমদূতগণ পাশবন্ধনে তাহাকে যমের নিকটে লইয়া যাইতেছে। পুত্রাদি তাহার যে মাসিক শ্রাদ্ধ করে তাহাই তাহার পাথেয়। মাসিক শ্রাদ্ধের দ্বারা তর্পিত হইয়া তাহারা এক বৎসরে যমালয় প্রাপ্ত হয়।

উত্তম পুণ্যবান্ প্রেতগণ স্বীয় উত্তম কর্ম্মের ফলে পথি মধ্যে সুন্দর উদ্যান ও সুন্দর বিমান সকল অনুভব করে কিন্তু মহাপাতকীগণ স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে হিম, তপ্ত বালুকা, কণ্টকগর্ত্ত, শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্য দর্শন করে। মধ্যম পুণ্যশীলেরা

এই আমার সুখপ্রদ পন্থা, এই স্নিগ্ধছায়া তরু সম্পন্ন বাপিকা—ইহা দেখিতে দেখিতে যমালয়ে গমন করে। তাহারা অনুভব করে এই যম, এই চিত্রগুপ্ত আমার বিচার করিতেছেন।

মরণের পরে সকলের অনুভব একরূপ হয় না। কর্ম্মানুসারে যাহার যেরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয় সে তদনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে এবং পরে জন্মাদি প্রাপ্ত হয়। সকলকেই কিন্তু সংসার সত্য ইহা অনুভব করিতে হয়। যদি ইহাদের স্বরূপ দৃষ্টি থাকিত যদি এই জীবনে ইহারা আমি কে, জগৎ কি, বিচার করিত তবে ইহারা বুঝিত একমাত্র অদ্বয় অমূর্ত্ত আত্মাই প্রবুদ্ধ আছেন—দেশ কাল ক্রিয়া আকার বিশিষ্ট দৃশ্য অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এক বৎসরের পর যমালয় প্রাপ্ত হইয়া ইহারা অনুভব করে "এই যমরাজ আমাকে স্বকর্ম্ম ফলভোগের আদেশ করিলেন" "আমি এখন যমালয় হইতে স্বর্গে বা নরকে চলিলাম" "আমি সুখে স্বর্গ ভোগ করিতেছি" "আমি দুঃখে নরক ভোগ করিতেছি" "আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ ও নরক ভোগের উপযুক্ত যোনি প্রাপ্ত হইলাম" "এই আমি আবার পৃথিবীতে আসিতেছি"। এই পর্য্যন্ত অনুভবের পরেই জীব মেঘনির্ম্মুক্ত জলের সহিত পৃথিবীতে আইসে এবং শস্যমধ্যে প্রবেশ করে। তখন "আমি ব্রীহ্যাদিগত হইলাম" "আমি অঙ্কুরস্থ হইলাম" "আমি ফলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি" পৃথিবীতে আসিয়া জীব এ সকল ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ বোধশক্তি তখন লুপ্তপ্রায় থাকে। ঐ সকলের স্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও উত্তরকালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণজনিত বোধ প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ক্রমে স্মরণ করিতে পারে।

লীলা। ব্রীহ্যাদিতে অবস্থানকালে বোধ লুপ্ত থাকে কেন?

সরস্বতী। ইন্দ্রিয়গণ তখন পর্য্যন্ত লুপ্ত বা মূর্চ্ছিত কাজেই জীব শস্যাদির মধ্যে অবস্থান বুঝিতে পারে না। তৎপরে ভুক্তান্ন পান দ্বারা পিতৃশরীরে আইসে এবং রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। সেই রেত মাতার শরীরে গিয়া গর্ভভাব ধারণ করে। তখন সেই গর্ভ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সাধু বা অসাধু বালকরূপে প্রসূত হয়। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হয় আবার জরা আসিয়া আক্রমণ করে। আবার মরণমূর্চ্ছা। আবার পিণ্ডাদি প্রাপ্তে ভোগদেহ ধরিয়া এক বৎসরে যমলোক পায়।

মরণের পরে পিণ্ডদানাদি দ্বারা যে দেহ হয় সে দেহ অস্থি চর্ম্মময় স্থূলদেহ নহে তাহা ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ।

শুনিলে জীবের সংসার ভ্রমণ? পুনঃ পুনঃ যোনি ভ্রমণে জীব অসংখ্য ভ্রম পরম্পরাই অনুভব করে। আকাশরূপী জীব যতদিন না মুক্ত হয় ততদিন চিদাকাশে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ভাবনাময় পরিবর্ত্তন অনুভব করে।

লীলা। দেবি! বলুন জীবচৈতন্য ত ব্রহ্মচৈতন্যই। ব্রহ্মে ত কোন ভ্রম নাই।

আদিসর্গে যথা দেবি ভ্রমএষ প্রবর্ত্ততে।
তথা কথয় মে ভূয়ঃ প্রসাদাদ্বোধবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ।

মা! আদি সৃষ্টিতে কিরূপে ভ্রম আসিল তাহাই আমার বোধবৃদ্ধির জন্য আবার বলুন।

সরস্বতী। আচ্ছা, ভ্রমটা কি প্রথমে তাহাই দেখ। তার পরে দেখিও ভ্রম কার ও ভ্রম কোথায় থাকে।

এই যে শৈলক্রম পৃথ্বী ও নভ—এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ইহা পরমার্থঘন। সর্ব্বাত্মা যিনি তাঁহাকে অলম্বন করিয়া ইহারা ভাসিবার মত দেখাইতেছে। স্বপ্নে যেমন মনঃসঙ্কল্প দ্বারা আত্মাতে কত কি ভাসে সেইরূপ। মন যাহাই হউক না কেন এবং মনঃসঙ্কল্প যাহাই হউক না কেন যতক্ষণ আত্মাকে ভাসমান বস্তু বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ ভ্রম কোথায়? একখণ্ড রজ্জু পড়িয়া আছে। তাহার উপরে আলোক ভাসিল। সেই আলোক ক্রমে ক্ষীণালোক হইল। এখন ক্ষীণালোকে রজ্জুকে রজ্জুমত দেখা গেল না। দেখা গেল যেন সর্প। এখন যে দেখিল সে ক্ষীণালোক হেতু রজ্জুকে সর্পভ্রম করিল। তবেত যে ইহা দেখিল ভ্রম তাহারই হইল। ব্রহ্ম চিরদিন ব্রহ্মই অছেন। তাঁহার তেজ যাহা তাহা দ্বারা তিনি একদেশে তেজোমণ্ডিত ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে ভাসিলেন। এই যে তেজ ইহা সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা। কাজেই এখনও এই তোজোমণ্ডিত চেতনের কোন আকার হইল না। অখণ্ড তুরীয় চৈতন্য ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে ভাসিলেও ইঁহার সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থার ভিতরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। কাজেই তখন পর্য্যন্ত তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ভাবি ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে পরিবেষ্টন

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২৷৹ টাকা বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত. সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

গাছ ও বীজ।

ফুলকপি পাটনাই ॥০, বিলাতী ১৲, বাঁধাকপি ॥০ ও ১৲, ওলকপি ॥০ ও ৸০, ৴৩ সেরা বেগুণ ১৲, কাশীর প্রকাণ্ড ॥০, দেশী বড় ।০, শালগম, বীট, গাগরীমূলা, বিলাতীমূলা, পাতাকপি, চুকাপালং, চীনের শাক, টেপারী, লঙ্কা ও পেঁপে ।০, গাজর, লাউ, পেঁয়াজ, কাঁথির মূলা, লালশাক, পীড়িং কণকানটে, ৵০, গাছকপি, ব্রকলী, মিষ্ট প্রকাণ্ড লঙ্কা, পাম্পকিন বা ২/ মণে লাউ, বিলাতী পেঁয়াজ, স্কোয়াস ॥০, টমেটো ।০ ও ॥০, দেশী শিম, মিঠাপালং, কুমড়া, বেতো, শুলফা ৴০ প্রতি তোলা। কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ প্রতিসের ৩৲। ফুলের বীজ ১০ রকম ১৲।

আম, লিচু, সপেটা, কুল, পেয়ারা, তেজপাত, ডালচিনি প্রভৃতি গাছের খাঁটি কলম বিস্তর আছে, ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য। নূরজাহান নার্সারী।

২নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিও প্যাথিক ঔষধালয়।

হেড আফিস,—৯ নং বনফিল্ডস লেন; ব্রাঞ্চ,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এবং ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

কলেরার বাক্স কিম্বা গৃহ চিকিৎসার বাক্স—ঔষধ, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১১, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৶০, ৬৷০ ও ১১৷৷০।

ইংরাজী পুস্তক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইত্যাদি সুলভ!

ভেষজ-বিধান—হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া (৪র্থ সংস্করণ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা বাঁধান) ১৷০ আনা। হোমিওপ্যাথিক "পারিবারিক চিকিৎসা" ৭ম সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও সচিত্র ৩২৮ পৃষ্ঠা (সুন্দর বাঁধান) মূল্য ॥৵০ আনা। ওলাউঠা চিকিৎসা—৪র্থ সংস্করণ ৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ—হোমিওপ্যাথিক সুবৃহৎ মেটিরিয়া মেডিকা প্রায় ২,৪০০ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, মূল্য ৭৲ সাত টাকা। বাঁধান ৭৷৷০ টাকা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

---

* বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা—উৎসবের পুরাতন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করায় উৎসব-সংক্রান্ত কর্ম্মের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। আমাদের দোষের জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর উৎসব পূর্ব্ব নিয়মেই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসব ১১শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এতাবৎকাল উৎসব তাহার লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছে বলিয়া উত্তরোত্তর উৎসবের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাতে উৎসবের আরও উন্নতি হয় তজ্জন্য উৎসব পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসবের মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া পাঁচ ফর্ম্মার স্থানে ছয় ফর্ম্মা দেওয়া হইতেছে। আরও কলেবর বৃদ্ধির সঙ্কল্প হইতেছে। যাঁহারা উৎসব প্রচারের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরর্থক, কারণ যে উদ্যম লইয়া উৎসব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে সে উদ্যম এখনও অক্ষুন্নই আছে।

দ্বিতীয় কথা—শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৮০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি কত বড় হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারায় আমরা উহার মূল্য ২॥০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠার অধিক আকারে বড় হওয়ায় ও বাঁধাইবার খরচ অধিক হওয়ায় আমরা তিন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারিণ করিতে বাধ্য হইলাম। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান গুলিই দুর্ম্মূল্য। আশা করি এমতাবস্থায় পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপাইয়া, সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া দিবার জন্য যে মূল্য হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

যাঁহারা বিচার চন্দ্রোদয় পাঠাইতে বলিয়াছেন তাঁহারা কোন্ প্রকার বাঁধান লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগকে সত্বরে জানাইবেন। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব, কারণ ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল। [৮ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীরামচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রেই ডাঃ মাঃ সমেত ১॥৹ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার জন্য ।৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

// উৎসব। //

——:o:——

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

মনের শান্তি।

যতদিন সংসার, দেহ, জগৎ এবং আত্মা বা ঈশ্বর ইহাদের সম্বন্ধ নিশ্চয় না হইবে ততদিন মনের শান্তি হইবে না।

জগৎ সত্য এবং ঈশ্বরও সত্য এই দুই নিশ্চয়তা সমকালে থাকিতে পারে না। যদি জগৎ সত্য, দেহ সত্য, সংসার সত্য, সংসারে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সত্য বল—ঈশ্বরকে পাইবে না। যাহারা সংসারী তাহাদের ঈশ্বর নাই। যাহাদের ঈশ্বর নাই, তাহাদের শান্তি নাই—থাকিতেই পারে না।

আমার দেহ রোগশূন্য হউক, ভোগক্ষম হউক, আমার অর্থ হউক, যতদিন এই ভাবনা থাকিবে ততদিন তুমি মোহ-বাসনা-গ্রস্ত। আমার জীবন, আমার দেহ, আমার অর্থ ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা তুমি দীনতা প্রাপ্ত হইবে। আত্মজীবনের প্রতি মমতার জন্য তুমি সর্ব্বদা ভীত থাকিবে। তুমি সর্ব্বদা মরণ ভয়ে ভীত, সর্ব্বদা একমাত্র দেহের প্রতি অনুরক্ত থাক তাই তুমি নিতান্ত ক্ষীণ বল হইয়া যাইবে। শত্রু কর্তৃক তুমি সহজেই পরাস্ত হইবে। তোমার মনের শান্তি কিছুতেই থাকিবে না। তোমার ধৈর্য্য কিছুতেই থাকিবে না। তুমি সর্ব্বদা চঞ্চল, সর্ব্বদা অশান্ত হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান কালে জগতে অশান্তি প্রচুর। ইহার একমাত্র কারণ—জগৎ কি ইহার বোধ নাই। বোধ নাই বলিয়া ঈশ্বর অপেক্ষা দেহ, সংসার, জগৎ এবং ইহাদের

প্রতি কর্ত্তব্য গুলি নিতান্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাংসারিক কর্ত্তব্যের জন্য, জগতের কর্ত্তব্যের জন্য, দেহের সুখের জন্য ঈশ্বর-ত্যাগ হইতেছে, ঈশ্বরে অবহেলা আসিয়াছে। ঈশ্বর-সেবা না করিলে ক্ষতি নাই, ঈশ্বরকে না ডাকিলেও কোন অনিষ্ট নাই কিন্তু সংসার না করিলে তুমি সর্ব্বত্র ঘৃণিত, তুমি নিতান্ত অপদার্থ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সংসারই করে। ঈশ্বর একজন আছেন তাঁহাকে সকলে মান্য করে বলিয়া মানে, সকলে ভাল বলে বলিয়া ভাল বলে—না মানিলে লোকে নাস্তিক বলে বলিয়া মানে, অথবা বিপদ কালে না মানিলে সংসারের আরও বেশী অমঙ্গল হইয়া যাইবে বলিয়া মানে কিন্তু বিপদে ডাকিলেই যে তাঁহার দ্বারা বিপদ দূর হয় তাহা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে না। তবে কাহারও কাহারও কখনও কখনও যে হয়, সে বিশ্বাস কি করিয়া হইয়া যায় বলিতে পারি না। আবার অনেকেরও হয় না। ইহাই একালের নাস্তিকতা, একালের মূর্খতা, কলির জগতের মূঢ়তা। তাই ঈশ্বর বাদ দিয়া আপনার মঙ্গল কর, পরিবারের মঙ্গল কর, দেশ উদ্ধার কর—এই মত প্রবল হইয়াছে।

আজ মানব বিশ্বাস করিতে পারুক বা না পারুক কিন্তু যখন জগতের বুদ্ধি সৎ হইবে তখন বলিবে দুই সত্য বস্তু নাই। ঈশ্বরই সত্য জগৎ অসত্য। আত্মা ভিন্ন সত্য বা অসত্য কিছুই নাই।

"স্বপ্নে কোন বন্ধুর মৃত্যু অনুভব যেমন অসত্য সেইরূপ এই ব্যক্তি মরিয়াছে ইহাও অসত্য এবং এই জগৎও অসত্য।" "যে ব্যক্তি এই জগতে সত্যতা নিশ্চয় করিয়াছে সে অতি মূঢ়।"

তবে যে সর্ব্বদা জগৎ দেখিতেছি—সংসার, দেহ এই সমস্ত সত্য হইয়া গিয়াছে, ইহা কি ?

একটি অখণ্ড বোধ আছে। তাহাকে বোধাকাশ বল, চিদাকাশ বল, ব্রহ্ম বল, অথবা ঈশ্বর বল ক্ষতি নাই। সেই চিদাকাশ বা বোধাকাশ আপনাকে যেরূপ ভাবনা করেন তৎক্ষণাৎ সেইরূপই অনুভব করেন। তজ্জন্য জগৎ অসত্য হইলেও তাঁহার দর্শন হেতু সত্যরূপে অনুভূত হয়। সেই চিৎস্বরূপ যখন যাহা বোধ করেন তখন তদ্রূপেই সমুদিত হইয়া থাকেন। এই জন্য এই অখিল বিশ্বজগতকে একমাত্র ব্রহ্মই জানিবে। পরমাত্মাই আপনাকে আপনি জগদ্রূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক এই দৃশ্যজগৎ কিছুই নহে, একমাত্র চিদাকাশই তদ্রূপে বিকাশমান হইতেছেন। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যেন সর্ব্বত্র এই দৃশ্য প্রপঞ্চ রহিয়াছে

এইরূপ অনুভূত হইতেছে। ইহা বাস্তবিক ভ্রান্তি, প্রকৃত দৃষ্টিতে কুত্রাপি কিছুই নাই, কিছুই অনুভব করা যায় না বস্তুতঃ এই সুবিশাল জগৎ একমাত্র শান্ত ও সৎ ব্রহ্মময়।

ত্রিজগতে যদি আত্মা ভিন্ন কিছুই না থাকে তবে উপাদেয় বুদ্ধিতে আর কিসের বাসনা করিবে বল? সকল বস্তুই যখন অসৎ তখন দেহেই বা আস্থা কি, সংসারেই বা আস্থা কি, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যেই বা আস্থা কি, জগৎ উদ্ধারেই বা আস্থা কি? দেহে অনাস্থা কর, সংসারে অনাস্থা কর, জগৎ উদ্ধার অনুষ্ঠানে অনাস্থা কর। সমস্ত বিষয়েই অনাস্থা করিয়া, প্রাণে প্রাণে সমস্ত বস্তুই তুচ্ছ জানিয়া ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া যাও, তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। আর যদি অসদ্বস্তুতে আস্থা কর তুমি অনন্ত দুঃখ পাইবে।

একবারে কিছুই নাই ধারণা করিতে না পার—ধারণা কর, এজগতে যেখানে যাহা দেখিতেছ তাহাই আত্মা। কোনরূপ ভ্রান্তিতে এক আত্মাকেই বহুরূপে দেখিতেছ। যে নাম জপ কর, যে মন অশান্ত, যে দেহ অসুস্থ মনে কর, যে ভাবনায় অশান্ত হও সকলগুলিই ব্রহ্ম। মনকে নিরন্তর উপদেশ দাও—মন! তুমি যে এত নাচিতেছ আমি জানি তোমার সবই আত্মা। আত্ম-সমুদ্রে তুমি বাসনা-তরঙ্গ তুলিতেছ মাত্র। দেহ! তুমি যে অসুস্থ হইবে বা মরিবে বলিয়া ভয় পাইতেছ উহাও নিতান্ত হাস্যাস্পদ, কারণ সবই আত্মা—তোমরা আত্মা হইয়াও ভূতের মত বহুরূপ ধরিয়াছ। দেহ! তুমি মর বা জীবিত থাক, সংসার! তুমি চল বা না চল, জগৎ! তোমার উদ্ধার হউক বা না হউক, তোমরা কেহই নাই, এক আত্মাই সব সাজিয়া খেলা করিতেছেন। সমস্তই মিথ্যা—একমাত্র ঈশ্বরই সত্য।

এই যে নাম করিতেছি ইহাও সেই ঈশ্বর। 'আমিও' ঈশ্বর—আমার মৃত্যু নাই, লয় বিক্ষেপ নাই—দেহ ভাল থাকা, মন্দ থাকা নাই—পুত্র কন্যা জীবিত থাকা, মৃত হওয়া নাই—সংসার চলা না চলা নাই—ভারত উদ্ধার থাকা না থাকা নাই—তথাপি যে ইহারা থাকার মত বোধ হইতেছে সেটা আমার উপর আমার প্রকৃতি বা মনের খেলা মাত্র। আমার প্রকৃতিই মন। মন আমার স্ত্রী। স্ত্রী সর্ব্বদা আমাকে ভুলাইবে—এই পরামর্শ করিয়া আমরা খেলা করিতে নামিয়াছি। আমিও কখন ভুলিব না, স্ত্রীও আমাকে ভুলাইয়া দিবে—এই আমাদের খেলা।

যখন আমার মায়া রাণীর ভুলাইবার চেষ্টা দেখিয়া আমি হাস্য করি তখনও আনন্দ—আবার যখন মায়া রাণীর হাতে পরাস্ত হই তখনও আনন্দ! অথচ আমি আমিই আছি, তবু একটু ভুলের মত করি। আমি "আমি" থাকিয়াও যখন ভুলি তখন একটা "আমি" জন্মে। আত্মা সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তাঁহার কল্পনা গুলিও সত্য মত হইয়া যায়—ইহাই জীব।

তবে এস এস! একবার সাধনা কর। সাধনায় কত সুখ দেখ। রাম নাম লইয়া জপ করিতে থাক। তুমিও রাম নাম ভুলিবে না, মনও তোমাকে ভুলাইবে, দেখ দেখি স্বামী স্ত্রীর এই খেলায় রঙ্গ উঠে কিনা? আনন্দ পাও কিনা? শাস্ত্রমত কর্ম্মগুলি দ্বারা রঙ্গ কর। সমস্ত কর্ম্ম—জপ, প্রাণায়াম, বিচার ইত্যাদি এই ভাবে করিয়া যাও। তার পরে যখন স্ত্রী আর রঙ্গ করিতে ভালবাসিবে না—তখন তুমি মন-স্ত্রীকে বলিয়া দাও—"কমবক্তি!" তুমি আর আমার সত্ত্বা হইতে পৃথক থাকিও না। এস আমরা এক হই। পুরুষ যেমন স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে তখনই মন আপন সত্ত্বা যে আত্মা সেই আত্মারামে স্থির হইয়া যাইবে—তুমি দেখিবে তুমি আপন স্বরূপের ধ্যানে ছিলে। এইরূপ আপন স্বরূপের ধ্যানে থাক। আবার যখন ইচ্ছা হইবে তখন মনকে সৃষ্টি করিয়া মনের সহিত "ভুল ভুল হওয়া" খেলা কর-- তোমার অনন্ত সুখ হইবে—জগৎ বা সংসার বা দেহ কিছুই বাঁধিবে না। রোগও খেলা, মনও খেলা, খাওয়াও খেলা, উপবাসও খেলা, ধন থাকাও খেলা, না থাকাও খেলা। কোথাও হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ভয় নাই!! এই নির্ভয় অবস্থাই পূর্ণ শান্তি।

সৃষ্টি ও সাধনা।

সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘ তড়িন্মনঃ।
অহংতা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারোহি যত্তমঃ॥

'৪১ সদাচার শঙ্করঃ'

তড়িৎ ভরা একখানা কাল মেঘ। মেঘ আকাশ ছাইয়া আছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর মেঘ। সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন! চন্দ্র নাই—সূর্য্য নাই—কোন জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী নাই। শুধু আঁধার—পৃথিবী, জল স্থল, পশু পক্ষী, পর্ব্বত সমুদ্র, কিছুই নাই।

হটাৎ বিদ্যুৎ চমকাইল। নীল আকাশগাত্রে বিদ্যুৎ সুন্দর মানাইল। নবজলধর শ্যাম তনুতে বিদ্যুল্লতা সুন্দর খেলিল। আবার তড়িৎ দেখিতে দেখিতে মিশাইয়া গেল।

কোথাও কোন্ মহাপ্রাণে প্রশ্ন উঠিল এ আবার কে? উত্তর হইল—আর কেহই নাই, মেঘ গম্ভীর গর্জ্জন শব্দ করিল "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" উত্তর হইল—কিন্তু সংশয়ের সহিত বিদ্যুৎ লয় হইয়াছিল—জাগ্রতের সংস্কার লইয়া নিদ্রা আসিল—আবার স্বপ্নে ঐ সংস্কার জাগিল—আবার অনন্ত আকাশে বিজলী খেলিল। বিজলী সুন্দর লাগিয়াছিল—তাই আবার চমকাইল। আবার সেই প্রশ্ন! পরিপূর্ণ আমিই আছি—এ কে? আবার মহামেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, "তত্ত্বমসি।" বিদ্যুৎ মিশাইয়া গিয়াছে। আবার কিছুই নাই। কিন্তু বিজলীর সংস্কার ঘন হইয়াছে। আবার সুষুপ্তিতে সংস্কার জাগিল—একবার, দুইবার, তিনবার—আবার বিদ্যুৎ চমকাইল। বিদ্যুৎ ক্রমে ক্রমে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেছে—আবার সেই প্রশ্ন—আবার মেঘ গর্জ্জন "অহং ব্রহ্মাস্মি।" বিদ্যুৎ মিশাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যুতের সংস্কার ক্রমেই প্রবল হইতেছে।

আর একবার বিজলী চমকাইল আবার ভিতরে সেই প্রশ্ন—আবার সেই গভীর গর্জ্জন, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" বিদ্যুৎ বহুক্ষণ থাকিয়া লয় হইল।

লয় হইয়াই আবার দাঁড়াইল। অনন্ত সুনীল আকাশে অনন্তব্যাপী সুন্দর বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল। ঘন নীল ও সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশে জড়িত হইয়া প্রথম

মূর্ত্তি ধরিল—এই প্রথম মূর্ত্তি চৈতন্যজড়িত শক্তি—নবীন জলধরজড়িত কনকলতা।

শুনা যায় এই মূর্ত্তিই অর্দ্ধনারীশ্বর—শুনিতে পাওয়া যায় ঐ চারিবার মেঘ গর্জ্জন চারিবার নিশ্বাসের স্মৃতি—চারি মহাবাক্য—চারিবেদ। মায়ার চারিবার ভুলাইবার চেষ্টা—চারিবার বিদ্যুৎ প্রকাশ। শেষে মায়ারাণীর জয় হইল, সহজানন্দ পুরুষ মায়া রাণীকে স্বীকার করিলেন। প্রথম অভিমান করিলেন—ঐ সুন্দরই আমি। অভিমানে আত্মবিস্মৃতি ঘটিল কিন্তু চৈতন্যশক্তির কিছুই হ্রাস হইল না। মায়ার উপর পূর্ণ অধিকার—মায়াও অধীন হইয়া স্বাধীন। স্বাধীনতা অধীনতা একত্রে মিলিত—ইহাই আদি প্রেমিক—আদি দম্পতি—ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর।

কি এই মূর্ত্তি—স্ত্রী কি পুরুষ? কিছুই বলা যায় না। তড়িতের দিকে লক্ষ্য কর—তড়িৎ প্রসারিত হইয়া ঘননীলকে ছাইয়া ফেলিয়াছে তখন শুধু সুন্দর নারীমূর্ত্তি। আবার নীল লক্ষ্য কর সমস্ত তড়িৎপ্রবাহ ছাইয়া শুধু নীলবর্ণ পুরুষ। শুধু সুন্দর এক পুরুষ মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তিই আধা হর আধা গৌরী—আধা রাধা আধা কৃষ্ণ—আধা সীতা আধা রাম। যিনি যে ভাবে ভজনা করেন এই অর্দ্ধনারীশ্বর তাঁহার হৃদয়ে সেই ভাবেই ভাসিয়া উঠেন।

আর তোমার শরীর—পঞ্চতন্মাত্রা গঠিত। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ মাখামাখি। তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষক এই মধুর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ভাবনা করিলে আপনি ইন্দ্রিয় জয় হয়।

এ সমস্ত চিন্তার লাভ কি? লাভ আছে। বিনা কর্ম্মে পাপক্ষয় হয় না, বিনা পাপক্ষয়ে চিত্ত শুদ্ধি নাই। চিত্ত শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা। বিনা উপাসনায় একাগ্রতা নাই। একাগ্র চিত্ত মহাবাক্য বিচারে নিরোধ-সমাধি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়।

প্রথমেই নিষ্কাম কর্ম্ম। ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর—অন্য কোন কামনা নাই। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের আবশ্যকতা। তোমার নিজের কামনাতে তুমি বদ্ধ আর ঈশ্বর প্রীতি রূপ কামনা করিয়া যাহা কর তাহাই নিষ্কাম। অবিশ্বাসীর জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। প্রথমেই বিশ্বাস চাই, তিনি আছেন—তাঁহার প্রীতির জন্য আমি কর্ম্ম করি। কিন্তু তিনি কে? তিনি কোথায় আছেন—ইহার স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞান না জন্মিলে নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস মত চালাইতে পারিবে না।

ঠাকুর! তুমি আছ—তুমি সমস্তই জান—লুকাইয়া যে যাহা করে তাহাও জান। তুমি জ্ঞান স্বরূপ। তুমি চৈতন্য। জাগ্রত কালে বুঝিতে পার তুমি চেতন। জাগ্রত অভিমানী সমষ্টি চৈতন্যের নাম বিরাট পুরুষ। স্বপ্নকালেও তুমি জ্ঞান স্বপ্ন দেখিতেছ। স্বপ্নাভিমানী সমষ্টি চৈতন্যের নাম হিরণ্যগর্ভ। সুষুপ্তিও তুমি জান। সুষুপ্তি অভিমানী সমষ্টিচৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ। তুমি চৈতন্য স্বরূপ। সব জ্ঞান তুমি। তুমি জীবন। তুমি সর্ব্বত্র আছ—আমার হৃদয়েও আছে। আর তুমি আনন্দ স্বরূপ। আনন্দ তোমাতেই আছে অথবা তুমিই আনন্দ। বুদ্ধি অন্তর্ম্মুখী হইলে এই আনন্দের ছায়া বুদ্ধিতে পতিত হয়। সুন্দর গান শুনিয়া মন যখন ভিতরে প্রবিষ্ট হয় তখন আনন্দময়ী তোমার ছায়া মনকে স্পর্শ করে তাই শরীর রোমাঞ্চ হয়—কখন চক্ষে জল আইসে। এই জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তুমি নিত্য আছ। তুমি অতীন্দ্রিয় কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া যখন মন বুদ্ধির সহিত জড়িত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে তখন তোমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়।

লোকে ভক্তি করে কিছু একটুর আভাস পাইয়া। লোকে ভালবাসে প্রথমেই কিছু একটু দেখিয়া। যদি ভাল করিয়া তাহা না জানা যায় তবে আধখানি কথাতেই ভালবাসা সরিয়া যায়, ভক্তি চটিয়া যায়, বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণত হয়। যাহাকে জানিনা তাহার উপর ভক্তি থাকে না, তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয় না।

তোমাকে না জানিলে তোমার উপর বিশ্বাস হয় না, কাজেই তোমার সন্তোষের জন্য আর কর্ম্ম কিরূপে হইবে? তাই তোমাকে জানা চাই। তোমাকে জানিবার জন্যই তোমার সৃষ্টি ব্যাপার বুঝিতে হয়। ভাল করিয়া বুঝিলেই জানা হয়। কার্য্য দ্বারা জানা পাকা হয়।

প্রথমে স্থূল স্থূল বিষয় জানিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবে। পরে উপাসনা—তারপরে পূর্ণজ্ঞান আসিবে। উপাসনা সকলেরই প্রয়োজন। নতুবা চিত্ত একাগ্র হইবে না। চিত্তশুদ্ধির পরে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" কিন্তু কি এই ব্রহ্ম? ব্রহ্মের স্বরূপ, সৎ—চিৎ—আনন্দ। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি"। বৈষ্ণবদিগের ভাগবত, পুরাণ এই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহার ব্যাখ্যা। রামায়ৎদিগের মতে অধ্যাত্ম রামায়ণ এই "জন্মাদ্যস্য যতঃ"

এই বাক্যের বিশ্লেষণ মাত্র। আর শাক্তদিগের মতে বরাভয় অসিমুণ্ড ধারিণী পতি বুকে উলঙ্গিনী শ্যামারাণী এই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের জীবন্তমূর্ত্তি।

পড়িয়া শুনিয়া যে জানা তাহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান। আর কর্ম্ম করিয়া যখন ঐ জানা অনুভব হয় তখন জ্ঞানকে অপরোক্ষ বলে। কোন্ কর্ম্মে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে? যে কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়—থাকে ঈশ্বর-প্রীতি, শুধু ভগবদ্ভাব, সেই কর্ম্মের পরাবস্থায় জ্ঞান জন্মে। যতদিন কর্ম্ম থাকে ততদিন জ্ঞান হয় না। নৈষ্কর্ম্মই জ্ঞান। এই কর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য পাপক্ষয়।

পাপী কে? যে একটি বিষয়ে থাকে না, দণ্ডে দণ্ডে যাহার নূতন কিছু চাই, সেই অধিক পাপী। যাহার চিত্ত যত চঞ্চল সে তত পাপী। চিত্ত যাহার যত শান্ত হইয়াছে, চিত্ত যাহার যত এক বস্তুতে স্থির হইয়া থাকিতেছে তাহার তত পাপ ক্ষয় হইয়াছে। কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিতে গেলে যাহার যত লয় বিক্ষেপ হয় সে তত পাপী। এই পাপ নিবারণের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা অথবা নিষ্কাম কর্ম্মের পরে উপাসনা।

চিত্তশুদ্ধির যত প্রকার উপায় আছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—হৃদয়ে ভগবানের ধারণা :—

বিদ্যাতপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী
তীর্থাভিষেক ব্রত দান জপ্যৈঃ।
নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতেন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

ভাগবত ১২।৩।৪৮

ভগবানকে হৃদয়ে ধারণা করিবারও প্রক্রিয়া অনেক। এখানে সবগুলির উল্লেখ করা হইবে না। আধুনিক সময়ে যেটীর বহুল প্রচার তাহাই বলা হইবে। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা" যোগসূত্রে ইহার উল্লেখ আছে। প্রণব জপ এবং প্রণবের অর্থ চিন্তা একটি উপায়। কিন্তু ইহা ও সাধারণে করে না। সর্ব্বসাধারণের জন্য মূর্ত্তি আবশ্যক। সেই জন্য ইষ্টমন্ত্র জপের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

ইষ্ট মন্ত্রের তিনটি অংশ—প্রণব, বীজ এবং নাম। কেহ শুধু প্রণব জপ করেন, কেহ শুধু বীজ জপ করেন, কেহ শুধু নাম জপ করেন। যদি হৃদয়ে পরমভাব কেহ ধারণা করিতে পারেন, যদি ইষ্টদেব সৎ চিৎ আনন্দ কিরূপে ইহা কেহ বুঝিতে পারেন; যদি তিনি সব জানেন, সব দেখিতেছেন তিনি অন্তর্যামী তিনি সর্ব্ব

শক্তিমান; তিনি দয়াময় তিনি ভক্ত বৎসল এগুলি কেহ বেশ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে মন্ত্র আপনি উচ্চারিত হয়, নাম আপনা হইতে সুমিষ্ট লাগে। যে যাহাকে ভালবাসে যে যাহাকে ভালরূপে জানে সে তাহার নাম না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা বাজারে সের দরে বা মন দরে বিক্রয় হয় না। পয়সা থাকিলেই খরিদ করিয়া আনা যাইতে পারে না। সকল স্ত্রীলোকেই কিছু স্বামীকে ভাল বাসিয়া সংসার করে না। কেহ সংসার করে ঠেঙ্গানির ভয়ে, কেহ সংসার করে গহনা কাপড়ের লোভে, কেহ সংসার করে কর্ত্তব্য অনুরোধে আর কেহ স্বামীর সংসারে যাহা আছে, স্বামীর সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহাকেই প্রাণ অপেক্ষা যত্ন করে—কারণ সে তাহাদিগকে ভাল না বাসিয়া পারে না। এই শেষোক্ত জীবকে বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি স্বামীর সেবা করিও। এই সেবা না করিয়া সে থাকিতে পারে না।

বসন্তে কোকিল ডাকে—না ডাকিয়া থাকিতে পারে না তাই ডাকে। যখন মলয় হিল্লোল প্রবাহিত হয়, যখন আম্র মুকুল চারিদিকে মধুর গন্ধ বিস্তার করে—কোকিল বৃক্ষপত্রে অঙ্গ লুকাইয়া ডাকে। ডাকটা শুভযোগেই হয়, আর যখন শুভযোগ না ঘটে তখনও কোকিল পূর্ব্বাভ্যাসে ডাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে "ধরা গলার" ডাক মধুর হয় না। বর্ষায় কোকিল "ধরা গলায়" ডাকিতে ডাকিতে ডাকে না—যে একদিন ভাল করিয়া ডাকিয়াছিল—সে আপনিই বুঝিতে পারে ডাকা ভাল হইতেছে না—তাই ডাকিতে ডাকিতে আর ডাকে না—বিষণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া যায়।

ঈশ্বরকে ডাকাও এই ভয়, লোভ, কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং অনুরাগে হয়। প্রথম তিনটি নিকৃষ্ট, শেষোক্তটি যথার্থ ডাকা। ভক্তিতে, ভালবাসাতে ডাকা আপনা-আপনি হয়। কেহ কেহ বলেন ভক্তির সাধনা নাই, ভালবাসার চাষ হয় না। কথা বড় ঠিক নহে। ভক্তির সাধনা আছে।

পুংস্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ
ন কারণং মদ্ভজনে শক্তিরেব হি কারণম্ ॥

* * *

তস্মাৎ ভামিনি সংক্ষেপাৎ বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্ ॥

ব্যাসদেব ভক্তির সাধন সম্বন্ধে নয়টি ক্রম নিশ্চয় করিয়াছেন।

(১) সৎসঙ্গ (২) তাঁহার কথা আলাপ (৩) তাঁহার গুণ স্মরণ (৪) তাঁহার

উপদেশ ব্যাখ্যা, (৫) গুরু উপাসনা এবং গুরুতে ও তাঁহাতে অভেদ ভাবনা, (৬) যম নিয়মাদি সাধনা (৭) তাঁহার পূজা—বাহ্যিক বা মানসিক (৮) তাঁহার মন্ত্র উপাসনা এবং (৯) তাঁহার তত্ত্ব বিচার।

চিত্ত! তুমি অধম অধিকারী। তোমাকে সহজ ভিন্ন কঠিন উপদেশ দিলে পারিবে না। দেখদেখি এই উপদেশমত চলিতে পার কি না।

(১) প্রথমে স্থির হইয়া আসনে উপবেশন কর। একটু চিন্তা করিয়া লইও, একবারে কিছু করিও না। চিন্তা করিও তোমার ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন, তোমার সব কাজ তিনি জানেন; তিনি তোমার শত অপরাধও গ্রহণ করেন না কারণ তুমি তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছ এবং আর নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবেনা স্বীকার করিয়াছ। বিহিত কর্ম্ম করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে বলিয়াছ; বৃথা বাক্য অপ্রয়োজনীয় 'বৈঠকী খাস' গল্প, বৃথা পর নিন্দা পর চর্চ্চা, অযাচিত উপদেশ এই সমস্ত ত্যাগ করিবে স্বীকার করিয়াছ। তিনি ভক্তবৎসল শরণাগত রক্ষক তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন এখন তাঁহার সন্তোষের জন্য কর্ম্ম কর।

প্রণব, বীজ ও নাম একত্রে উচ্চারণ করিতে থাকে, সম্মুখে যতবার জপ করিবে পশ্চাতে তাহার একচতুর্থ সংখ্যা জপ করিও। অর্থচিন্তা ইহার সঙ্গে থাকিলে শীঘ্র কার্য্য হইবে, সেই জন্য একটু ভাবের কথাও উপদেশ করিও যদি ভাব না আনিতে পার ব্যাকুল হইও না। শুধু 'সে সন্তুষ্ট হইবে করিয়া যাই' এই বলিয়া করিলেই হইবে। মন্ত্র বা বীজ অগ্নিস্বরূপ, জান বা না জান আগুনে হাত দিলেই হাত পুড়িবে। তবে মন্ত্রজপের প্রণালী জানা চাই। অগ্র ও পশ্চাৎ স্মরণ কর ইহাতে লয় বিক্ষেপ কাটিবে।

অর্থ সম্বন্ধে ইহাই তোমার পক্ষে বোধ হয় পর্য্যাপ্ত যে 'প্রণব' জীবন্ত পদার্থ, জ্যোতির্ম্ময়, জাগ্রত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অভিমানী চৈতন্য সমষ্টি। ইনি সমস্তই জানেন ইনি জ্ঞানস্বরূপ। জলে নির্ম্মাল্য দিলে যেমন উহা ময়লা কাটিয়া জল পরিষ্কার করে সেইরূপ ইহাকে উচ্চারণ করিতে করিতে বায়ু উপরে যাইয়া স্থির হয় তজ্জন্য মন স্থির হয়, তখন লয় বিক্ষেপ এবং সমস্ত চাঞ্চল্য কাটিয়া যায়, মন আনন্দ পায়। ইনি আনন্দস্বরূপ। প্রণব সৎ চিৎ আনন্দের নাম মাত্র। প্রণব সর্ব্বশক্তিমান। ইহার তিনটি অক্ষরে ইহার শক্তি সূচনা করে। ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। নিগুর্ণা শক্তি নিগুর্ণ ব্রহ্মে জড়িত ইহাই প্রণব। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই প্রণব। মেঘে যেমন তড়িৎ, প্রণবের

সহিত বীজ জড়িত হইলে সেইরূপ। বীজ শক্তি। প্রণব ও বীজ একত্রে চৈতন্যজড়িত শক্তি। এই চৈতন্যজড়িত শক্তি যে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে প্রথম প্রকাশ হয়েন তাহাই প্রণব, বীজ ও নাম। তুমি প্রথমেই দেহাত্মজ্ঞান ত্যাগের জন্য মন্ত্র আশ্রয় লও। সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সংখ্যা বলিয়াছি তাহাই জপ কর, লয় বিক্ষেপ আসিবে না। আনন্দ পাও, না পাও মনে রাখিও, সে দেখিতেছে এবং সন্তুষ্ট হইতেছে। ইহাতেই কার্য্য হইবে। প্রথম কার্য্য এই পর্য্যন্ত।

(২) তারপরে এই হিরণ্যদ্যুতি জীবন্ত প্রণবের একটি নির্দ্ধারিত স্থান আছে। একটি ষষ্ঠতল গৃহ উজ্জলিত করিয়া ইনি রহিয়াছেন। এই প্রণবের প্রসার যে নামী তিনি এই গৃহ মধ্যে রহিয়াছেন। তিনিই তোমার উপাস্য। তুমি শনৈঃ শনৈঃ মনকে তোমার উপাস্যের ছয় স্থান স্পর্শ করাইতে অভ্যাস কর। একবারের কর্ম্ম ইহা নয়, উঠা নাবা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা চাই। প্রত্যহ করা চাই, দুইবেলা অভ্যাস করা চাই নতুবা তুমি যে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং সত্য পরমানন্দপ্রাপ্তি চাও, তাহা পাইবে না। মন যেখানে যাইবে জানিও প্রাণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে। মনে প্রাণে উপাস্যকে ডাকিয়া চল। যদি দেখ সব কার্য্যগুলি একসঙ্গে করিতে পার না ক্ষতি নাই "সে সন্তুষ্ট হইতেছে তাই করি" এই বিশ্বাসে করিয়া যাও। কতক্ষণ ইহা করা চাই তাহার সংখ্যা তুমি জান। এই সংখ্যা পূর্ণ হইলে স্থির হইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিও। পরে শরীর রক্ষার জন্য কিছু অভ্যাস করিও। ইহার পূর্ব্বে দর্শন করিয়া লইও। এই কার্য্যও তাঁহার প্রীতির জন্য করিতেছ ইহা মনে রাখিও।

(৩) এ সমস্ত শেষ হইলে উপাসনা করিও। অগ্রে কোমল রত্নময় আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া গন্ধবাসিত হিমজলে তাঁহাকে স্নান করাইও। পরে কোমল সুবাসিত গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা গাত্র মুছাইও। পরে দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া দিও। আনন্দময় নীল কলেবরে চন্দন কুঙ্কুমাদি সুন্দর করিয়া লাগাইও এবং নানাবিধ পুষ্প, ধূপ, দীপ ইত্যাদি দ্বারা পূজা করিও। পূজার পরে স্বর্ণ থালে পায়স অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করাইও। তোমার যে ভৃত্য আছে তাহাকে বলিবামাত্র সে সব আনিয়া দিবে। আপনি নিকটে বসিয়া খাওয়াইও, যদি সঙ্গে সঙ্গে সে প্রসাদ দেয় তাহা কৌশলেই গ্রহণ করিও। তাঁহার প্রসাদগ্রহণে আত্মহারা হইয়া যেন তাঁহার সেবা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিও না। আহারান্তে

নিজে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইও। দেখিও তিনি বড় সুকুমার—দ্রুত কিছুই করিও না। সুবাসিত জলে তাঁহাকে আচমন করাইও—পরে স্ফটিক শয্যায় যে পুষ্পরাশি বিছাইয়া রাখিয়াছ, ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাহার উপর উপবেশন করাইয়া পদ প্রক্ষালন করাইয়া দিও। স্বহস্তে তাম্বুল দিও। যদি তিনি আদর করেন, আপনাহারা হইও না। তিনি বিশ্রাম করিলে তুমি তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিয়া শীঘ্র আসিও। এই সময়েও তাঁহাকে খেলা দেখাইবার কতই থাকে, তুমি কিছুতেই আত্মহারা হইও না। তুমি আসিয়া পদসেবা করিও। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নৃত্যগীতাদিতে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিও; এবং তাঁহার পরে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার লীলাগুলি কীর্ত্তন করিও। তোমার নিকটে তোমার প্রিয়ব্যক্তি যদি তোমার কার্য্য সমস্ত উল্লেখ করেন, তখন তোমার কত মধুর লাগে সেইরূপ তাঁহার কার্য্যগুলি যখন তুমি তাঁহার নিকট উল্লেখ কর তখন তাঁহার বড়ই আনন্দ হয় জানিও। এইরূপে তোমার উপাসনা শেষ হইলে তুমি দেখিবে বাহিরে তোমার ঠাকুরের পূজা হইতেছে—সর্ব্বত্র নারায়ণ-দর্শন তোমার শেষ হইবে। সর্ব্বজীবে নারায়ণ দেখিতে পারিলেই তোমার উপাসনা শেষ হইল। উপাসনা একদিনে হইবে না, প্রত্যহ দুই বেলা উপাসনা অভ্যাস করা চাই। যতদিন না ভিতরে যাহা কর বাহিরে সর্ব্বজীবে তাহাই না দেখ, ততদিন অভ্যাস করা চাই। এই হইলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। তারপর তোমার উপাস্যই তোমাকে মহাবাক্য দিয়া বুঝাইয়া দিবেন—তুমি কে এবং তিনি কে, তুমি তাঁহার কে, তিনি তোমার কে!—ইহা বুঝিলেই জীবন্মুক্তি। ইহার কমে সদ্যমুক্তি হইবে না।

অনুষ্ঠান তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাতঃস্মরণ।

ঘাড়ে বেশী চাপ পড়িলেই বড়ই দুঃসহ হইয়া উঠে। এই বৃহৎ সংসারটীকে আমি মাথায় করিয়া আছি এ জ্ঞান থাকায় কষ্টের সীমা নাই কারণ আমার শক্তির একটা সীমা আছে কিন্তু সংসার-ভারের সীমা নাই। এসংসারে ভাবনার অন্ত নাই—পুত্র কন্যার ভাবনা, অর্থোপার্জ্জনের ভাবনা, মকর্দ্দমার ভাবনা, রোগের ভাবনা, শোকের ভাবনা, কত বলিব ভাবিয়া দেখিয়াছি ভাবনার অন্ত নাই, ভাবনার উপর ভাবনা, আমার মৃত্যু হইলে এ সংসারের ভাবনা আমার মত ভাবিবে কে? যখন ভাবা যায়, এত ভাবনা আমায় ভাবিতে হয় তখনও ভাবনা হয় এরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি কোন দিন পাগল হইব। একা আমি আর ভাবি কত? না ভাবিলেই বা উপায় কি? উপায় কি কিছু নাই? আছে বৈ কি। উপায় যদি না থাকিত তাহা হইলে এ সংসার এত দিন পাগ্‌লা গারদে পরিণত হইত।

যে উপায় অবলম্বন করিয়া আছি বলিয়া আমরা এখনও পাগল হই নাই, সে উপায়টী এই—উৎকট ভাবনা যখন হয় তখন আমি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তারই ফলাফলের জন্য ভাবনা, সেই বিশ্বকর্ত্তার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইল, এরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হই। যে দিন আমরা সাধ্যানুসারে চিকিৎসা করিয়াও আমার প্রিয়তম পুত্রটীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিলাম না—কাল-সমুদ্রে জলবিম্ব মিশিল। আমি কর্ত্তা এ জ্ঞান থাকিলে সেই দিনই ত পাগল হইতাম কিন্তু সে দিন পাগল ত হই নাই কারণ সে দিন শেষে যেন বুঝিয়াছিলাম—যিনি কর্ত্তা তিনি যখন রাখিলেন না, আমার সাধ্য কি তাহাকে রক্ষা করি? অনন্তশক্তির কাছে ক্ষুদ্রশক্তি কি করিতে পারে। হৃদয় শান্ত হইল। পরে আবার যে দিন শুনিলাম, যাহার মুখ চাহিয়া সকল শোক সহ্য করিতেছি যাহাকে হৃদয়ে বল করিয়া আবার সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম্মীর মত কর্ম্ম করিতেছি সেই আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম—সেই আমার একমাত্র আশা ভরসা—সেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা—সেই আমার ইহকাল পরকালের অবলম্বন পুত্রটী দারুণ রোগাক্রান্ত, সেই দিনই ত পাগল হইতাম যদি তখনও এ জ্ঞান থাকিত সকল কার্য্যের আমি কর্ত্তা, সে দিন কিন্তু পাগল হই নাই শপথ

করিয়া বলিতে পারি সে দিন আমাতে আর আমি কর্ত্তা এ জ্ঞান ছিল না, সে দিন আমি প্রাণের ডাক ছাড়িয়া বলিয়াছিলাম—হে ত্রিলোকেশ! হে বিপদবারণ! হে দীনতারণ! হে আর্ত্তবন্ধু! রক্ষা কর। আর যদি রক্ষা না করাই তোমার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে হৃদয়ে বল দাও প্রভো! অতঃপর যে নিদারুণ সংবাদ পাইব তাহাও যেন সহ্য করিতে পারি।

যে নিদারুণ সংবাদ পাইবার আশা মানুষ করে না আমি আশা না করিলেও সে নিদারুণ সংবাদ শুনিলাম। কৈ সে দিন ত পাগল হই নাই, তখন যে আর আমাতে কর্ত্তা জ্ঞান ছিল না, তখন মনে করিয়াছিলাম কর্ত্তার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইল, আমি মাথা খারাপ করিয়া পরকালের পথরুদ্ধ করি কেন? যখন বড় বড় বিপদ আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়ে তখন সে বিপদের বোঝা বহিতে অক্ষম হওয়ায় বিপদকাণ্ডারীর ঘাড়ে ভাবনার ভার অংশটা চাপাইয়া রক্ষা পাই। কিন্তু হায়! আমরা এমন কৃতঘ্ন, বিপদ কাটিলে আর তাঁহাকে মনে থাকে না, ছোট ছোট কাজের আবার কর্ত্তা সাজিয়া বসি, তাই কৃতঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনু-তাপানল আমাদিগকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করে, এ সংসারে কর্ত্তা সাজাই দোষ।

কাজের কৌশল না জানিয়া যদি কার্য্য করিতে যাওয়া যায় তাহাতে বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়, আমরা সংসার করিবার কৌশল না জানিয়া সংসার করিতে বসি তাই সংসারকে কারাগার বলিয়া বোধ হয়, আমাদের হিতৈষী শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন কি কৌশলে সংসার করিতে হয়, অনুষ্ঠান-পরায়ণগণ সে কৌশল অনুযায়ী কার্য্য করিয়া সুখে কাল যাপন করেন। শাস্ত্র বলেন যাহা খাও, যাহা দান কর, যাহা ধ্যান কর, যাহা যজ্ঞ কর, সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ প্রভৃতি বৈদিক, ডাক্তারী কবিরাজী, ছেলের উপনয়ন মেয়ের বিয়ে, ঘর দরজা প্রস্তুত, নাচ গান থিয়াটার পড়াশুনা প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্ম যাহা কিছুই করনা, কলের পুঁতুলের মত শুধু করিয়াই যাও, ফলাফলের জন্য ব্যাকুল হইও না। কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া বিশ্বকর্ত্তার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে, কার্য্যের ফলাফল কর্ত্তার উপর ন্যস্ত করিলে আর সংসারে দুঃখ কি? মুখের কথাই ত হয় না, ইহাতেও সাধনা চাই। তাই যিনি সাধক হইতে চান তিনি শাস্ত্র বিশ্বাসী। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রবুদ্ধ হইয়া কায়মনোবাক্যে বলেন—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে ত্রিলোকস্বামিন্, হে চৈতন্যময়, হে অধিদেব, হে লক্ষ্মীকান্ত, হে বিষ্ণু আমি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার সন্তোষের নিমিত্তই সংসার যাত্রা পালন করিব। তরঙ্গবহুল নদীতে যে তরণী থাকে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সেই তরণীর যেরূপ অবস্থা হয়, সদাই চিত্ত চঞ্চল তাই ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা ব্যথিত। এ অশান্ত চিত্ত শান্ত না হইলে এ আছাড়-কাছাড় ঘুচিবে না। চিত্ত পাপের তড়াসে কম্পিত, পাপের পথ রুদ্ধ না করিলে চিত্তের এ কাঁপুনি যাইতে পারে না। "পাপ ত আর আমি করি না, সেই হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ যেমন করাইতেছেন তেমনি করিতেছি" এইরূপ বলিয়া অনেকে গলাবাজি করেন ও ষোল আনা পাপ করিয়া সমাজের চক্ষে ধুলি দিয়া নিজে খাঁটি ধার্ম্মিক সাজিতে চান, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি—বল দেখি ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের হৃদয় যাহা চায় তাহা কর? না যাহার পরিণাম ভাবিয়া তোমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, যে কার্য্য করিতে তোমাদের হাত পা প্রথম প্রথম অসাড় হইয়া আসে, তথাপি নিজের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া সেই কার্য্য করিয়া পাপ বৃদ্ধি কর ও হৃদয়মধ্যে নরক যন্ত্রণা অনুভব কর আর মুখে সাধু সাজ, সত্য কথা বল দেখি। মনের সঙ্গে প্রতারণা কি করিতে হয় যদি হৃষীকেশের সহিত একমত হইয়া কার্য্য করা যায়। গোড়ায় গলদ তাই ত এত যাতনা। যখন মন শান্ত হইয়া শাস্ত্রানুমোদিত পথে চলিতে চাহিবে তখনই বুঝিতে পারিবে মন হৃষীকেশের সঙ্গে একমত হইয়াছে। সৌরভে অনুভব হয় ঘরে সুগন্ধি কুসুম আছে। মন সৎপথ অবলম্বন করিলেই বুঝিবে সেই পরম পবিত্র বিশ্বপিতা হৃদয়স্থিত পাপ পঙ্কিল দূর করিয়া হৃদয় পবিত্র করিয়াছেন। হৃদয়ে তিনি থাকিলে কি আর পাপে মতি যায়, সেই পরমপুরুষ কি কখনও পাপের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন? তিনি হৃদয়ে আছেন, সকল কাজের তিনিই প্রবর্ত্তক, ছেদন কার্য্যের অস্ত্রাদির মত আমরা করণ মাত্র—আমাদের কয়জনের এ বিশ্বাস আছে? অথচ মুখে ত অনেকেই বলেন 'ত্বয়া হৃষীকেশ' ইত্যাদি।

অপরিস্কৃত কষ্টীপাথরে সোণার ভাল মন্দ বুঝা যায় না। মূঢ়হৃদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হয়। কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়া যদি হৃদয়-আসনে করুণাময়কে বসাইতে পার তখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। না হইলে 'অন্ধ জাগ কিবা রাত্র কিবা দিনন'। ভগবৎ কৃপায় যখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে, এবং বহুদিনের পাপাচারী অশান্তমন যখন ধর্ম্ম কি তাহা জানিয়াও প্রবৃত্তিহীন এবং অধর্ম্ম কি

তাহা জানিয়াও তাহাতে নিবৃত্তিহীন ইহা বুঝিতে পারিবে, তখন যদি প্রার্থনা করা যায়, হে প্রভো! হে হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ! ধর্ম্ম কি তাহা জানি কিন্তু দুরাচারী মন তাহাতে প্রবৃত্তিহীন, অধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু এ পাপীর মন তাহাতে নিবৃত্তিহীন, যেমন তুমি করাইতেছ তেমনি করিতেছি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝিয়া এরূপে প্রার্থনা করিতে করিতে কার্য্য করিতে অভ্যাস করিলে মন অধর্ম্মপথ হইতে আপনি নিবৃত্ত হয়। তাই শাস্ত্রকারগণ প্রতি প্রভাতে স্মরণ করিতে বলেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ক্রমশঃ

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ, ভাটপাড়া।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভূমিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৎপর উভয়ে পুনরায় রমণার্থ এই জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রমণ-স্পন্দন দোলায় দুলিতে লাগিলে, এই প্রথম স্পন্দনের নাম গায়ত্রাছন্দ। ইহার ফলে উৎপন্ন হইল প্রণব। উর্ণনাভ যেমন আপন পুরাতন কঞ্চুকের মধ্যভাগ হইতে নবীন কঞ্চুতে দেহকোষ সৃষ্টি করিয়া নূতন দেহকোষে অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ণনাভ ক্রোড়ীকৃত করিয়া উৎপন্ন হয়, তোমাদের এই প্রণব রূপে উৎপত্তি সেইরূপ হইল।

এইরূপে তোমরা প্রণবগুহা অঙ্গাবরণ করিয়া রমণানন্দে প্রমত্ত হইলে ক্রমে 'অ উ ম' এই ত্রিবর্ণ ঘটিত প্রণব মন্থন-সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উচ্ছ্বসিত স্ফীত হইল। ক্রমে উহার 'অ' কার হইতে দ্যুলোক ও সূর্য্যমণ্ডল, উকার হইতে অন্তরীক্ষ লোক ও চন্দ্রমণ্ডল গর্ভিত বায়ুমণ্ডল, মকার হইতে পৃথিবী বা ভূর্লোক এবং অগ্নিমণ্ডল উৎপন্ন হইল। এইস্থানত্রয়ে বিভক্ত যে বিরাটদেহ তাহাতে অভিমান

করিয়া হিরণ্যগর্ভ অধিবৎসর বা বিরাট হইলেন। এদিকে যত যত বিলাস-যোগ্য দেহ সৃষ্ট হইতে লাগিল তত তত বিলাস-স্পৃহা বাড়িয়া চলিল। ক্রমে তুমি হইলে গো, বিরাট হইলেন বৃষভ। পুনরায় তদুভয় সংযোগে গো বৃষভ নামক সন্তান পরম্পরা। তুমি হইলে বড়বা, তোমার অনুসরণে মহাপুরুষ হইলেন অশ্ব, তৎপর তদুভয় সংযোগে অশ্ব বড়বা নামক সন্তান পরম্পরা, এইরূপে যাহা কিছু স্ত্রীবাচক তাহা হইলে তুমি আর যাহা কিছু পুরুষ বাচক তাহা হইলেন তোমার সেই মহাপুরুষ, এইরূপে তোমরাই জাগ্রদাবস্থায় সুরাসুর যক্ষ কিন্নর ইত্যাদি জীবরূপে সাজিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডদেহ ধারণ করিয়া সাজিয়া আছ। আবার ব্যষ্টিদেহেও অনন্ত জীবরূপে তোমরাই রহিয়াছ। এই দেহের পদতল হইতে নাভিমণ্ডল স্থানে তোমরা অগ্নিগর্ভিত ব্রহ্মারূপে, নাভির উপর হইতে হৃদয় পর্য্যন্তস্থানে ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতাযুক্ত বায়ুগর্ভিত বিষ্ণুরূপে আর মূর্দ্ধ স্থানে সূর্য্যগর্ভিত মহেশ্বররূপে তোমরাই সাজিয়া আছ। ইহাই তত্ত্ব, কিন্তু তুমি আজ এই তত্ত্ব ভুলিয়া স্থূল চর্ম্মপুত্তলীর ন্যায় এইদেহে 'অহম্' অভিমান করিয়া ক্ষুদ্র হইয়াছ। তুমি ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, ক্ষুদ্রতা পরিহারের জন্য বিভূতিযুক্ত স্বরূপ চিন্তা কর—পাঠ কর—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্তবিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে।
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্তরম্।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদস্তু তব পূজনম্॥

সহস্রার কমলে বা হৃদয় কমলে যেখানে সুখাসন পরিগ্রহ করিতে পার সেইস্থানে যে পুরুষমূর্ত্তি আছে, তাহার স্নেহ-পিচ্ছল-নয়ন-যুগলে তোমার দীন নয়নযুগল স্থাপন করিয়া বল—শুধু বলিবে না—কিভাবে কি বলিতেছ আগে বুঝিও পরে বলিও। যে বুদ্ধিকে ইহা বলাইবে, তাহাকে পূর্ব্বেই বুঝাইও—মন্দভাগিনি! কোন্ সুখের আশায় তুমি এই দেহকারাগারে আমাকে লইয়া আসিয়াছিলে তাহাত বুঝিয়াছ, জন্মে জন্মে কত যন্ত্রণাই তুমি ভোগ করিয়াছ ও করাইয়াছ তাহার অবধি নাই। এইবার তুমি যে বড় কাঙ্গালিনী—বড় অনাথা—তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর, চেষ্টা

করিলেও শুধু হইবে না, যাঁহার প্রসন্নতায় হইবে একবার তাঁহার নিকট দীনহীনার মত বল, হে লোকেশ ! হে চৈতন্যময় ! হে আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! হে লক্ষ্মী-কান্ত ! (বলিতে বলিতে একসময় এইনামে যে লোক তোমার স্বামীকে সম্বোধন করিত, তাহা স্মরণ করিও,) হে বিষ্ণো ! (হে সর্ব্বব্যাপিন্) বলিতে বলিতে ভাবিও—(১)আমি ব্যভিচারিণী, তোমার অগম্য-স্থান নাই কিন্তু সর্ব্বত্রই আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, আমি শাস্ত্ররূপী তোমার আজ্ঞাক্রমে তোমার প্রীতির জন্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব (তুমি প্রসন্ন হইও)। (২) ধর্ম্ম কি তাহা আমি জানি, (তুমি মানব দেহধারণ করাইয়া তাহা আমাকে জানাইয়া দিয়াছ তাই আজ ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়াছি) কিন্তু তথাপি তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম্ম কি তাহাও বুঝিয়াছি কিন্তু তথাপি তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি হয় না, তাই বড় দীন হইয়া দীনবন্ধু তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি—হে হৃষীকেশ ! হে বিষয় ও ইন্দ্রিয় গ্রামের অধীশ্বর ! তুমি আমার হৃদয়স্থ হও, তুমি অদূর ভবিষ্যতে আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করিবে আমি তাহাই করিব। তৎপরে ঐ মূর্ত্তি যুগলের বামামূর্ত্তির শ্রীচরণতলে নয়ন যোজনা করিয়া বল—জগজ্জননি ! আমি প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু অনুষ্ঠান করি, তৎসমুদয়ই যেন তোমার আরাধনা হয়। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া কি বলিলে, শ্রীভগবান ও শ্রীভগবতীর নিকট কি অঙ্গীকার করিয়া আসিলে, তাহা ভাবনা কর। তুমি প্রথম শ্লোকে বলিলে (১) তাঁহার প্রীতির জন্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলে (২) তিনি যেরূপে নিযুক্ত করিবেন, তুমি তাহাই করিবে, তৃতীয় শ্লোকে বলিলে (৩) তুমি যাহা কিছু কর সকলই যেন তাঁহার পূজা হয়। প্রথম দুইটী অঙ্গীকার, তৃতীয়টী প্রার্থনা। অঙ্গীকারে ও প্রর্থনায় তুমি জগৎপিতা ও জগজ্জননীকে সাক্ষী করিয়া আপন অভিলাষ জানাইলে। এখন সমস্ত দিন এই অভিলাষ যে ভাবে পূর্ণ হয়, সমস্ত দিন সেই ভাবে লক্ষ্য রাখিবে, সমস্ত দিন এই সাধনা করিবে, কোন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও—মা ! তুমি কি আমার এই কার্য্যে প্রসন্ন হইবে ? আমার এই ক্ষুদ্র কর্ম্ম ভিন্ন তোমার প্রসন্নতা লাভের জন্য কঠোর কর্ম্মে অধিকার দাও নাই অতএব আমি এই কর্ম্ম করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও, এই বলিয়া তাহার নিকট শাস্ত্রবাক্য স্মরণে নিয়োগ অনুভব করিয়া কার্য্য কর। কার্য্যশেষে কর্ম্ম প্রসাদিত শ্রীভগবানের স্মরণচ্ছলে তাহাকে কর্ম্ম অর্পণ কর। কর্ম্ম

'ছোট' হউক বড় হউক তাহাতে শ্রীভগবতীর পূজা হইল তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। মনে কর এই যে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহার পূর্ব্বে আমাদের আবহমান নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই তোমাকে 'শ্রীশ্রীগুরুঃ শ্রীশ্রীদুর্গা' প্রথমে লিখিয়া আরম্ভ করিতে হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রণিধান পূর্ব্বক করিও। অভ্যস্ত কার্য্যে সরসতা ও সজীবতা আসিবে, তার পর লিখিতে লিখিতে তাঁহাকে ভুলিয়া লিখিতেছ কিনা তাহা মনে রাখিও, তাঁহার প্রসন্নতা চাহিও, এইরূপে কর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণযুগলে উহা সমর্পন করিও। যে পরিমাণ আসক্তি লইয়া কর্ম্ম করিয়াছিলে ততোধিক আসক্তির সহিত তাঁহার শ্রীচরণ সংস্মরণে সমাহিত হইও। তিনি তোমার সমর্পিত কর্ম্ম অত্যল্প হইলেও তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ফলরূপে তিনি তোমার হৃদয়ে উদিত হইবেন। এখন 'অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্' অনিত্য দ্রব্যের বিনিময়ে নিত্য বস্তু লাভ করিয়াছি ভাবিয়া তোমার সতত লাভ-লোলুপ মন কৃতার্থ হইবে। ক্ষার স্বয়ং মলিন, বস্ত্রও আগন্তুক মল সংযোগে মলিনীকৃত হয়, কিন্তু মলিনীকৃত বস্ত্র মলিন ক্ষার সংযোগে পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ করিয়া উহা জলে ফেলিয়া দিলে জল যেমন ক্ষার ও বস্ত্রের আগন্তুক মল আপনি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রকে স্বাভাবিক শুভ্রতা দান করে, তদ্রূপ কর্ম্ম রাজস পাদর্থ—স্বয়ং মলিন, তোমার চিত্ত স্বতঃশুদ্ধ হইলেও উহা পাপস্পর্শে মলিনীকৃত, এই মলিনীকৃত মন কর্ম্ম সংযোগে সিদ্ধ করিয়া উহা যখন শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়, তখন শ্রীভগবান্ ঐ কর্ম্ম ও মনের আগন্তুক মল গ্রহণ করিয়া তোমার মনকে পরিষ্কার করিয়া দিবেন। তখন তোমার চিত্তশুদ্ধির অবস্থা আসিতে থাকিবে।

যাহা হউক এখন আবার বল—

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমি সুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষর-দ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহা পাতক নাশনম্॥

পুণ্য শ্লোকো নলোরাজা পুণ্য শ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্য শ্লোকা চ বৈদেহিপু ণ্যশ্লোকোজনার্দ্দনঃ॥

বল—আল করিয়া বল, তোমার নাভিদেশে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু ও ললাটে রুদ্র বর্ত্তমান। তোমার ললাটে সূর্য্য, হৃদয়ে শশী ভূমিসুত প্রভৃতি নবগ্রহ বর্ত্তমান তুমি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'সুপ্রভাত' প্রার্থনা কর, তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেনা, নাইবা দেখিতে পাইলে—'পর্দ্দানসী' রাণীর যবনিকাচ্ছাদিত দয়ার মূর্ত্তি কাতর নিবেদনে অবশ্যই বিগলিত হইবে, ইহা মনে করিয়া লোকে যেমন কাতর নিবেদন জ্ঞাপন করে, জন্মান্ধ যেমন দয়ালু জনের সতত বিগলিত নয়ন-ধারা না দেখিয়াও পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্যের কান্না কল্পনা করিয়া অন্যের নিকট আপন বেদনা জানায়, তুমি সেইরূপে দুর্দ্দিনে পড়িয়া তাঁহাদের সদয়তা মনে ভাবনা করিয়া সুপ্রভাতের জন্য তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন কর। বল বল তার পর একবার দুর্গতিহারিণী শ্রীদুর্গার মধুর নাম স্মরণ কর। ঐ দেখ 'দুর্গা' প্লুতস্বরে এই নাম বলিতে বলিতে ঐ শব্দেই যেন সূর্য্যোদয় ভীত অন্ধকারের ন্যায় আপদরাশি তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। বল বল আরও বল—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, এই পঞ্চকন্যা স্মরণ কর, তোমার মহাপাতক খণ্ডন হইবে। কেবল শ্লোকটি পড়িও না, ইহাদের চরিত্র স্মরণ কর। বাস্তবিক বড় পাতকহারিণী ইহাদের স্মৃতি, পাপী তাপী বড় সান্ত্বনা পায় ইহাদের স্মরণে—তাই নিত্য প্রভাতে ইহাদের স্মরণের ব্যবস্থা।

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সতত পাপসঙ্করত মানবের আদর্শ কাহারা? কাহারা সম্মুখে অবতারিত হইলে মানব পাপতাপ-ক্লিষ্ট নিরাশ জীবনকেও পুনরায় নবীন আশার বৃন্তে সংযোজিত করিতে পারে? বদ্ধমুক্ত এই পঞ্চকন্যারত্ন—নিত্যমুক্ত শ্রীভগবান মানবের পূজার বস্তু, আপন দৃষ্টান্তে সান্ত্বনাদায়ক নহেন। যিনি পাপের যন্ত্রণা জানেন না, যিনি নিত্যশুদ্ধ, বন্ধনের যাতনা বুঝেন না; যিনি নিত্য মুক্ত, ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যে যিনি অনুপম; আমি যাঁহাকে দূরারোহিনী কল্পনা দ্বারাও ছুঁইতে পারি না, তিনি আমার স্পৃহনীয় বটেন, অনুকরণীয় নহেন। আমাদেরই মত যিনি জ্ঞাতসারে ব্যভিচার করিয়াও, পাপ করিয়াও পুনরায় তাহা ক্ষালনার্থ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, যিনি একটি ব্যভিচার হইয়াছে বলিয়া ব্যভিচার কূপে ডুবিয়া যান নাই, সেই মানবদেহে প্রচ্ছন্ন দেবী অহল্যা আমাদের আদর্শ, যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে পঞ্চীকৃত স্বামীকে অপঞ্চীকৃত এক দেহধারী ইন্দ্রই মনে করিতেন, সেই সতীকুল চূড়ামণি পঞ্চীকরণেও অপঞ্চীকরণ শিক্ষাদায়িনী—সেই দ্রৌপদী আমাদের অনুকরণীয়। এইরূপে কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, ব্যভিচারের মধ্যেও

কেমন করিয়া অব্যভিচারিণী থাকিতে হয়, সতত বিষয় ব্যভিচারে মত্ত আমাদিগকে সেই শিক্ষা দিয়া আমাদের আদর্শ। এই আদর্শ স্মরণে সতত পাপক্লিষ্ট হৃদয় মানব বড় আশা পায়, 'অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ' এই ভগবদ্বাক্যের উদাহরণ পাইয়া আপন পতিত জীবন উদ্ধারে আশান্বিত হয়। অহল্যা, দ্রৌপদী লইয়া কেবল বাহ্য সমালোচনা করিও না, নিজের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখ, এবং তাহার উদ্ধারের কথা ভাব, উদ্ধার করিতে না পারিলে তোমার জন্য কত নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা করিতেছে তাহা ভাবিয়া আকুল হও। দেখিবে এই দীনতার সময়ে বড় সাহায্য পাইবে, অহল্যা দ্রৌপদীর নিকট সেই অনুতাপ বহ্নিতে তোমার মহাপাতক দগ্ধ হইয়া যাইবে, এই পঞ্চকন্যা প্রদত্ত আশার সোহাগায় তোমার হৃদয় সুবর্ণ রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবে, তাই বলিতেছিলাম "পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যম্।"

তারপর পুণ্যশ্লোক (পবিত্রকীর্ত্তি) নলরাজা, পবিত্রকীর্ত্তি যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোকা বৈদেহী, পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দন, বৈদেহী সহচর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ কর। কেমন করিয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী নল, সম্রাট্ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার জন্য সাম্রাজ্য পদ তুচ্ছ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর, ধর্ম্ম তোমার দুর্ব্বল চিত্তকে বলাধান করিবে, তুমিও ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

তুমি যাঁহার জন্য সমস্ত করিবে সংকল্প করিয়া আসিয়াও আজ তাঁহার জন্য কিছুই করিতে চাও না, কিছুই করিতে পার না; আর ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা কি না করিয়াছিলেন? যৌবরাজ্যের মহার্হ মণিরত্ন খচিত সিংহাসন যাঁহাকে চাহিতেছে, অযোধ্যার পুরবাসিগণ উৎকণ্ঠা স্ফুটিতচিত্তে যাঁহার অভিষেক জলার্দ্র রাজছত্র বিভূষিত মূর্ত্তি কখন দেখিবে তাহাই কল্পনা করিয়া পূর্ব্বরাত্রি কাটাইয়াছেন, মহর্ষিগণ যে মায়ামানুষের রাজলক্ষ্মী লালিত মূর্ত্তি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, জানপদগণ আপন আপন হৃদয়াসনে এতদিন যে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আজ যাঁহার বাহ্য অভিষেক দর্শনার্থ উপঢৌকন হস্তে সমবেত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজনস্পৃহনীয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সত্যের জন্য মহার্হ রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে কৈকেয়ীপ্রদত্ত চীর বসন পরিধান করিলেন, চতুর্ব্বিধ রাজভোগ্য উপকরণ অতীব তুচ্ছ মনে করিয়া কটু কষায় রস বিশিষ্ট বন্য ফলমূল মাত্র ভোজনে সংকল্প করিলেন ইত্যাদি ভাবনা কর, ধর্ম্মের নিকট তুচ্ছ তামসিক

সুখের প্রলোভন উপেক্ষা করিতে পারিবে; শীতের আরাম-শয্যা প্রাতঃস্নান-লভ্য ধর্ম্ম-সুখের নিকট তুচ্ছ মনে হইবে, তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দ্বিগুণ বল পাইবে। এইরূপ রাজর্ষি নল ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক বনগমন ব্যাপার বিবৃতরূপে চিন্তা কর, বল পাইবে। সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পুণ্যশ্লোকা বিদেহ রাজ-দুহিতার স্বামী-পদানুসরণ চিন্তা কর, তুমিও জগন্নাথের পদানুসরণের জন্য সংসার-সুখ তুচ্ছ মনে করিতে পারিবে। তারপর কলিনাশনের জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ কর।

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥

অনন্তর সহস্রবাহু হেহয় বংশ বর্দ্ধন কার্ত্তবীর্য্য স্মরণ কর, তুমি অনাদি কালের হারান ধন পাইবে, আর হারাইবে না। বল—

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্য মুত্থায় মানবঃ॥
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥

তারপর চিরাভ্যস্ত অর্থকাম সেবার দুষ্ট অভ্যাসে তুমি সংকল্পিত ধর্ম্মসেবা ভুলিয়া না যাও, তজ্জন্য দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য সমূহের চিন্তা কর, ধর্ম্মের অবাধক অর্থ কি ভাবে উপার্জ্জন করিবে, ধর্ম্ম ও অর্থের বাধা না করিয়া কিরূপে কাম-সেবা করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া লও। তুমি সমস্ত দিন ঐ চিন্তা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাক তোমার ধর্ম্ম ভুল হইবে না, অর্থের জন্য মিথ্যা কথা, প্রতিপত্তির জন্য কপটতা পরনিন্দা, কামোপভোগের সময় আত্ম-বিস্মৃতি আর তোমার হইবে না অথবা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর যাঁহার ক্রোড়ে তুমি এই সংসারের ধর্ম্মার্থ কামময় জীবনের বিচিত্র খেলা খেলিবে একবার তাঁহাকে—সেই সমুদ্রমেখলা—বিন্ধ্য-হিমালয়রূপ স্তনযুগল হইতে গঙ্গা যমুনাদি অপ্রমেয় পয়োধারা স্রাবিণী সেই বিষ্ণুমহিষী আর্য্যভূমিকে প্রণাম কর, এবং দৈনিক পাদস্পর্শ-পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। বল—

সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বত স্তন মণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তভ্যং পাদ-স্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

বল—'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ'। বলিয়া দক্ষিণ চরণ ন্যাসপূর্ব্বক বহির্গত হও। তৎপর যথাবিধি মলত্যাগ, মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা শৌচ আচমন দন্তধাবন কর। এবং মৃত্তিকা কুশাদি স্নানের আয়োজন লইয়া স্নানার্থ প্রস্তুত হও। স্নানকালে

যথাশাস্ত্র সঙ্কল্প তীর্থাবাহনাদি অঙ্গন্যাস প্রাণায়ামাদিপূর্ব্বক স্নান করিও। এইরূপে স্নান ও (মৃত পিতৃক হইলে) তর্পণ সমাধান করিয়া শুষ্ক বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যার্থ কুশাসনোপরি পূর্ব্বমুখ হইয়া অভ্যস্ত সুখাসনে উপবেশন কর। উপবেশন করিয়া প্রথম সন্ধ্যার গন্তব্য ব্রহ্মলোক চিন্তা কর। কোথায় এই ব্রহ্মলোক ? ভগবতী উপনিষদ্দেবী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ স্তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বার বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" বলিতেছেন—এই যে এই ব্রহ্মপুর শরীরে পুণ্ডরীকাকার ক্ষুদ্রায়তন গৃহ ইহাই ব্রহ্মলোক। অর্থাৎ রাজসন্দর্শন লাভ আবশ্যক হইলে সমগ্র রাজধানী অনুসন্ধান না করিয়া যেমন রাজ প্রাসাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্ম রাজধানীস্বরূপ দেহ পিণ্ডেরও অন্যত্র অনুসন্ধান না করিয়া অনুসন্ধিৎসুগণ এই রাজ প্রাসাদোপম হৃদয় পুণ্ডরীকরূপ ব্রহ্মলোকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে।

এই ব্রহ্মলোক বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রুতি বহু অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন তোমাকে উপনিষদ অধ্যাপন কালে তৎসমুদয় বলিব, আপাততঃ তন্ত্র এই ব্রহ্মলোক ধারণার
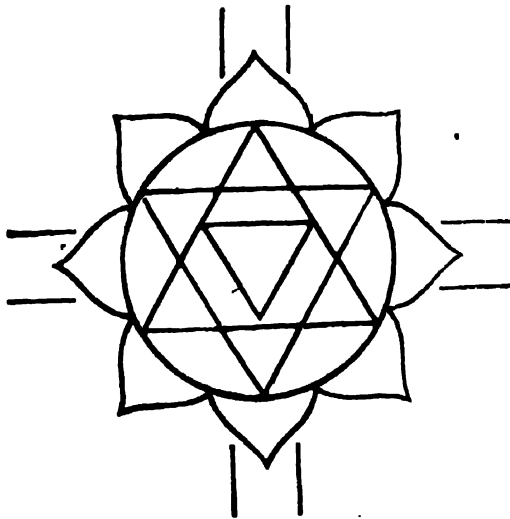
জন্য যে যন্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তোমাকে প্রদর্শন করিতেছি তুমি ইহা হৃদয়ে বিকসিত হইবার জন্য মনে মনে ইহা ভালরূপে অঙ্কিত করিয়া লও।

এই ছবিটী ভাল করিয়া দেখ তৎপর উহা আপন হৃদয়ে অঙ্কিত কর। এখন একটী ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত কর, তার পর আর দুইটী অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত কর, তার পর উহার বাহিরে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদল যোজনা কর। তৎপর চতুর্দ্বার যোজনা কর, এইরূপে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া অঙ্কিত যন্ত্রটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি কর। পূর্ব্বে যে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিলে উহা পুরুষ-সূচক, আর অধোমুখ বৃহৎ ত্রিকোণটী প্রকৃতি-সূচক। তাহার বাহিরে যে বৃত্তটী অঙ্কিত হইয়াছে ইহাই হৃদয় কমলের কর্ণিকা স্থান। অষ্টদলযুক্ত কমলটিই দহর পুণ্ডরীক, ইহাই ব্রহ্মলোক। তৎপর চতুর্দ্ধার। শ্রুতি ঊর্দ্ধেও আর একটী দ্বারের বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই পঞ্চদ্বারে দৌবারিকরূপে যে দেবগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ দেবতা কোন্ কোন্ দ্বারে বিদ্যমান, আপাততঃ তাহা স্থির করিয়া রাখ, তৎপর ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবে। পূর্ব্ব দ্বারে অর্থাৎ তোমার ও হৃদয়-কমল বিরাজিত সাবিত্রীর মধ্যস্থানে যে দ্বার তাহাতে প্রাণ চক্ষু ও সূর্য্য ও দ্যুলোক তদধিষ্ঠিত জীব দেবগণ, দক্ষিণ দ্বারে ব্যান কর্ণ, চন্দ্র দিগ্‌দেবতাগণ ও তদধিষ্ঠিত দেবতাগণ, পশ্চিম দ্বারে অপান, বাক্, অগ্নি ভূলোক এবং তদধিষ্ঠিত জীবগণ, উত্তর দ্বারে সমান, মন বিদ্যুৎ পর্জ্জন্য ও অন্তরীক্ষ লোক এবং তদধিষ্ঠিত জীবগণ, ঊর্দ্ধদ্বারে উদান, বায়ু ও ভুবর্লোক ও তদধিষ্ঠিত দেবগণ।

বৎস! ভাল করিয়া এই সাবিত্রী মন্ত্র হৃদয়ে অঙ্কিত কর। সর্ব্বদা তুমি এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথাকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও। প্রতি কর্ম্মের প্রথমে ইহাকে স্মরণ করিও, কর্ম্মশেষে পুনরায় এই শান্তি নিকেতনে আসিয়া উপবেশন করিও। কেবল সন্ধ্যার সময় এই স্থানে যাইবে, আর সমস্ত দিন আপন মনে যেখানে ইচ্ছা থাকিবে, এরূপ হইলে তুমি এখানে আসিতে পারিবে না। যখন শান্তি-নিকেতনে আসিবে তখন ভাবিবে অধোমুখ বড় ত্রিকোণের মধ্যে ছোট ত্রিকোণটী তুমি। ভাবিও—এইত আমি 'তোমার' সুখময় ক্রোড়েই আছি, এইভাবে তোমার দেহ-ভাবনা বিগলিত হইলে যখন শ্রীজগদম্বার ক্রোড়ীকৃত আপন স্বরূপ-ভাবনা দৃঢ় হইবে, তখন তাঁহার সুখময় স্পর্শে তোমার অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার ফুটিতে থাকিবে। যাহা হউক সে পরের কথা এখন তুমি এই ব্রহ্মলোক লাভ সন্ধ্যার লক্ষ্য মনে রাখিয়া, এই ব্রহ্মলোক লাভ বা আত্মলাভের সহিত সন্ধ্যার সম্বন্ধ অনুধাবন কর।

তুমি স্নান করিয়াছ, সতত মলস্রাবী তোমার দেহ বিমল হইয়াছে এখন দেহ-মলিনতার আক্রমণে তোমার সাত্ত্বিকতা তমোগুণে প্রতিহত হইতেছে না, দেহ আর 'আমি আমার' লইয়া তোমার বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছে না। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ভিতরে চলিতেছে, তাই বাহিরে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এই অবস্থার আত্মলোক গমনোৎসুক ইন্দ্রিয়বর্গের পথি-প্রদর্শন করিয়া তুমি বল—ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ—প্রণব-বিভূষিত বিষ্ণু শব্দ পূর্ব্বদিনের স্পর্শসুখ স্মরণ করাইয়া লক্ষ্য সঙ্কেত করিলে স্বভাব প্রাপ্ত ব্রহ্মলোক প্রবণতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তৎপর তুমি বলিলে—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। আকাশ-মণ্ডল-স্থাপিত দৃষ্টি যেমন নির্ব্বাধে অনন্ত সৌন্দর্য্য বিরাজিত আকাশ-মণ্ডল দেখিতে পায়, তদ্রূপ সূরিগণ সর্ব্বদা সেই বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন। সূরিগণ সর্ব্বদা সেই পরম পদ দর্শন করেন, ইহা শুনিয়া তোমার পরমপদ দর্শনাভিলাষ আরও বাড়িয়া চলিল। তারপর সজল হস্তে ইন্দ্রিয় স্পর্শ—দুর্গাপূজা অবকাশ কালে আপন অভিন্ন গৃহে মিলিত হইবার জন্য স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন বিদেশ প্রস্থিত ভ্রাতৃবর্গকে সংবাদ প্রেরণ করেন সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে সেই ব্রহ্মলোকরূপ আপন আপন কেন্দ্রভূমিতে গমন করিতে উদ্যোগী করিবার 'নোটিশ' (সংবাদ) দেওয়া হইতেছে। জলার্দ্রকরে আপন আপন গোলকের, আপন আপন বিষয় সম্পত্তির প্রতি আসক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের জড়তা দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে গন্তব্যস্থানে গমনের জন্য উৎসুক করিবার জন্য এই অনুষ্ঠান। এই জলার্দ্রকরে ইন্দ্রিয় স্পর্শব্যাপার বড়ই উপযোগী। এইরূপে সকলকে গন্তব্যস্থানে গমনের জন্য উৎসুক করিয়া তৎপর বন্ধন খণ্ডনের জন্য আয়োজন করা হইতেছে।

প্রথম মার্জ্জন—হৃদয় দর্পণ বা ক্ষুদ্র অধোমুখ ত্রিকোণটি সহজ-স্বচ্ছ, কিন্তু অনাদিকাললগ্ন আগন্তুক মলে ইহা আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি সাত্ত্বিক পদার্থ সুতরাং বিশুদ্ধ কাচ খণ্ডের মত ইহা বিম্বোদ্‌গ্রাহী বা প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু রাজস সতত চঞ্চল ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তামস ভূত ভৌতিক দেহাদি স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত পদার্থনিচয় ইহাকে মলাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কথাটী উপলব্ধিদ্বারা প্রমাণ কর, হৃদয়পিণ্ডে যে ক্ষুদ্র ত্রিকোণ আছে উহাইত তুমি বা বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মা জীব, আচ্ছা উহাত ভিতরে আছে তবে তুমি চক্ষু বুজিলে, কাণ বন্ধ করিলে উহা দেখিতে পাওনা কেন বরং দেখিতে পাও শুধু অন্ধকার। এখন বুঝিলে—তুমি আপন তামসিক দুষ্কার্য্যদ্বারা আপন বুদ্ধি দর্পণে মল সংযোগ করিয়াছ তাই

দর্পণের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা বা দর্পণোদর প্রতিফলিত শ্রীজগদম্বার মধুরমূর্ত্তি, ইহার কিছুই তোমার পিপাসিত অন্তর্মুখীকৃত দৃষ্টির নিকট ফুটিয়া উঠে না বরং তুমি দর্পণের উপরিস্থিত নিজের সঞ্চিত মলরাশির অন্ধকারময় মূর্ত্তি দেখিতে পাও, এখন তুমি বেশ করিয়া বুঝিলে বুদ্ধি দর্পণে মল সংযোগ হইয়াছে। এখন মার্জ্জন এই বিষয়ের কি উপকার করে তাহা চিন্তা কর। দর্পণ নিঃশ্বাস-কলুষিত হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য তুমি উহা মার্জ্জন করিয়া থাক, উহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা আনয়নের চেষ্টা করিয়া থাক। লৌকিক দর্পণের বিশুদ্ধির জন্যও যেমন হৃদয়দর্পণ বিশুদ্ধির জন্যও সেইরূপ এই মার্জ্জন আবশ্যক। শুধু মার্জ্জন শব্দের সাম্য লইয়া একথা বলিতেছি না, মার্জ্জন মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে কিরূপে রজস্তমো মল অপসরণ করিয়া এই মন্ত্রসমূহ বুদ্ধিদর্পণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে, তাহা ভাল করিয়া বলিব। এইরূপে মার্জ্জনের তাৎপর্য্য বুঝিলে তারপর—

প্রাণায়াম—প্রাণায়ামের পূর্ব্বে প্রাণায়াম কার্য্যে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ পাঠ করিতে হয়, এরূপ পাঠের উদ্দেশ্য কি তাহা পরে বলিব। আপাততঃ রজস্তমোমল মার্জ্জনে মার্জ্জিত হইলেও প্রাণায়াম কেন আবশ্যক তাহাই আলোচনা কর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তোমার সেই ব্রহ্মলোকে গমনের বাধা—রূপরসাদি বিষয় বা এই বাহ্যজগৎ এবং দেহ, তৎপর প্রাণ তৎপর মন, তদনন্তর বুদ্ধি। বিকৃত স্পন্দনে স্পন্দিত এই দেহাদি তোমাকে বহির্মুখ করিয়া অনন্ত সংসার পথে আকর্ষণ করে, আবার উহাই যখন প্রকৃত স্পন্দনে উৎপত্তি-স্থানের দিকে চলিতে থাকে তখনই তুমি ক্রমে মল নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ বা আত্মস্থ হও। দেহ যেমন রূপরসাদি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া তোমার আত্ম-লাভের পরিপন্থী সেইরূপ প্রাণও এই দেহের বিকৃত গতির প্রবর্ত্তক বলিয়া তোমার অভীষ্টলাভের প্রতিকূল, সেইজন্য প্রাণ শোধন আবশ্যক। এইজন্যই প্রাণায়াম রূপ সন্ধ্যার অঙ্গ অনুশীলিত হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রমের ব্যাখ্যাকালে তুমি অবগত হইয়া আছ—পরম পুরুষ নাভি, হৃদয় ও ললাটদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন আপন মনকে ঐরূপে ভাবিত করিয়া তৎপর তাঁহাদের মূর্ত্তির সপ্তস্থানে যে ভূ ভুর্ব প্রভৃতি লোক বিভক্ত আছে, উহা প্রণবস্বরূপ বা ব্রহ্মময় ভাবনা করতঃ প্রাণ সংযম কর, নির্ম্মলীস্পৃষ্ট জলের মত তোমার প্রাণ বিশুদ্ধ হইয়া অনভিপ্রেত সঙ্গ পরিশ্রান্ত বা ভয়াতুর ব্যক্তি আপন শান্তিময় মাতৃক্রোড় লাভ করিলে যেমন শান্ত হয় সেইরূপ প্রাণ অভীষ্টলাভে শান্ত হইয়া যাইবে, আর

দেহাদিকে বিকৃত স্পন্দনে বহিঃপ্রাণ করিবে না, ইহাই প্রাণবিশুদ্ধি—এইজন্যই প্রাণায়াম।

তৎপর **আচমন**—প্রাণের মল যেমন প্রাণের বিকৃতস্পন্দন তদ্রূপ মনের মল মনের কুচিন্তা যাহা করা হইয়াছে, তাহাই লইয়া আলোচনা—কৃতকার্য্যের স্মরণ, ইহাই মনের অসংবদ্ধ প্রলাপ, ইহাই শ্রুতির ভাষায় বর্ণিত মৃত্যু। ইহা চিত্ত হইতে প্রক্ষালিত না হইলে চিত্তের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা স্বাভাবিক প্রতিবিম্বোদ্ভাসিনী শক্তি বিকসিত হয়না, বুদ্ধি-দর্পণবিম্বিত শ্রীজগদম্বার মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, এই বাধা নিবারণের জন্য সমন্ত্রক আচমনের অনুষ্ঠান। এই আচমন মন্ত্রে শ্রীসূর্য্য যজ্ঞ, ও যজ্ঞেশ্বরের নিকট কৃত অপরাধ হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়া, কৃত অপরাধ সমূহ জলরূপে ভাবনা করিয়া উহা পরমাত্ম জ্যোতিতে আহুতি দেওয়া হয়। প্রথমতঃ বিষচিকিৎসক যেমন সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ, মন্ত্রদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লবণ বিন্দু বা জল বিন্দুতে উহা সংকর্ষণ করেন, তদ্রূপ সমন্ত্রক ভাবনার আকর্ষণে কৃত পাপ সমূহ জল মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ উহা পরমাত্ম জ্যোতিতে আহুতি দেওয়া হয়। ইহার ফলে বিষ মোক্ষণের পরে সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাপকারী ব্রাহ্মণ প্রক্ষালন জনিত স্বাস্থ্য লাভ করেন এবং আহুতি প্রাপ্ত বহ্নি যেমন আহুত ঘৃতাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়েন, তদ্রূপ এই ভাবনার আহুতিতে পরমাত্ম জ্যোতির পরিধি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে প্রাণায়াম দ্বারা মনঃ প্রেরণাকারী প্রাণের বিশুদ্ধি ও আচমনদ্বারা সংস্কার মল-দূষিত মনের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইল। এখন বুদ্ধি শুদ্ধির জন্য **অঘমর্ষণ**। যাহা যেরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপ নির্ণয় করাই বুদ্ধির কুবিচার, ইহাই বুদ্ধির মল। ইহারই ফলে আত্মা অনাত্মরূপে পরিণত। ইহা হইতেই জগদ্দুঃখ আরম্ভ হয়, সুতরাং ইহাই মূল। অঘ আদি পাপ, ইহার মর্ষণ বা দূরীকরণের জন্য সন্ধ্যার অঘমর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠেয়। অঘমর্ষণ মন্ত্রে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা আছে, কিরূপ ঋত ও সত্য, প্রকৃতি ও পুরুষ জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড লীলামণ্ডপ রচনা করিলেন, কিরূপে অনন্ত নরনারীদেহে আত্মগোপন করিয়া ইহারা সতত রমণানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত আছে। অঘমর্ষণ মন্ত্র এইভাব স্মরণ করাইয়া 'অহং' 'মম' মদে উন্মাদিনা বুদ্ধিকে বর্ত্তমান দুঃখ দেখাইয়া স্বামিক্রোড় বিহারিণী আপন অবস্থাকে স্পৃহণীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলে, ফলে বুদ্ধি তখন

আপন 'ভূর্ভুবঃস্ব' দেহে বীতস্পৃহ হইয়া বরেণ্য স্বামি হৃদয়ের জন্য অনুরাগিণী হইয়া পড়ে। অনাদি পাপ দূরীকৃত হয়।

এই সময় বুদ্ধির সম্মুখে সাবিত্রী-রচিত অঙ্গরাগে সুশোভিত শ্রীভগবানের বরেণ্যমূর্ত্তি অস্ফুট রূপে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা দর্শনে বুদ্ধি আপন জীবিতেশ্বর স্মরণে তাঁহার দয়া লাভের জন্য অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া থাকে—ইহাই সাবিত্রী জলাঞ্জলি।

এই সময় স্বামীর লীলামণ্ডপ তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু অপরাধিনী বড় কাঙালিনীর মত আপন গৃহগমনেও অনধিকারিনী, সে দৌবারিকের আরক্ত দৃষ্টির দিকে এখন চাহিতে পারেনা তাই ব্রহ্মলোকের দ্বারে যিনি দৌবারিক—শ্রীসূর্য্যদেব, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য এই স্থানে সূর্য্যোপস্থানের ব্যবস্থা।

এই সূর্য্যোপস্থানে শ্রীসূর্য্যের কিরণমালা জাতবেদা আমার সর্ব্বাবস্থার জ্ঞাতা সেই দেবকে বহন করিতেছেন, উদ্দেশ্য আমি তাঁহাকে হারাইয়া কিভাবে জগতে বিচরণ করিতেছি তাহাই প্রদর্শন। এই যে সেই বিশ্বচক্ষু আপন কিরণে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' পূর্ণ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন। শ্রুতি এই পর্য্যন্তই তাহাকে বলাইলেন, কিন্তু অপরাধিণী একদিকে আপন অপরাধ স্মরণ করিয়া 'স্বয়মেং' মরিয়া যাইতেছে অপরদিকে কাহাকে হারাইয়া কোথায় কোন 'ছার' সুখের লোতে ঘুরিতেছিল ইহা ভাবিয়া দুঃখে লজ্জায় ধিকারে আপনার মধ্যে আপনি লুকাইতে যাইতেছে। ইত্যবসরে সেই চিরপরিচিত ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ আচার্য্য, দেবতাগণ বেদ সমূহ বড় আত্মজনের মত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, সে তখন বড় আগ্রহে তাহাদিগকে এক এক গণ্ডূষ জল দ্বারা পূজা করিতেছে আর ভাবিতেছে—হে আমার বড় আত্মজনগণ! তোমরা আমাকে আমার সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন জীবিতেশ্বরের নিকট লইয়া চল। আমার যে সেখানে যাইবার মুখ নাই, আমি যে তাঁহার নিকট যাইবার অনধিকারিণী—তোমরা আমার হইয়া তাঁহার নিকট আমার কৃত পাপের ক্ষমা চাহিবে—আমাকে একটিবার ভাল করিয়া তাহার মধুর-মূর্ত্তি দেখিতে দিবে—আমি অনাদিকাল ধরিয়া ঐ ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখি নাই। তারপর ইহাদের প্রদর্শনে শ্রীসূর্য্য মণ্ডলে প্রবেশ। প্রবেশকালে ইহার সর্ব্ব অঙ্গ সৌর কিরণে দগ্ধ হইয়া গেল, ভগবতী শ্রীসীতাদেবীর মত এই আগ্নেয় পরিক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া বুদ্ধি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইতেছে এবং সবিস্ময়ে দেখিতেছে সেই লীলামণ্ডপ—সেই স্বামিসহবাসসাক্ষিণী সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা রত্নবেদিকা। সেই সৌভাগ্যের দিনে নিজেই বড় আদর করিয়া যে রত্নসিংহাসন রচনা করিয়াছিল

সেই রত্নসিংহাসন সব তাহাই রহিয়াছে কিন্তু বুদ্ধির আজ সে দিন নাই—বুদ্ধি এখন দীনা হীনা—বুদ্ধি আপনার রচিত আপন আসনে যাইবার জন্যও এখন পরের মুখাপেক্ষিণী ! বুদ্ধি আপন সৌভাগ্য-সিন্দুরবিন্দু মুছিয়া আপনি ব্যভিচারিণী। কিন্তু ব্যভিচার কাটিয়াছে, বুদ্ধি শত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, শত যাতনা ভুগিয়াছে, বুদ্ধি এখন শরণার্থিনী। যাহাহউক হতভাগিনী ঋষিগণ সৎকৃত আচার্য্যের প্রদর্শনে সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে যাইতেছে—শ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া আচার্য্য তাহার নিকট স্বামিমূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছেন,—বুদ্ধি যাহা শুনিতেছে, যাহা ভাবিতেছে, যাহা দেখিতেছে তাহাতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতেছে। বুদ্ধি দেখিতেছে তাহার সে মূর্ত্তি আর নাই, সে অস্থিচর্ম্ম মাংসময় দেহ নাই, সে সতত চঞ্চল প্রাণ, সে সতত বিষয়গ্রহণ-ব্যাকুল ক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়, সে সতত বিষয় কামুক মূঢ়চিত্ত, সব স্থির হইয়া সরোবর-জলে লহরীর মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে আর নিবাত নিষ্কম্প অনুত্তরঙ্গ সরোবর জলের মত বুদ্ধি স্বচ্ছ হইয়া প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য দর্পণের মত নির্ম্মল হইয়াছে। আর বুদ্ধি আপনা ভুলিয়া সম্মুখে যে সূর্য্যমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যে দিব্য মূর্ত্তি দেখিতেছিল ক্ষণেকের জন্য তাহাও ভুলিয়া আপনার সেই চিরবাঞ্ছিত অবস্থা দেখিতেছে, কত ভাগ্য মনে করিতেছে। ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল, বুদ্ধি আপনাহারা হইয়া শূন্যমনে যে সন্ধ্যার ধ্যান মন্ত্রসমূহ আবৃত্তি করিতেছিল ঐ মন্ত্রগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্বিত একটী অপূর্ব্ব ছবি সেই বিশুদ্ধ দর্পণোপম বুদ্ধির সম্মুখে ধরিতেছিল আর বুদ্ধি বালিকা বড় আগ্রহে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিল। রামপ্রসাদ বর্ণিত উমা 'চাঁদ দে' বলিয়া মায়ের নিকট 'আখুটি' করিলে মেনকা তাঁহাকে একখানি স্বচ্ছ দর্পণ তাহার সান্ত্বনার জন্য তাহার হাতে দেন আর মায়ামুগ্ধ বালিকা উমার যেমন 'মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে' অবস্থা হইয়াছিল বুদ্ধিরও সেইরূপ কিছু হইতেছিল। বুদ্ধি উহাই ধ্যান করিতে করিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল—আমি সেই বিশ্ব সবিতা দেবের বরেণ্যভর্গ ধ্যান করিতেছি উহাই প্রণব স্বরূপ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ বিচিত্র অভিনয়ে ইনিই অভিনয় করিয়া থাকেন, ইনি আমাকে মোক্ষপথে প্রেরণ করেন। এই ভাবনা লইয়া কতক্ষণ ঐরূপ দেখিতে দেখিতে ভাবনা দর্শনের সহিত বুদ্ধি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, কি জানি কিসের আবেশে বুদ্ধি ঐ মূর্ত্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল—যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিল সে একাকিনী—দেখিল আর কেহ তাহার নিকটে নাই, কেবল

মুষানিষিক্ত দ্রবীভূত সুবর্ণ যেমন মুষাপগমে আপনি একা সেই মূর্ত্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে তদ্রূপ বুদ্ধি যাহা দেখিতেছিল তাহাই হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধি সবিস্ময়ে দেখিল সেই সুদূর বিস্তীর্ণ রবিমণ্ডলমধ্যে সে আজ একাকিনী তাহার মূর্ত্তি আজ রক্তবর্ণা চতুর্ম্মুখী অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ধারিণী, সে হংসাসনে উপবিষ্টা, সে বালিকা। বালিকা আপন সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হইতেছে, দেখিতেছে তাহার চক্ষুস্থানে শ্রীসূর্য্য, মূর্দ্ধস্থানে দ্যুলোক, হৃদয়স্থানে ইন্দ্রিয় বায়ু প্রভৃতি দেবগণ আপন আপন কক্ষে রাজ্য বিস্তার করিতেছেন; উহারই একপার্শ্বে চন্দ্রলোক, উহা দুইভাগে বিভক্ত প্রত্যেক ভাগের নাম পক্ষ, উহা কৃষ্ণ পক্ষ অগ্নিস্বত্তাদি পিতৃগণাধ্যুষিত, শুক্লপক্ষে জলদেহধারি দেবগণ। বালিকা দেখিল তাহার শ্রুতিমূলে দিগ্‌দেবতাগণ, নাভিদেশে অন্তরীক্ষ লোক, তাহাদের কত অন্তরীক্ষচারীগণ, বিরাজমান বনস্পতিগণ আর পদদেশে অতলাদি সপ্তলোক উপরে ভূলোক। বালিকা সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল কে যেন তাহার অনন্ত বিস্ফারিত বক্ষোদেশে নক্ষত্রমালার তারাহার পরাইয়া দিয়াছে, কটিতটে সপ্তসিন্ধু মেখলার মত স্থাপন করিয়াছে। বালিকা আপন সৌন্দর্য্যে আপনি 'বিভোর' হইয়া পড়িতেছে। বালিকা এক সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে—সে সুখ-স্বপ্নে মুহূর্ত্তের মধ্যে কত বৎসরের অভিনয় হইয়া যাইতেছে, বালিকা পলকে দেখিল তাহার রূপ বদলাইয়াছে—সে যেন এখন যুবতী—সে দেহ নাই, সে হংসযুক্ত বিমান নাই, দেখিল সে গরুড় পৃষ্ঠে! চারিদিকে চারি হস্ত, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজমান, গলদেশে কৌস্তুভ মণি সুশোভিত, সে অভিনবাম্বুদ শ্যামল তনুতে যৌবন-লাবণ্য উচ্ছলিত। দেখিতে না দেখিতেই সে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল, শ্যামল মেঘমালা যেমন বর্ষণের পর শুভ্রতা ধারণ করে তদ্রূপ যুবতী এখন তুষার ধবলা পলিতাদি বার্দ্ধক্য লক্ষণ সে দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে বৃদ্ধা সবিস্ময়ে দেখিল তাহার সেই সুবর্ণতনু গরুড় বাহন নাই তৎপরিবর্ত্তে চতুষ্পাদ শুক্ল ধর্ম্মের ন্যায় হিমশুভ্র বৃষভ বাহন স্থানে বিরাজমান। সে বাহু চতুষ্টয় বিগলিত হইয়া আবার সেই দুই বাহু, দুই হস্তে কে ত্রিশূল ডমরু পরাইয়া দিয়াছে। বুদ্ধি সুখের স্বপ্নে আশ্চর্য্য মানিতেছে—ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপ পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে—আর ভাবিতেছে কে এই রঙ্গময়, কে এই প্রেমময়, কে আমাকে এত ভালবাসে যে আড়ালে থাকিয়া আমার ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র শোভায় সুশোভিত করিতেছে? প্রিয়তমের অনুসন্ধানের জন্য বুদ্ধি আজ স্থির, বৃদ্ধা আপনার মাধুরীময় জ্যোতিঃ দেখিয়া ভাবিতেছিল

কাঁহার প্রভায় আমি প্রভাময়ী, কাহার জ্যোতিতে আমি জ্যোতির্ম্ময়ী। আমি যে কে তাহাত জানি কিন্তু দেখি আজ যেন সে আমি নাই, আজ যেন আমিই সেই আর সেই আমি হইয়া গিয়াছে। আহা! কে এমন প্রেমময় যে তাহার কণ্ঠহারে আমাকে সুশোভিত করিয়া আমার দুঃখিনী গলবন্ধ সে গলায় পড়িয়াছে, আহা! কে এই রসময় যে রমণ বিহ্বলা আমার বসন নিজে পড়িয়া তাহার বসন আমাকে পড়াইয়া দিয়াছে, আহা! কে এমন চৈতন্যময় যে আপন সর্ব্বস্ব চৈতন্যে আমাকে চৈতন্যময়ী করিয়া নিজে অচেতনবৎ কোথায় পড়িয়া আছে। আহা! সে আমাকে এত ভালবাসে? সে যাহা কিছু নিজের সব আমাকে দিয়াছে, নিজের চক্ষু আমাকে দিয়া সে এখন অচক্ষু, সে আমার চক্ষুতে দেখে। নিজের কর্ণ বলিয়া যাহাকে লইয়া ছিল তাহা আমাকে দিয়া সে এখন আমার কর্ণে শুনে, নিজের পানি ও চরণ আমাকে দিয়া সে এখন অপানিপদে সে আমার হাতে গ্রহণ করে, আমার চরণে বিচরণ করে—অধিক কি তাহার ভুবনমোহন বিরাট রূপ আমাকে দিয়া সে এখন অরূপ। ধিক্ ধিক্! শতধিক্ আমাকে আমি এমন হতভাগিণী তথাপি আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিনা তাহার কথাও ভাবিনা! বৃদ্ধার নির্ব্বেদ আসিতেছিলে শ্রীকৃষ্ণ বিরহিণী শ্রীরাধা যেমন বলিয়াছেন 'শঙ্খ কর চুর বসন কর দুর, তোড়ত গজমতি হার রে' বৃদ্ধা তেমনই আপন দেহ হইতে সকল আভরণ খুলিতেছিল, বৃদ্ধা পলকে প্রলয় কাণ্ড করিয়া বসিল, দেখিতে দেখিতে ভূলোক ভুবর্লোকে, ভুবর্লোকে স্বর্লোকে ডুবাইয়া দিল, অবশেষে স্বর্লোক চূর্ণ করিতে বসিল। বৃদ্ধা সকল আভরণ খুলিল কেবল আপন ললাটের সিন্দুর বিন্দু শ্রীসূর্য্য-দেবকে মুছিল না। উহাই তাহার শেষের আশা, উহাই মৃত্যুঞ্জয় গৃহিণীর অবৈধব্য চিহ্ন। স্বর্লোক চূর্ণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত করিল। এইরূপে সকল গ্রাস করিয়া পূর্ণাহুতির মৃড় নামক অগ্নির মত সূর্য্যদেব একাধারে দ্বাদশবিধ তেজ লইয়া জ্বলিতে লাগিলেন আর প্রলয়ঙ্করী বৃদ্ধা সতীত্ব-পরীক্ষায় সীতার মত অনুরাগ পরীক্ষায় সতীর মত, সেই জ্যোতিঃসাগরে ডুবিলেন। বৃদ্ধা বড় নির্ব্বেদে দেহ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু সূর্য্যকুণ্ডে অবগাহন করিবা মাত্র সে নির্ব্বেদ কাটিয়া গেল, সে বৈরাগ্য অনুরাগের মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। এক প্রেমঘন আনন্দঘন মহাপুরুষ তাহার বিসর্জ্জনোন্মুখ দেহলতিকা শীতল করিবার জন্য আপন বিশাল বক্ষ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শীতল মলয়-চুম্বিত বনলতিকা যেমন মুকুলিতা হয় সেইরূপ বৃদ্ধা সে সুখ-স্পর্শে মুকুলিত হইল। সবিস্ময়ে বৃদ্ধা দেখিল, সে যেন কাহার

সুখময় ক্রোড়ে উপবিষ্টা। পর-পুরুষবোধে বৃদ্ধা যেমন মস্তক অবনত করিয়াছিল অমনি সে মূর্ত্তি আপন সুগঠিত অঙ্গুলিদল তাহার চিবুকে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে উদ্‌গ্রীব করিল। নিত্যতরুণী স্পর্শ মুকুলিত—ঊর্দ্ধদৃষ্টি পুরুষমুখে স্থাপন করিয়া দেখিল এ পরপুরুষ—এ তাহার সেই পরপুরুষ। তাহার পর কি হইল বলা যায় না—সে রাজ্যে ভাষা নাই!!

বৎস! আচার্য্য বলিতেছেন বৎস! কিন্তু বৎস কোথায়? মুগ্ধ হরিণ-শিশু বনান্ত সঙ্গীত শ্রবণে যেমন তন্ময় হইয়া যায়, তদ্রূপ বালক এতক্ষণ শ্রীগুরুমুখে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া সেই অপূর্ব্ব কথা শুনিতেছিলে, কিছুক্ষণ শুনিতে শুনিতে বালক নিজে সেই বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধার অভিনয় করিতে করিতে, সেই স্পর্শ—সেই চিবুক ধারণ—সব নিজে অনুভব করিতেছিল, বালক আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। কথা শেষে আচার্য্যের মধুর সম্বোধন সেই সুখস্বপ্নের সহিত মিলাইয়া লইয়া আরে কিছু বুঝিতে যাইতেছিল তখন আচার্য্য আবার মধুরস্বরে ডাকিলেন, বৎস! বালক স্বপ্নোত্থিত জনের মত ঘুমের ঘোরে উত্তর করিল, ভগবন্!

আচার্য্য। তুমি কি ভাবিতেছিলে?

ব্রহ্মচারী। ভগবন্! আমি যেন কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আহা! কি মধুর সেই স্বপ্ন সুখ, কিন্তু দয়াময় আপনারই অনুগ্রহে আমি উহা পাইয়াছিলাম, আপনি এ স্বপ্ন ভাঙ্গিলেন কেন?

আচার্য্য। বৎস! ইহা সাধনার ধন। পরের ধনে ধনী হইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারিবে, তাই আমি তোমাকে ইহার পরবর্ত্তী সাধনার কথা বলিব ভাবিয়া জাগ্রত করিলাম বৎস! তুমি যখন এ বিষয়ে একবার মজিতে শিখিয়াছ তখন আবার এই অবস্থা আপনা হইতে তোমার নিকটে আসিবে। এখন তৎপর যাহা করিতে হইবে, তাহাই শুন।

ব্রহ্ম। ভগবন্, আর কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয় আবার ঐ স্বপ্ন লোকে যাইব। কিন্তু আপনি আদেশ করিতেছেন তাই শুনিতেছি আপনি উপদেশ করুন।

আচার্য্য। তৎপর গায়ত্রী বিসর্জ্জন।

ব্রহ্ম। ভগবন্! পথের কাঙাল এমন অমূল্য রত্ন পাইয়া তাহা বিসর্জ্জন করিবে কোন্ প্রাণে?

ক্রমশঃ

করিয়া রহিলেন। ক্রমে গুণসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিল। ভাবনাময় মূর্ত্তি ধরিয়া ইনিই আদি প্রজাপতি হইলেন।

ব্রহ্মের উপরে কোন কিছু ভাসা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ব্রহ্মরজ্জু কিন্তু আপনাকে কখনও সর্প বোধ করেন না। কারণ বিনা অজ্ঞানে এ ভ্রম হইতেই পারে না। পূর্ণজ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। সূচির শত পত্র ভেদের মত অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি যখন ছড়াইয়া পড়িল, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব মত যাহা তাহা যখন মায়ার গর্ভে আসিয়া প্রতিফলিত হইলেন, তখন সেই প্রতিবিম্ব মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া হইলেন—ঈশ্বর চৈতন্য। তখনও অনুভূতির কেহ রহিল না। কারণ তখনও মায়ার পূর্ণ ব্যাপকরূপে তিনি রহিলেন। তখনও তিনি মায়ার সহিত এক হইয়াই রহিলেন। এই অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান এক বলিয়া কেহ কাহারও দ্রষ্টাও নহেন, কেহ কাহারও দৃশ্যও নহেন। কাজেই ভ্রম এখন পর্য্যন্ত নাই। পরে প্রথম প্রজাপতি যিনি হইলেন তিনি সমষ্টি আদি জীব। তিনি আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বোধ করিলেন। ইনি সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু করিতে পারিলেন না। ঈশ্বর-নিঃসৃত দৈববাণী সাহায্যে ইনি তপস্যা করিলেন। এই তপস্যা জ্ঞানময় তপস্যা। এই তপস্যার ফলে তিনি দেখিলেন চিৎ অংশে তিনিই ঋত ও সত্য—তিনিই ব্রহ্ম—কিন্তু মায়িক অচিৎ অংশে তিনি ভাবী ব্রহ্মাণ্ড সমূহের দ্রষ্টা। তখন তিনি সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা করিয়া জীব-চৈতন্য ও জড় জগৎ সমস্তই দেখিলেন। ব্রহ্মার মধ্যে ভ্রমশূন্য ভাব ও ভ্রমভাব থাকিলেও উভয়ই তাঁহার আয়ত্বাধীন। তিনিই সমষ্টি জীব। কিন্তু ব্যষ্টি জীবত্ব যখন আসিল তখন ব্যষ্টি জীবের আর ব্রহ্মভাব আয়ত্বে থাকিল না। শুধু জীবভাব যাহা তাহা অজ্ঞানেই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখিতে লাগিল। শাস্ত্র এই জন্য বলিতেছেন অজ্ঞান কোথাও নাই। তথাপি যে রজ্জুকে সর্পমত ভ্রম করিল, সেই দেখিল সর্প দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমত রজ্জু বোধ রহিল না। শাস্ত্র যখন বলিলেন, ব্রহ্মই জগৎরূপ বিবর্ত্তিত। যখন বলিলেন, সর্পটা নাই রজ্জুই সর্প রূপে দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মই জগৎরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ইহা বিশ্বাস করিয়াও ভ্রম-জগৎ মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। অজ্ঞানের প্রভাব বিনা সাধনায় তিরোহিত হইল না। এখন বুঝিতেছ আদি ভ্রম কি? আদি ভ্রম কাহার?

যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ শেষার্দ্ধ। ৪১১

আবার শ্রবণ কর।

পরমার্থ ঘনং শৈলাঃ পরমার্থঘনং দ্রুমাঃ।
পরমার্থ ঘনং পৃথ্বী পরমার্থ ঘনং নভঃ॥ ৪৫
সর্ব্বাত্মকত্বাৎ স যতো যথোদেতি চিদীশ্বরঃ।
পরমাকাশ শুদ্ধাত্মা তত্র তত্র ভবেৎ তথা॥ ৪৬
সর্গাদৌ স্বপ্ন পুরুষ ন্যায়েনাদি প্রজাপতিঃ।
যথাস্ফুটং প্রকচিতস্তথাদ্যাপি স্থিতা স্থিতিঃ॥

পর্ব্বত সকল পরমার্থঘন, বৃক্ষ সকল পরমার্থঘন, পৃথিবী পরমার্থঘন, আকাশ পরমার্থঘন। সেই চিৎ বা জ্ঞানরূপী ঈশ্বর, সেই পরমাকাশরূপী বিশুদ্ধ আত্মা—যেহেতু তিনি সর্ব্ববস্তুর অধিষ্ঠান স্বরূপ, সেই হেতু তিনি আমাদের দৃষ্টিতে—তাঁহার নিজের দৃষ্টিতে নহে—আমাদের দৃষ্টিতে আমরা যেমন যেমন তাঁহাকে উদয় হইতে দেখি তিনিও সেইরূপেই বিবর্ত্তিত হয়েন। আমাদের দৃষ্টিতে যখন দেখি আকাশ, তিনি তখন যেন আকাশরূপেই বিবর্ত্তিত হয়েন। আদি প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে স্বপ্ন পুরুষের মত যেমন যেমন সঙ্কল্প করেন সেইরূপেই আপনাকে বিবর্ত্তিত করেন। যেরূপ ভাবে যাহা যাহা তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেই সমস্ত বস্তু অদ্যাপি সেইরূপেই বিদ্যমান আছে।

প্রথমোসৌ প্রতিস্পন্দঃ পদার্থানাং হি বিম্বকম্।
প্রতিবিম্বিতমেতস্মাৎ যত্তদদ্যাপি সংস্থিতম্॥ ৪৮

মায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থা-সমন্বিত ঈশ্বর-চৈতন্য মায়ার সহিত এক হইয়াই থাকেন এইজন্য কেহ তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া পূজা করে কেহ তাঁহাকেই প্রকৃতি বলিয়াও পূজা করে। ফলে তিনি প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই। কিন্তু এই সাম্যাবস্থার ভিতরে বৈষম্যের বীজ আছে। চেতনের সান্নিধ্যে গুণ-ক্ষোভ হইবেই। মায়া যিনি, তিনি অব্যক্ত। গুণ-ক্ষোভে তিনি সঙ্কল্পময়ী। এই সঙ্কল্প রূপ ধরিয়াই ঈশ্বর হয়েন প্রজাপতি। এই জগতের আদি রূপ হইল সঙ্কল্পময়। সাঙ্কল্পিক জগৎসত্তা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎসত্তা ভিন্ন, যদি ইহা বল তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই সাঙ্কল্পিক জগৎ সত্তার প্রতিবিম্ব বলিয়া মিথ্যা। ঈশ্বরের

---

৪১২ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ শেষার্দ্ধ

প্রতিবিম্ব প্রজাপতি। প্রজাপতির শরীর সঙ্কল্পময় জগৎ। সঙ্কল্প দেহধারী প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু বিবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

মায়ার স্পন্দন যাহা তাহা স্থূল দেহের মধ্যে আসিয়া যখন প্রাণ বায়ুরূপে দেহকে পরিস্পন্দিত করে, অর্থাৎ দেহস্থিত যে সমস্ত যন্ত্র সেই যন্ত্র মধ্যে আসিয়া বায়ু যখন কার্য্য করিতে থাকে তখন যন্ত্রগত বায়ুর কার্য্যে দেহ স্পন্দিত হয়। যে সমস্ত বস্তু বায়ু দ্বারা এইরূপে পরিস্পন্দিত হয় তাহারা জঙ্গম। কিন্তু যাহারা নিস্পন্দ তাহারা স্থাবর। অঙ্গ পরিস্পন্দ যাহাদের হয় তাহারাই জীব। কিন্তু চেতনা ভিতরে থাকিলেও যাহারা নিস্পন্দ বা নিশ্চেষ্ট তাহারাই পাদপাদি।

এই চিদাকাশ স্বরূপ ঈশ্বর-চৈতন্য প্রকৃতি বা বুদ্ধি উপাধিতে অবচ্ছিন্ন হইয়া অথবা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যখন খণ্ডমত হয়েন তখন সেই অংশ-উপাধি ধারণ করিয়াই তিনি জীব বিভাগ করেন, সেই অংশই সম্বিৎ চেতন হয়েন। জীব ভিন্ন অন্য স্থানে সেই চৈতন্য অচেতন মত থাকেন।

চিদাকাশের বুদ্ধি দ্বার দিয়া যে স্থলে প্রবেশ তাহাই জীবের নব শরীর রূপ পুরপ্রাপ্তি।

এখন দেখ জীবের বাহ্যজ্ঞান কিরূপে প্রকাশিত হয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ নিগুর্ণ ব্রহ্ম কোন কিছু সৃষ্ট বস্তু না পাইলে আত্ম প্রকাশ করেন না। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ কোথায় হইবে? তিনি যখন মায়ার সহিত মিলিত হয়েন, তখন তিনি ঈশ্বর-চৈতন্য নাম ধারণ করেন। ঈশ্বর-চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের মত। মহাকাশের মধ্য হইতে যেমন সূর্য্যের উদয় দেখা যায় সেইরূপ দহরাকাশস্থিত হৃদ্‌পুণ্ডরীকের ভিতরে জীব-চৈতন্য অবস্থিত। সুষুপ্তিতে জীব-সূর্য্য হৃদ্‌পুণ্ডরীকে অবস্থান করেন। আবার সুষুপ্ত জীব যখন স্বপ্নমত ভাসেন তখন জীব-সূর্য্য আপন রশ্মি দ্বারা কণ্ঠপদ্মে আগমন করেন। এই খানে আসিয়া তিনি স্বপ্ন ব্যাপারে সূক্ষ্ম জগৎ অনুভব করেন। পরে সেই সূর্য্য রশ্মি যখন অক্ষিগোলক পর্য্যন্ত আগমন করে তখন জীব-চৈতন্য সেই অক্ষিদ্বারে আগমন করিয়া বাহ্য বিষয় প্রকাশিত করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং চেতন নহে।

তবেই দেখ চিৎ সঙ্কল্পই সর্ব্ব আকার ধারণ করেন। শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ; ভূম্যাকার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি, জলশক্তিসম্পন্ন চিৎসঙ্কল্পই জল। তিনিই জঙ্গম সঙ্কল্প করিয়া জঙ্গম এবং স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর। চিতের শক্তিই এই চিৎ সঙ্কল্প। এই চিৎশক্তিই এইরূপে বৃক্ষ শিলা ইত্যাদি মূর্ত্তিধারণ করেন। ফলে চিৎশক্তি যখন যেরূপে পরিস্ফুরিত হয়, যখন যে সঙ্কল্প চিৎ করেন তখন তিনি সেইরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। সত্তা-সামান্য যদি ধর অর্থাৎ অস্তিতার দিকে যদি লক্ষ্য কর, তখন তবে স্থূল আর সূক্ষ্ম ইহাদের ভেদ কোথায় বল। যেটাকে স্থূল দেহ বল তাহাইত সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ। রজ্জু যেমন সর্পমত দেখা যায় সেইরূপ আতিবাহিকটাই স্থূল রূপে দেখা যায়। এ দেখাও অজ্ঞানে। পৃথক জড় ও পৃথক চেতন কোথায়? আদি সৃষ্টি হইতে জড়ের সহিত চেতনের সত্তা-সামান্যের অর্থাৎ অস্তিতার অভেদ।

নতু জাত্যং পৃথক্কিঞ্চিদস্তি নাপি ন চেতনম্।
নাত্র ভেদোঽস্তি সর্গাদৌ সত্তা-সামান্যকেন চ ॥ ৫৭

তবেই এখন দেখ একমাত্র চেতনই পরিপূর্ণ ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত। জীব ভাবটি পর্য্যন্ত অবিদ্যা কল্পিত। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবই অবিদ্যা বশে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুকেই শৈল, দ্রুম, ভূমি ও আকাশ রূপে দেখিতেছে। ভ্রমটা কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর—পরমার্থতঃ ভ্রম বলিয়া কিছুই নাই, সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই। তথাপি যখন সৃষ্টি বলিয়া কিছু আছে বল তখন যিনি সৃষ্টি দেখিতেছেন তিনি ভ্রমেই ব্রহ্মকে সৃষ্টিরূপে দেখিতেছেন। এই বৃক্ষ, এই শৈল, এই দেহ ইহারা মায়ার কল্পনা। প্রত্যেক সম্বিদে এই কল্পনা যখন অধ্যস্ত হয়, অবিদ্যাধ্যস্ত বুদ্ধিকৃত কল্পনা বশেই সেই এককেই ইহা, তাহা, উহা রূপে দেখায় মাত্র। আত্মচৈতন্যের প্রথম উপাধিই বুদ্ধি। স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্ম সম্বিদই স্বপ্রভায় প্রকাশিত বুদ্ধির সহিত যখন এক হওয়ার মত হয়েন তখন সেই বুদ্ধিই বিকার ভেদে কীট পতঙ্গাদি নাম ধরিয়া বিরাজ করেন। বস্তুতঃ ইহা, উহা, তাহা ইত্যাদি পদার্থ বলিয়া কিছুই নাই। যেমন কেহ জানাইয়া না দিলে উত্তর সমুদ্রতীরবাসী জনগণ দক্ষিণ সমুদ্র তীরবাসীদিগের স্থিতি জানেনা সেইরূপ এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম যাহা দেখা যায়

সম্বিদ ব্যতীত ইহাদের সত্তার স্ফুরণ হয় না। আরও দেখ মানুষের একটা চিত্ত আছে তাহা সকলেই জানে। এই চিত্তের স্পন্দন যাহা তাহাই আমরা যাহা দেখি তাহা। সমষ্টি চিত্ত-স্পন্দন-কল্পনাই এই জগৎ। মহাপ্রলয়ে মায়ার অন্তরে বিলীন সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত এই সমষ্টি চিত্ত ইহাই হইতেছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সূক্ষ্মাবস্থা। পুনঃ সৃষ্টির পারম্ভে ইহা প্রত্যক চৈতন্যনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপে ও যে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেইরূপে ও সেইভাবে চেতিত বা অনুভূত হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টি সময়ে যাহা স্পন্দনাত্মা বায়ুরূপে অনুভূত হইয়াছিল এখনও তাহা বায়ুরূপে বিদ্যমান আছে। এইরূপ আকাশ, জল ইত্যাদি। এই চিত্ত সর্ব্বগামী, ইহাই সর্ব্বত্র অবস্থিত। শরীর বায়ুর স্পন্দন ও নিস্পন্দ ভাব জন্য ইহাই স্থাবর জঙ্গম এই দুই ভাব ধরিয়াছে। বায়ুর স্পন্দন স্থাবরে নাই, জঙ্গমে আছে।

সূর্য্যের কিরণের মত সম্বিদের কিরণে এই ভ্রমময় বিশ্ব আদি সৃষ্টিতে যে ভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল সেই প্রস্ফুরণ এখনও চলিতেছে। লীলা! দৃশ্য বিশ্ব-চিত্তস্পন্দন কল্পনা বলিয়া মিথ্যা হইলেও যে জন্য সত্য মত অনুভূত হয় তাহা তোমাকে বলিলাম।

এখন এদিকে দেখ রাজা বিদূরথ মরণোন্মুখ হইয়াছেন। ঐ দেখ এই দেহ ছাড়িয়া তিনি পুষ্পমালা সমাচ্ছাদিত শবীভূত তোমার সেই ভর্ত্তা পদ্মনৃপতির হৃদ্‌পদ্মে যাইবার উপক্রম করিতেছেন।

লীলা। দেবি! চলুন কোন্ পথ দিয়া ইনি গমন করেন আমরা গিয়া তাহাই দেখি।

সরস্বতী। এই চিন্ময় জীব অন্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়াই যাইতেছেন। ভাবিতেছেন আমি দূরস্থ অপর লোকে যাইতেছি। এস আমরাও ঐ পথ দিয়া গমন করি।

একোনবিংশ অধ্যায়।

পদ্ম-মন্দির ও বিদূরথ-জীব।

পদ্মনৃপতির মনোহর মন্দির পুষ্পসম্ভারে সমাকীর্ণ। মন্দির বসন্তকালীন শোভায় শোভান্বিত। রাজকার্য্য সংরম্ভযুক্ত রাজধানীতে এই সুন্দর মন্দির। মন্দিরের মধ্যে মন্দারকুসুম মাল্য সমাচ্ছাদিত পদ্মভূপতির শব দেহ। শবের শিরোভাগে জলপূর্ণ মঙ্গল ঘট। মন্দিরের গবাক্ষ সকল এবং মন্দিরের দ্বার অনাবৃত। ক্ষীণদীপালোকে মন্দিরের নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে সংসুপ্ত জনগণের শ্বাস নিঃসরণ শব্দ সমভাবে নির্গত হইতেছে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন এই মন্দির পুরন্দর-মন্দিরকে তিরস্কৃত করিয়াছে। ইহা ব্রহ্মার অধিষ্ঠানভূত পদ্মমুকুলাভ্যন্তর্গত চারু শোভাকে নির্জ্জিত করিতেছে। এই ইন্দুকান্তি সদৃশ মনোহর মন্দির এখন মূকবৎ অবস্থিত।

ওদিকে রাজা বিদূরথ সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। তাঁহার চক্ষু স্পন্দনরহিত, অধর রাগহীন, শরীর শুষ্ক, মুখ শুষ্কপত্রের ন্যায় আভাহীন ও পাণ্ডুরবর্ণ। প্রাণবায়ু ভৃঙ্গকূজনের ন্যায় ধ্বনি করিয়া দেহ ছাড়িতেছে। রাজা মরণ মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া মনে করিতেছেন তিনি অন্ধকূপে যেন নিমগ্ন। রাজা এখন অচেতন। প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় তিনি নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়াছেন। সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য ও অন্তর্লীন। রাজার প্রাণবায়ু অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রাজশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন অন্তরীক্ষে উড্ডীন হয়, নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার জন্য রাজার জীব সেইরূপে নভোগত হইল। লীলা ও সরস্বতী দিব্য দৃষ্টিতে রাজার প্রাণময়ী জীব সম্বিদ্‌কে দেখিতে পাইলেন। বায়ুতে যেমন পুষ্পগন্ধ মিশিয়া থাকে সেইরূপ সেই জীব সম্বিদ্ নিতান্ত সূক্ষ্ম আকাশে মিশিয়া চলিতেছে। ঐ জীব বাসনানুরূপ দূর দূরান্তরে আকাশ পথে গমন করিতে লাগিল। বাতলগ্ন গন্ধ-কলাকে যেমন ভ্রমরীযুগল অনুসরণ করে সেইরূপ সেই রমণীদ্বয় রাজার জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বায়ুবাহিত জীবসম্বিদের মরণমূর্চ্ছা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্নাবস্থায় লোকে যেমন কত কি দেখে রাজাও সেইরূপে দেখিলেন যেন কতকগুলি যমদূত তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, দেখিলেন বন্ধুপ্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাঁহার দেহ হইল। দক্ষিণ দিকে যমপুরী। জীবগণের কৃত কর্ম্মের বিচারস্থান উহা। শত সহস্র জীবে যমপুরী পরিপূর্ণ। রাজা ঐ স্থানে আনীত হইলে যমরাজ চিত্রগুপ্তকে রাজার কর্ম্মানুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। লীলা! এই কর্ম্মানুসন্ধানের কথা চিন্তা করিলে কোন্ সংসারী জীব ভীত হয় না? আর কোন্ সংসারী জীবই বা নিজ দুষ্কৃত ক্ষয়ের জন্য নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা ও যজ্ঞ-দান-তপস্যা অবলম্বনে সুকৃতি সঞ্চয়ে যত্নবান হয় না? যাহারা এতটুকুও করে না তাহারা পশু হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। চিত্রগুপ্ত রাজার কর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন রাজার পাপ নাই। বলিলেন—রাজা প্রতিদিন লোভাদি দোষরহিত হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান আর ভাবনা, বাক্য ও লৌকিক কর্ম্ম করিবার সময় তিনি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহাকে লইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশেষতঃ ভগবতী সরস্বতীর বরে তিনি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। ইঁহার শবীভূত পূর্ব্ব দেহ এখনও তাঁহার গৃহমণ্ডপে পুষ্পাচ্ছাদিত রহিয়াছে। যমরাজ তখনই যমদূতগণকে বিদূরথ-জীবকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। লীলা ও সরস্বতী যমভবনের বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে উপলখণ্ড পরিত্যাগের ন্যায় যমদূত কর্ত্তৃক বিদূরথ-জীব পরিত্যক্ত হইবা মাত্র রাজা নভ-পথে চলিলেন আর উঁহারাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে তখন নভোমণ্ডল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লোকান্তর অতিক্রম করিয়া যে জগৎ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে অন্য এক জগৎ। ইহাও পার হইয়া তাঁহারা ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্কল্পরূপিণী সেই দুই রমণী রাজার সহিত তখন পদ্মরাজভবন প্রাপ্ত হইলেন। তাহার মধ্যে লীলার অন্তঃপুরমণ্ডপ। বাতলেখা যেমন অম্বুজে প্রবেশ করে, রবিকর যেমন অম্ভোজে প্রবেশ করে, সুরভি যেমন পবনে প্রবেশ করে সেইরূপে তাঁহারা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

লীলা। অপ্রবুদ্ধ লীলাকে কুমারী কন্যা ত পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল কিন্তু বিদূরথ-জীব পদ্মভূপতির শবমণ্ডপ চিনিয়া আসিলেন কিরূপে?

সরস্বতী। বিদূরথ-জীবের অন্তঃস্থ বাসনায় পদ্মশরীরের অভিমান বিদ্যমান

ছিল। এই জন্য তাঁহার বুদ্ধিতে পথের জ্ঞান প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তাই তিনি পরিচিত প্রদেশে গমনের ন্যায় শবগৃহে আসিলেন। কে না জানে সজীব বটবীজ মৃত্তিকাদি সহকারী কারণ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে অঙ্কুরিত বটবৃক্ষ ভাবে অবলোকন করে ? বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তীব্র বাসনা করিলেন রাজ্যভোগ করিব। তিনি পদ্মভূপতি হইলেন। রাজা হইয়া রাজ্যভোগ করিয়াও তাঁহার ভোগবাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পদ্মরাজার এই অবস্থাতে দেহান্ত হইল। তখনও কিন্তু বাসনা পূর্ণ হইল না। পূর্ব্বশরীর বাসনা-অনপগতই থাকিল। কাজেই সেই ভোগবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিদূরথ দেহ ধারণ করিতে হইল। লীলা ! তুমি কিন্তু বাসনা করিলে যেন পদ্মভূপতির জীব তোমার মণ্ডপগৃহ ত্যাগ না করে ; যেন ইহা আবার এই পদ্মদেহ প্রাপ্ত হয়। বিদূরথ-দেহে সেই বাসনাও প্রবল রহিল। বিদূরথ দেহে বশিষ্ঠব্রাহ্মণ দেহের রাজ্যভোগ বাসনা ক্ষয় হইবা মাত্র পদ্মদেহ-প্রবেশ বাসনা জাগিল। তাই রাজা এই দেহে আসিলেন। তাই বলিতেছি যেমন বটবীজ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত আপনার অন্তঃস্থ বটবৃক্ষকে যথাকালে ও কারণ সংযোগে পরিপুষ্ট দেখে সেইরূপ জীবের উপাধি স্বরূপ সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে অসংখ্য ভ্রান্তি নির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগত অবস্থিত থাকে। উদ্বোধক কারণ প্রাপ্ত হইয়া যখন উহার কোন একটি পরিপুষ্ট হয় তখনই সে তাহা অনুভব করে। বীজের স্বীয় হৃদয়ে অঙ্কুর অনুভবের ন্যায় চিৎকণা জীবও আপন হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করে। প্রবাসী যেমন আপনার দূরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে দর্শন করে সেইরূপ জীবও শত শত জন্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও স্বকীয় বাসনায় অবস্থিত ইষ্টানিষ্ট সকল সত্য মত দর্শন করে। তবেই দেখ বাসনা জিনিষটা কত আপদের মূল। পূর্ব্বশরীর বাসনা ভোগের জন্য এই দেহধারণ করা হইয়াছে। সে বাসনা ভোগ হইবেই। যদি এই জন্মে আবার বাসনা বৃদ্ধির কর্ম্ম কর তবে কত বার দেহ ধারণ করিতে হইবে তাহা কে জানে ? বিশেষ প্রত্যেক দেহান্তে যমলোকে যাইতে হইবে সেখানে এই দেহের কর্ম্মোনুসন্ধান করা হইবে। পূর্ব্ব দেহে যাহা করা হইয়াছিল, ভোগ ক্ষয়ে তাহার অন্ত হইবে আবার এই জন্মের বাসনা জুটিল। বল কত দিনে ভোগ-ক্ষয় শেষ করিবে ? সেই জন্য দুঃখী জীবকে বলি সমকালে তত্ত্বাভ্যাসরূপ জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার অভ্যাস করুক, সঙ্গে সঙ্গে

---

৪১৮ যোগবাশিষ্ঠ ৫৬ সর্গ।

সুকৃতি সঞ্চয়ের জন্য দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করুক আর নিত্য বাসনা ক্ষয়ের জন্য প্রতি ভোগ্য বস্তু, এমন কি প্রতি ভোগ্য দেহ এবং মনও যে দোষ-দুষ্ট তাহা বিচার করুক। ফলে বাসনা ক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস এক সঙ্গে প্রত্যহ সাধনা করুক। আর এই জন্মে যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত দুরিত ক্ষয়ের জন্য প্রত্যহ ইষ্টদেবের নিকট প্রর্থনা করুক। কখন কখনও পাপকার্য্য সমস্ত স্মরণ করিয়া মনে মনে যমালয়ের দণ্ড সমূহও বাসনাতে ভোগ করুক। ইহা করিতে পারিলে আর তাহাকে সংসার-দুঃখ-ভোগের জন্য দেহ ধারণ করিতে হইবে না।

লীলা। যে সমস্ত জীব পিণ্ড প্রাপ্ত হয় না, সংসারে যাহাদের পিণ্ড দিবার কেহ থাকে না অথবা পুত্রাদি যাহারা থাকে তাহারা যদি নাস্তিক্য বুদ্ধিবশতঃ কুসংস্কার ভাবিয়া পিণ্ডাদি না দেয় তবে সেই সব জীবের কোন্ গতি লাভ হয়?

সরস্বতী। পুত্রাদি সন্তানেরা পিণ্ডাদি প্রদান করুক বা না করুক প্রেতের বুদ্ধিতে যদি এই বাসনা উদিত হয় যে "আমি পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি" তাহা হইলে সেই বাসনাই তাহার শরীর সম্পাদন করে। শাস্ত্র বলেন—যথা শাস্ত্র পিণ্ডাদি দানে মৃত ব্যক্তির পিণ্ড প্রাপ্তির বাসনা উদিত হয়। চিত্ত যেরূপ, জীবও তদাকৃতি হয়। কি জীবিত কি মৃত কোথাও এই নিয়মের অন্যথা হয় না।

"চিত্তমেব হি সংসারঃ তচ্চ যত্নেন শোধয়েৎ।" ঋষি বাক্য ইহা। পিণ্ডবিহীন জনও "আমি সপিণ্ড হইয়াছি" এই বোধ দ্বারা সপিণ্ড অর্থাৎ ভোগ-দেহ-সম্পন্ন হয়। আবার "আমি নিষ্পিণ্ড" এই সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড ব্যক্তিও নিষ্পিণ্ড হয়। ভাবনাই সব। যেমন ভাবনা দ্বারা বিষ অমৃত হয়, অসত্যও সত্য হয় সেইরূপ পদার্থও ভাবনা দ্বারা তত্তৎভাবে সমুৎপাদিত হয়। যোগী জন ভাবনা দ্বারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থ করিতে পারেন। কিন্তু কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোন ভাবনা উদিত হয় না। কোন পদার্থ বিনা কারণে উদিত হয় নাই। একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যই নিত্যোদিত। বিশুদ্ধ চিৎপদার্থই বাসনার ন্যায় ও স্বপ্নের ন্যায় কার্য্য কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াই ভ্রান্তি দ্বারা জগদাকারে প্রকাশিত হইতেছে। যাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে তাহার পিণ্ডাদির আবশ্যক নাই। যাহার অজ্ঞান যায় নাই তাহার আছে।

লীলা। প্রেত যদি ধর্ম্ম বিহীন হয় তবে কি বন্ধুবর্গের প্রেতোদ্দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব নিষ্ফল হয়? যে প্রেত জানে "আমার ধর্ম্ম নাই", সেই বাসনা-সমন্বিত প্রেতের উদ্দেশে তদ্বন্ধুগণ যদি উগ্র বাসনা দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন তবে কি প্রেতের বাসনা পরাভূত করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মকারী প্রেতবন্ধুর বাসনা বলবতী হইবে না?

সরস্বতী। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা প্রেতবন্ধুগণের যে বাসনা সমুদিত হয় সে বাসনা প্রেত-বাসনা অপেক্ষা প্রবল। কারণ শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্য লৌকিক কার্য্য অপেক্ষা বলবান। পুত্রাদির দানদান বাসনা দ্বারা প্রেতের "আমি ধার্ম্মিক" এই বাসনা জন্মে। বন্ধুর বাসনা দ্বারাও প্রেতের বাসনার উদ্রেক হয়। কিন্তু বেদবিদ্বেষ্টা নাস্তিক পাষণ্ড-মতি মৃত ব্যক্তির কুবাসনা এত প্রবল হয় যে তাহার নিকট বন্ধুর বাসনা অতি দুর্ব্বল। তাই বলিতেছি যত্নপূর্ব্বক শুভাভ্যাসই করিবে অশুভ চিন্তা করিয়া নাস্তিক পাষণ্ড হইবে না।

দেশ কাল পাত্র দ্বারা বাসনার উদয় হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর—সৃষ্টির আদিতে ত দেশ কাল থাকে না তবে আদি বাসনা কোথা হইতে জন্মে? কিরূপে ও কোথা হইতে প্রথম সৃষ্টির কারণীভূত বাসনার উদয় হইয়াছিল? এই যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ত বাসনারই কার্য্য এবং এই সকল দেশ কালাদি সহকারী কারণ দ্বারা উদিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদিতে সহকারী কারণ না থাকায় বাসনার অবস্থান সঙ্গত হইতে পারে না, ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, ইহার উত্তর তোমাকে পরে জানাইব। ইহা জানিলেই সব জানার শেষ হইবে। এজন্য এখন বলিলাম না।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দুই জনে পদ্মনৃপতির মন্দির অবলোকন করিলেন এবং তথায় অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

লীলাদ্বয়ের দেহ।

প্রবুদ্ধ লীলা দেখিলেন যে অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল পূর্ব্বদৃষ্ট আকারে সেই বেশে, সেই দেহে, সেই চরিত্রে, সেই বয়সে এবং সেইরূপ রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দর্য্যে পদ্মভূপতির শব গৃহে আসীনা। শব পার্শ্বে বসিয়া লীলা চামর হস্তে নৃপতি পদ্মের শব-শরীর বীজন করিতেছে। মনে হয় যেন আকাশ-ভূষণ নবীন শশধর ধরাতলে উদিত হইয়াছেন। লীলা ঠিক পূর্ব্বের মত, কেবল বিশেষ এই যে তিনি বিদূরথ-ভবন ত্যাগ করিয়া পদ্ম-ভবনে রহিয়াছেন। মনোহারিণী লীলা বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া মৌনভাবে রহিয়াছেন। ইঁহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ হইতে স্নিগ্ধ শুভ্র নির্ম্মল জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতেছে। মনে হয় যেন কোন বিকসিত কুসুমিতা লতিকা বনস্থলীতে সুষমা বিতরণ করিতেছে। লীলা যখন যে-দিকে নেত্র পরিচালন করিতেছে সেই দিকেই যেন মালতী উৎপল বর্ষিত হইতেছে। লীলার অঙ্গ-লাবণ্যে যেন ক্ষণে ক্ষণে কত কত চন্দ্রমা উঠিতেছে। লীলার দৃষ্টি ভর্ত্তার উপর স্থাপিত, যেন লীলা নিপুণা হইয়া কি দেখিতেছে। মুখশশী ম্লান সুতরাং ম্লানচন্দ্র নিশার ন্যায় অল্পান্ধকার বিশিষ্ট।

প্রবুদ্ধ লীলা দেবী সত্যসঙ্কল্প বলিয়া লীলাকে দেখিলেন কিন্তু দ্বিতীয়া লীলা এখনও সত্যসঙ্কল্প নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।

প্রবুদ্ধ লীলাত পদ্মভবনে দেহ রাখিয়া ধ্যানস্থা হইয়াছিলেন এবং তৎপরে বিদূরথ ভবনে গিয়াছিলেন। বিদূরথ ভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিলেন! তাঁহার দেহ কোথায় গেল?

লীলা এই প্রশ্ন করিলে দেবী বলিতে লাগিলেন—যে দুই দাসী তোমার দেহ রক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ দেখ নিদ্রা যাইতেছে। তুমি সমাধি-লীনা হইলে তোমার দেহ পঞ্চদশ দিবসের পর ক্লিন্ন হইল এবং দেহের জলীয় ভাগ বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তোমার নির্জ্জীব দেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া ছিল। ইহা

তখন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন ও হিমানীর ন্যায় শীতল হইয়া ছিল। মন্ত্রিগণ তোমার দেহ পচিতেছে দেখিয়া তাহা চিতায় নিক্ষেপ এবং দগ্ধ করিল। তুমি মরিয়াছ ভাবিয়া রাজ্যের লোক তোমার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ ভাবিয়া এতদিন দেহ কোথায় গেল অনুসন্ধান কর নাই। ইহা স্বাভাবিক। কারণ দেহ কি সত্য বস্তু যে তাহার অনুসন্ধান হইবে? লোকের দেহ-জ্ঞানটা মরুভূমিতে জল বুদ্ধির ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তোমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে বলিয়া তুমি তোমার পরিত্যক্ত শরীর অন্বেষণ কর নাই। যাহা নাই তাহার আবার অন্বেষণ কি? এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা—এই রহস্য যে জানিয়াছে তাহার আবার দেহাদি কোথায়? যাহা কিছু চারিধারে দেখিতেছ তাহাই চিন্মাত্র বপুঃ ব্রহ্ম। তোমার ব্রহ্মবোধ যেমন যেমন পরিপক্ক হইল তেমন তেমন তোমার দেহবোধও বিগলিত হইল। তুমি এখন যে অতিবাহিক দেহে আপনার পরিকল্পিত দৃশ্য দেখিতেছ অর্থাৎ সমস্তই মনঃকল্পিত এই যে দেখিতেছ তাহা অন্যে জানিবে কিরূপে? তোমার জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এই সমস্ত ভূম্যাদি নামে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইত। তোমার এখনকার আধ্যাত্মিকভাব পূর্ব্বকার আধি-ভৌতিক ভ্রান্তিতে বিদ্যমান ছিল। শব্দ বল আর অর্থই বল কোন কিছুই বাস্তবিক নাই। সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসত্য। আতিবাহিকের উপর "আমি আধিভৌতিক" এই ভ্রম দূরীভূত হইলে তখন আর আধ্যাত্মিক আধিভৌতিকের বিচার থাকে না। স্বপ্নে যে পুরুষের "আমি মৃগ" এই ভাবনা জাগে, যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ সে কি আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার জন্য অন্য মৃগ অন্বেষণ করে? যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হইলে সর্পজ্ঞানটা ভ্রান্তি এইরূপ বোধ উদিত হয়, তেমনি ভ্রান্তজনের জগৎভ্রম দূর হইলেই যাহা সত্য তাহাই জ্ঞানে স্ফুরিত হয়।

এই সমস্ত আধিভৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃকল্পিত। অজ্ঞ মানুষ স্বপ্ন দেখার মত জগৎ-স্থৌল্য দর্শন করে। বালক যেমন নৌকা বিঘূর্ণনে ভ্রমণ অনুভব করে সেইরূপ প্রত্যেক অজ্ঞ জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করে। আত্ম-জ্ঞান হইলে আধিভৌতিক দেহ বাধিত হয়। যোগিদিগের দেহ আতিবাহিক।

লীলা। যোগিদেহের আধিভৌতিকত্ব যদি নাই তবে সেই দেহপুরস্থ জীব স্বরূপ-প্রাপ্ত অথবা মৃত হইলে আতিবাহিকতা-প্রাপ্ত-দেহ লোকে যে দেখে ইহা কিরূপ? যদি বলা যায় আতিবাহিক দেহ লোকে দেখিতে পায়না তবে ইহা যে মুক্তিকাল পর্য্যন্ত থাকে ইহা কিরূপ?

সরস্বতী। পূর্ব্ব দেহের বিনাশ না হইলেও আতিবাহিক দেহে দেহান্তর ধারণ করা যায়। স্বপ্নাবস্থায় দেহটা ত বিনষ্ট হয় না। অথচ অন্য দেহ লোকে ধরে এবং মনেও করে "আমার পূর্ব্ব দেহ বিনষ্ট হইয়াছে।"

যোগিগণ প্রারব্ধ ভোগের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নানাদেহ কল্পনা করেন এবং ঐ দেহ ধারণ করিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া লয়েন। এখানে তাঁহাদের পূর্ব্বদেহ থাকে। স্বপ্নে পূর্ব্বদেহ থাকা সত্ত্বেও আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে এক মৃগাদিভাব ত্যাগ করিয়া অপর মনুষ্যাদিভাব কল্পনা করা যায়, তখন পূর্ব্বদেহটাত শেষ হয় না অথচ আতিবাহিকতায় যাহা ধরা যায় তাহা অনিত্য।

যোগিদিগের মরণ দ্বিবিধ। (১) প্রারব্ধভোগের জন্য ঐচ্ছিক মরণ। ইহাতে যোগিগণ নানা দেহ ধারণ করেন। (২) সমস্ত প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তি। প্রথম মরণে পূর্ব্বদেহ রাখিয়াও তাঁহারা দেহান্তরের কল্পনা করেন আর দ্বিতীয় মরণে দেহের আত্যন্তিক অভাব হয়।

ঐ যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আতিবাহিক দেহ ত অদৃশ্য তবে লোকে তাহা কিরূপে দেখে তাহার উত্তরে আমি বলি সূর্য্যের আলোকে হিমকণা এবং শরতের আকাশে শুভ্র মেঘ যেমন দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অদৃশ্য সেইরূপ যোগিদেহ দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক তাহা অদৃশ্য। শরৎকালে কিঞ্চিৎ কালের জন্য মেঘাস্তিত্ব দর্শনের ভ্রম হয়।

কোন কোন যোগী "শরীর অদৃশ্য হউক" এই সঙ্কল্প করিবামাত্র দেহকে এত শীঘ্র অদৃশ্য করিতে পারেন যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক অন্য যোগীও তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। পক্ষীরা যেমন উড়িতে উড়িতে আকাশে অদৃশ্য হয় সেইরূপ। মানুষ যে তাঁহাদের দেহ দেখে তাহা তাঁহাদের সত্য সঙ্কল্পতার প্রভাব। তাঁহারা ইচ্ছা করেন "লোকে আমাকে এইরূপে দেখুক" এই জন্য লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়। কেহ কেহ যে দেখে এবং বলে "এই যোগী

মৃত” “ইনি জীবিত” এইরূপে যে যোগিদেহ দর্শন সে কেবল দর্শকের বাসনানুরূপ ভ্রান্তি। “অতএব হি প্রাক্ বিদেহ মুক্তস্যাপি শুকস্য পরীক্ষিৎ সভায়াং পুনর্দ্দশনং ভাগবতোপদেশাদিকঞ্চ ন বিরুদ্ধত ইতি বোধ্যম্”। শুক-দেহ পূর্ব্বে বিদেহ মুক্ত হইয়াও যে পরীক্ষিত সভায় দর্শন দিয়াছিলেন এবং ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা দর্শকগণের পক্ষে অসম্ভব নহে। জ্ঞানোদয়কালেই যোগিগণের দেহ বাধ হইয়া যায় বলিয়া জীবদ্দশাতেও তাহা না দেখিয়া যে দেহ আছে এই বোধ, ইহা ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুতঃ যোগিদেহ কোন কালে আধিভৌতিক নহে। সর্পজ্ঞান বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুজ্ঞান সমুদিত হয় তেমনি শান্ত জনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহ-দর্শন ভ্রম বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। জ্ঞান হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে, দেহই বা কি তাহার নির্মানস্থানই বা কোথায় এবং তাহার নাশই বা কি? যাহা ছিল তাহাই আছে কেবল অবোধটাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কো দেহঃ কস্য বা সত্তা কস্য নাশঃ কথং কুতঃ।
স্থিতং তদেব সদ্ভূতবোধঃ কেবলং স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

লীলা। আধিভৌতিক দেহটাই কি যোগের বলে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়?

সরস্বতী। “আতিবাহিক এবাস্তি নাস্ত্যেবেহাধিভৌতিকঃ”। আতিবাহিক দেহই আছে আধিভৌতিক নাই। অজ্ঞান বশে আতিবাহিকে আধিভৌতিকী মতির উদয় হয় যেমন রজ্জুতে সর্পের উদয় হয় সেইরূপ। আবার অভ্যাসের উপশম হইলে যে আতিবাহিক সেই আতিবাহিকই থাকে। আতিবাহিকজ্ঞান জন্মিলে এই দেহে গুরুত্ব কাঠিন্য ইত্যাদি বোধ থাকেই না, যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদৃষ্ট নগরের কাঠিন্যাদি থাকে না সেইরূপ। স্বপ্নকালে ইহা স্বপ্ন এইরূপ জ্ঞান হইলে যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ আতিবাহিক বোধ উদিত হইলেই আধিভৌতিকের বাধ হয় এবং আধিভৌতিকের বাধ হইলে যোগিদিগের দেহ তুলার ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হয়। লোকে যেমন স্বপ্নে আমি স্থূল নহি আমি ভার নহি, ইচ্ছা করিলে আকাশে বেড়াইতে পারি, এই জ্ঞান হওয়ার স্বপ্নে আকাশ ভ্রমণ করে, যোগিগণও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয়ে সত্য সত্য আকাশ-গমনে সক্ষম হয়েন।

দীর্ঘকাল এইরূপে থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের স্থূলদেহের কোন সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। স্থূল দেহটা শবের মত পড়িয়াই থাকুক বা ভস্মীভূতই হউক, তাঁহারা আতিবাহিক দেহেই থাকিয়া যান। প্রবোধের আতিশয্য দ্বারা যোগিগণ জীবিত অবস্থাতেই ঐ প্রকার সূক্ষ্মদেহলাভে সমর্থ হন। "আমি সঙ্কল্পাত্মা স্থূল নহি" এই স্মৃতির উদয়ে তাঁহাদের স্থূলদেহও আকাশ ভ্রমণ [illegible] হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় স্থূল ভ্রান্তি নিরন্তর উঠিতেছে বটে কিন্তু সত্য সত্যই কি রজ্জু স্থূল সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাত হয় না। পরন্তু ভ্রম বিনষ্ট হইলে সর্প আর থাকে না। আধিভৌতিক যখন নাই তখন ভ্রম সমুদিত হউক বা না হউক আতিবাহিক আতিবাহিকই থাকে। ইহার কখন অন্যথা হয় না। অতএব স্থূলদেহে আকাশ ভ্রমণ অসম্ভব নহে।

এই দুই লীলাকে কি পুরভবনের লোকেরা দেখিতে পাইতেছিল ?

না! পদ্ম লীলার দেহকে তাহারা [illegible] ভস্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া যদি আবার তাঁহাকে সশরীরে দেখে তবে তাহাকে পরলোক হইতে সমাগতা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিবে। সেই জন্য ইহারা সকলের অদৃশ্য হইয়াই ছিলেন।

আচ্ছা যদি পদ্ম লীলা সত্যসঙ্কল্পবশে ইহারা আমাদিগকে দর্শন করুক এইরূপ বলিত তবে দুই লীলাকে দেখিয়া পুরবাসীগণ কি ভাবিত ?

ভাবিত ইনিই রাজমহিষী আর ইনি ইহার বয়স্যা; কোন এক স্থানে মহারাজ্ঞী এই সখী পাইয়া থাকিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পশুরা কোন কিছু দেখিলেই, যেমন মনে আসে সেইরূপ কার্য্য করে। অবিবেকী মানবও দৃষ্টান্তানুসারে ব্যবহারিক কার্য্য করে। যেরূপে হউক একটা কিছু করিয়া মনকে প্রবোধ দেয় ইহাই সম্ভব। যথার্থ বিচার যাহা তাহা পশুতুল্য অজ্ঞানগণের অন্তরে প্রবেশ করে না, লোষ্ট্র বৃক্ষাদিতে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করেনা অপিচ তাহা বৃক্ষে লাগিয়া যেমন বিশীর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ। অজ্ঞানীর শরীর কাম, কর্ম্ম ও বাসনা প্রকৃত বিচার হীনতার জন্য একভাবেই থাকে। যদি ইহা এই দীর্ঘ সংসার রোগের একমাত্র ঔষধ স্বরূপ বিচারকে অবলম্বন করিতে পারে তবে জাগরিত হইলে যেমন স্বপ্নে শরীর কোথায় যায় জানা যায় না সেইরূপ

বিচার দ্বারা তত্ত্ববোধ জন্মিলে আধিভৌতিক ভাব যে কোথায় পলায়ন করে তাহা জানা যায় না।

শুনিবে "স্বপ্নশিখরী প্রবোধে কেব গচ্ছতি"—শুনিবে স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত জাগরণে কোথায় যায়?

স্পন্দন যেমন বায়ুতে লীন হয় তেমনি স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত বা সঙ্কল্পদৃষ্ট শিখরী সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্যে মিলিত হইয়া থাকে। যেমন অস্পন্দ বায়ুতে সস্পন্দ বায়ু প্রবেশ করে অর্থাৎ স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু প্রবেশ করে সেইরূপ বাস্তব অস্তিত্বশূন্য স্বাপ্ন পদার্থ নির্ম্মল স্বভাব সম্বিদে প্রবেশ করে। একমাত্র সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্যই নানা প্রকার পদার্থের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে। যেমন স্থির জল তরঙ্গ আকারে প্রস্ফুরিত হয়, যেমন মনের সত্ত্বা সঙ্কল্প আকারে প্রস্ফুরিত হয় সেইরূপ। এইটি যখন না হয়, মনের সঙ্কল্প যখন না উঠে, সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্য যখন 'ইহা উহা তাহা' রূপ বস্তু আকারে প্রস্ফুরিত না হয় তখনই সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্যের স্বভাব সুলভ অদ্বয়তা বা স্বরূপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তরঙ্গ ও জল যেমন অভিন্ন, বায়ু ও স্পন্দন যেমন অভিন্ন তেমনি স্বপ্নবিষয়ও সম্বিদের সহিত অভিন্ন। সম্বিদের সহিত স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর বাস্তব পার্থক্য কোন কালে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপলব্ধ হয় নাই, হইবেও না। সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্য নানা আকারের বস্তু হইতে ভিন্ন এই বোধটির নাম অজ্ঞান আর এই অজ্ঞানই সংসার। সম্বিদ্ই উক্ত অজ্ঞানের আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া সংসারাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু স্বাপ্ন সৃষ্টিটা কি? অস্পন্দ ব্রহ্ম হইতে যে সস্পন্দ জগৎসৃষ্টি, ইহা হইবে কিরূপে? বীজ হইতে অঙ্কুর সৃষ্টি যে হয় তাহার একটা সহকারী কারণ থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি যে হইবে, তাহার সহকারী কারণ কি? মানুষের মধ্যেও যাহা কিছু ঘটে তাহার একটা সহকারী কারণ থাকে। রাজা পরীক্ষিতের ভাগবত-শ্রবণে যে মুক্তি হইল তাহার সহকারী কারণ শমীক মুনির গলদেশে মৃত সর্প জড়ান। সর্ব্বত্রই এই। তাই বলা হইতেছে এক্ষেত্রে সহকারী কারণ কোথায়? সহকারী কারণ না থাকায় অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব যাহা দেখা যায় তাহা পণ্ডদ্বৈত বা অলীক। কাজেই স্বপ্নদৃষ্টিও অলীক। সহকারী কারণ না থাকায় স্থির আত্মচৈতন্য হইতে অস্থির স্বপ্ন-বিবর্ত্ত বা বাসনা-বিবর্ত্ত উঠিতেই

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরুপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২॥৹ টাকা বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত. সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই .এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৴৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজামবাহাদুর' শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভরতপুর, পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যান্য স্বাধীন

রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত—

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল।

গুণে অদ্বিতীয়! শিরোরোগের মহৌষধ। গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না, মাথায় টাক পড়ে না। যাঁহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে জবাকুসুম তৈল নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন এবং সকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুসুম তৈলে মাথার চুল বড় নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলারা পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵০। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক।

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট,—কলিকাতা

গাছ ও বীজ।

ফুলকপি পাটনাই ॥০, বিলাতী ১৲, বাঁধাকপি ॥০ ও ১৲, ওলকপি ॥০ ও ৸০, ৶৬ সেরা বেগুণ ১৲, কাশীর প্রকাণ্ড ॥০, দেশী বড় ।০, শালগম, বীট, পাগরীমূলা, বিলাতীমূলা, পাতাকপি, চুকাপালং, চীনের শাক, টেপারী, লঙ্কা ও পেঁপে ।০, গাজর, লাউ, পেঁয়াজ, কাঁথির মূলা, লালশাক, পীড়িং কণকানটে, ৵০, গাছকপি, ব্রকলী, মিষ্ট প্রকাণ্ড লঙ্কা, পাম্পকিন বা ২/ মণে লাউ, বিলাতী পেঁয়াজ, স্কোয়াস ॥০, টমেটো ।০ ও ॥০, দেশী শিম, মিঠাপালং, কুমড়া, বেতো, শুলফা ৴০ প্রতি তোলা। কাঁটাবৃক্ষ বেড়ার বীজ প্রতিসের ৩৲। ফুলের বীজ ১০ রকম ১৲।

আম, লিচু, সপেটা, কুল, পেয়ারা, তেজপাত, ডালচিনি প্রভৃতি গাছের খাঁটি কলম বিস্তর আছে, ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য।

নূরজাহান নার্সারী।
২নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিও প্যাথিক ঔষধালয়।

হেড আফিস,—৯ নং বনফিল্ডস লেন; ব্রাঞ্চ,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এবং ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ৴৫ ও ৴১০ পয়সা।

কলেরার বাক্স কিম্বা গৃহ চিকিৎসার বাক্স—ঔষধ, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১১, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫৷৴০, ৬।০ ও ১১॥০।

ইংরাজী পুস্তক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইত্যাদি সুলভ!

ভেষজ-বিধান—হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া (৪র্থ সংস্করণ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা বাঁধান) ১।০ আনা। হোমিওপ্যাথিক "পারিবারিক চিকিৎসা" ৭ম সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও সচিত্র ৩২৮ পৃষ্ঠা (সুন্দর বাঁধান) মূল্য ॥৵০ আনা। ওলাউঠা চিকিৎসা—৪র্থ সংস্করণ ৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

ভৈষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ—হোমিওপ্যাথিক সুবৃহৎ মেটিরিয়া মেডিকা প্রায় ২,৪০০ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, মূল্য ৭৲ সাত টাকা। বাঁধান ৭॥০ টাকা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা—উৎসবের পুরাতন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করায় উৎসব-সংক্রান্ত-কর্ম্মের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। আমাদের দোষের জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর উৎসব পূর্ব্ব নিয়মেই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসব ১১শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এতাবৎকাল উৎসব তাহার লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়াছে বলিয়া উত্তরোত্তর উৎসবের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাতে উৎসবের আরও উন্নতি হয় তজ্জন্য উৎসব পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উৎসবের মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া পাঁচ ফর্ম্মার স্থানে ছয় ফর্ম্মা দেওয়া হইতেছে। আরও কলেবর বৃদ্ধির সঙ্কল্প হইতেছে। যাঁহারা উৎসব প্রচারের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরর্থক, কারণ যে উদ্যম লইয়া উৎসব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে সে উদ্যম এখনও অক্ষুন্নই আছে।

দ্বিতীয় কথা—শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় নব সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি কত বড় হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারায় আমরা উহার মূল্য ২॥০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠার অধিক আকারে বড় হওয়ায় ও বাঁধাইবার খরচ অধিক হওয়ায় আমরা তিন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান গুলিই দুর্ম্মূল্য। আশা করি এমতাবস্থায় পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপাইয়া, সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া দিবার জন্য যে মূল্য হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

যাঁহারা বিচার চন্দ্রোদয় পাঠাইতে বলিয়াছেন তাঁহারা কোন্ প্রকার বাঁধান লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগকে সত্বরে জানাইবেন। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব, কারণ ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩২৩ সাল। [৯ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে" শ্রীরামচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১।৷৹ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার জন্ত ।৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্ত চিঠিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

—:০:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা।

৺কাশী।

নরতের পাপময় ধূলিরাশি মাঝে,
কে তুমি দাঁড়ায়ে দেবি, জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে ?
দীপ্ত চরাচরে, অমর-নিন্দিত সাজে,
ফুটিয়া রয়েছে হাসি তব রাঙ্গা মুখে !
বিশ্বনাথ দ্বারপাল বাঁধা তব দ্বারে,
বিরাজেন অন্নপূর্ণা দেবী তব পুরে,
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিলান সবারে
হাসি' হাসি,' চিরতরে ক্ষুধা যায় দূরে
পতিত পাবনী গঙ্গা, পাদ্য-অর্ঘ্য লয়ে,
কলকল স্বনে তব করেন স্তবন !
চন্দন-চর্চ্চিত ফুল, বিল্ব দল বয়ে,
আপনি ইন্দ্রাণী করে তোমার পূজন !
জয়া ও বিজয়া করে পদ-প্রক্ষালন,
চৌদিকে বাজায় শঙ্খ যত দেবগণ।
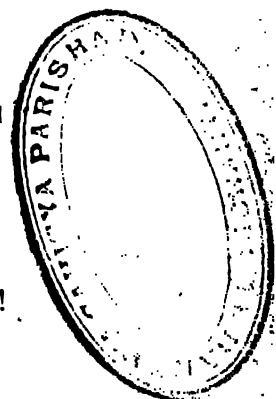
প্রমোদের রণরণি ছোটে দিশি দিশি!
মহাদেবি, কোন্ পুণ্যে আনিলে হেথায়
দ্বিতীয় কৈলাস-ধাম, যথা দিবানিশি
উৎসব-অলকানন্দা নিত্য উথলায়?
মহাযোগ প্রস্রবণ, আপনি ছুটিয়া
মানবের পাপ পঙ্ক ধুইছে সতত!
ভক্তির তরঙ্গ উঠে থাকিয়া থাকিয়া,
শোক, তাপ, জরা, ভুলে পুরবাসী যত!
অতীত সাক্ষিণি! হেথা দেখিছ দাঁড়ায়ে,
কত যুগ চলে গেছে তোমার সম্মুখে!
উত্থান-পতন কত গিয়েছে মিলায়ে,
বুদ্বুদের মত হায়, বজ্রসম বুকে!
দিতেছ মুকতি সবে, আশুতোষ-বরে,
মাগি ভিক্ষা, দাও শিক্ষা, অধম কাতরে।
বল দেখি, মহাদেবি, কি করিলে হায়,
মাতৃ-অঙ্ক পায় হেথা পতিত সন্তান?
কি বলে ডাকিলে তাঁরে, ছুটি উত্তরায়,
আসি মুছাবেন মোর সজল নয়ন!
অন্নপূর্ণা মা আমার, ছুটি এলোচুলে,
কবে লইবেন অঙ্কে, হাত ধরি তুলে?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

শরণ লইলাম।

নিজে পারি না বলিয়াইত শরণ লইলাম। যদি পারিতাম তবে শরণ লওয়ার আবশ্যক হইত না। স্থির হইয়া তোমাকে লইয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া কাটাইতে চাই। পারি না বলিয়া বলি ওগো! আমার ঐ অবস্থা তুমি করিয়া দাও। তোমাকে লইয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকা কি? ইহাতে বলা যায় না—যখন মন আর কিছুই চিন্তা করে না, সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সহ শরীর আসনে বদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, কেহ কোন ক্লেশ অনুভব করে না, আর দৃশ্য প্রপঞ্চের স্থানে চৈতন্যরূপী তুমি—তুমি হাসিতে হাসিতে উদয় হও—আমার খণ্ডচৈতন্যরূপী আমাকে তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লও—আমি তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তোমার চ'ক্ষে চক্ষু দিয়া কি যেন কি হইয়া থাকি। আহা! ইহা কি করিয়া বলা যাইবে? এই পরমানন্দে যখন সমস্ত রাত্রি কাটে তখন তোমাকে লইয়া থাকা হয়। আর যখন ইহা হয় না, চেষ্টা করিয়াও হয় না, তোমাতে ডুবিয়া থাকিতে গেলে মনটা কি যেন কি ভাবিয়া ফেলে,—ফেলিয়া তোমাকে ভুলিয়া আর যেন কি করিয়া ফেলে, তখন ত ব্যভিচার হয়। এই ব্যভিচারে ব্যথিত হইয়াই তোমার শরণ লইতে হয়। তখন আর অন্য উপায় ত থাকে না। তুমি এই গঙ্গা হইয়া সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছ। তোমাকে ডাকিয়া বলি—তুমি ত ত্রৈলোক্যতারিণী, আমি যে মনকে ঠিক করিয়া তোমাতে বসাইতে পারিতেছি না, তুমি আমার হইয়া করিয়া দাও। এই ৺কাশী, এই আকাশ, এই বন, এই বিশ্বেশ্বর, এই নবমীর দুর্গা, এই সব ষোড়শ মাতৃকা—যাহা দেখি যাহা ভাবি সবইত তুমি স্বরূপে। ওগো! আমি শরণ লইয়াছি আমাকে করিয়া দাও। আমি নিজে পারি না, তুমি বসাইয়া দাও আমি পারিব। এই শরণাপত্তি অপেক্ষা সহজ সাধনা আর কি আছে? আমি প্রাণপণে নিত্য ক্রিয়ায় তোমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করিয়াও যখন স্থিতি পাই না, তখন কাতরে ডাকি আর বলি—হওয়া কি আমি বুঝি কিন্তু স্থিতি লাভ করিতে পারি না। তুমি করিয়া দাও আমি প্রস্তুত হইতেছি—এই হইল শরণাপত্তি।

২১শে আশ্বিন বিজয়াদশমী। ১৩২৩।

শ্রীগুরু বা গুরুমন্ত্র ও ইষ্টদেবতা।

শ্রীগুরু, মন্ত্র ও ইষ্টদেবতা এই তিন এক করিয়া সাধনা করিবে। ইহাই ঋষিগণের আজ্ঞা। শ্রীগুরুই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সকল সময়ে শ্রীগুরুকে ধরা যায় না। ইষ্টকে ধরা আরও কঠিন। সর্ব্বদা পাওয়া যায় মন্ত্রকে। মন্ত্রটিও শ্রীগুরু এবং ইষ্টদেবতা। কাজেই মন্ত্রটি সর্ব্বদা জপ করিতে হইবে, তবেই শ্রীগুরু ও ইষ্টকে সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে পারা যাইবে।

শ্রীগুরুর কার্য্য হইতেছে সাধককে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া। যাহাকে চিনি না তাহার সহিত মিলন ত হইতেই পারে না। শ্রীগুরু তাই শ্রীভগবানকে চিনাইয়া দেন। মন্ত্রও ত শ্রীগুরু। মন্ত্র যখন মনকে ত্রাণ করেন তখন ইহার অর্থে ইনি শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দেন।

এখন দেখ সাধনাতে কোন্ কার্য্য হয়? শ্রীগুরুই সাধকের মধ্যে বসিয়া সাধকের সকল কার্য্য সমাধা করেন। মন্ত্রটি সাধকের প্রধানা শক্তিকে নিম্নস্থান হইতে উত্তোলন করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থানে লইয়া যান। সেখানে শক্তি, শক্তিমানের সঙ্গে মিলিত হন। মন্ত্রের স্বরূপটিই এই শক্তিমান্ পরম শিব। এই মিলনের সুখ অপেক্ষা আনন্দ আর নাই।

শাক্ত সাধকের পরমানন্দ প্রাপ্তি হইতেছে এই শিব শক্তির মিলন-সুখ অনুভব করা এবং বৈষ্ণবের সর্ব্বোচ্চ আনন্দ রাধাকৃষ্ণের মিলন সুখ অনুভব করা।

যোগী কুলকুণ্ডলিনীকে প্রাণায়াম দ্বারা জাগ্রত করিয়া যখন ছয়টি জ্যোতির গৃহ পার হইয়া সপ্তম মঞ্চে লইয়া যান তখন কুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত মিলিত হন।

প্রণবই শ্রীগুরু। তিনি সাধকের উপর কৃপা করিয়া আপনি সাধকের মধ্যে বসিয়া এই মিলন ব্যাপার ঘটাইয়া থাকেন। কাজেই শ্রীগুরু এখানে দূতি। যদি বলা যায় কুণ্ডলিনীই কি সাধক? না তাহা নহে, কুণ্ডলিনী হইতেছেন শক্তি। ইনি সাধকের মধ্যে থাকিয়া সাধকের শক্তি বলিয়া কথিত হয়েন। তবে সাধক কে? সাধক হইতেছেন চৈতন্য। ইহা সাধকের মধ্যে আসিয়া খণ্ডচৈতন্যের মত অনুভূত হয়েন। এই চৈতন্যরূপী সাধক দেখেন তাঁহার শ্রীগুরু প্রণব শ্বাসের

স্পর্শে কিরূপে কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া আপনস্বরূপ সেই পরম শিবের সহিত মিলাইতেছেন। এই দেখা বড় সুখের।

শ্রীবৈষ্ণবেরা ইহাই অন্যরূপে রসের সহিত প্রকাশ করেন।

চৈতন্যরূপী সাধকের শক্তি শ্রীমতী। চৈতন্যরূপী সাধকের পূর্ণভাব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। খণ্ডচৈতন্যের পূর্ণতা হইতেছেন অখণ্ড চৈতন্য। শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করার ব্যাপারটি হইতেছে শ্রীবৈষ্ণবগণের সাধনা। দূতী এখানে এই মিলন সংঘটন করেন। শ্রীমতীর অষ্টসখী এই কার্য্যে সহায়তা করেন। চিত্রা চিত্তপটে পলক রাখিয়া রূপ দেখাইল, শ্রীমতী রূপ দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে রূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিল। এই পলক রাখাটা শ্রীবৈষ্ণবদিগের কিছু গুপ্ত সাধনা। আরোপের মধ্য দিয়া গমনে ইহাতে বিপদও আছে। কিন্তু যে সাধক তত্ত্ব বুঝিয়া আরোপ করেন তাঁহার সাধনার স্থূল দেহটা কোথায় পড়িয়া থাকে তাহা তাঁহার মনেই থাকে না।

রূপ যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন ললিতা আচার্য্য হইয়া ব্যাখ্যা করেন। রূপটি যাঁহার তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। কৃষ্ণতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব সবিশেষ। আচার্য্যের উপদেশ হইয়া গেলে দূতীর কার্য্য আরম্ভ হয়। দূতীর নাম বৃন্দা। বৃন্দাই প্রণব। প্রণবই শ্রীগুরু। "বৃন্দা প্রণব ডাকিছে রাইকে লয়ে যেতে ধীর সমীরে।" প্রণব শ্রীগুরু শ্রীরাধাকে ধীর সমীরের ঘাটে কুঞ্জ-কুটীরে লইয়া যাইতেছেন। ধীর সমীর না হইলে শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয় না।

এই অভিসার যে রসের সামগ্রী তাহা সাধক ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। জটিলা, কুটিলা, আয়ান ইহারা সকলেই রসপুষ্টির সহায় মাত্র। ভিতরের এই অভিসার বুঝিবার জন্য শ্রীভগবান কৃপা করিয়া স্থূলে এই লীলা দেখাইয়াছিলেন। ইহা রাগানুগা। ইহা শুধু স্মরণাত্মিকা। বাহিরের কোন কিছু উদ্বোধকরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়।

বিদ্যাপতির "মাধব পেখলু অপরূপ বালা" ইহাতে যে রসের কথা আছে তাহাতে বাহিরে কিছু দেখিয়া ভাবটি মাত্র লইয়া সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দূতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—মাধব! বড় আশ্চর্য্য এক বালা দেখিলাম। সে কিন্তু তোমাতেই অনুরাগিণী। কে তারে বলিল—দেখ রে তোরেই সে বড় ভালবাসে। এ কথা শুনিয়া সে এমনি ভাবে, (যে একথা বলিল) তার গলা জড়াইয়া কত যেন কি যে প্রকাশ করিল তাহা বুঝি সেও বুঝে

না। আর একদিন যখন বলা হইল—তোর ভাগ্যের সীমা নাই তখন সে কতই কাঁদিল। সাধক এইগুলি দেখেন। এগুলি ভাবের উদ্দীপক। এইগুলির সংবাদ সেই জ্যোতির ঘরে গিয়া দিতে হয়। ইহাতে রসের সহিত সাধনা হয়, এইভাবে মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট মিলাইয়া ভজন কর।

আর একবার বলি গুরু, মন্ত্র ও ইষ্ট দেবতা এই তিন এক। ইহার কোন একটি অবলম্বন করিলেই তিনটিকেই পাওয়া যায়। মন্ত্র ও ইষ্ট দেবতা ত কথা কন না, সেইজন্য গুরুকে অবলম্বন করা প্রথমেই কর্ত্তব্য। আর শ্রীগুরুর নিকটে ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্ট দেবতার অর্থ জানিতে হয়। মন্ত্র ত একটি শব্দ মাত্র। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ যাহা তাহা ইষ্ট দেবতা। সেই ইষ্ট দেবতাই অবতার, আত্মা, বিশ্বরূপ ও নিগুণ সমকালে। শ্রীগুরুর নিকটে ইষ্ট দেবতা সম্বন্ধে মোটামুটি জানিয়া লইয়া তাঁহাকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। ইষ্ট দেবতা যিনি তাঁহাকে মন্ত্রে আরোপ করিবে এবং শ্রীগুরুতে আরোপ করিবে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিবে ইষ্টদেবতাই মন্ত্ররূপী এবং গুরুরূপী। ধ্যানকালে ইষ্ট দেবতার স্থানে যদি গুরুমূর্ত্তি আসিয়া উদয় হয় তবে গুরুমূর্ত্তিতেই ইষ্টের অসি বাঁশী মুণ্ডমালা ধনুর্ব্বাণ শিঙ্গা ডমরু জটা বাঘছাল—যার যেটি সেইগুলি পরাইয়া গুরুকেই ইষ্টমূর্ত্তি ভাবনায় দিয়া দিবে। আর যদি মন্ত্রের সাহায্যে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ধ্যান করিতে পার তবে সহজেই ইষ্টকেই ধ্যান করিতে পারিবে। এই কার্য্য সাধনায় সরস করিবে। পরে যখন বাহিরে আসিবে তখন ভাবনা করিবে ইষ্টদেবতাই এই গঙ্গা, এই আকাশ, এই বন, এই মেঘ, এই পশু পক্ষী, এই নরনারী। সর্ব্বত্রই ভাবিবে আমার ইষ্টদেবতাই এই সব সাজিয়াছেন। ইষ্টদেবতাই আমার শ্রীগুরু। ভাবনা কর "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।" এইভাবে তুমি যাহার উপাসনা কর তিনি মুর্ত্তিমান হইয়াও ব্যাপক। ইহার ধারণা ধীরে ধীরে আসিতে থাকিবে। তারপরে যাহাকে পাইবার জন্য আরোপ কর তাহাকে যখন পাও তখন আর আরোপের প্রয়োজন হয় না। যতদিন রাজাকে না দেখা যায় ততদিন রাজার পারিষদদিগকে বলা হয় এই রাজা এই রাজা। পরে রাজাকে পাইলে আরোপের প্রয়োজন হয় না। আরও একদিক দিয়া দেখ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অপার করুণার মূর্ত্তি আমার শ্রীগুরু আমার মধ্যে বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কুণ্ডলিনীকে পরম শিবের সহিত মিলাইয়া দিতেছেন। আর সাধক তাহাই দেখিতেছে। খণ্ড-চৈতন্যস্বরূপ সাধক দেখিতেছে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। মন্ত্র ত শব্দ, কিন্তু

মন্ত্রের অর্থ কাহাকে দেখাইতেছে? দেখাইতেছে অখণ্ড চৈতন্যকে। অর্থাৎ খণ্ড চৈতন্যস্বরূপ আমি দেখিতেছি মন্ত্ররূপী ইষ্টদেবতাই অখণ্ড চৈতন্য। তবেই হইল মন্ত্রের অর্থ যাহাকে দেখাইয়া দিতেছে তিনিই খণ্ডচৈতন্যস্বরূপ যে আমি—আমারই পূর্ণত্ব।

এই গুরুমন্ত্র ও ইষ্টকে এক করিয়া লইতে পারিলে যে কত সুখ সে কথা বলিতে কে সমর্থ? এই গঙ্গা, এই প্রবল বর্ষায় ইহা সমুদ্রের মত গর্জ্জন করিয়া তরঙ্গ তুলিতেছে ভাঙ্গিতেছে ও ভাসাইতেছে। আহা! আমার ইষ্টদেবতাই এই গঙ্গা। শতবার মনে হয়—মানসে এই ইষ্টদেবতাস্বরূপিণী গঙ্গাকে বক্ষে ধারণ করি। ইহা হয় ভাবনায়। কত সুখ তখন। স্থূলের সংস্রব নাই। সূক্ষ্মেই হৃদয়ে ধরা। ইহাতে প্রাণের ব্যাকুলতা কত। অথচ স্থূল স্পর্শের বিকার এখানে নাই। তিনই এক—ইহা বুঝিয়া সাধনা করিলে সব রক্ষা—সব সুখ।

আশ্রমে সংকীর্ত্তন।

যোগও জ্ঞানের নাম শুনিলে আধুনিক ভক্তগণ যেমন ক্ষেপিয়া উঠেন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের নাম শুনিলে আধুনিক যোগ-জ্ঞান-গর্ব্বী ব্যক্তিগণ নাসিকা কুঞ্চন করেন। আমাদের কোন বালাই নাই। আমরা নিজের মতকে অতি তুচ্ছ মনে করি আর ভাবি যদি মন কখন গুরু ও বেদান্ত বাক্যে ভরিয়া যায় তবেই জীবন সার্থক। আমাদের চেষ্টা ঋষিগণের পদানুসরণ করিতে করিতে তাঁহাদের উপদেশের সহিত নিজের মত মিলান। আমরা উপদেশ পাই বিনা কর্ম্মে রাগ-দ্বেষরূপ মনের ময়লা ধোয়া হইবে না। আর মনোমল থাকিতে থাকিতে চঞ্চল মন কখন শ্রীভগবানের রূপে গুণে কর্ম্মে বা স্বরূপে একাগ্র হইবে না। একাগ্রতা লাভ করিতে না পারিলে কখন ভক্তি স্থিরত্বলাভ করিতে পারিবে না। ভক্তি না হইলে কখন জ্ঞানের সোপানস্বরূপ বিচারের উদয় হইবে না। বিচারজনিত জ্ঞানের উদয় না হইলে কখন মুক্তি বা সংসার দুঃখ নিবৃত্তি হইতেই পারে না। বলিতেছি আমাদের স্বতন্ত্র কোন মত নাই। ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয়াই

আমরা মনের গঠন করিতে চাই। কাজেই ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ ঋষিগণের প্রদর্শিত নিত্য কর্ম্ম আমরা মানি এবং আর সকলকেও তাহা মানিতে বলি। কারণ আমরা বুঝি যে আধুনিক লোকের কথা শুনিয়া যদি ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মিক্যাদি ঋষিদিগের কথাতে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মে, তবে আমরা নিতান্ত অসার। অসার এই জন্য যে আজকালকার রাগদ্বেষ-দুষ্ট মানুষের কথা শুনিয়া যদি তখনকার প্রবুদ্ধ ঋষিদিগকে অগ্রাহ্য করা যায় তবে কোন্ পতঙ্গ বা পিপীলিকার কথা শুনিয়া আমরা আজকাল কার রাগ-দ্বেষ-মলীমসলিপ্ত ঋষিদিগকে পায়ে ঠেলিব তাহাত বলিতে পারি না।

বলিতে ছিলাম সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায়। শ্রীভাগবতে ত আছেই, তন্ত্রেও আছে অন্য স্থানেও আছে। এমন কি ইহাও পাওয়া যায় যে

পঠেৎ চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং
কারয়েৎ হরি নামানি কলৌ কার্য্য চতুষ্টয়ম্।

এই বাক্য তুলিলাম এই জন্য যে আধুনিক বৈষ্ণব, শাক্তকে নিতান্ত অসার ভাবিলেও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনও কলির কার্য্য চতুষ্টয়ের মধ্যে শাক্তেরও এক কার্য্য বটে। অন্ততঃ এই সময়েও বৈষ্ণব শাক্তকে একটু ভাল বাসিতে পারেন আর শাক্তও বৈষ্ণবকে ভাল বাসিতে পারেন।

ভালবাসাই সকল ধর্ম্মের সার। শ্রীভগবানকে ভাল বাসিতে না শিখিলে আর জীবে জীবে শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন ইহা দেখিতে অভ্যাস না করিলে শাক্ত বৈষ্ণবাদি, দলাদলি সম্প্রদায়ের নামজারী মাত্র।

বলিতে ছিলাম আশ্রমে নাম সঙ্কীর্ত্তন। এ আশ্রম কোথায় তাহা বলিবার সময় এখনও হয় নাই। এককালে ইহা আশ্রম ছিল—কালে আবার হইতেও পারে। আশ্রম হউক বা না হউক বা ইহা ভবিষ্যৎ গর্ভে থাকুক সঙ্কীর্ত্তন কিন্তু হইল। এই সঙ্কীর্ত্তনে একটা উচ্ছ্বাস উঠিল সে উচ্ছ্বাসে মনে হইল যার সঙ্কীর্ত্তন সে যেন আসিল। নতুবা এপ্রবাহ হৃদয় ছুঁইয়া যায় কিরূপে?

মানুষ ত তাঁরে কিছুতেই আনিতে পারে না। জপে তাঁরে পাওয়া যায় না ধ্যানে না, বিচারে না, যজ্ঞে না, তপস্যায় না, দানে না, কোন কিছুতেই না। তবে কি তাঁরে পাওয়াই যায় না? যায়—পাওয়া যায়। সে যে সর্ব্বত্র আছে, ভিতরে বাহিরে আছে, দূরে আকাশ ছাইয়া আছে নিকটে হৃদয় ছুঁইয়া আছে। সে যে আপনার হতেও আপনার। সে যে সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সে যে গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ

সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—সে যে চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ বাক্যের বাক্য। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষু-রতিমুচ্যধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি। সে প্রতি শ্বাসে আছে। হায়, তবু মানুষ তারে পায় না। পায় না কেন? মানুষ তারে চায় না। সত্য সত্য সব ছাড়িয়া তারে চায় না বলিয়াই সে আসে না। যে সব ছাড়িয়া তারে চায়—যখন সে দেখে—যে এ আর আমায় ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না; সে যখন দেখে আমায় না পাইলে এ আর বাঁচে না—আমাকে এ লবণ তৈল ইন্ধনের মতন একটা মনে করে না—সকলের সঙ্গে জড়াইয়া আমায় চায় না; সে যখন দেখে এ আমাকেই চায় তখন সে মানসে উদিত হইয়া বলে এ আমায় দেখুক। সে যতক্ষণ ইহা না মনে করে ততক্ষণ কেহ কি তারে দেখিতে পারে? কিছুতেই পারে না। শ্রুতিও তাই বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে"।

বলনা কবে তোমার আমার সেই দিন হইবে যখন সে আসিয়া হাতে ধরিয়া আমাকে তোমাকে তার চরণকমলের ছায়ায় বসাইবে? আহা! তখন বা কেমন হইবে? কবে আমাদের সেই দিন হইবে যখন আমরা তাঁহার আজ্ঞা মত প্রাণ-পণে কর্ম্ম করিব আর প্রতি কর্ম্মে প্রতি ভাবনার প্রতি বাক্যে তারে বলিতে পারিব এই কর্ম্মত আসিয়া পড়িল—হ্যাঁগা আমি কি ইহা করিব? কোন ভাবনা উঠিলে কবে তুমি আমি বলিতে শিখিব—হ্যাঁগা এই ভাবনা ত উঠিতেছে, আমি কি ভাবিব? কাহারও সহিত কথা কহিতে হইলে কবে তাহার অনুমতি লইয়া কথা কহিতে শিখিব? ইহা যখন অভ্যাস হইবে তখন হইবে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই কর্ম্মজা সিদ্ধির পরেই যাহা চাই তাই পাইব।

সঙ্কীর্ত্তনে তারে যে পাইয়াছিল, তার ব্যাকুল প্রাণের কথা বড়ই সুন্দর ভাবে পাওয়া যায় আর যখন সে বলে আহা এ আমাকে দেখুক তখন কাতর প্রাণের সে রূপ দর্শন যে কত মধুর তাহা ত বলা যায় না। তাই সে রূপ বর্ণনা স্বর লহরীর মধ্যে শুনিয়া শুনিয়া প্রাণ বড়ই মাতিয়া উঠে। অতি পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। আহা! এই শুভমুহূর্ত্ত যার জীবনে না আসিয়াছে সে বুঝি এই সংসারে যাকে তাকে সুখ মনে করিয়াই অতি দীনহীনবেশে চলিয়া যায়। যার কিন্তু এই শুভ মুহূর্ত্ত কখনও আসে সে যে কোন কর্ণ দিয়া গান শোনে তাহা ত বলা যায় না। শোন না ঐ ভাবে এই গান—দেখ না কি হয়? ঐ যে গায়—

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি কোটি মদন আরো॥
ভাল সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল নয়ন।
অধর বিম্ব মধুরহাস কুন্দ কলিকা দশন॥
মণিকুণ্ডল মকরাকৃত অলকা ভৃঙ্গপুঞ্জ।
কেশরক তিলক বনু শোন মৌরীমুঞ্জ॥
নবজলধর তড়িতাম্বর গলে বনমালা শোভে।
কৌস্তুভভার গজমতি হার জগজন মন মোহে॥ (উদ্ধবদাস)

সুরের সঙ্গে এই গান শোন দেখি, দেখিবে কি ছবি যেন হৃদয়ে আঁকা হইয়া যায়; আর কোন্ ধীর সমীরের অবস্থায় নিজের ঘরে কি অপূর্ব্ব দেখিতে দেখিতে কোথায় গিয়া তুমি কত শান্ত হইয়া যাও। এ অবস্থায় শরীরের বোধ থাকে না, মনের বোধ থাকে না, স্থুল সূক্ষ্ম পার হইয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাব রাজ্যে গিয়া তুমি আপ্যায়িত হও।

সঙ্কীর্ত্তন বড় মধুর জিনিষ। কর শুন, এই সঙ্কীর্ত্তন। দেখ প্রাণ মন কোন্ ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে কেমন স্থির হইয়া যায়; তখন একবার ভজন কর। করিয়া দেখ কোন্ প্রেমের রাজ্যে গিয়া তুমি প্রেমে গলা মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া নিজে সেই প্রেমে গলিয়া যাও।

শোন সঙ্কীর্ত্তনে কি সুন্দর সুরে খোল করতালের তালে গাহিতেছে—

কেন রয়েচ মোহে ভুলিয়ে।
স্মর গোবিন্দমাধবে বিপদ বান্ধবে যাবে তম তব ঘুচিয়ে;
পাবিরে আনন্দ ভজলে নিত্যানন্দ নিরানন্দ যাবে চলিয়ে;
আবার অন্তিমের ভয় রবেনা নিশ্চয় হবি লয় আনন্দ ময়ে॥
হরিনাম সুধা পান করিলে, যাবে ভবক্ষুধা চলিয়ে।
তুমি ডাক দিবানিশি প্রেমানন্দে ভাসি, হরি হরি হরি বলিয়ে॥
আমায় আমার বলে মিছা ভূমণ্ডলে আছ গোলে মূল ভুলিয়ে;
যে জন জীবের, হয় কর্ণধার শ্রীপদতরী বিতরিয়ে;—
কে তব আপন বলনারে মন হবেরে মরণ সময়ে;—
ও তোর যত রত্নধন, পুত্র পরিজন, সকলি রহিবে পড়িয়ে॥

মনরে ত্যাজ অভিমান হওরে বিনীত,
ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধে হও বিরত,
ভাবনা ব্যথিত না হ'ও কদাচিত অনিত্য সকলি জানিয়ে,
তুমি নয়ন মুদে ভাব, শ্রীরাধামাধব কেশব করুণাময়ে ;
ও তোর রবেনা যাতনা, পুরিবে কামনা যুগলরূপ নেহারিয়ে ॥

সুর ত আঁকা যায় না নতুবা বলিতাম এই সুরের মূর্ত্তি কি করিয়া হৃদয় দলিয়া যায়। ইহার পরেই আবার শোন কি ঝঙ্কার উঠে। আহা! এই রূপানুরাগ যে প্রাণে মাখিতে পারে, হৃদয় যার ব্যাকুল হইয়া তারে ধরিতে যায়, আর ধরিতে না পারিয়া কি এক আনন্দ মাখা জ্বালা অনুভব করে, আহা! এই তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ কোথায় লইয়া যায় তাহা বলিবে কে? পান করিতেও পারা যায় না ফেলিবারও সামর্থ্য নাই—এ কি বিষামৃত ইহা! ঐ শোন কি গান—

আহা কি সুন্দর রূপ মনোহর
নব জলধর জিনিয়ে বরণ।
ত্রিভঙ্গিম ঠামে কিশোরী বামে
মোহন বাঁশরী করিছ ধারণ॥
মৃদু মৃদু হাস্য অধর কোণে
সুন্দর চাহনি বঙ্কিম নয়নে,
কটি বেষ্টিত পীত বসনে
বনমালা গলে শোভন।
চরণে নুপূর শিরে শিখীপাখা
শ্রীমুখ পঙ্কজে চন্দন রেখা
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
তিল ফুল জিনি নাসিকা গঠন॥
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণে জড়িত
ত্রিতাপ তাপেতে হতেছি ত্রাসিত
আশ্রিত কিঙ্করে ক'রনা বঞ্চিত
ভীতিহর ভব ভঞ্জন॥

গান ত থামিল কিন্তু আশ্রমের সবাই স্থির। নীচে বুঝি ত্রিলোক পাবনী চলৎ-

কণৎ-কঙ্কণ নূপুর-ধারিণী বিষ্ণোঃ সঙ্গতি কারিণী গঙ্গামনোহারিণীও স্থির হইয়া ইহা শুনিতে ছিলেন। গান ত থামিল কিন্তু এই স্বরলহরী কোথায় যেন ঝঙ্কার রাখিয়া গেল। তার পরে এই গিরিজাপতি নগরীর সঙ্গীত! আহা কত সুন্দর! ঐ শোন—

(মন) আনন্দবন গিরিজাপতিনগরীরে
মন কেঁউ নহি বাসত লাগাওত রে॥
কাশী সমান নাহি দ্বিতীয় পুরী ব্রহ্মা আদি দেব গুণ গাওত রে,
এ মন কাশী কাহে নাহি সেবে শিবশম্ভু সদা ভাওত রে॥
মুক্তি প্রবাহ যাঁহা গঙ্গা সুর নর মুনি হর আওত রে,
কীট পতঙ্গ আদি নানা জীব সব্‌কি মুক্তি করাওত রে॥
অন্ত সময়ে মহাদেব শম্ভু সদা তারক মন্ত্র শুনাওত রে,
সাঁজ সবেরে জাগাতে ভবানী ডমরু শিঙ্গা বাজাওত রে॥
তুলসী দাস ভজ পাবরে মহাদেব কাশী পরমপদ পাওত রে॥

আর কি বলা যাইবে এই সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

সঙ্কীর্ত্তনের কি অপূর্ব্ব মহিমা। ইহা যেন মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া যিনি গঙ্গা' অন্তরীক্ষ, আকাশ, বন লইয়া বিশ্বরূপে সর্ব্বদা ভাসিতেছেন—দৃশ্যদর্শন মার্জ্জনান্তে সেই আপনি আপনিকে নিকটে আনিয়া দেয়। শ্রুতি যাঁহাকে পাইবার কৌশল, পাইবার সাধনা দেখাইয়া বলিতেছেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" বলিতেছেন—শুধু পুষ্পিত ফলিত জগৎ শোভা দেখিয়াই মনে ভাবিও না দেখা হইল; চন্দ্র তারকা মণ্ডিত আকাশচ্ছবি দেখিয়াই ভাবিও না আর দেখিবার কিছু নাই; শুধু বসন ভূষণ দেখিয়াই দেখা শেষ করিও না কিন্তু যে এই বিচিত্র ভূষণে বিচিত্র বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নামরূপের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া যে সর্ব্বদা তোমায় দেখিতেছে তারে একবার দেখ, তারে দেখিয়া দেখিয়া নামরূপের উপরে সেই রমণীয় দর্শনকে একবার ভাসাও। সেই রমণীয় দর্শনকে এই পরিলক্ষিত বিশ্বের সর্ব্বত্র একবার মাখাইয়া ফেল একবার "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" করিয়া ফেল দেখিবে 'ওতোতপ্রোতিস্তব্য' সবাই সে হইয়া গিয়াছে।

যদি বল করিবে কিরূপে? ইহাও ঋষিগণ সাধনা করিতে বলিতেছেন; নিত্য বলিতেছেন; নিত্য ক্রিয়ায় সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে বলিতেছেন। বলিতেছেন যাহা

দেখ—এই দেহ, এই মন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সর্ব্বত্র সকল বস্তুর উপরে গায়ত্রী জপ করিয়া দাও, দেখিবে ইন্দ্রজাল মাথা সেই দাঁড়াইয়া আছে রূপরসের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রজাল হইয়া গিয়াছে—তরঙ্গ ভঙ্গ নীচে ডুবিয়া গিয়াছে—যে আছে সেই আছে!

ইতি ১৮ কার্ত্তিক, ১৩২৩।

কোন্ তুমিতে আমার প্রয়োজন ?

তোমার এক অবস্থা আছে যে অবস্থায় তুমি কিছু করাওনা আর তুমি কিছু কর ও না। "নৈব কুর্ব্বন্ না কারয়ন্"। এ বুঝি তোমার সমাধির অবস্থা? তোমার স্বরূপস্থিতির অবস্থা? তোমার তুরীয় অবস্থা? এ অবস্থায় যদি কখন আমাকে লইয়া যাও তখন না হয় বলিব তুমি কিছু করওনা আর করাওনা। কিন্তু এ অবস্থা ত আমার হয় নাই। আমার যে অবস্থা সেই অবস্থায় তোমার কোন্ ভাব ভাল লাগে?

যে অবস্থায় তুমি কাহাকেও উপেক্ষা কর না, যে অবস্থায় তুমি বল "সুহৃদং সর্ব্ব ভূতানাং" তুমি সকল ভূতের—সকল প্রাণীর সকল অনুতপ্ত পাপীতাপীরও সুহৃদ, যে অবস্থায় তুমি "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" তুমি "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" তোমার সেই ভাব ধরিয়া তোমাকে ভজনা করিতে ভাল লাগে। সেই যে যেথানে বলিতেছ "ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ"—সেই যে যেখানে জীবের ভজনার সুবিধার জন্য নিজের বিভূতি বলিতে বলিতে বলিতেছ "মানুষ যে মৃত্যুর ভয় করে আমিই সেই মৃত্যুরূপে মানুষকে গ্রহণ করি—মানুষ যে রোগ শোক দুঃখকে এত কষ্টকর মনে করে এ সকল আমিই—আমিই মানুষের অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিবার জন্য রোগ শোক দুঃখের অস্ত্র ধরিয়া মানুষকে নির্ম্মল করিয়া দিয়া যাই—আরও কত কি বলিতেছ, সেই তোমাকে আমার ভাল লাগে।

ষড়োর্ম্মির সকল উর্ম্মিই যে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। একটু নিদ্রা কম হইলে ভাবি—এরূপ নিদ্রাশূন্য হইলে কয়দিন বাঁচিব? দুইদিন আহার না পাইলে যাতনায় অস্থির হইয়া বলি—এইরূপে না খাইয়া মানুষ কয় দিন বাঁচে? রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া বলি—আর যাতনা ত সহিতে পারি না। শোকে এখনও

যে আমাকে অভিভূত করে। মৃত্যুর পরে যমালয়ে যাইতে হইবে সেখানে ধর্ম্মরাজ— যিনি গোপনে যাহা মানুষ করে তাহাই চিত্রিত করিয়া রাখেন সেই চিত্রগুপ্তকে যখন বলিবেন ইহার কর্ম্ম অনুসন্ধান কর—এই কর্ম্ম অনুসন্ধানের কথা যে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, জরা মরণ যে আমাকে এখনও বিভীষিকা দেখায়। আমি বুঝি আমি চেতন, আমার জনন মরণ নাই, ক্ষুধা পিপাসা নাই; রোগ শোক নাই, কিন্তু চেতনভাবে থাকিতে না পারিয়া আমি দেহে আত্মবোধ করিয়া ফেলি— প্রাণে আত্মবোধ করিয়া ফেলি—মনে আত্মবোধ করিয়া ফেলি। আত্মস্বরূপে যে আমি স্থিতিলাভ করিতে পারিনা, সেইজন্য আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ তুমি তোমাকে আমার ভাল লাগে। সেই যে আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ তুমি প্রহ্লাদের আর্ত্তি দূর করিবার জন্য স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর হইতে উঠিয়াছিলে; সেই যে রাবণ—ভয়ভীত বিভীষণকে অভয় দিয়াছিলে; নক্রগ্রস্তপদ কুম্ভীর শুণ্ড উত্তোলন করিয়া যখন চিৎকার করিয়া তোমায় ডাকিতেছিল তুমি তখন—আর ক্রন্দন করিও না এই বলিতে বলিতে চক্রদ্বারা কুম্ভীর-বদন হইতে হস্তীকে রক্ষা করিয়াছিলে; সেই যে—হা কৃষ্ণ! হা অচ্যুত! হা কৃপাজলনিধে! হা পাণ্ডবদিগের গতি! কোথায়! কোথায় তুমি—দুঃশাসন হস্তে নিপীড়িত হইয়া তোমার দ্রৌপদীর এই কাতরোক্তি শুনিয়া থাকিতে না পারিয়া তুমি লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে; সেই যে গৌতম-বধূ পাষাণরূপিণী হইয়া যখন একযুগ ধরিয়া আতপানিল সহ্য করিতে করিতে তোমায় ডাকিতেছিল আর তুমি পাষাণীর বক্ষে চরণ দিয়া তাহার দুঃখ দূর করিয়া তাহাকে তাহার নিজরূপ দিয়াছিলে; সেই যে সুরুচির মর্ম্মভেদী বাক্যে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব যখন মাতার মুখে শুনিল "ডাকিলেই তোমাকে পাওয়া যায়, তুমি আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ তুমিই সকলের গতি; সেই যে "ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিধ কৃষ্ণানুসরণাম্" ব্রজগোপিকাদিগের সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছিলে; সেই যে ঋষি দুর্ব্বাসা হইতে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রৌপদীর কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলে; সেই যে সন্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলে; সেই যে দুক্রিয়াসক্ত পাপিষ্ঠ অজামিলের মৃত্যু কালে নারায়ণ বলিয়া ডাকাতেও তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলে; সেই আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ তুমি তোমাতেই যে আমার প্রয়োজন। আমার যে বহুদুঃখ এখনও আছে; আমি যে পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতিবশতঃ স্থান কালকে নিজের মত করিয়া তোমায় ডাকিতে পারি না, ডাকার সাধ যে আমার মিটিল না। শুধু জ্ঞানের গর্ব্বে আর

ভক্তির উপকথায় যে আমার প্রাণ জুড়াইল না। আহা! তোমাকেই যে আমার নিত্য প্রয়োজন। আহা! যে তুমি অব্যক্ত তাহাতে আমার যে ঠিক হয় না; তুমি কাছে কাছে আছ বিশ্বাস করি; তোমার ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটি অবধি নড়িতে পারে না শুনি; তোমার ইচ্ছা না হইলে স্থান কালে মানুষের বাধা জন্মাইতে পারে না ইহা জানি বিশ্বাস করি তবুও যে শরীর বৈকল্যে এবং মনের বৈকল্যে অস্থির হইয়া তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া সব অগ্রাহ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ! তোমাকে যে আমার নিত্য প্রয়োজন! হে হরি! হে অগতিরগতি! কেমন করিয়া আসিলে আমি আর কিছুতেই তোমাকে ভুলিয়া না যাই তেমনি করিয়া আসিয়া আমাকে চিরতরে নিশ্চিন্ত করিয়া দাও। আর আমি কি বলিব? আমি কিই বা বলিতে জানি?

৯ই আশ্বিন সোমবার ৺কাশীধাম। রাণামহল।

পুনশ্চ। ঠাকুর! কর্ম্ম দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিতে হয় এই তুমি বলিতেছ আর বলিতেছ যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিতে হয়। এই যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজনই কি তোমার প্রসন্নতা? যাঁহারা তোমাকে ডাকিতে জানেন তাঁহারা বলেন "হৃদয় মন্থনে অসুরের ভাগ্যে উঠে গরল আর দেবতার ভাগ্যে উঠে সুধা। বল, দান পূজা জপ ক্রিয়া এই সব কর্ম্মে যদি প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন মনে হয় বুঝি তুমি আসিয়া পূজা গ্রহণ কর—এই জপে পূজায় যে কাতরতা তাহার নাম কি তোমার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি? সারা ব্রহ্মাণ্ডে এক তোমারই ভাবনা যখন হয় তার নাম কি ভগবৎ প্রসন্নতা? হায়! সকল অবস্থায় ইহা থাকে না কেন? ইহা স্থায়ী না হইলে বুঝি জীবের হাহাকার দূর হইবার নহে? আহা! কবে এমন হইবে যখন আমি সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য সকল ভাবনা—আগে তোমাকে স্মরণকরিয়া—আগে তোমাকে জানাইয়া করিতে শিখিব? এইরূপ কর্ম্মেই বুঝি কর্ম্ম শূন্যতা আসে—পরে হয় জ্ঞান?

সংসার আশ্রম।

সংসারকে আশ্রম করিয়া ফেল। শুধু খাওয়া দাওয়া আর অর্থোপার্জ্জনের জন্য ছেলে মানুষ করা এই জন্যই কি সংসারাশ্রম? আর সকল জাতিই যদি এই জন্য সংসার করে তা করুক কিন্তু তোমাকে আরও কিছু করিতে হইবে। শুধু সংসার করিলে চলিবে না সংসারকে আশ্রম করিতে হইবে। সংসার আশ্রমে যতগুলি নরনারী আছে ইহারা যদি শ্রীভগবানকে চিনিয়া এই সংসার পার হইতে না পারে তবে সংসারের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদন করা হয় না। এই মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য যত কম হইবে ততই সংসার দুঃখময় হইয়া যাইবে। চারিদিকে তাকাইয়া দেখ বুঝিবে সংসার দুঃখময় হইয়াছে কি না। যদি সংসারকে আশ্রম করিতে পার তবে সংসারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

বলিতেছি ত যে কয়েকটি প্রাণী লইয়া তোমার সংসার তাহাদের সকলকে চিনাইতে হইবে শ্রীভগবান কে। ইহাতে তোমারও চেনা হইবে সঙ্গে সঙ্গে সকলে যাহাতে চিনিতে পারে তাহার সাহায্যও তুমি করিতে পারিবে।

শ্রীভগবান কি—এই বিষয়ে নিত্য আলোচনা যাহাতে হয় সংসারে তাঁহার একটা সময় রাখ। করিলেই ইহা করা যায়। তোমার স্বাধ্যায়ত থাকিবেই স্বাধ্যায়ে যাহা যাহা উপলব্ধি কর তাহাই সকলে যখন একত্রিত হইবে তাহা শুনাও। তার পরে রামায়ণ, মহাভারত বা দেবী ভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে শ্রীভগবানের স্বভাবটি কি তাহার আলোচনা সংসার আশ্রমে নিত্য চলুক। অল্প করিয়া হইলেও হউক। নিত্য হইতে হইতে রস লাগিবে তখন সংসারের সকলেই নিত্য ক্রিয়া ভাল করিয়া করিতে পারিবে।

দেখ শ্রীভগবানকে যখন একটু চিনিবে তখন নিজের দুঃখ সহ্য করিয়া অন্যকে সুখী করিতে বড়ই ইচ্ছা যাইবে। ইহাই হইল সেবা। শ্রীভগবান ত সংসারের সকলের মধ্যে আছেন। সংসারে যে তোমাকে ভালবাসে, যে মন্দবাসে সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। যে তোমাকে ভালবাসে তার সেবাতে সুখ আছে। সে সেবাতে যদি ক্লেশকর কিছু থাকে তাহাও সুখ হইয়া যায়। কিন্তু যে তোমাকে মন্দবাসে তারে যখন তুমি প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর তখন তোমাকে

বড়ই সংযমী বা সংযমিনী হইতে হয়। কারণ তুমি যাহাই কেন না কর যে তোমাকে মন্দবাসে সে তাহা মন্দ ভাবেই লইবে এবং লোকের কাছে আবার তাহার ব্যাখ্যাও করিবে। ইহাতে ও যদি তুমি ক্ষুন্ন না হও আর যদি শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জানাইতে পার—ঠাকুর! তুমি জান আমার অভিপ্রায় কি? তবুত এমন হইয়া যাইতেছে। তুমি উপায় করিয়া দাও। তুমি আমার সেবা গ্রহণ কর। এই ভাবে যদি সব সহ্য করিয়া তার প্রসন্নতার জন্য সব করিতে পার তবে দেখিবে সকলেই ভাল হইয়া যাইবে। শ্রীভগবান যখন তোমায় ভালবাসিবেন তখন সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে।

এই যে সংসার আশ্রমের কর্ম্ম করিতে তোমার বিরক্তি লাগে, এরূপ লাগে কেন জান? তুমি সেবা ধর্ম্ম জান না বলিয়া লাগে। তুমি শ্রীভগবানকে ভাল-বাসিয়া তাঁর সন্তোষের জন্য সংসারের কার্য্য করিতে পারনা বলিয়া তোমার বিরক্তি লাগে। কর্ম্ম দ্বারা তোমার সেবা করিতেছি—বহুরূপী তুমি শত্রু মিত্ররূপী তুমি তুমিই সব সাজিয়া থাক—এইটি মনে রাখিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেবা করিয়া যাও দুখেও সুখ পাইবে। শেষে সব সুখ—দুঃখ আর পাইবেই না।

তুমি যারে ভালবাস তারে কত কি খাওইয়া সেবা করিতে চাও। দেখনা তখন কি রাঁধিতে তোমার দুঃখ লাগে? তখন রাঁধিতে গিয়া যে মনে হইবে তুমি খাইবে—আমার কত সুখ। আহা! কত পবিত্র হইয়া তখন রন্ধনাদি করিতে ইচ্ছা হইবে। কত নাম করিতে করিতে—কত ভাবিতে ভাবিতে সংসারের আশ্রমের কার্য্য তখন করিতে পারিবে।

করনা—এই ভাবে সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র ও সেবা ধর্ম্ম লইয়া সংসার কর না? দেখ না সংসার আবার আশ্রমে পরিণত হয় কি না? সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সংসার আশ্রমই হয়। কলির মধ্যেও সত্য ত্রেতা দ্বাপর আছে। তুমি কলিকে জানিয়া কলির মধ্যে থাকিয়াও সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সংসার করিতে পারিবে ইহাও ভারি সাধনা। করনা সংসার আশ্রম। দেখ কি হয়?

১১ আশ্বিন ১৩২৩ রাণামহল।

বিশুদ্ধ আত্মভাবে থাকা কি ?

আত্মভাবে থাকাই মানুষের পরমপুরুষার্থ। ইহা ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি আর কিছুতেই হইবে না। ইহাই মুক্তি। ইহাই সংসার অব্যাহতি। ইহাই জনন মরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ।

এই আত্মভাবে থাকা বিষয়টা কি ?

আত্মভাবে থাকা দুই প্রকার। (১) যাহা দেখিতেছি এ সমস্তই সঙ্কল্প—এজন্য মিথ্যা। আমি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ—সুষুপ্তিতে যেখানে যাই আমি সেই অখণ্ড আনন্দস্বরূপ! অন্য যাহা কিছু সমস্ত হইতে আমি স্বতন্ত্র। প্রথম প্রকারের আত্মভাবে স্থিতি ইহাই। ইহার অভ্যাস একান্ত ভিন্ন হয় না। (২) দ্বিতীয় প্রকারের আত্মভাবে যে স্থিতি তাহাতে যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি সে সমস্তই আত্মা বা আমি। ইহা ব্যবহারিক জগতে থাকিয়াও অভ্যাসের বিষয়।

আত্মা বা আমি ইহার বিশেষত্ব কি ? ইহা চেতন ইহা জড় নহে। আত্মাই দ্রষ্টা। দ্রষ্টাভাবই চেতনের বিশেষত্ব। জড়ে প্রাণ থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে দ্রষ্টাভাব নাই সেইখানে জড়ত্ব।

এই দ্রষ্টা আমি যেন এই দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিচার দ্বারা চিত্ত আর বৃত্তিরূপে পরিণত হইতে পায় না। চিত্ত যখন পূর্ণ হইয়া যায়, যখন আর খণ্ড চিন্তা থাকে না এক অখণ্ড চিন্তাতে চিত্ত পূর্ণ হইয়া যায় তখন আত্মভাবটি প্রসারিত হইয়া সীমাশূন্য আকাশের মত হইয়া পড়ে। যাহা দেখি সবই আমি। আমিও যেমন দ্রষ্টা সেইরূপ এই আকাশ, এই বায়ু, এই সমুদ্র, এই নদী, এই চন্দ্র, এই তারা, এই অগ্নি, এই পৃথ্বী, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই পশু, এই পক্ষী, এই পর্ব্বত, এই প্রস্তর সকলেই আমি—সকলেই আমার মত দ্রষ্টা। আমি যে অনুভবকর্ত্তা তাহা আমি জানি। যাহার মূলে অনুভবকর্ত্তা নাই তাহার অস্তিত্ব তাহাতে নাই। কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে হইলে তাহার মূলে অনুভবকর্ত্তা থাকা চাই। আমি যখন আকাশ অনুভব করি তখন আমার মধ্যে ইহার অস্তিত্বও থাকিবেই এভিন্ন সর্ব্বদা আর এক জন ইহার অনুভব করিতেছেন। বিচার দ্বারা আত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মরূপে উদয় হওয়া অপেক্ষা আর সুখকর কিছুই নাই।

আমি যাহাকে দেখিতেছি সেও আমাকে দেখিতেছে, আমি যাহাকে প্রণাম করি সেও আমাকে প্রণাম করে—আমি আমাকেই দেখি, আমি আমাকেই প্রণাম করি। কি সুন্দর! আমি আমাকেই স্পর্শ করি—করিয়া সুখ অনুভব করি! কি বিমল আনন্দ! ইহাকেই বলে আপনাকে আপনি আস্বাদন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক সুখ নাই।

হায়! কবে ইহা অনুভবে আসিবে? এই লিখিবারকালে মনে হইতেছে যেন যাহাকে আমি দেখিতেছি, যাহার কথা মনে করিতেছি সেও আমায় দেখিতেছে সেও আমার কথা চিন্তা করিতেছে। দৃঢ় ভাবনা কর হইবে।

এই আত্মাস্বাদ এই আত্মভাবে স্থিতি যে কত মধুর যেন বলিয়া বলিয়া বলা যায় না। আমি মনকে দেখিতেছি মনও আমায় দেখিতেছে। আমি গঙ্গা দেখিতেছি গঙ্গা আমায় দেখিতেছেন। এইরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, আকাশ—ভিতরে বাহিরে যেমন দেখি তেমনি দেখে—জড় আর কিছুই নাই সবাই চেতন সবাই আমি। কত সুন্দর!

বৃক্ষ দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি কেননা সেও আমায় দেখিতেছে আমাকে যাইতে নিষেধ করিতেছে, বলিতেছে আর একটু দাঁড়াও। সিংহ, ব্যাঘ্র, সমুদ্রাদিকে আমি বলিয়া দেখ দেখিবে আপনার কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া আপনি হাসিবে।

এইরূপে যখন চিদ্ভাস্কর উদয় হইতেছে দেখ তখন পুণ্য পত্রশালিনী বিবেক কমলিনীও ঐ চিৎ সূর্য্যের আলোকে বিকসিত হয়—আর তাহা দেখিয়া বোধহয় যেন নির্ম্মল হাস্যময়ী মূর্ত্তিমতী প্রাভাতিক গগনস্থলী বিরাজমান।

তবেই দেখ বিশুদ্ধ আত্মভাবে থাকা কি? এই দৃশ্যজগৎ বাস্তবিক নাই—একমাত্র সচ্চিদানন্দ যিনি তিনিই আছেন আর তিনিই আমি—এই যে আত্মভাব ইহাই নির্গুণ আমি। এখানে এই ভাবের কথা বলা হইল না। বলা হইল আমিই এই দেহের যেমন অনুভবকর্ত্তা সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতেরও অনুভবকর্ত্তা। আমি জগতের অনুভবকর্ত্তার সহিত এক হইয়া আছি। ইহাকেই বলে নিত্য সত্ত্বস্থ অবস্থা। নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিতি ইহা। প্রথম আত্মভাবে যে স্থিতি তাহা গুণাতীত অবস্থা। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি কর। রজস্তমকে অভিভূত কর।

রজস্তমে ডুবিয়া থাকিলে "আমিই দেহ" এই সর্ব্বনিম্ন অহংভাবে থাকিবে। ইহাতে তুমি বদ্ধ, তুমি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের দাস তুমি জরামরণের ক্রীড়ার পুতুল।

পুনঃ পুনঃ জন্মিবে পুনঃ পুনঃ মরিবে। কিন্তু আমিকে প্রসারিত কর, আমিকে আকাশের মত সীমাশূন্য কর—জগতের মূলে যে অনুভবকর্ত্তা আছেন তাঁহার সহিত একত্ব স্থাপন কর তুমি জগতের অনুভবকর্ত্তারূপে থাকিতে পারিলে। ইহাও মুক্তি। ইহা নিত্যসত্বস্থ অবস্থার মুক্তি।

সত্বগুণ প্রকাশকে বলে। অনুভব কর্ত্তাকে সর্ব্বত্র দেখা, সর্ব্ববস্তুতে দেখাই নিত্য সত্বগুণে থাকার অবস্থা। এই অবস্থায় "দ্রষ্টারং পশ্যতো দৃশ্যমদ্রষ্টারমপ্যন্ততঃ সমুদয় দৃশ্য এখন দ্রষ্টারূপে দৃশ্য হইতেছে—আকাশও আমার মত দ্রষ্টা, আমি আকাশকে দেখিতেছি আকাশও আমাকে দেখিতেছে উভয়ে এক। বৃক্ষও আমাকে দেখিতেছে—আমিও বৃক্ষকে দেখিতেছি—অথবা আমাকে আমি দেখিতেছি—খণ্ড আর থাকিতেছে না সমস্তই অখণ্ড।

জন্তোঃ কৃত বিচারস্য বিগলদ্‌বৃত্তি চেতসঃ।
মননং ত্যজতোজ্ঞাত্বা কিঞ্চিৎপরিণতাত্মনঃ॥

বিচার কর—দ্রষ্টাভাবে অবস্থান কর চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইবে। কোন প্রকার মনন আর থাকিবে না। জীব তুমি বিশুদ্ধ আত্মভাবে পরিণত হও দেখিবে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপ অজ্ঞান ভূমিকা পার হইয়াছ—জ্ঞান ভূমিকাতে আসিয়াছ। আত্মার সংসার-বিকারজনিত মোহনিদ্রা আর নাই। আত্মা দ্রষ্টারূপে জাগ্রত। বৈরাগ্য পূর্ণ হইয়াছে, সরস নিরস আপাত মধুর ভোগজাল আর নাই। "পর্য্যন্তাত্যন্ত বৈরাগ্যাৎ সরসেম্বরসেম্বপি" সরস অসরস সমস্ত বস্তুতে অতি বৈরাগ্যবশতঃ ভোগের শেষ হইয়াছে। জড় অজ্ঞান আকাশ বিগলিত হইয়াছে ব্রজত্যাত্মান্তসৈকত্বং—জলে জল মিশিয়াছে—আত্মা আত্মাকে পাইয়াছে আতপে হিমবিন্দু গলিয়া গিয়াছে। আমাকে আমি দ্রষ্টাভাবে স্থিত দেখিতেছি—আপনাকে আপনি সর্ব্বত্র দেখিয়া সমস্ত তৃষ্ণা শান্ত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নদী তরঙ্গের মত এই যে কত চিন্তা, কত তৃষ্ণা আমার মনোনদীকে সতত চঞ্চল করিতেছিল এখন বর্ষা আসিয়া হৃদয় ভরিয়া দিয়াছে—একটিও বাসনা নাই চিন্তা নাই তৃষ্ণা নাই—চিত্ত প্রশান্ত—নিস্তরঙ্গ।

সংসার-বাসনা-জাল ছিন্ন হইয়াছে, হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে, কতক-ফলে জলের মলিনতা কাটিয়াছে, মন প্রশান্ত হইয়াছে। বিনির্যাতি মনো মোহাদ্বিহগঃ পঞ্জরাদিব। মনোপিঞ্জর হইতে মোহবিহগ বাহির হইয়া গিয়াছে। আর—

শান্তে সন্দেহ-দৌরাত্ম্যে গত কৌতুক-বিভ্রমং।
পরিপূর্ণান্তরং চেতঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজতে॥

আর সন্দেহ দৌরাত্ম্য নাই, কৌতুক বিভ্রম অপগত হইয়াছে, চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে—আর হৃদয় ভরিয়া পূর্ণ চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন।

জ্ঞাতব্য বিষয় জানা হইয়াছে—আর উদয় অস্ত নাই—আর পুনঃ পুনঃ জনন মরণ নাই। বিচার দ্বারা আত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি আত্মারূপে উদিত হইয়াছেন—তিনি কৌতুক দর্শনার্থ সংসার ক্রীড়া করেন মাত্র। বন্ধন আর নাই।

ন জায়তে ন ম্রিয়তে কুম্ভে কুম্ভনভো যথা।
ভূষিতে দূষিতে বাপি দেহে তদ্বদিহাত্মবান্॥

ঘটের মধ্যে আকাশ—সে যেমন জনন মরণ রহিত—সেইরূপ দেহ ভূষিত হউক বা দূষিত হউক—আত্মবানের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

তবেই দেখ, আমি কে—জগৎ কেন—ইহার বিচার যতদিন না করিবে ততদিন সংসার আড়ম্বররূপ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে।

কোঽহং কথমিদঞ্চেতি যাবন্ন প্রবিচারিতং।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম্॥

এই শরীর মিথ্যাভ্রান্তি; বিপদের আস্পদ—দর্শন কর্ত্তা আমি—দ্রষ্টা আমি অনুভব কর্ত্তা আমি—সর্ব্বত্র এই আমিই আছে এই আত্ম দ্রষ্টা হও। তবে তত্ত্বদর্শী হইলে। জগৎ যাহা হয় হউক তুমি দ্রষ্টা। দ্রষ্টারূপে অবস্থান কর—সব শান্ত হইয়া গেল।

এই শরীরের সুখ দুঃখ ইহারা দেশ কালবশে উত্থিত। অনুভব কর্ত্তা, দ্রষ্টা আমি—ইহারা আমার নহে।

অপার পর্য্যন্ত নভো দিক্কালাদি ক্রিয়ান্বিতং।
অহমেবেতি সর্ব্বত্র যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

আকাশ দিক কাল কোথায় ইহাদের পার? আর এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বস্তুনিচয়। সবার মধ্যেই দ্রষ্টা আমি—এই আত্মদর্শন।

আধি ব্যাধি ভয়োদ্বিগ্নো জরামরণ জন্মবান্।
দেহোঽহমিতি যঃ প্রাজ্ঞো ন পশ্যতি স পশ্যতি।

আধি ব্যাধি ভয় উদ্বেগ জরা মরণ—সমস্ত দেহের; আমি দেহ নহি, আমি দ্রষ্টা আমি অনুভব কর্ত্তা—ইহাই আত্মদর্শন।

তীর্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকো মহিমা মম।
দ্বিতীয়ো ন মমাস্তীতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

আশ্চর্য্য—উর্দ্ধ অধ তীর্য্যক্ দেশে এক অনুভব কর্ত্তা আমি দ্বিতীয় নাই। আহা! আত্মদর্শন কি সুখ কর!

আর কি বলা যাইবে—

নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্মি নিরাময়ম্।
ইত্থং সদসতোর্মধ্যে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
যন্নাম কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যং স এবাবয়বো মম।
তরঙ্গোঽজ্বাবিবেত্যন্ত যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

এই সব যিনি দেখেন তিনিই দেখেন। সুখও কিছু নাই দুঃখও কিছু নাই, হেয়ও কিছু নাই উপাদেয়ও কিছু নাই। আকাশের মত সীমাশূন্য আমি—দ্রষ্টা অনুভব কর্ত্তা।

য আকাশ বদেকাত্মা সর্ব্বভাব গতোঽপি সন্।
ন ভাব রঞ্জনামেতি স মহাত্মা মহেশ্বরঃ॥

হে প্রভু! হে বশিষ্ঠ দেব! কে আর আমাকে এ অবস্থায় তুলিয়া দিবে? আমি মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রর্থনা করিতেছি—আপনি আমাকে এই ভাব আনিয়া দিউন—আমার বিচার শক্তি স্ফুরণ করিয়া দিউন—আনিয়া দিয়া তাহাতেই স্থিতি করিয়া দিন। আমি আপনাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

যেখানে চিন্তা করা যায় সেই খানে আমির প্রকাশ হয়। আমি সর্ব্বত্র থাকিলেও যেখানে চিন্তা থাকেনা সেখানে আমির স্ফুরণ হয় না। অধিষ্ঠান চৈতন্য সর্ব্বত্র আছেন। কিন্তু সেই খানেই চৈতন্যের স্ফুরণ হয় যখন আমি চিন্তা করি।

চিন্তা না করাই স্ব স্বরূপে অবস্থান। যে বিষয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছে তাহার চিন্তা কেন হইবে? চিত্ত বিষয়ে ধাবিত না হইলে চিত্ত বিশ্রান্তি—ইহাই নিরোধ সমাধি। এই বিরাম প্রত্যয়টি পর বৈরাগ্য। বিষয় নাই বা বিষয়ের চিন্তা নাই বলিয়া পুরুষে আর কোন ছায়া পড়ে না। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বন্ধন ও মুক্তি।

সংসারে দুঃখ পাইয়াছি, পাইতেছি—ঠিক অনুমানে জানা যায় শেষে ও পাইতে হইবে। শেষেও দুঃখ পাইব একথা সহজে মনে আনা যায় না। আমাকে মরিতে হইবে এ চিন্তা সহজে আইসে না। কঠিন পীড়ায় পুত্র আক্রান্ত হইলেও মনে হইলনা যে সে মরিবে। ভবিষ্যতে কত দুঃখ আছে ইহার চিন্তা মন সহজে করিতে চায় না। ইহাই মায়ার মোহন অস্ত্র।

যাহাকে বন্ধনে রাখা যায় সেই দুঃখ পায়। যে খোলা আছে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যে কাহারও বশ নহে—দেহের, ইন্দ্রিয়ের, মনের, প্রকৃতির কাহারও বশ নহে সেই সুখী কেন না সেই মুক্ত।

মানুষ বন্ধনে আছে তাই দুঃখ পায়। কিসে বাঁধা আছে? কোথাও ত বন্ধন দেখা যায় না তবে বদ্ধ কেন বলি?

স্থূল শরীরের স্থূল বন্ধন নাই। কিন্তু স্থূল শরীর কিছুই নহে। মন যাহার বদ্ধ সেই বন্ধনে আছে। শরীরকে কারাগারে রাখ কোন ক্ষতি নাই, মন যদি বাঁধা না

থাকে। দেহই ত মনের কারাগার। এখানে যাহারা আছে তাহারা মনকে কখন সুখ দিতেছে পরক্ষণেই দুঃখ দিতেছে।

মন যদি দেহ-জনিত সুখ দুঃখ ও ভাবনা হইতে মুক্ত থাকে তবেই সুখ নতুবা দুঃখ।

তাই বলা হইয়াছে—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মুক্তয়োঃ।"

মনের বন্ধনই বন্ধন মনের মুক্তিই মুক্তি। মনকে মুক্ত করিবার উপায় কি?

(১) তুমি সমস্ত গ্রহণ করিতে থাক তুমি দুঃখী হইবে। তুমি বদ্ধ হইবে। তোমার আসক্তি বাড়িয়া যাইবে।

তুমি সর্ব্বত্যাগ কর—তুমি মুক্ত হইবে তুমি সুখী হইবে। একটি কথা পাওয়া গেল—সর্ব্বত্যাগেই সুখ।

এই যে সন্ন্যাসী স্ত্রী, পুত্র, সংসার, ধন এবং অর্থ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে ইহার কি সর্ব্বত্যাগ হইয়াছে? স্ত্রী, পুত্র ও ধন ত্যাগেই সর্ব্বত্যাগ হয় না। যে চিত্ত ত্যাগ করিয়াছে তাহারই সর্ব্বত্যাগ হইয়াছে। কেননা চিত্তই মানুষের যথাসর্ব্বস্ব।

মনই মানুষের সর্ব্বস্ব। স্ত্রী পুত্রও যে মানুষের আছে বলিয়া বোধ হয় ইহাও মন মানিয়া লয় বলিয়া। মনকে বা চিত্তকে ত্যাগ কর মুক্ত হইবে।

মনকে ত্যাগ করিব কিরূপে?

শাস্ত্র বলেন—সংসারে যতকিছু শক্তি তুমি দেখিতেছ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি আছে মনের। কাজেই মনকে যদি তুমি কোন মুক্ত বস্তুর ভাবে ভাবিত করিতে পার তবে মুক্ত হইতে পার?

কোন্ মুক্ত বস্তুর ভাবে মনকে ভাবিত করিব?

মুক্তবস্তু একটিই আছে। এইটি আত্মা। মনকে আত্মাভাবে ভাবিত কর মুক্ত হইবে। ইহার জন্য মনের সহিত সম্বন্ধ পাতাও। "মন অভিমত কার্য্য করে এজন্য মন ভৃত্য; সৎকার্য্যে উপদেশ দেয় বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়কে আক্রমণ করে বলিয়া সামন্ত, লালন করে বলিয়া প্রণয়িনী, পালন করে বলিয়া পিতা, বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া সুহৃৎ। ইহার মধ্যে যে ভাবটি ইচ্ছা গ্রহণ কর। করিয়া সর্ব্বদা মনকে আপনস্বরূপ স্মরণ করাইতে থাক। মনে কর মন পিতা। পিতাকে সর্ব্বদা বলিতে থাক—পিতঃ! বহুদিন সংসার করিয়াছেন আর কেন? এখন একান্তে চলুন—কাশীবাসী হউন।

পিতা তাহা শুনিতে চান না। আমি বহুকষ্টে বাড়ী ঘর বাগান, কাগজ, তালুক মুলুক করিয়াছি—তোমরা ইহা রক্ষা করিতে পারিবে না, কিছুদিন যাক্ পরে সংসার ত্যাগ করিব। পিতাকে বল—পিতঃ এ কিছুদিন আর যাইবে না। আপনি যে সংসারে আসক্ত বলিয়া ছাড়িতে পারেন না তাহা ত ভাবিতে চান না। ধন রত্ন সবই পড়িয়া থাকিবে। তখন যমের প্রহারের যন্ত্রণায় ছাড়িবেন কিন্তু এখন সামর্থ্য আছে—সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে ছাড়ুন—তবেই আপনি নিজ বলে সাধনা দ্বারা ভগবৎ কৃপায় দুঃখ-সাগর হইতে মুক্ত হইবেন।

যে পুত্র পিতাকে ইহা 'জোর' করিয়া করাইতে পারে সেই সৎ পুত্র।

তুমি মনোপিতাকে বুদ্ধি ও বিচার দিয়া ইহা নিত্য বুঝাইয়া মরণের জন্য কাশী পাঠাইয়া দাও। সেখানে সাধনা দ্বারা তোমার পিতা সংসার আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করুক।

তুমি মনোপিতাকে বেশ করিয়া দেখাইতে থাক, পিতঃ! আপনি সুখ দুঃখ, মৃত্যু ভয় ইহাদের হস্তে ক্রীড়ার পুতুল হইয়া রহিয়াছেন। পিতঃ! আপনি আসক্তির দাস হইয়া রহিয়াছেন আর বহু দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন আপনি কি দাস? না প্রভু? আপনি প্রভু—আপনার আবার সংসার দুঃখ কি? আপনি আত্মা—আপনি সচ্চিদানন্দ—আপনার সঙ্গে কাহার বা সম্বন্ধ আছে? আপনি নিঃসঙ্গ পুরুষ তবে এই সঙ্গ করিয়া আপনাকে বদ্ধ ভাবিতেছেন কেন? আপনার জরা নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, পরম সুখস্বরূপ আপনি কিন্তু একি হইয়া রহিয়াছেন? সহজানন্দ পুরুষ আপনি। কিন্তু আপনি ভূতের হাতে পড়িয়া কত বিষণ্ণ কত দুঃখী হইয়া আছেন? সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি আপনার দাসী, সকলই আপনি পারেন কিন্তু সাধনা করিবার সময় আপনি বলেন লয় বিক্ষেপ আমায় বাধা দেয় আমি পারি না। পিতঃ একি ভ্রম আপনার? লয় বিক্ষেপ আপনার প্রকৃতির—আপনার দাসীর দুইটি নিকৃষ্টবৃত্তি মাত্র। দাসী আপনাকে বাঁধিয়া রাখিবে কিরূপে?

এক কর্ম্ম করুন—দাসীকে আস্পর্দ্ধা দিয়াছেন তাই উহারা আপনার শয্যা অধিকার করিয়াছে, একবারে জোর করিলে উহারা যাইতে চায় না। আপনি উহাদিগকে বলপূর্ব্বক দূর না করিয়া দিয়া শুধু উহাদিগকে গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখিতে থাকুন উহাদের সঙ্গে আর রঙ্গ করিবেন না—উহাদের অধীন হইয়া আর চলিবেন না। আসুন আসুন—আপনার ভাবে থাকিয়া উহাদিগকে তীব্রদৃষ্টিতে দেখিতে

থাকুন, উহারা প্রথম প্রথম উৎপাৎ করিবে সত্য আপনাকে ভুলাইয়া শয্যায় শায়িত করিতে চেষ্টা করিবে সত্য কিন্তু দৃঢ়ভাবে কিছু না বলিয়া শুধু দেখিতে থাকুন কোন কথা আর কহিবেন না। উহারা আপনার তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া শীঘ্র পলাইবে।

এইভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া কার্য্য করিলে মুক্ত হওয়া যায়।

আর একটা সম্বন্ধ লও। স্ত্রী—আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী। বহু বিষয়-লম্পটের সঙ্গ তিনি করেন—সর্ব্বদা করেন। আমি "বিষয়" দিবনা বলিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। তিনি খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করিয়া ছেলে ঠেঙ্গাইয়া নিজের ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাঁহার আসক্তি বিষয়ে। আসক্তিতে বাধা দিতে গেলেই তিনি মহা হুলস্থূল করিয়া তোলেন।

অথচ আমার মনোমোহিনী জানাইতে চাহেন তিনি সতী। তিনি বহুরূপে আমাকে ভুলাইয়া লাম্পট্য করেন। তিনি সাজেন লম্পট-উপপতির জন্য। বিষয়-লাম্পট্য করিয়া তিনি সুখ পান। অথচ আমাকে বুঝাইয়া দেন তাঁর সাজসজ্জা আমার সুখের জন্য।

আমার বুকের উপর দাঁড়াইয়া তিনি ব্যভিচার করিবেন অথচ আমাকে ভুলাইয়া রাখিবেন। আমি যখন তাঁহার লাম্পট্য অনুসন্ধান করি তখনই তাহার 'গোসা' হয়। হরি! হরি! স্ত্রীও ব্যভিচারিণী হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহাকে ত্যাগ করিনা কেন?

একবারে ত্যাগ করিতে পারি না। লোকে নিন্দা করিবে, লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হইবে। তবে কি করিব? কিরূপে কার্য্য উদ্ধার করিব?

ব্যভিচার ধরিলেই শুধু হইবে না। যখন দেখিতেছি ত্যাগ করিতে পারি না, তখন ঐ ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ভাল করিয়া লইতে হইবে।

স্ত্রী কিন্তু মূলে ব্যভিচারিণী ছিল না। সে প্রথমে ব্যভিচার জানিত না। আমার কর্ত্তব্য শূন্যতায় স্ত্রী ব্যভিচার শিখিয়াছে। এখন আর আমার দ্বারা উহার কামনা তৃপ্ত হয় না—এখন উহার বহু চাই। আচ্ছা উহার স্বরূপ উহাকে নিত্য-স্মরণ করান যাউক।

করুক ও ব্যভিচার। আমি উহাকেই চিন্তা করিব। আমি হাসিমুখে উহাকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিব—বলি দেখ তুমি অনন্ত শক্তিশালিনী। কত কাজ তুমি করিতে পার দেখ। দেখ তুমিই দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত সঙ্কল্প সৃষ্টি

করিতেছ, কত সঙ্কল্প লইয়া স্থিতি লাভ করিতেছ কত সঙ্কল্প লয় করিতেছ। সত্যই তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী। আমি তোমার পতি। আমার বক্ষে দাঁড়াইয়া তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছ।

হে মহাশক্তিস্বরূপিণি! একবার স্থির হইয়া দেখ দেখি তুমি কে? মনের সত্তাই ব্রহ্ম। এইজন্য ভগবানও বলিতেছেন 'ইন্দ্রিয়ানা' নশ্চাস্মি'।

তুমি যাহা ইচ্ছা কর—আমি আর কিছুই তোমাকে বলিব না। আমি তোমাকে তোমার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিব। আমি ইহাই অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আর স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা উত্থাপন করিলাম না। আমি সমস্ত দেখিতাম কিছু লিতাম না। মহাদেবের মত পদতলে দলিত হইয়া স্ত্রীকেই দেখিতাম।

আমার স্ত্রী অতীব সুন্দরী। আমি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই তাহাকে উগ্রভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার উগ্রচিন্তায় স্ত্রী বাধা পাইত। ব্যভিচার করিয়া সুখ পাইত না। বাধা পাইয়া পাইয়া সে দুই একবার এদিক ও দিক চাহিত। শেষে যে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

এই স্ত্রী কত ভয়ানক ছিল। আমার চক্ষে ধুলা দিয়া জাগ্রত কালেও ব্যভিচার করিত। আমি জাগিয়া আছি সে অবস্থাতেও ছলপূর্ব্বক আমাকে ভুলাইয়া উপপতির সহিত রঙ্গ করিত। আমাকে ঘুম পাড়াইয়া উহার ইচ্ছা মত অতি কদর্য্য কার্য্য করিত।

রাত্রিতে আমাকে মত্ত করিয়া রাখিয়া উপপতি লইয়া বিহার করিত।

এখন আর সেভাব রহিল না! আমার উগ্রচিন্তায় আমার যথার্থ ভালবাসায় আমাকে সে দেখিল। আমি পদতলে পড়িয়া আছি দেখিয়া সে লজ্জায় জিহ্বা কর্ত্তন করিল। কুলবধূ হইয়া আমার সতী স্ত্রী হইল। অর্দ্ধ অর্দ্ধ মিলিয়া পূর্ণ হইয়া গেল। আমিও দেখিলাম আমি স্ত্রী পাইয়া পূর্ণ হইলাম। অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া নিত্য সুখধামে অবস্থান করিতে লাগিলাম। ইহাই মুক্তি।

অকিঞ্চন।

প্রভো! এদীন ভক্ত কাতরে মাগিছে
তোমারি চরণে ভক্তি;
ওগো, নাহিক তাহার পূজা উপচার
নাহিগো কোনই শক্তি।
বিহগ কণ্ঠে ললিতছন্দে প্রভাতে শুনি
তোমারি বন্দনা গীতি,
উন্মুখি চিত্ত পুষ্পসম বিকশি প্রকৃতি
শিখায় তব আরতি।
তোমারি চরণে ঝরিবার তরে, কাননে
কুসুম ওঠেগো ফুটি;
নদী কলতানে প্রচারে মহিমা, বাসনা
চরণে পড়িতে লুটি।
এ মনো-মন্দির দাওহে ভরি সখা! তব
পূজা-ফুলে-মকরন্দে,
ধুপ-ধুনা- গুরু-কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দনে
বাসিত-মলয়-মন্দে।
বিফল জনম সার্থক করিয়ে মাতাও
প্রেমের পুলকানন্দে;
ব্যাকুল পরাণে বাজিবে তোমার চরণ
নুপুর মধুর ছন্দে।
চিত্ত দরপণ মলিনতা লও মুছি
করুণা-কিরণ লেপিয়া;
হেরিব, ভাতিছে ক্ষমা-সুন্দর হাসিটী
প্রসন্ন অধর ভরিয়া॥

শ্রীমতী মৃঃ—

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ভূমিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আচার্য্য। বৎস! তোমার স্বপ্ন দৃষ্ট বৃদ্ধার সূর্য্যকুণ্ডে আত্ম বিসর্জ্জনে যেমন পরমবস্তু লাভ ঘটিয়াছিল এই বিসর্জ্জনেও সেইরূপ একটা বিশেষ লাভ কিছু আছে, তাই এই বিসর্জ্জন, বিসর্জ্জন মন্ত্রে গায়ত্রী যে স্থান হইতে উৎপন্না, যেখানে অবস্থিতা এবং যে অবস্থায় তোমা কর্ত্তৃক বিদিতা তাহা তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহাকে যথাসুখে বিরাজ করিতে প্রার্থনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ তুমি যেখানে যেখানে বিহার কর তাহা তোমার অনুগ্রহে আমার জানা হইয়াছে এখন তুমি স্বেচ্ছাবিহারার্থ যেখানে যাইবে, আমি তোমার কোলের শিশু আমি তোমায় মা মা বলিতে বলিতে সেই খানেই যাইব কারণ সন্তানের নিকট মাতৃমন্দির অবারিত দ্বার। তৎপর গায়ত্রীস্তুতি কবচ পাঠ। তৎপরে আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষা মন্ত্রে জাতবেদা অর্থাৎ সকল জাতপদার্থের জ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞ সেই আত্মপুরুষময় জ্যোতিতে সোমাধিষ্ঠিত বুদ্ধির আহুতিদান উদ্দেশ্য, বুদ্ধির আত্ম-রক্ষা। শ্রীরাম চন্দ্র মারীচ অনুসন্ধান করিবার জন্য বহির্গত হইবার পূর্ব্বে যেমন শ্রীসীতার রক্ষার্থ তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করিয়াছিলেন এই জাতবেদাতে সোমের স্থাপন সেইরূপ আত্মরক্ষার্থ।

তৎপর রুদ্রোপস্থাপন—স্বপ্নদর্শনকালে বৃদ্ধার আলিঙ্গনকারী যে মহাপুরুষকে তুমি দেখিয়াছিলে তিনিই এই রুদ্র, তাঁহার উপস্থানের উদ্দেশ্য এখন তোমাকে আর বুঝাইতে হইবে না। তৎপর সূর্য্যার্ঘ্যদান। শ্রীসূর্য্য যিনি দৌবারিক—যাঁহার অনুগ্রহে তুমি সাবিত্রীমণ্ডপে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলে—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাধক অবশ্যই তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য অভিনিবিষ্ট হইবে এই জন্য এই স্থানে শ্রীসূর্য্যার্ঘদানের ব্যবস্থা। তৎপর—

শ্রীনারায়ণ মন্ত্র জপ ইহার উদ্দেশ্য পুনরায় সেই পুরুষের স্মরণ। দক্ষযজ্ঞ-গমনোৎসুকা শ্রীপার্ব্বতী যেমন তিন চারি পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় জীবিত সর্ব্বস্ব আশুতোষের দিকে চাহিতে ছিলেন, এখানে নারায়ণ মন্ত্র জপ সেইরূপ। অথবা ইহা কর্ত্তব্য পথিকের পাথেয় স্বরূপ। বিদেশ যাত্রী যেমন পাথেয় লইয়া বিদেশে প্রস্থান করে, তদ্রূপ বিষয় বিদেশে তুমি যাত্রা করিলে সেখানে এ আনন্দ সুধা পাইবে না।

এ পিতা মাতা, এ নারায়ণ নারায়ণী পাইবে ··· । পাথেয় লইয়া চল, পথে চলিতে চলিতে যখন তুমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তখন দুর্ব্বলের বল এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সেবন করিও, তুমি সবল হইবে, সেবিত ঔষধের সারাংশ যেমন বলাধান করে সেইরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্রের সারাংশ ঐ মধুর মূর্ত্তি রসায়নের মত আপন দৃষ্টি মাত্রে তোমাকে সবল করিয়া তুলিবে, তোমার দিগ্‌মূঢ় মনের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবে। এই কারণে সন্ধ্যা শেষে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপের ব্যবস্থা।

পিতৃ-ঋণ।

শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃকর্ম্ম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃকর্ম্ম করিলে যে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় তাহা করিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রবিশ্বাস যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না করিলে পিতৃ-ঋণ শোধ হয় না। দেবঋণ ঋষিগণ পিতৃঋণ শোধ না করিলে সদ্‌গতি হইতে পারে না।

কৃতঘ্নকে শাস্ত্র বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। শাস্ত্র বলেন উপকার পাইয়াও যে উপকার স্বীকার করে না সেই কৃতঘ্ন। গোহত্যা ব্রহ্মহত্যার জন্যও শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। ইহাদেরও নিষ্কৃতি আছে কিন্তু "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতি।" কৃতঘ্ন হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। শাস্ত্র আরও বলেন 'কৃতঘ্ন সর্ব্বজীবানাং বধ্যঃ'—কৃতঘ্নকে যদি কেহ বধ করে রাজা তাহাকে দণ্ড দেন না।

পিতা মাতার উপকার স্বীকার করেনা বা করিতে চায়না এমন মানুষ বা এমন মানুষী কি মনুষ্য নাম ধারণের যোগ্য? কোন কালেত যোগ্য ছিল না তবে এই কলিযুগে যোগ্য হয় কিরূপে? না না ইহার মত অধর্ম্ম আর নাই।

শ্রাদ্ধ তর্পণে মাতৃষোড়শী পিতৃষোড়শীর মন্ত্রগুলি পড়িয়া দেখ না কেন বুঝিবে যে পিতৃ ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে না তাহার মত দুর্ভাগ্য জীব যেন আর নাই।

পিতা মাতার ঋণ শোধের জন্য যে কার্য্য করে না সেই কৃতঘ্ন। পশুদের মধ্যে ঋণ শোধের ভাব নাই কিন্তু মানুষের মধ্যে ইহা না থাকিলে কি বুঝা যায়?

যাহা হউক ২রা আশ্বিন সোমবার রাত্রি ৯টা হইতে ৯ই সোমবার রাত্রিকাল পর্য্যন্ত অষ্টাহ শরীর ঠিক ছিল না। মঙ্গলবার মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। কয়েকদিন

স্নান বন্ধও ছিল। গঙ্গাতেও স্নান হয় নাই। আজ শেষ দিন। কাজেই গঙ্গায় দাঁড়াইয়া সব কার্য্য হইল।

কয়েকদিন মা গঙ্গা সমুদ্রের মত তরঙ্গ ভঙ্গে গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতে ছিলেন আর বৃষ্টিও হইতেছিল। আজ সেরূপ নাই। গঙ্গা স্থির—একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ নাই। মা শান্তমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। তর্পণাদির পরে শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ সারিয়া উঠিতে ৩টা বাজিয়া গেল। ৫টায় আহারাদি হইল। যিনি শ্রাদ্ধ করিলেন এবং যিনি করাইলেন শ্রাদ্ধকালে যেখানে আপনারা বাগ্‌যত হইয়া আহার করণের মন্ত্র বলা হইতেছিল অর্থাৎ "ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপ-করণানি ওঁ যথা সুখং বাগ্‌যতঃ স্বদত" যখন এই মন্ত্র বলা হইতেছিল তখন উভয়ের চক্ষেই জল আসিল।

শ্রাদ্ধকালে শরীর অসুস্থ ছিল। ৫টার পরে মহাভারতও পাঠ হইল। তখনই শ্রাদ্ধের ফল বুঝা গেল। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল।

তারপর বুধবার। রাত্রি ৩টায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রাতকৃত্যাদি সারিয়া উঠিতে সূর্য্যোদয় হইয়া গিয়াছে। একটা সাত্ত্বিক প্রবাহে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ যাত্রায় একদিনও এরূপ অবস্থা হয় নাই।

(২)

অয়ি! লীলাকমলধারিণি! মা তুমি কে? এ লীলাকমল তোমার হস্তে কেন? ইহা কিসের চিহ্ন? মা! কমলদলবাসিনি! বাহিরে ঐ যে মণিমাণিক্যখচিত অষ্টদল কমল! উহাই বা কাহাকে বসাইবার জন্য এত জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছ? ঐ শুভ্র অষ্টদল। আহা! কত জ্যোতি উহাতে চমকাইতেছে। আবার উপরে ঐ যে ছত্রের মত উহা কি? আহা! উহাও যে কমল! কে ঐ কমলাসনে উপবেশন করেন? কেহ বসিলেই বুঝি সুধা ক্ষরণ হয়। আর ঐ সব পুষ্প? ঐ সব মাল্য? ঐ সব ধূপ দীপ গন্ধ নৈবেদ্য? ঐ সব আভরণ? কারে ঐ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা কর মা? বাহিরে কমল আসন, ভিতরে হৃদ্‌কমল আসন! এ সমস্ত আসন বিছাইয়া কাহার আগমনের অপেক্ষা কর মা? আমাদিগকেও তুমি কি ঐ শিক্ষাই দিতেছ? ভিতরের আসনের মত বাহিরের আসনও পরিষ্কার করিয়া বিছাইয়া রাখিতে হইবে? আহা! কি সুন্দর! অষ্টদল কমলের উপর সূর্য্যমণ্ডল তাহার উপর চন্দ্রমণ্ডল তাহার উপর অগ্নিমণ্ডল তাহার উপর ঐ

সুন্দর মোহন মুরতি যোগাসনে—উনি কে মা তোমার? লীলাকমলধারিণি! ঐ লীলাকমল হস্তে তুমি কি বলিতেছ—এস অত দূরে রহিলে কেন এস? আমার ভিতরে হৃদয় কমলে আসিয়া উপবেশন কর। হৃদয় কমলে সে বসিলে কি হয় মা?

৺কাশীধামে প্রভাত হইতেছে। শম্ভুর আনন্দকানন এই ৺কাশী। ৺কাশী প্রান্ত বিহারিণী ত্রৈলোক্য পাবনী গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া যে প্রভাত হইতে দেখে সেই বুঝিতে পারে এ দৃশ্য কত সুন্দর। এই বিশ্বেশ্বর-নগরী যখন প্রভাতের সঙ্গীত আলাপে জাগরিত হইতে থাকে আর গঙ্গা যখন তাহাই শুনিবার জন্য আপন তরঙ্গ ভঙ্গ নীচে ডুবাইয়া বড় স্থির হইয়া শান্ত হইয়া বহিতে থাকেন তখন-কার মধুর ভাব বুঝি না দেখিলে মনে আঁকা যায় না। এই ধামে "অমরা মরণ মিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ" অমরেরাও এখানে মৃত্যু ইচ্ছা করেন ইতর জনের আর কথা কি? প্রাণপ্রয়াণ উৎসব দেখিতে যাঁহারা ৺কাশীতে আইসেন বুঝি তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন—বুঝি অন্যে দেখিয়াও দেখে না।

বলিতেছিলাম ৺কাশীধামে প্রভাত হইতেছে। নীল আকাশের গায়ে দুই একখানি ছিন্নাভ্র অরুণ কিরণে রঞ্জিত হইয়া সূর্য্য অভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে। গঙ্গা সমস্ত তরঙ্গ ভঙ্গ শান্ত করিয়া যেন প্রত্যূষে কাহার পূজায় ব্যস্ত। গঙ্গাতীর-বাসী পারাবতগণ অরুণ কিরণে গঙ্গাবক্ষ সমুদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া গঙ্গাবক্ষের অতি সান্নিধ্যে দল বাঁধিয়া উড়িয়া উড়িয়া যেন গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেছে। চকোরের দল তীর হইতে মধ্যগঙ্গা পর্য্যন্ত আকাশে উড়িয়া যাইতেছে অবার দল বাঁধিয়া কুলে ফিরিতেছে। পারাবত আর চাতক আর কখন দুই চারিটি শালিক আর কোন পাখী বড় এখানে আসে না। কচিৎ কখন চিল ও বাজ পক্ষী দেখা যায়। তখন পারাবতগণ ভয়ে দল বাঁধিয়া গঙ্গার উপরে আকাশের গায়ে বড় ত্রস্ত হইয়া উড়িতে থাকে।

সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। বড় সুন্দরভাবে হৃদয় পূর্ণ। ভাবিলাম কোথায় তুমি? দেখিলাম সম্মুখে গঙ্গা। আহা! বাহিরে তুমি। আবার বাহিরে শূন্য দৃষ্টিতে ভিতরে চাহিলাম। দেখিলাম ভ্রু মধ্যের ভিতরে ত্রিকোণে জ্যোতির ভিতরে মন্ত্রগুরু ইষ্টরূপী তুমিই। হরি! হরি! ভিতরে বাহিরে মূর্ত্তে অমূর্ত্তে তুমিই। তোমাকে প্রণাম করি। আর আমায় ত্যাগ করিও না। একটা প্রার্থনা—এক-বার স্বরূপে দেখা দাওনা? পূর্ব্বে মনে ভাবিতাম জপ করিয়া ধ্যান করিয়া বিচার

করিয়া তোমায় পাওয়া যায়—তোমার দর্শন মিলে। এতকাল পরে গুরু বুঝাইতেছেন—"জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব সকল ভূতের সাঙ্গা" কিছু করিয়াই তোমাকে পাওয়া যায় না। অথচ তুমি তুমিই আছ। ভিতরে বাহিরে আশে পাশে আছ। গঙ্গা আকাশ পারাবত চাতক, চিল বাজ, নর নারী প্রকৃতি পুরুষ সব হইয়া আছ। মানুষ তোমায় দেখে তবু পায় না। ভীল্ল পল্লী রত্ন কুড়াইয়া পায় কিন্তু চিনিতে পারে না বলিয়া রত্ন দিয়াই লঙ্কা বাটে।

তবে কি তোমায় পাওয়া যায় না? যায়। পাওয়া যায়। তুমি ত সর্ব্বত্র আছ কিন্তু সর্ব্বত্র ভাস না। তবে যখন তুমি মনে কর ইহারা আমাকে দেখুক তখনই মানুষ তোমার দেখা পায়।

কখন তুমি মনে কর?

তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন তুমি বল এ আমাকে দেখুক তখন।

যে সব অভিলাষ ছাড়িয়া তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণধারণ করে, যার কোন কপটতা নাই, যে অন্য অভিলাষের সঙ্গে মিলাইয়া তোমার অভিলাষ রাখে না—যে সব অভিলাষ বাদ দিয়া তোমার অভিলাষ মনে রাখে তারেই তুমি দেখা না দিয়া থাকিতে পার না। সব ঋণ শোধ হইলেই তোমার দেখা পাই। হবে কি?

মন জাগান।

(১)

মন কখন কখন কিছুই করিতে চায় না। জোর করিলে ঢুলিতে থাকে আর কখন বা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে। এই দুইটি মনের রোগ। রোগ সারিলেই মন জাগে।

মন কখন সংসারে জাগে, বিষয়ে জাগে, কখন ইহা শ্রীভগবানে জাগে।

শ্রীভগবানে মনকে জাগান যায় কিরূপে তাহাই এখানে বলিবার প্রয়াস করা যাইবে।

মন যেমন অবস্থায় আসুক না কেন ইহাকে একবার শ্মশানে লইয়া চল।

৺কাশী দুই শ্মশান বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। উত্তরে মণিকর্ণিকা দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্র। যদি শ্মশানে মনকে আনিতে হয় তবে কাশীর শ্মশানে আনাই ভাল। ইহাতে বড় বেশী লাভ।

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে। মনকে জ্বলন্ত চিতা দেখাও। দেহটাকে জ্বলন্ত চিতায় মনে মনে নিক্ষেপ কর। আর দাঁড়াইয়া দেখ দেহের কি হয়। একদিন ত ইহা হইবেই তবে স্ববশে থাকিয়া নিজের দেহকে চিতার আগুনে জ্বালান মন্দ কি?

দেহ ত পুড়িল। তারপরে কি হইল মনকে একটু ভাবনাযুক্ত কর। করিয়া দেখ মন কি করে? মন একটু জাগিবেই। জাগিবে বৈরাগ্যের দিকে। এই হইল প্রথম সাধনা।

দ্বিতীয় সাধনায় বৈরাগ্যে জাগ্রত মনকে একটু ভগবৎ কর্ম্মানুরাগে জাগাও। যে যে কার্য্যগুলি করিতে হইবে সেইগুলি বেশ করিয়া আলোচনা কর। কাহার পরে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহাও মনের সম্মুখে ধর। ভাবনা কর কতক্ষণ সন্ধ্যাবন্দনা করিবে, কতক্ষণ কত সংখ্যক জপ করিবে। যে দুইটি প্রধান কার্য্য এখনও এই মৃতপ্রায় সমাজ জাগাইয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার মধ্য হইতে বৈদিক গায়ত্রী পুটিত করিয়া ইষ্টমন্ত্র কতক্ষণ জপ করিতে হয় একবারে কার্য্য করিয়া তাহা নিশ্চয় কর আর কতক্ষণ স্বাধ্যায় করিবে, কি কি স্বাধ্যায় করিবে তাহাও ভাবনা কর। শেষে সন্ধ্যার মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণু স্মরণ, অঘমর্ষণ, গায়ত্রী বিসর্জ্জন ইত্যাদির স্বাধ্যায় মনে মনে কর। শেষরাত্রে এই সব কার্য্য করিয়া নিত্যকর্ম্ম কর।

মনকে দেখান হইল দেহ পুড়িয়া গেল; ভাবান হইল তারপরে আমার কি হইল? আমি মন লইয়া কোথায় চলিলাম? কোন্ কোন্ কর্ম্ম আমার সঙ্গ লইল?

নিত্য কর্ম্মে বসিয়া মন যখন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে কিম্বা দারুণ আলস্যে মন্ত্র ভুলিয়া ঢুলিবে তখন বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম তুমি করিয়াছ তাহাই স্মরণ কর। করিলে মন ভীত হইবে। আহা! এত অপকর্ম্ম করিয়াছি আমি আবার ভাল লোক কিসে? লোক আমায় সাধু বলে কেন? আমার দ্বারা কি লোক প্রতারণা হইতেছে?

যখন এই ভাবে অনুতাপ আসিবে তখন শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ কর। শাস্ত্র

বলিতেছেন যাহা গত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিও না এবং এবং ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহাও চিন্তা করিও না কেবল উপস্থিত লইয়া থাক।

সকল সময়ের কার্য্য হইতেছে শ্বাসে শ্বাসে জপ আর জপের অর্থে চিন্তা করা আমিই সেই; খণ্ডই অখণ্ড। বাস্তবিক খণ্ড বলিয়া কিছুই নাই। মায়াই এককে আর দেখাইতেছিল। কাজেই আমিই সেই এই ভাবনাতে নিজের মধ্যে একটা মহিমার উদয় হইল তাহাতে মায়ার কুহক নিরস্ত হইল। কারণ আমিই সেই অন্ততঃ বিশ্বাসেও ইহা লইয়া থাকিতে পারিলে বুঝা যায়, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি এই ইহাতে কি বলা হইয়াছে। এই জন্যই মা 'সেই আমি' মনে করিয়া ধ্যান করিতে হয়। এই ভাবে প্রত্যহ যদি হাজার করিয়া গায়ত্রী তিন বেলায় জপ হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামও চলে শেষে মুদ্রাদি হয় তবে বেশ সাধনা হয়। অন্ততঃ একবার এইরূপ হওয়াও বাঞ্ছনীয়; এ সাধনা মন্দ নহে।

তার পরে স্বাধ্যায়। তার পরে ব্যবহারিক জগতে যাহা কিছু চক্ষে ঠেকিবে তাহার উপরে গায়ত্রী জপিয়া জপিয়া যৎকিঞ্চি জগত্যাং জগৎ যাহা আছে তাহাকেই ঈশাবাস্য করিয়া ফেলা ইহা বেশ সাধনা। পরে একান্তের সময়ে একান্তে বসিয়া তটস্থে ও স্বরূপে তাহার চিন্তা করিয়া চুপ করা। ইহা বেশ। যদি একবারে অধিকক্ষণ চুপ না হয় তবে বিচারে প্রকৃতের্ভিন্নামাত্মানং কর তাহাতেও না হয় হৃদপদ্মে মানস পূজা করিয়া আবার স্থিরে আইস। কর ইহা। দেখ দেখি হয় কি না?

প্রলাপ।

আমি ত ছিলাম ভুলে,
তবে কেন ফিরে এলে,
পলকের দেখা দিয়ে পোড়াইতে প্রাণ?
তোমার নয়ন মাঝে—
কি জানি কি যাদু আছে,
নিমিষে হরিয়া লয় কুল শীল মান॥

দুই দিন হল গত,
এলে চকিতের মত,
নয়নে নয়নে চেয়ে করিলে আকুল।
সেই যে গিয়াছ চলি,
ধুলায় আমায় ফেলি,
তদবধি কাঁদিতেছি হইয়া ব্যাকুল ॥
শতবার তুমি এলে,
শতবার ফিরে গেলে,
ধরিতে তোমায় বুকে নাহি পারিলাম।
মেঘে যাচি বারি আশে,
আপনার কর্ম্মদোষে,
হৃদয়ে শুধুই, হায়! বজ্র ধরিলাম !!
আপনি সদয় হয়ে—
অপরাধ পাসরিয়ে,
কর কর কর শুভ্র পূত প্রাণ দান।
নহেত ছাড়িয়া দাও,
অধমে বিসরি যাও,—
মরমে মেরনা হেন, দাও পরিত্রাণ ॥
তুমি ত জেনেছ ভাল
আমার সাহস বল,
তবে কেন তবে আর বেদনা বাড়াও?
তোমার মোহন ছবি,—
শতোজ্জ্বল নবরবি!—
আমার নয়ন হতে অপসারি দাও !!

প্রমত্ত।

———

আমি তুমি কঠিন কথা।

একটা গানে আছে—

তুমি আমি ভেদাভেদ শুনে পাই যে মনে ব্যথা।
যেই তুমি সেই আমি চন্দ্রেতে চন্দ্রিকা যথা॥

যেই তুমি সেই আমি। আমিত ভেদ দেখি না। কিন্তু আমার রহস্য আমিই যেন বুঝি না। আমি ইচ্ছা করিয়া তুমি সাজিলাম পরে তুমিরূপ-আমি আমাকে যেন আমি বুঝি না।

কথাটা বুঝিতেছ "অহং বহুস্যাম্"। আমিই ত বহু হইয়াছি। তবে আমি ভিন্ন তুমি আবার কি?

মিছামিছি একটা কল্পনা করিলাম। তখন একাই ছিলাম। খালি খালি বলিলাম রঙ্গ করিব। একা একা যেন ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইল দুজন হইলে বেশ হয়। দুই হইল। বহু হইব। বহু হইল।

আমি ত আমিই আছি। এক কি বহু হওয়া যায়? তবু বহু হওয়া। এটা মিছামিছি। এটা কল্পনা। কল্পনায় মিছামিছি আমির ভিতরে একটু তুমি হইলাম। একটা এ হইলাম একটা সে হইলাম একটা ইনি হইলাম একটা তিনি হইলাম। একাকী স ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। অহং বহুস্যাম্।

আমি আমিই। আমি, আমি থাকিয়াই আমি হইতে ভিন্ন একটা তুমি তিনি একটা এ সে হইলাম। তুমি হইয়া ভাবিলাম আমি তোমা হইতে ভিন্ন। জগতে যত তুমি তুমি আমি দেখিতেছিলাম তারাও আমি আমি ধরিল। সবাই আমি আমি বলিতে লাগিল। এক আমি কিন্তু সব তুমিকে আমি বলিয়াই জানিলাম তুমির আমি কিন্তু আমির আমিকে এক আমি বলিয়া চিনিল না। আমি তোমাকে আমি বলিয়াই জানি তুমি কিন্তু আমিকে আমি বলিয়া চিনিতেছ না। এ দোষ কার? মিথ্যার তুমি সত্যের আমিকে চিনে না এ দোষ কার? মিথ্যার আমিটাই তুমি। মিথ্যার আমিটা সত্য চিনিবে কিরূপে? মিথ্যার আমি বলিয়া ত সত্য সত্য কিছু নাই। তবু আছে। তবু সত্য চিনিবে?

মিথ্যার সত্য চেনা কিরূপ ? এ যে পারে না এ দোষ কর ? বল একি রহস্য ? একি প্রহেলিকা ?

তুমি—তুমি নয়গো আমিই। আমির রূপ কি আমির নাম কি তাই বল ? তুমির নাম আছে আর রূপ আছে। মিথ্যার একটা নাম একটা রূপ দিয়া তুমি হইল। তুমির নারী মূর্ত্তি নারীর আকার প্রকার কতকি হইল। আমিরও নর মূর্ত্তি, নরের আকার প্রকার কতকি হইল। বল ইহার ভাব কি ? কালী নামে জিবে জল বল ইহার ভাব কি ? বল এ পাগলামির অন্ত কোথায় ?

আমি তুমি সব ভুল। যে আছে সেই আছে। আমিও হয় নি তুমিও হয় নি। তথাপি যে হওয়া মত দেখাইতেছে এইটা ভাঙ্গাইবার জন্য এত তেত সাধনা। তাই বলা হয় যা কর বৈদিক লৌকিক যা কর তাতে গোড়ায় রাখ আমিই তুমি। উপাসকই উপাস্য এই মনে রাখিয়া কিছু কর। গোল মিটিবে। ইহাতে লক্ষ্য না রাখিতে যদি পার তবে শেষাস্ত ভ্রম নিলয়ে পরিভ্রমন্তি। আমি সেই এই মনে রাখিয়া জপ ধ্যান আত্মবিচার কর। এই আর কি !

তোমার আমি সরস কথা।

আমি তুমির সংবাদ ত পূর্ব্বে শুনি নাই। ইহার ভিতরে যে সব তাওত জানা ছিলনা। এখন না বুঝিতেছি মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ। আহা কত সুন্দর ইহা। তোমাকেই জগতের সকলে ডাকে। সবার সব তুমি। তুমিই পরমাত্মা। তুমিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তুমিই অদ্বয়। তুমিই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত। তুমিই সত্তামাত্র, তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমি আবার সকল ইন্দ্রিয়ের গোচর হও। আহা! যে যেখানে ডাকে সে তোমাকেই ডাকে তাকি আগে জানিতাম?

তোমার আশ্রয়ে আসিয়া বড় নিরাশার মধ্যে আশার আলো জ্বলেচে। কিসে আমার অবিশ্বাস হবে তোমার কথায়? তুমিত আমার অন্তরে বাহিরে রয়েচ। ঠাকুর সত্য যদি জগতে কিছু থাকে তবে তুমি সেই সত্য বস্তু ইহা ছাড়া আর কিছু সত্য নাই। আমি যখন বিশ্বনাথকে জানাতাম ঠাকুর যে যা চায় তুমিত তারে তাই দাও। ঠাকুর আমি যা চাই তাই দাও। তার পর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছিল। কত জায়গায় কেঁদেচি। তখন কি পাথরের বিশ্বনাথকে জানাইয়া ছিলাম না সে আমার হৃদয়ের নাথ! তার পর দেখা দিলে; তা না হলে কি এমন হয়? এত ভাল কি তা না হলে হয়? সে ছাড়া কোন জিনিষ এত ভাল লাগতেই পারে না। চকিত মাত্র সময়ে আমার কি হয়ে গেল আমি যেন একটি কি অপূর্ব্ব জিনিষ পাইলাম। কতই যে খুঁজিতে ছিলাম কতই এধার ওধার করেচি। কি ধরি কি ধরি কতই করেচি। কিন্তু কিছুই পাই নাই। সেইটুকু সময়ের মধ্যে আমার যেন হারাণ জিনিষ মিলিল। তারপরে আবার কি ক'রে দেখব বলে মনে হত। যে দিন প্রাণ কিছুতেই সুস্থ করিতে না পারিতাম সেই দিনই দেখা পাইতাম। যে কথা ভাবিতাম, যেটা ঠিক না করিতে পারিতাম তাহার বিষয়ে তুমি যেন বুঝাইয়া দিতে। কত আশা দিতে। এতদিন কৈ কাহাকেও ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করি নাই। এখন যেন কে সব সময়ে সঙ্গে রয়েচে।

সেই যে বলে-মো কা কাঁহাঁ ঢুঁড়ো বন্দে।
ম্যায় তো তেরে পাস মে।

রে সেবক! আমায় কোথায় খোঁজ; আমিত তোমার নিকটেই। কণ্ঠই যে মনে হয় ভয় লজ্জা সব তোমার শ্রীচরণে দিয়াছি। তুমি সব জানচ তবে আমার লজ্জাই বা কি ভয়ই বা কি। ঠিক ত বলে ছিল—

তুমি হে আছ বসে জগৎবাসে জগৎ তোমার বাস করিছে
প্রণাম হে বাসুদেব কি আর দেব অদেয় হে কি আর আছে॥
দিয়ে হে বসন ঢাকা ঢেকে রাখা যায় কি তোমার চোখের কাছে
তুমি মোর শিরায় শিরায় বিরাজ কর তাই শিরায় রক্ত বহিতেছে॥
হরি হে ধরি চরণ লজ্জা হরণ কর আজ এই লোকসমাজে॥

কথা বড় ঠিক। যে সব জানে সব দেখে তারে আবার লজ্জাই বা কি ভয়ই বা কি?

গুরু ইষ্টমন্ত্র সবই এক। মন্ত্রকে যখন ঠিক ধরা যায় তখন একের মধ্যেই সব পাওয়া যায়। অবলম্বনের জিনিষ মন্ত্রটি ঠিক করিয়া ধরিলে আর কোন অভাব থাকে না। আমার ভয় ভাবনা সবই গেছে আমি যে সব ভার তোমায় দিয়েচি। প্রভু! আশ্রয়ে যে আছে তার ত নিজের কর্ম্ম কিছুই নাই। সব কর্ম্ম তোমার। তুমি প্রসন্ন হও।

আজ মনে হইল আচ্ছা আমি কি করি? আমার কাজই বা কি? আমার সব ভার তোমায় দিয়াছি। কিন্তু সব সময়ে ত শরণে থাকিতে পারি না। এমন কেন হয়? যখন চুপ করে বসে থাকি তখন তোমাকে মনে থাকে। অনেক কাজের মধ্যেও মনে থাকে। কিন্তু কখন কখন একবারে যেন ভুলে যাই। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা কেন হয় না? আমি চাই তন্ময় হ'য়ে যেতে। তুমি ছাড়া কোন জিনিষ যেন আমার চক্ষে কর্ণে মনে এই ত্রিভুবনে না থাকে। এমন কি হয় না ঠাকুর?

বুঝেছি ঠিক হয়। এই কথাই তুমি সর্ব্বদা বলিতেছ। তুমি ভিন্ন কিছু নাই কিছু ছিল না কিছু হয় নাই। সব তুমি সব তুমি সব তুমি শেষে আমিও তুমি। এ যতদিন না হইতেছে ততদিন তোমার আমি। তোমার আজ্ঞাপালনই আমার জীবন। আমি তোমার আজ্ঞা মত চলিতে প্রাণপণ করি। আর সব ভার তোমার উপর।

পারে না। তোমার পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তর—আদি বাসনা কোথা হইতে উঠে ইহার উত্তরের আভাস এখানে দেওয়া হইল। তত্ত্ব কথাটি বুঝিয়া রাখ আর সমস্তই বুঝিতে পারিবে। প্রথমেই ধারণা কর—ধারণার অভ্যাস কর পরিদৃশ্যমান যাহা দেখিতেছ তাহা সম্বিদের বা আত্মচৈতন্যেরই বিবর্ত্ত। প্রথমে ইহা নিশ্চয় করা কঠিন বলিয়া, ভাবনা কর স্থির শান্ত জল যেমন তরঙ্গ আকারে দেখা যায় সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যই নানাবিধ বস্তুর আকারে দেখা যাইতেছে। তাহার পরে আরও সূক্ষ্মে আসিয়া ভাবনা কর রজ্জুকে যেমন সর্পাকারে দেখা যায় সেইরূপ সম্বিদকেই দৃশ্যাকারে দেখা যাইতেছে অথবা আত্মচৈতন্যকে স্বপ্নাকারে দেখা যাইতেছে, কিন্তু রজ্জুই যেমন আছে—সর্প আদৌ নাই আর সর্পটা পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের সংস্কার কল্পনা হইলেও রজ্জু যেমন কোনকালে যথার্থ সর্প হইয়া যায় না সেইরূপ আত্মচৈতন্য বাসনাকারে স্পন্দিত হইলেও চৈতন্য কখন বাসনা হইয়া যায় না। বাসনাটা মিথ্যাই। এইজন্য স্বপ্ন পর্ব্বতটা মিথ্যাই। ইহা আদৌ নাই। আবার স্বপ্ন যেমন অসৎ, জাগ্রৎটাও সেইরূপ অসৎ। এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না।

আবার ভাল করিয়া ধারণা কর। স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি সহকারী কারণের অভাবহেতু অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি অসৎ সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে একমাত্র অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভ সম্বিদের অতিরিক্ত অন্য কোন সহকারী কারণ না থাকায় তদদ্ভূত সৃষ্টিও অসৎ। "যদ্যপীদানীং সহকার্য্যাদয়ঃ সন্তি তথাপ্যাদিসর্গে অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভসম্বিদতিরিক্তং নাস্তীতি স্বপ্নসাম্যমেবেত্যর্থঃ" তাই বলা হইল—

যথা স্বপ্নস্তথা জাগ্রদিদং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বপ্নে পুরমসম্ভাতি সর্গাদৌ ভাত্যসজ্জগৎ॥ ৫০॥

স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতাদি কোনও ক্রমে সত্য নহে। একমাত্র সম্বিদই নিত্য সত্য। আর যদি বল স্বরূপটি ঢাকা পড়িলে সম্বিদ বা আত্মচৈতন্যই প্রপঞ্চকে নিজের উপরে ভাসাইতে শক্য হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ সম্বিদের সত্তার কখন ব্যভিচার হয় না। কাজেই সম্বিদ ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা সর্ব্বথা অসত্য। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্নপর্ব্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নাই

হইয়া যায়; সেইরূপ শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক বা ক্রম অনুসারেই হউক তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা এই আধিভৌতিক জগৎ শূন্য হইয়া যায়। নিকটস্থ লোকেরা যে দেখে "এই ব্যক্তি মরিল—বা এই ব্যক্তি উড়িতেছে"—এই যে ইহারা দেখে তাহার কারণ ইহারা স্ব স্বরূপ জানে না বলিয়া আধিভৌতিকটাই সত্য ইহা নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ স্বস্বরূপানভিজ্ঞ আধিভৌতিকাভিমানী বলিয়াই ইহারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দেখে। তাই বলা হইতেছে জগৎদর্শনটা বা দেহাভিমানটা মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে এবং মোহের প্রেরণায় ঘটে। এই ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টি ভ্রমটা স্বপ্নানুভূতির ন্যায় নিঃস্বরূপ।

স্বপ্নানুভূতয় ইমা মরণান্তবোধে,
ভ্রান্ত্যেতরভ্রমদৃশঃ স্ফুটসর্গভাসঃ।
ভান্ত্যাতিবাহিক শরীরগতাঃ সমস্তা
মিথ্যোদিতা মৃগনদীসরণ ক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

মূর্খ নরনারী ধারণাভ্যাস এবং বিচারের অভাবে অনাদিভ্রম প্রবাহে নিপতিত থাকে। ইহারাও কিন্তু মরণমূর্চ্ছার পূর্ব্বক্ষণে আতিবাহিক দেহ পায়। চিরদিন ভ্রমপ্রবাহে হাবুডুবু খাইতে অভ্যাস করিয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহারা ভ্রান্তিক্রমে ভবিষ্যৎ ভোগের উপযুক্ত সৃষ্টির ছায়া অনুভব করে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে সেই প্রতিভাসই বা ছায়াই দৃঢ় হইতে থাকে। তাহারা যাহা অনুভব করে তাহা তাহাদের মনের মধ্যেই দেখে। কিন্তু ভ্রান্তির মহিমায় অন্তঃস্থ সমস্তকেই তাহারা বহিঃস্থ বিবেচনা করিয়া তাহাদেরই অনুসরণ করে। মৃগতৃষ্ণিকার প্রবাহানুরণ যেমন, অজ্ঞ জীবের বিষয় করা সেইরূপ।

একত্রিংশ অধ্যায়।

পুনর্জ্জীবন।

লীলা!

কি মা!

সরস্বতী প্রিয়তমা লীলাকে অন্যদিকে আকর্ষণ করিলেন। বলিলেন লীলা! ঐ দেখ বিদূরথ জীব পদ্মভূপতির শবদেহে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিতেছে। আমি উহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। এস আমরা একটু সত্য সঙ্কল্পতার খেলা করি। সঙ্কল্প দ্বারাই সকল কার্য্য রোধ করা যায়। মনের স্পন্দন যেমন রোধ করা যায়, ইহাও সেইরূপে হয়।

আজ একত্রিংশ দিবস। আজ আমরা এই মন্দিরাকাশ পাইলাম। তুমি যে দিন সমাধিলীনা হও তাহার পরে ত্রিংশ দিবস অতিবাহিত হইয়াছে। তোমার পূর্ব্বদেহ ইহারা অগ্নিসাৎ করিয়াছে। আমার ইচ্ছায় এখানকার দাস দাসীগণ এখনও নিদ্রিত। এস আমরা অপ্রবুদ্ধ লীলাকে একটু চমৎকৃত করি।

দেবী তখন সঙ্কল্প করিলেন অপ্রবুদ্ধ লীলা আমাদিগকে দর্শন করুক।

লীলা কি অপূর্ব্ব দেখিতেছে। দেখিতেছে পদ্মরাজার মণ্ডপের অভ্যন্তরভাগ অকস্মাৎ কি এক শীতল তেজঃপুঞ্জে ভাস্বর হইয়া গেল। চঞ্চল নয়না লীলা দেখিতেছে 'চাঁদ ছানা' দ্রবশীতল প্রভাময়ী দুইটি রমণীমূর্ত্তি বড় প্রদীপ্তভাবে তাহার পুরোভাগে প্রকাশিত হইল। মরি মরি কি অঙ্গপ্রভা! ইহাদের অঙ্গ-প্রভায় গৃহভিত্তি স্বর্ণদ্রব দ্বারা যেন লিপ্ত হইয়া গেল। লীলা অপূর্ব্ব আলোকে গৃহ আলোকিত দেখিয়া সম্মুখে জ্ঞপ্তি দেবী ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিতে পাইল। "উত্থায় সম্ভ্রমবতী তয়োঃ পাদেষু সা পতৎ।" সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া অপ্রবুদ্ধ লীলা তাঁহাদের চরণকমলে প্রণাম করিল। লীলা বলিতে লাগিল—হে আমার জীবন-প্রদায়িনী দেবীদ্বয়! আপনারা আমার কল্যাণের জন্যই আসিয়াছেন সন্দেহ নাই আপনাদের জয় হউক। আমি আপনাদের মার্গশোধিনী—পরিচারিকা হইয়াই অগ্রে এইখানে আসিয়াছি। তখন মানিনী মত্তযৌবনা সেই দুই রমণীকে লীলা

যথাযোগ্য উচ্চ আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন, মনে হইল সুমেরু শিখরে যেন দুইটি লতা শোভা পাইল। জ্ঞপ্তি দেবী তখন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন্ পথ দিয়া কি দেখিতে দেখিতে এখানে আসিয়াছ? কি প্রকারেই বা এখানে আসিলে?

বিদুরথ-লীলা বলিতে লাগিল—দেবি! ভর্ত্তার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় কল্পান্ত জ্বালায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হইলাম। তখন আমার সম বিষম জ্ঞান ছিল না। তরল পক্ষ্মান্তর্গত লোচন নিমীলিত হইয়া গিয়াছিল। পরে মরণমূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইয়া দেখিলাম আমি গগনোদরে আপ্লুতা। দেখিতে দেখিতে ভূতাকাশে বায়ুরথে আরোহন করিলাম। গন্ধ লেখার মত আমি তখন এখানে বায়ুকর্ত্তৃক আনীত হইয়া দেখিলাম এই গৃহ আমার নায়ক দ্বারা অলঙ্কৃত। দেখিলাম নির্জ্জন এই স্থান—প্রজ্বলিত দীপমালায় সুশোভিত এবং মহামূল্য শয্যায় অলঙ্কৃত। পুষ্পবনে বসন্তের মত কুসুম গুণ্ঠাঙ্গ আমার এই পতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম ইনি সংগ্রাম সংরম্ভ দ্বারা শ্রমার্ত্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। দেবেশ্বরি! আমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। তারপরেই দেখিলাম আপনারা আসিয়াছেন। হে সদনুগ্রহকারিণি! আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিলাম।

জ্ঞপ্তি দেবী তখন হাসিতে হাসিতে লীলাদ্বয়কে সম্বোধন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—হে হংসগামিনী ললিতলোচনা লীলাদ্বয় এখন আমি শব-শয্যা হইতে নৃপতিকে উত্থাপিত করিব। এই বলিয়া জ্ঞপ্তি দেবী পূর্ব্ব সঙ্কল্প দ্বারা নিরুদ্ধ রাজার জীবকে মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই জীব বায়ুর মত অদৃশ্য ও রাগাদি বাসনা পল্লবিত বলিয়া লতার মত হেলিয়া দুলিয়া শবের নাসিকার নিকটে গমন করিল। বায়ুর বংশরন্ধ্র প্রবেশের ন্যায় ঐ জীব তখন নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পদ্মরাজা তখন সমুদ্রের আপন গর্ভে শত শত রত্নধারণের ন্যায় শত শত বাসনা অন্তরে উদিত হইতে দেখিলেন। বৃষ্টিপ্রতিবন্ধে ম্লানপদ্ম যেমন সুবৃষ্টিতে আবার জাগিয়া উঠে জীব প্রবেশে পদ্মনৃপতির মুখপদ্মে সেইরূপ কান্তি দেখা দিল।

ক্রমাদঙ্গানি সর্ব্বাণি সরসাণি চকাশিরে।
তস্য পুষ্পাকর ইব লতাজালানি ভূভৃতঃ॥ ৩৮॥

ক্রমে রাজার সমস্ত অঙ্গ সরস হইয়া বসন্তকালে লতাজাল যেরূপ শোভা পায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুখমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের কান্তি দেখা গেল। সকল অঙ্গ স্ফুরিত হইল, বসন্তে পল্লব উদ্গমের ন্যায় সকল অঙ্গ ভরিত হইয়া উঠিল। রাজা ধীরে ধীরে তখন চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন, মনে হইতেছে সর্ব্বভুবনাত্মা বিরাট যেন আপন নেত্রভূত চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। রাজা বুদ্ধিমান বিন্ধ্যাদ্রির মত উল্লাসপ্রাপ্ত দেহে উত্থিত হইলেন। মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন "এখানে কে আছে?" "উবাচ—কঃ স্থিত ইতি ঘনগম্ভীর নিঃস্বনম্।"

উভয় লীলা তখন নিকটে আসিল, বলিল কি করিতে হইবে আদেশ করুন। "প্রোবাচাদিশ্যতামিতি।"

রাজা দেখিতেছেন উভয়েই একরূপ। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আসিলে? "কা ত্বং কেয়ং কুতশ্চেয়ং ইত্যাহ স বিলোকয়ন্।" অপ্রবুদ্ধ লীলার আজ কত আনন্দ। আর প্রবুদ্ধ লীলা? লীলাকারিণী স্বরূপে থাকিয়াও কত লীলা যেন করিতে চায়। রাজার বাক্য শুনিয়া রাজাকে লইয়া লীলা করিবার জন্য যেন প্রবুদ্ধ লীলা আরও নিকটে আসিল ও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমিই আপনার সেই পূর্ব্বমহিষী লীলা। আপনার প্রাক্তনী সহধর্ম্মিণী আমি। বাক্যের সহিত অর্থের চিরমিলনের মত আমি আপনার সহিত চিরমিলিতা। আর এই যে আর এক লীলা দেখিতেছেন—

ইয়ং লীলা দ্বিতীয়া তে মহিলা হেলয়া ময়া।
উপার্জ্জিতা ত্বদর্থেন প্রতিবিম্বময়ী শুভা ॥ ৪৭ ॥

আমি ইহাকে বিনা আয়াসে উপার্জ্জন করিয়াছি। ইনি আমারই প্রতিবিম্বময়ী। আপনার জন্যই ইহাকে অর্জ্জন করিয়াছি।

শিরোভাগোপবিষ্টেয়ং পাহি হৈম মহাসনে।
এষা সরস্বতী দেবী ত্রৈলোক্য জননী শিবা ॥ ৪৮ ॥

আর ঐ যে শিরোভাগে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা—ইনি ত্রৈলোক্য জননী মঙ্গলময়ী সরস্বতী। বহুপুণ্যফলে আমরা দেবীকে সাক্ষাতে পাইয়াছি। ইনিই আমাদিগকে পরলোক হইতে আনিয়াছেন।

রাজীবলোচন রাজা ইহা শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। গলদেশ হইতে লম্বমান মালা দুলিয়া উঠিল। রাজা সরস্বতীর চরণযুগলে পতিত হইলেন। আর বলিলেন—

সরস্বতি! নমস্তভ্যং দেবি সর্ব্বহিতপ্রদে!
প্রযচ্ছ বরদে মেধাং দীর্ঘমায়ুর্ধনানি চ॥ ৫১॥

মা সরস্বতি! তোমাকে প্রণাম করি। দেবি! তুমি সর্ব্বজনের মঙ্গল করিয়া থাক। মা আমাকে এই বর দাও যেন আমার শ্রুতির পরমার্থ ধারণাবতী বুদ্ধি হয়, দীর্ঘ আয়ু হয়, আর ঐশ্বর্য্য হয়।

জ্ঞপ্তি দেবী তখন বড় আদরে স্বীয় হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, পুত্র আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিলাম।

সর্ব্বাপদঃ সকল দুষ্কৃত দৃষ্টয়শ্চ
গচ্ছন্তু বঃ শমমনন্ত সুখানি সম্যক্।
আয়ান্তু নিত্যমুদিতা জনতা ভবন্তু
রাষ্ট্রে স্থিরাশ্চ বিলসন্তু সদৈব লক্ষ্যঃ॥ ৫৩॥

তোমার সমস্ত আপদ আর সমস্ত পাপবুদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হউক। তোমার অনন্ত অভ্যুদয় সুখ আসুক। তোমার এই রাজ্যে জনসমূহ সর্ব্বদা আনন্দে থাকুক। তোমার রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হউক এবং সর্ব্বদা তোমার ভবনে ইনি বিলাস করুন।

লীলা সত্যসঙ্কল্পা। লীলার পূর্ব্বদেহ ছিল না। লীলা এতক্ষণ ভাবনাময় দেহে ছিল। এখন লীলা সঙ্কল্প বলে স্থূলদেহ রচনা করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়া লীলা প্রবুদ্ধ লীলার মানসী প্রতিমা হইলেও সরস্বতীর বরে স্থূলেই পদ্মমণ্ডপে আসিয়াছিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

জীবন্মুক্তি।

সরস্বতী অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রভাত আসিল। সরোবরে পদ্মসমূহ বিকশিত হইল আর সংসার সরোবরে জনসমূহ প্রবুদ্ধ হইল।

পদ্মরাজা স্বীয় মহিষী লীলাকে আনন্দভরে বক্ষে ধারণ করিলেন, আর লীলা মৃত পতিকে পুনরায় জীবিত পাইয়া পুনঃ পুনঃ মহানন্দে আলিঙ্গন করিল।

সাবিত্রী ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া সত্যবানকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল এই লীলাও এই ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া পদ্মরাজাকে জন্মান্তর হইতে ফিরাইয়া আনিল। শুধু তাহাই নহে—জীবন্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করিল।

লীলা দেবী সরস্বতীর উপাসনা করিয়া ইষ্ট দেবতার সাহায্যে জীবন সার্থক করিয়াছিল। উৎপত্তির লীলা এইরূপই হইবে। কিন্তু ইহার অন্যদিক বাকী রহিল। সেখানে উপাসনা দ্বারা না হইয়া আত্মবিচার দ্বারা হইবে। সময় মিলিলে বাকীটি শেষ করা যাইবে।

রাজা রাণীর মিলন হইল। রাজভবন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। জনগণ আনন্দে মত্ত। সর্ব্বত্র বাদ্যগেয় রব মুখরিত। যেখানে সেখানে জয়মঙ্গল পুণ্যবাক্য উচ্চারিত হইতে লাগিল আর রাজ্য ঘোষ ঘুন্ঘুম ঘর্ঘর হইয়া উঠিল। রাজবাটী হৃষ্টপুষ্টজনে পূর্ণ, প্রাঙ্গনভূমি রাজলোকাবৃত হইল। সিদ্ধবিদ্যাধরোন্মুক্ত পুষ্পবর্ষণে রাজপ্রাসাদ রমণীয় হইয়া উঠিল। উপর হইতে হইতেছে পুষ্পবর্ষণ আর নীচে ধ্বনৎ মৃদঙ্গ মুরজ কাহলা শঙ্খ দুন্দুভি দ্বারা সর্ব্বত্র মুখরিত। হস্তিগণ আনন্দে শুণ্ড উত্তোলন করিয়া উৎকট শব্দ করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ উত্তাল তাণ্ডবে প্রাঙ্গনভূমি উল্লসিত করিতে লাগিল। সামন্ত রাজগণের আনীত উপঢৌকন সকল পরস্পর সঙ্ঘটিত হইয়া ভূমিপতিত হইতে লাগিল। প্রচুর ঔৎসবিক পুষ্প সম্ভার আসিতে লাগিল। পুষ্পবাহী জনগণের সঞ্চারে রাজ সদন পরমশোভা ধারণ করিল। চারিদিকে মঙ্গলপুষ্প, লাজ, মুক্তাদি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

মনে হইল যেন পৃথিবীকে কেহ ক্ষৌমাম্বর পরাইয়া দিতেছে। তাণ্ডবিণীগণের নৃত্যকালে কর সঞ্চালন আকাশে কত কত মৃণাল রক্তপদ্ম শোভিত সরোবর সৃজন করিতে লাগিল। অতিরিক্ত স্ত্রীগণের প্রবায়ুবেশ, বিলাস সঞ্চালিত হওয়ায় তাহাদের কর্ণের রত্নকুণ্ডল দুলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব শোভা ছড়াইতে লাগিল। অবিরত পাদ সম্পাতে বৃক্ষচ্যুত কুসুমরাজি মর্দ্দিত হওয়ায় রাজপথ পুষ্পরস কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শারদ মেঘের মত বিস্তৃত ও পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ প্রাঙ্গণ ভূমি অলঙ্কৃত করিতেছে আর কত কত স্ত্রীলোক সেখানে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের বদন কমল দৃষ্টে, মনে হইতে লাগিল যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

রাজা ও রাণী উভয়েই পরলোক হইতে আগমন করিয়াছেন এই বাক্য গাথার ন্যায় মুখে মুখে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

ভূপতি পদ্ম, আপন মরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজা তখন চতুঃসাগর জলে স্নান করিলেন। অনন্তর অমরগণ যেমন অমরেন্দ্রকে অভিষেক করেন, সেইরূপে ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য রাজগণ সমবেত হইয়া সেই রাজার অভিষেক করিলেন। অবশেষে লীলা দ্বিতীয়া লীলা ও রাজা পদ্ম সরস্বতীর কৃপায় জীবন্মুক্ত হইলেন এবং সুধাময় আপন আপন প্রাক্তন্ বৃত্তান্ত বলিয়া বলিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহারাজ পদ্ম স্বীয় পৌরুষে এবং সরস্বতীর বরে ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিলেন। জ্ঞপ্তিদেবী প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি লীলাদ্বয় সঙ্গে বহু বর্ষ রাজ্যভোগ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইহারা শেষে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

সম্পূর্ণ।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। **উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার** মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহা ভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২॥৹ টাকা বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত. সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

গাছ ও বীজ।

ফুলকপি পাটনাই ||০, বিলাতী ১৲, বাঁধাকপি ||০ ও ১৲, ওলকপি ||০ ও ৸০, ৶৩ সেরা বেগুণ ১৲, কাশীর প্রকাণ্ড ||০, দেশী বড় ।০, শালগম, বীট, গাগরীমূলা, বিলাতীমূলা, পাতাকপি, চুকাপালং, চীনের শাক, টেপারী, লঙ্কা ও পেঁপে ।০, গাজর, লাউ, পেঁয়াজ, কাঁথির মূলা, লালশাক, পীড়িং কণকানটে, ৴০, গাছকপি, ব্রকলী, মিষ্ট প্রকাণ্ড লঙ্কা, পাম্পকিন বা ২৲ মণে লাউ, বিলাতী পেঁয়াজ, স্কোয়াস ||০, টমেটো ।০ ও ||০, দেশী শিম, মিঠাপালং, কুমড়া, বেতো, শুলফা ৴০ প্রতি তোলা। কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ প্রতিসের ৩৲। ফুলের বীজ ১০ রকম ১৲।

আম, লিচু, সপেটা, কুল, পেয়ারা, তেজপাত, ডালচিনি প্রভৃতি গাছের খাটি কলম বিস্তর আছে, ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য।

নূরজাহান নার্সারী।

২নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিও প্যাথিক ঔষধালয়।

হেড আফিস,—৯ নং বনফিল্ডস লেন; ব্রাঞ্চ,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এবং ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ৴৫ ও ৴১০ পয়সা।

কলেরার বাক্স কিম্বা গৃহ চিকিৎসার বাক্স—ঔষধ, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১১, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩||০, ৫৸০, ৬।০ ও ১১||০।

ইংরাজী পুস্তক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইত্যাদি সুলভ!

ভেষজ-বিধান—হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া (৪র্থ সংস্করণ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা বাঁধান) ১।০ আনা। হোমিওপ্যাথিক "পারিবারিক চিকিৎসা" ৭ম সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও সচিত্র ৩২৮ পৃষ্ঠা (সুন্দর বাঁধান) মূল্য ||৴০ আনা। ওলাউঠা চিকিৎসা—৪র্থ সংস্করণ ৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ—হোমিওপ্যাথিক সুবৃহৎ মেটিরিয়া মেডিকা প্রায় ২,৪০০ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, মূল্য ৭৲ সাত টাকা। বাঁধান ৭||০ টাকা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

বিজ্ঞাপন দাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

লীলা—লীলা উপন্যাস শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। পুস্তকখানি ২৩০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। দাম আবাঁধাই ১৲; বাঁধাই ১।০। লীলা বশিষ্টদেব রচিত উপাখ্যান। আজকাল উপন্যাস প্লাবিত জগতে কত পুরুষ কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠদেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমূলও ফুল কিন্তু প্রভেদ কত? প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিয়োগ বিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ মৃতব্যক্তি কোথায় আছে দেখিবার জন্য যখন ব্যাকুল হয় তখন কেহ কি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে? বশিষ্ঠদেব এই উপাখ্যানে দেখাইতেছেন পারে, যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারে। লীলা, মৃতস্বামীকে মৃত্যুর পরে দেখিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প বানাইতেন না। যাহা না জানিলে মানুষ পশুত্বের দিকে নামিতে থাকে, যাহা জানিলে অমৃত আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্বেরদিকে চলিতে পারে ঋষিগণ সকল পুস্তকে তাহারাও সংবাদ দিয়া গিয়াছেন; সাধনাও করিতে বলিয়াছেন। লীলাতে ইহ জীবনের বিশেষতঃ পরলোকের সকল তত্ত্বই বলা হইয়াছে। এরূপ উপন্যাস অতি বিরল; ইহাতে শিক্ষা আছে, মাধুর্য্য আছে, আর আছে সংশয় শূন্য হইবার ভাব।

উৎসব—মাসিক পত্র, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের অতীব আদরের। সাধারণের সুবিধার্থ বিগত বৈশাখ হইতে উৎসবের ১ ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি করা হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। অধুনা পুস্তক মুদ্রণের দ্রব্য মাত্রই মহার্ঘ হওয়ায় আমরা আগামী বর্ষ হইতে উৎসবের কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইব। সজ্জনগণ উৎসব পরিচালন প্রচার কার্য্য যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। বিচার চন্দ্রোদয় গ্রহনেচ্ছুগণ কোন্ প্রকারের বাঁধা বই লইতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইবেন। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান গুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] মাঘ, ১৩২৩ সাল। [১০ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
"নিউ আর্য্য মিসন প্রেস" ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৹ টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার জন্য ।৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, মাঘ। [৯ম সংখ্যা।

সুন্দর।

ওহে—

সুন্দর! সব সুন্দর, নিরখি সুন্দর
তোমার দিঠির পরশে,
আমার মাঝারে যা ছিল আঁধারি
সকলি হরিলে নিমিষে।
তব জনম সুন্দর, করম সুন্দর,
সুন্দর পুলক ভাষণ,
তব মিলন সুন্দর, বিরহ সুন্দর.
সুন্দর অন্তর-বেদন।
জগত সুন্দর, ভকত সুন্দর তুমি,
সুন্দর হৃদয়নন্দন,
তব দরশ সুন্দর, পরশ সুন্দর,
সুন্দর হরষ ক্রন্দন।

আমি আজি রূপসী বঁধু তোমারি রূপে
গুণময়ী গুণে তোঁহারি,
আমি তোমারি সোহাগে সোহাগিনী বঁধু
গরবিনী প্রেমে তোমারি।
এ যে তোমারি হাসিটী ভাসিছে অধরে
আনন্দে হৃদয়ে বরিয়া,
আঁখি-জলে বহে পূত মন্দাকিনী-ধারা
তোমারে তোমারে স্মরিয়া।
তোমারি চরণে আপনা বিলাতে গিয়ে
সারাটী পরাণ ভরিয়া;
একি! তোমারি আপনে ফিরিয়া পাইনু
আমারি আপন বলিয়া॥

মৃঃ—

স্বস্বরূপানুসন্ধান।

আপনার স্বরূপটা কি? নিখিল বিশ্বের স্বরূপটি যাহা, আমার স্বরূপটিও তাই। তরঙ্গের স্বরূপ যেমন স্থির শান্ত জল, সর্প-ভ্রমের স্বরূপ যেমন রজ্জু, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির স্বরূপ যেমন তুরীয়, জগতের স্বরূপ যেমন ব্রহ্ম—তেমনি আমার স্বরূপ হইতেছে আমি যাহার উপরে ফুটিয়াছি, আমি যাহাকে লইয়া দেখি, শুনি, চলি, ফিরি সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য। চৈতন্যটিই আমার স্বরূপ। চৈতন্যভাবে স্থিতিটিই স্বরূপ-বিশ্রান্তি। চৈতন্য যিনি তিনি অসঙ্গ, তিনি সচ্চিদানন্দ; চেতন যিনি তিনি কখন অচেতন হন না; তিনি কখন মরেন না, কখনও জন্মেন না; তাঁহার কোন দুঃখ নাই, শোক নাই, জরা নাই, আধি নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই—চেতন যিনি তিনি ত এইরূপ। চেতনই আমার স্বরূপ। স্বরূপ বিশ্রান্তি ভিন্ন শান্তি কোটি কল্পেও হইবে না।

স্বরূপের উপরে ভাসে মন, আবার মনের উপরে ভাসে দেহ। কিন্তু জলের উপরে পানা ভাসিয়া যেমন জলকে ঢাকিয়া রাখে, পটের উপরে চিত্র ভাসিয়া যেমন পটকে ঢাকিয়া রাখে, বায়স্কোপের ক্যানভাসের উপরে ছবির ছুটাছুটি দর্শন-

কালে যেমন ক্যানভাস কেহই দেখে না—সেইরূপ মনটাকেই লোকে দেখে, চৈতন্যকে দেখে না। লোকের দেখায় কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমিই আমাকে চৈতন্য-স্বরূপ না ভাবিয়া আমি আমাকে মনরূপে দেখি। অর্থাৎ আমিটি মনে মাখাইয়া বলি আমার মন; শেষে আরও নীচে নামাইয়া বলি—আমিই মন। এইরূপ আমার দেহ, আমিই দেহ; আমার স্ত্রী, আমি ও স্ত্রী অভেদ ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই আমি যাহাকে যাহাকে আমার বলি, তাহাদের সঙ্গে অভেদ হইয়া যাই বলিয়াই তাহাদের দুঃখই আমার দুঃখ হয়। নতুবা চির আনন্দময় পরম শান্ত সর্ব্বদা অসঙ্গ আমি চৈতন্য আমার কোন প্রকার দুঃখ বা শোক বা যাতনা বা জরামৃত্যু কিছুই থাকিতে পারে না।

ইহা ত শুনিলাম, কিন্তু স্বস্বরূপের অনুসন্ধান কিরূপে হইবে?

দেখ জলের সঙ্গে দুগ্ধ মিশিয়া গিয়াছে। জল হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিতে হইলে যাহা করিতে হয়—জড় হইতে চৈতন্যকে পৃথক্ করিতেও তাহাই করিতে হইবে। হংসবৃত্তি না ধরিলে ইহা হওয়া অসম্ভব। মন হইতে, দেহ হইতে চৈতন্যকে পৃথক্ দেখিতে হইবে। শুধু দেখা নয় প্রতি কার্য্যে, প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যে, এক কথায় লৌকিক বৈদিক সকল কার্য্যে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—চেতন যিনি তিনি খান না, বেড়ান না—যিনি খান, যিনি বেড়ান তিনি মন, তিনি দেহ।

ইহা কি সহজ?

কে বলিল সহজ? জীবন্মুক্তি আবার সহজ কবে?

বল এখন এই স্বরূপানুসন্ধান কিরূপে করিব?

শ্রবণ কর। প্রথমে মনটাকে দেখ। আর দেখ এইটাই তোমার প্রভু হইয়া রহিয়াছে কি না। তুমি কিন্তু মনের গোলাম নও। মনই তোমার গোলাম। এই মনটাকে যখন তুমি গোলাম করিতে পারিবে, তখনই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

মনটাকে গোলাম করিতে হইলে প্রথমে মনকে খাটাও, নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটাও। কোন একটি বিষয়ে ইহাকে একাগ্র কর। আর তুমি নিজে দেখিতে থাক মন একাগ্রভাবে কার্য্য করিতেছে। জপ ধ্যান ইত্যাদি মনকে একাগ্র করিবার জন্য। কিন্তু এই একাগ্রতা অভ্যাসে মন যে চিরতরে গোলামী ছাড়িবে তাহা মনে ভাবিও না। যতদিন ঐ এক ভিন্ন অপর কিছু থাকিবে, তত দিন একাগ্রতা ছুটিয়া গেলেই মন আবার অন্য কিছু লইয়া থাকিবেই। তাই

বলিতেছিলাম, একাগ্রতা অভ্যাসে যাহা হয় তাহা আংশিক, কিন্তু পূর্ণভাবে স্বরূপ বিশ্রান্তি হইবে অন্য উপায়ে।

অনেক আছে, কিন্তু তুমি ইহা, উহা, তাহা দেখিতে চাও না। তুমি এক দেখিতে চাও। সম্মুখে এই যে আকাশটি রহিয়াছে এটিকে যখন তুমি দেখিতে না চাও, তখন তোমাকে নীচের গঙ্গাকে দেখিতে হয়। নানা বস্তু না দেখিবার কৌশল হইতেছে গুরু মন্ত্র ও ইষ্ট এক করিয়া লইয়া উহার কোন একটি দেখা। ইহা আংশিক বিশ্রান্তি। পূর্ণ বিশ্রান্তি ইহা নহে। কারণ যাহা লইয়া তুমি থাক তাহা যদি ক্ষণকালের জন্য ভুল হয় তবে অন্য কিছু আবার দেখিয়া ফেলিবে। এই গোলমালটা সারিয়া লইবার জন্য বলা হয় যাহা দেখ তাহাতেই ভাবনা কর তাহাই তোমার ইষ্টদেবতা। অর্থাৎ সেই একই। কিন্তু ইষ্টদেবতাটি দেখিতে যাহা, সম্মুখের এই বাঁদরটি দেখিতে ত তাহা নহে; সম্মুখের এই বনটি ত দেখিতে তাহা নহে; সম্মুখের এই মাতৃকাটি দেখিতে ত তাহা নহে—তবে এক দেখিবে কিরূপে?

নাম ও রূপে সকল বস্তুকে এক দেখা যায় না। এক দেখা যায় স্বরূপ দেখিতে শিখিলে। স্বরূপটিই হইতেছে চেতন। এই চেতনটিকে দেখিতে হইবে। ইহাই হইতেছে স্বরূপানুসন্ধান।

আমরা যাহা কিছু সম্মুখে ভাসিতে দেখি, তাহা যে চৈতন্যের উপরেই ভাসিয়াছে; তাহা আমরা একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারি।

মনে করা হউক এই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিতেছি। কিন্তু এই দেখার সময়েও আমি তরঙ্গের অভাবটাও ভাবনা করিতে পারি। এই দেহ দেখিতেছি, কিন্তু এই দেহ দেখার সময়ে দেহের অভাবটাও আমি ভাবনা করিতে পারি। এই রাগান্বিত বা কামগ্রস্ত মন আমি দেখিতেছি, কিন্তু এই দেখার সময়েও আমি মনের রাগ বা রাগের অভাবটাকেও ভাবনা করিতে পারি। এই জগৎ আমি দেখিতেছি, কিন্তু এই দেখার সময়েও এই জগতের অভাব যে সুষুপ্তি বা মহাপ্রলয় তাহাও আমি ভাবনা করিতে পারি। যাহা দেখি তাহা দেখার কালে যখন তাহার অভাব ভাবনা করি, তখন কিন্তু পাই সেই চেতনকে। সম্মুখে গঙ্গা। গঙ্গা দেখিতে দেখিতে বলিতেছি গঙ্গা নাই, একমাত্র চেতনই আছেন। যে বিচারে ইহা হয়, তাহাই স্বরূপানুসন্ধানের বিচার।

ভগবান্ শঙ্কর বলিতেছেন—স্বস্বরূপানুসন্ধানের নাম ভক্তি। ভাল করিয়া

দেখিলে বুঝা যায় ইহারই নাম ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্তি। সূর্য্য যেমন একটি, কিন্তু লাল, কাল, সাদা, হরিদ্রা ইত্যাদি জলে সেই এক সূর্য্যের ছায়াকে বহুরূপে দেখা যায়—সেইরূপ একটি আমিই আছে, ছিল, থাকিবে। তাহাই বহুক্ষেত্রে পড়িয়া পড়িয়া বহু আমি হইয়াছে। সকলেই আমি আমি করে, কিন্তু সেই এক অখণ্ড আমির সহিত খণ্ড আমিকে এক করিয়া লইতে পারে না। আকাশের যেমন খণ্ড হয় না, সেইরূপ আমিরও প্রকৃতপক্ষে খণ্ড হয় না; তথাপি একটা আত্মমায়ায় জীবের আমি যেন বহুখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। এই মায়ার আবরণটা পুঁছিয়া ফেলিতে পারিলেই ছোট আমি, বড় আমি হইয়া স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করে। এই স্বরূপবিশ্রান্তি হয় জ্ঞানে, আর মায়া দূর হয় ভক্তিতে। সেই জন্য শাস্ত্র সর্ব্বত্র বলিতেছেন—বিনা ভক্তিতে জ্ঞান হয় না, আর বিনা জ্ঞানে সংসার হইতে মুক্তি নাই। সেই জন্য ভগবান্ শঙ্কর ঋষিদিগের সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত মিলাইয়া বলিতেছেন—

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং ব্রতপরিপালন অথবা দানং
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তি র্ন ভবতি জন্মশতেন॥

অর্থাৎ গঙ্গাসাগরেই যাও, আর ব্রতই কর বা দানই কর, জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলে শতজন্মেও মুক্তি নাই। আর ঐ যে কথা চলিয়াছে যে "চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি" অথবা "মুক্তি তার দাসী" এগুলি অত্যুক্তি মাত্র। তত্ত্বে এসব কথা নির্ভুল নহে।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল।

তুমি।

তুমি সুন্দর, যথা সিন্দুর-শোভা, নীল গগন 'পরে।
তুমি স্নিগ্ধ যেমতি চন্দ্রকিরণ, উজ্জ্বল তারাহারে।
তুমি স্থির, যেমতি মলয়ানিল শ্যামল শস্য 'পরে,
তুমি বাঞ্ছিত, যথা দীর্ঘ মিলন, দীর্ঘ বিরহ 'পরে।
তুমি উচ্চ যেমতি কবির চিত্ত, কল্পনা ফুলহারে,
তুমি নির্ম্মল, যথা নিদ্রিত শিশু, শান্তি-জননী ক্রোড়ে।

শ্রীউমালতা ঘোষ।

হয় কার ?

"কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি। রুণদ্ধি যস্তস্য ভয়ং ন মৃত্যোঃ ॥

হওয়া কি এখানে তাহা আর বলা হইবে না। কেননা পূর্ব্বে অনেকবার তাহা বলা হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, যার যতটুকু বৈরাগ্য জন্মে, তার ততটুকু হয়। বৈরাগ্য বস্তুটি কঠিন। শ্মশান-বৈরাগ্য, মর্কট-বৈরাগ্য, দর্শন-বৈরাগ্য, শ্রবণ-বৈরাগ্য ইত্যাদি ক্ষণিক বৈরাগ্য বহুপ্রকারের হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বৈরাগ্য অনুরাগেরই ভাসা ভাসা মূর্ত্তি। যেমন বসন্তের পত্র-পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে বৃক্ষ পত্রশূন্য হয়—ইহাও সেইরূপ। ক্ষণিকের বৈরাগ্যের আবরণে মেঘঢাকা সূর্য্যেরমত প্রবল বিষয়অনুরাগ চাপা থাকে। কাল অতিক্রমে উহা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে। সাধারণ লোকের বৈরাগ্যে একটা আত্মপ্রতারণা থাকে। যাহারা সর্ব্বদা পরের সমালোচনা লইয়া থাকে তাহারা মায়ার হস্তে ক্রীড়নকবৎ কিন্তু যাঁহারা অপরের সমালোচনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নিজের সমালোচনা করেন, সর্ব্বদা নিজের দোষ দেখিয়া পরিতাপ করেন—তাঁহারাই শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার মায়ারাণীর সুদৃষ্টিতে পড়িতে পারেন।

খাঁটি বৈরাগ্য তাহারই হয় যিনি জিহ্বা, কামিনী ও কাঞ্চন এই তিনটির লোভ হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিতে অভ্যাস করেন।

জিহ্বা হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইলে আহারের লোভ সংযম করিতে হয় এবং বাক্‌সংযম অভ্যাস করিতে হয়। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়-মানসঃ" ইহা পরম উপদেশ। মানুষের সকল কথার উত্তর দিতে নাই। সর্ব্বদা কথা কহিতে নাই। সকল কথাও সকলকে শুনাইবার লোভ ত্যাগ করিতে হয়। যে যেমন কথা কহুক না কেন যদি উত্তর দিতে হয় তবে শীতল বুলি প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু শুধু নীতি ধরিলে ইহা হয় না। নীতিবাক্যে আংশিক ফললাভ হইতে পারে আর পূর্ণ ফললাভ হয় শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে রাখিবার অভ্যাস করিলে।

কথা শ্রীভগবানের সঙ্গে কহিতে অভ্যাস করা চাই। মনকে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভিতরে কথা কওয়াইতে হয়। ইহা বড় সুখের সাধনা। আর বাহিরে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লোকের কথা শুনিতে হয়। শব্দব্রহ্ম তিনিই। সকল

কথায় তাঁহার কথা আছে। ভীল্লপত্নী রত্ন চেনে না বলিয়া যেমন রত্নকে নুড়ী ভাবিয়া লঙ্কা বাটে কিন্তু রত্নবণিক্ চিনাইয়া দিলে যেমন সে রত্নের ব্যবহার করে—এক্ষেত্রেও শব্দকে চিনিতে পারিলেই বুঝা যায় সুর, নর, তির্য্যগাদির শব্দও পরা পশ্যন্তি মধ্যমা পার হইয়া বৈখরী হইয়া বাহির হইতেছে। ফলে শ্রীভগবানের দিকে চাইতে যিনি অভ্যাস করেন, তিনি তাঁহার দিকে একবার না চাইয়া, তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কথাই কহিতে ইচ্ছা করেন না। বড় ভারী সাধনা ইহা। ইহার জন্যই নামীর নাম যে মন্ত্র, তাহা সর্ব্বদা জপ করিবার অভ্যাস প্রাণপণে করা উচিত। আর প্রতিদিন নিত্যক্রিয়ার আদিতে ও অন্তে একবার মনকে তাঁহার সহিত কথা কওয়াইয়া নিত্যক্রিয়া করা উচিত। ইহাতেও যিনি রস পান না, তাঁহার উচিত প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পরেই শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে অভ্যাস করা। মনে করা হউক কেহ যেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরেই সে ব্যক্তি যদি হাতে তালি দিতে দিতে জপ করিতে থাকেন, শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম॥ কালাত্মক পরমেশ্বর রাম॥ শেষতল্প সুখনিদ্রিত রাম॥ ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম॥ চণ্ডকিরণ-কুলমণ্ডন রাম॥ শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম॥ কৌশল্যাসুখবর্দ্ধন রাম॥ বিশ্বামিত্র প্রিয়ধন রাম॥ রাম রাম শ্রীরামারাম॥ রাম রাম জয় সীতারাম॥ আর মনে করা হউক প্রত্যেক বার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যদি রাম ভাবনা হয়, আর যতক্ষণ ভাবনাটি বেশ করিয়া মনে না আইসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক একটি কলি বার বার উচ্চারিত হইতে থাকে, তবে হৃদয়ের মধ্যে একটি প্রবাহ আসিবেই। আর ঐ প্রবাহ ব্যবহারিক কার্য্যেও রাখা যাইতে পারে। মনে মনে সঙ্কীর্ত্তনে যখন দেখা যায় অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর হয় না, তখন সুর করিয়া কিছু উচ্চ করিয়া ঐ সঙ্কীর্ত্তন করা উচিত। করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় ইহাতে মন সুস্থ হয় কি না। এই ভাবে কতক্ষণ কার্য্য করিয়া শয্যাত্যাগের মন্ত্রগুলি পড়িবার সময় মনে করা উচিত, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মুরারি, তুমিই ত্রিপুরান্তকারী, তুমিই দুর্গা, তুমিই রাম বৈদেহী ইত্যাদি এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যা করা ও সর্ব্বদা নাম জপ রাখা—এই সমস্ত করিয়া দেখা হউক বাক্‌সংযম হয় কি না। নিশ্চয়ই হইবে। শীতল বুলিও বলা অভ্যাস হইতে যাইবে।

জিহ্বার দ্বিতীয় কার্য্য আহার। এই আহার-সংযম সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। জিহ্বা দ্বারা বিষয় রস ব্যঞ্জনাদি ভোগ যত অভ্যস্ত হইয়া যাইবে,

ততই কিন্তু জিহ্বাতে নামরসানুভূতি কম কম হইবে। যাহারা নিপুণ হইয়া আহার করেন, যাহারা প্রতিগ্রাসে ভগবানের নাম না করেন, যাহারা আহার কালে মনে করেন না তিনিই দেহরক্ষার জন্য আহার রূপে আসিয়াছেন—আহার-কালে যিনি তাঁহাকে ভুলিয়া ভোগে মন দেন—সেই ইন্দ্রিয়ারাম মনুষ্য পাপ আয়ু, তাহার জীবন পাপ জীবন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিতেছেন—"অঘায়ু-রিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। জিহ্বা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলা হইল। যাঁহারা ভাবুক তাঁহারা ইহার মধ্যে আরও অনেক সাধনার কথা পাইতে পারেন।

দ্বিতীয় সংযম কামিনী। যিনি দেহটা কিরূপ বস্তু ইহার বিচার না করেন, তিনি কথন স্ত্রী-দেহের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন না। চৈতন্যময়ী মা নারী-দেহ ধারণ করিয়াছেন—"লোকে স্ত্রীবাচকং যাবত্তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা। পুন্নামবাচকং যাবত্তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥ স্ত্রী-বাচক যাহা কিছু তৎসমস্তই চিন্ময়ী জগজ্জননী, আর পুরুষ-বাচক যাহা কিছু তাহাই চিন্ময় পরম পুরুষ। এই ভাবে যিনি সর্ব্ব বস্তুতে চেতনের অনুসন্ধান না করেন, তিনি কথন প্রকৃত শোভার বস্তুকে সুন্দর দেখিবেন না। তৎপরিবর্ত্তে দেহটাকেই সুন্দর ভাবিয়া একটা শোভনাধ্যাসে পড়িয়া লাম্পট্য করিবেন। আহা! জগতে ভাবরূপী তিনি। ভাবই সুন্দর। ভাবই দেহমধ্যে বিরাজ করিয়া দেহটাকে সুন্দর করে। প্রতিমার জন্যই মন্দির সুন্দর। প্রতিমাশূন্য মন্দিরের পূজা আবার কি? যিনি বিচার না করিয়াছেন—

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভম্॥

অর্থাৎ ক্ষুধিতের কাছে অন্নই বড় ইষ্টবস্তু, কৃপণের কাছে ধনই বড় প্রিয়, তৃষিতের কাছে জলই বড় মিষ্ট; সেইরূপ চৈতন্যই আমার হৃদয়-বল্লভ ইহা যিনি একবারও ধারণা না করেন তিনি দেবতাকে না দেখিয়া ক্ষুদ্র মন্দিরেই আট্‌কাইয়া থাকিবেন।

যিনি কথন আলোচনা করেন না—

বিশালদৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্ম্মম।
যেন দৃষ্টিবিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্।

অর্থাৎ আমার হৃদয়-বল্লভ বিশাল-নয়ন দেখিলেই বড় প্রসন্ন হন আর কিছুতেই তাঁহার প্রীতি নাই। অতএব যাহাতে আমি ক্ষুদ্র কিছুতে আট্‌কাইয়া

না থাকি, যাহাতে আমার দৃষ্টিবিশাল হয় সেই মন্ত্র আমাকে প্রদান করুন যিনি এই ভাবে সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত প্রাণবল্লভ শ্রীচৈতন্যকে না দেখিতে শিখিয়াছেন তিনি—

শ্লেষ্মোদ্‌গারিমুখং স্রবন্ মলবতী নাসাশ্রুমল্লোচনং
স্বেদস্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতোদুর্গন্ধদুষ্টং বপুঃ।
অন্যদ্‌বক্তু মশক্যমেব মনসা মন্তুং কচ্চিন্নার্হতি
স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং সুমনসাং পাত্রী ভবেন্নেত্রয়োঃ॥

অর্থাৎ কি স্ত্রী-মুখ বা কি পুরুষ-মুখ সকল মুখই শ্লেষ্মা উদ্গিরণ করে, সকল নাসিকাই মল-যুক্ত, সকল নয়নই লবণাশ্রু-যুক্ত, সকল শরীরই দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম বাহির করে, শরীরের অভ্যন্তরে মল। তাহা অতিশয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। ইহা ভিন্ন অন্যান্য দোষ যাহা দেহে আছে তাহা মুখেও বলিতে পারি না এবং মনেও করা উচিত নহে। এই ত হইল স্ত্রী-দেহের অথবা পুরুষ-দেহের স্বরূপ। এইরূপ স্ত্রী-দেহ বা যে কোন দেহ তাহা কি প্রকারে সুবুদ্ধিজনের নয়নাভিরাম হইবে? তাই বলিতেছি—এই বিচার যিনি না করিয়াছেন, তিনি কখন কি কামিনী-দেহ ভোগের লোভ ছাড়িতে পারেন?

স্ত্রী-দেহে চিন্ময়ী-মাকে দেখিতে অভ্যাস কর—বহু বর্ষ ধরিয়া মা মা করিয়া ডাক—স্ত্রী-দেহ মাত্রই তোমার মাতৃভাবের উদ্দীপক হউক, তবেই একদিন কামিনী আসক্তি ত্যাগ হইবে। নতুবা কামিনী-কাঞ্চনকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কাম কাঞ্চন করিয়া লইলে কি হইবে?

শেষে কাঞ্চন। কাঞ্চন আসক্তি কিরূপে ছাড়িতে হইবে তাহা আর বলিলাম না। এই মাত্র বলি, তাঁহার সেবার জন্যই কাঞ্চনের প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ারামের জন্য অর্থের প্রয়োজন অনুভব যাহারা করে, তাহারাই কাচ-মূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করে। তাঁহাকে চিনিবার প্রয়াস নাই; তাঁহার সেবা কিরূপে করিতে হয়; জগতে সেই বহু মূর্ত্তিতে সকল মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, সুর নর তির্য্যগাদি দেহ ধারণ করিয়া সেই লীলাময় পুরুষ সর্ব্বদা লীলা করিতেছেন—ইহা ভুলিয়া নিজের ভোগের জন্য বা স্ত্রী-পুত্রের বিলাসিতার জন্য, যে সংসার-আশ্রম না করিয়া শুধু সংসার করে তাহাকে কাঞ্চন-পিপাসা ত্যাগের কথা কে বলিবে? আর বলিলেই বা বুঝিবে কে?

তাই বলি হয় কার, না যার এই তিনে আসক্তি দূর হয় তার। আর যার

যতটুকু আসক্তি কমে তার ততটুকু হয়। পূর্ণমাত্রায় আসক্তি শূন্য হইলে পূর্ণমাত্রায় হয়। নতুবা শেষাস্ত ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ইতি—

৬ই পৌষ, ১৩২৩, বৃহস্পতিবার।

আবাহন।

এস হে জীবন-সখা এস!
আমার পরাণ-ভরি এস,
আমার হৃদয়-জুড়ি এস।
এস কল-তানে মধু-গানে,
এস চির-লাঞ্ছিত পরাণে;
আন নন্দন-গন্ধ ছানিয়া,
এস মলয়-মন্দে বাহিয়া,
এস এস নবচিত্ত আশে—
এস এ' ভক্ত-হৃদয় বাসে।
হে মোর চির-ঈপ্সিত এস,
আমার হৃদি-বাঞ্ছিত এস;
এসগো নানা ভাব-বিভোলে
তোমারি প্রেমরস হিল্লোলে;
আন মঙ্গল-কিরণ-দীপ্তি,
দাও গো পুণ্য-মিলন-তৃপ্তি।
তব পুণ্য পুলক পরশে
ডুবিবে চিত্ত শান্তি-সরসে;
জাগুক চিত্ত নব হরষে,
ভক্তি-পুষ্প ফুটুক মানসে।
এসগো নব বিচিত্র ছন্দে
চন্দনে-চর্চ্চিত পুষ্প-গন্ধে।
তব আলোক-কিরণ-ভাতে
ঐ মোর মুগ্ধ-নয়ন পাতে;

কত না বর্ণে, কত না গন্ধে,
বিপুল হর্ষে মধুর ছন্দে,
বিকশি' শত লাবণ্যরাজি
এস মনোমত বেশে সাজি।
বিচিত্র বর্ণে ওঠ ফুটিয়া,
ভক্ত-হৃদয়ে এস বরিয়া।
বিতরি বিমল প্রেমসুধা
মিটায়ো মম সকল ক্ষুধা॥

মৃঃ—

কথা-রামায়ণ।

অবতরণিকা।

শ্রীরামায়ণের মূর্ত্তি তুমি। তোমাতেই ত আমার প্রয়োজন। কেন তোমাতে প্রয়োজন? তুমি স্বরূপে পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়। তুমি সর্ব্ব উপাধি ধরিয়াও স্বরূপে সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত। তুমি সবার সত্তা হইয়াও যখন সব থাকে না, তখন কেবল সত্তামাত্র। এই বিশ্ব তোমার সত্তামাত্র অবলম্বন করিয়াই ভাসে। তুমি নানারূপে সবার গোচরে আসিলেও, স্বরূপে তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমি সকল আনন্দদাতা হইয়াও আনন্দের স্বরূপ। তোমাতে অজ্ঞানের মলা, মায়ার মলা, রাগ-দ্বেষের মলা নাই। তুমি মায়া ছাড়াইয়া থাক। তোমার মায়া তোমার প্রকৃতি সদা চঞ্চলা, আর তুমি পরম শান্ত। তোমার বক্ষঃ ভিন্ন সে চঞ্চলার নৃত্য হয় না। বক্ষে প্রকৃতি নাচে, কত রঙ্গ-ভঙ্গ করে—সব কিন্তু তোমায় দেখাইতে। প্রকৃতি দণ্ডে দণ্ডে পলে কত সাজে সাজে তোমায় ভুলাইতে; তুমি কিন্তু নির্ব্বিকার। তোমাতে কোন প্রকার অঞ্জন নাই, কোন প্রকার কালিমা নাই।

এই তুমি শ্রীরামায়ণের মূর্ত্তি। এই তুমি শ্রীভাগবতের মূর্ত্তি। এই তুমি শ্রীচণ্ডীর মূর্ত্তি। এই তুমি কাশীখণ্ডের মূর্ত্তি।

এই তোমাকেই শ্রুতি ভজিতে বলেন; এই তোমাকেই স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ আর শুদ্ধ মানব-হৃদয় পূজিতে বলে; ভজিতে বলে। তাই বলিতেছিলাম, তোমাতেই আমার প্রয়োজন।

ভজিতে ত সবাই বলে। কিন্তু ভজিব কিরূপে? ভজন পূজন ত জানি না। দুরদৃষ্ট বশে তেমন করিয়া কেহ শিক্ষা দেয় নাই। তবু ত ভজিতে হইবে। কেননা তোমায় না ভজিলে মানুষের ত কোন গতিই লাগে না। সব রকম বিষয় ত ভজিলাম, কই জুড়াইল কই? আরও ত জ্বালা বাড়িয়া গেল। কত স্থানে ত ছুটিয়াছিলাম, কই কি হইয়াছিল? সব রকম ত করিয়া দেখিয়াছি—শান্তির স্থানে ত অশান্তি আসিয়াছিল। প্রীতির সঙ্গে—একটা ক্ষণিক তুচ্ছ প্রীতির মূর্চ্ছনার সঙ্গে, বহু প্রকারের ভীতিও ছিল। ইহাতে সুখ কি? তাই আজ সব ছাড়িয়া তোমায় ভজিতে আসিয়াছি। কিন্তু ভজিব কিরূপে?

অনেক কাজ ত দেখিলে শিখিতে পারি। যদি কাহাকেও দেখি তোমায় ভজিতেছে, তবে তার ভজন দেখিয়া শিখিতে পারি। একবার আধবার ভজন করে এমন লোক ত দেখি, তাদের শ্রদ্ধাও করি। অনেক ভজন করে তাও দেখি, তাঁরে আরও শ্রদ্ধা করি; কিন্তু যখন তোমার স্বরূপ তুমি নিজে যাহা বলিয়াছ তাহার কিছু বিপরীত দেখি, তখন যতটুকু তাঁর ভাল দেখি ততটুকু তাঁকে ভাল বলি; কিন্তু তেমন লোক দিয়াও যেন আমার সব হয় না। আমি এমন কাহাকেও খুঁজি যাঁহার ভজন আমার মনের মতন হয়—আমার মনকে পূর্ণমাত্রায় যাঁহার ভজন তৃপ্তি দিতে পারে।

এমন কি কেহ তোমায় ভজিয়াছিল? শত বিপদের মধ্যে পড়িয়াও, শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও, শত ভয়ের মধ্যে থাকিয়াও, শত উৎপীড়নের মধ্যে থাকিয়াও, শত লাঞ্ছনার মধ্যে থাকিয়াও তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার কর্ম্ম, তোমার স্বরূপ একবারও ভুলে নাই। এমন যিনি তাঁর ভজন দেখিয়া দেখিয়া শিখিতে ইচ্ছা করে। এমন যিনি তিনি তোমায় কি ভাবে দেখিতেন, কি ভাবে স্মরিতেন, কি ভাবে পূজিতেন, কি ভাবে ভজিতেন, কি ভাবে তোমার নাম জপিতেন, কি ভাবে তোমার সেবা করিতেন, কি ভাবে সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকিতেন—এমন যিনি তাঁহার ভজন দেখিয়া ভজন শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। সেই সাধ কথঞ্চিৎ যদি পূর্ণ কর, তবে আমার কি হয়? কি হয়, না হয়, জানি না। তুমি আমার হৃদয়ের রাজা, সবার

হৃদয়ের রাজা ; তুমি হৃদয় জান। যদি আমার কোন কপটতা থাকে, তবে তাহা দূর করিয়া আমাকে তোমার করিবার পথে আনিও। আগে বুঝিতাম না, এখন বুঝি জগতে যদি কিছু সুন্দর পাই তাহা নিজে ভোগ করিবার যে ইচ্ছা সেটা কাম ; কিন্তু যাহা সুন্দর তাহা যদি তোমার ভোগের জন্য মনোরম করিয়া দিতে পারি, তবে তুমি আমায় ভালবাস। সেইটি প্রেম। প্রেমময় তুমি—তোমার জন্য সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ আমি ডালি দিব—আমি নিজে কিছুই চাহিব না—সব তোমার জন্য রাখিব আর তোমার সুখপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া আমি ভরিয়া যাইব। আমি ইহাকেই সুখ মনে করি, ইহাকেই আনন্দ মনে করি।

বলিতেছিলাম তোমায় যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজিয়াছিল, সব প্রাণখানি দিয়া যে তোমায় সাধিয়াছিল —তার ভজন সাধন দেখিয়া শিখিতেই আমার ইচ্ছা। সে তোমার রূপ কত সুন্দর করিয়া দেখিয়াছিল—আমার মনে হয় তার দেখায় আমার দেখা হউক। সে কত সাধে তোমার সঙ্গে কথা কহিত—আমার মনে হয় তার কথায় আমার কথা হউক। সে কত প্রাণ ভরিয়া তোমায় প্রণাম করিত, কত কি হইয়া তোমায় স্পর্শ করিত—আহা! কেমন হইয়া তোমার আদর ভোগ করিত, আবার তোমার বিরহেও কেমন করিয়া জীবন ধরিত—আমার মনে হয় তার প্রণামে, তার স্পর্শে, তার আদর লওয়ায় আমার ঐ সব শিক্ষা হউক। ঐ সব ভোগ হউক। তাই এই আয়োজন করিতেছি।

তুমি সব মূর্ত্তিতেই এক। যে দিক্ দিয়া তোমায় লওয়া হউক, সকল দিক্ দিয়াই তুমি। আমি আদি কবির রামায়ণ লইলাম। কেহ জানুক বা না জানুক, তুমি জান কেন লইলাম।

এখানে আর কি বলিব। একটা প্রণাম করি। নিকটে কাশীপ্রান্ত বিহারিণী চলৎকলং নূপুরকঙ্কণধ্বনি ছাড়িয়া ভিতরের বেগে বাহিরের মন্থর গতির প্রলেপ দিয়া চলিতেছেন। এও তুমি। আমি এই দেখিতে দেখিতে বলিতেছিলাম—এ কাজ কি করিব? কতবার ত বলি হাঁগা তোমায় ত দেখি, তুমি কি একবার আমায় দেখিবে না? আহা! ইহাও বলিতে ক্লেশ পাই। তুমি নিরন্তর আমায় দেখ, কিন্তু সে দেখা আমি ত অনুভব করিতে পারি না। তুমি একবার অনুভব করাইয়া দাও না। বলিতেছি এ কাজ কি করিব? ইহার যে উত্তর সেটা তোমার কথা তাহা বুঝি। নতুবা উত্তরে প্রাণ কি এত

ভরিয়া যায় ? এই ভরিত হৃদয়ে বুঝি যেন তুমি বলিতেছ আর কিছুই করিসনি, এই কর। আমিও বলি তথাস্তু।

আমরা রামায়ণ একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইহাতে আহার ঔষধ দুই আছে বলিয়া মনে হয়। কথা-রামায়ণ; কবিতা-রামায়ণ; নাম-রামায়ণ—এইগুলি ক্রমে ক্রমে বাহির হইবে। সম্পূর্ণ হওয়া না হওয়া তাঁহার ইচ্ছা। আমরা চেষ্টা মাত্র করিব।

দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীরাম নাম সঙ্কীর্ত্তন নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাহির করিয়াছেন এবং শ্রীরামস্তুতিঃ নামক আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মান্দ্রাজ হইতে বাহির হইয়াছে। দুইখানির কোনটিতেই পূর্ণভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য দুইখানি মিলাইয়া এবং অন্য শাস্ত্র হইতেও স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের জন্য আমরা এই নাম-রামায়ণ সঙ্কলন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। ইহা পরে আরম্ভ হইবে।

রামায়ণ।

কবে, কোন্ বসন্তের অশোক-কাননে।
নবীন চাঁপার ফুলে, সোণার বরণে,
কোন্ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের বিমল উষায়,
সায়াহ্নের শেষ আলো, রক্তিম আভায়।
উচ্ছ্বাসি কাননভূমি, পুণ্যতপোবন
বাল্মীকির সামকণ্ঠে তব আগমন
হয়েছিল, হে ভাগ্যবন্দ্! পূত রামায়ণ;
পুলকে নিখিল বিশ্ব, করিল বরণ,
কোন্ ছন্দে ? কত গন্ধ ঢেলেছিল ফুল ?
শেফালীর শুভ্র হাঁসি, অরক্ত বকুল।
চ্যূত মুকুলের গন্ধে, ধীরে এসে বাণী !
কোন্ কুঞ্জে হেঁসেছিল বসন্তের রাণী ?

বাজায়ে পঞ্চমে বীণা, ঝঙ্কারে যাহার
উথলিল বাল্মিকীর ভাবপারাবার।
কবে দুটী কুশীলব কিশোর কুমার,
গেয়েছিল, কমকণ্ঠে, স্তব না তোমার।
যে উদাত্ত সামগান রাগিণী সম্পাত
অনাদির বিশ্বযন্ত্রে, করিল আঘাত।
যার সুরে বঙ্গভাষা জন্ম নিল আসি,
উপজিল কল্পনা সে, বাল্মীকির দাসী।
সে বহু দিনের কথা তবু আজ তুমি
অমৃতে রেখেছ ভরি নিঃস্ব বঙ্গভূমি।
তুমি বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সার
কেন্দ্র তুমি অনন্তের জ্ঞান পারাবার,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্ত নীল নীলাম্বর,
প্রাবৃটের জলধারা শ্যাম জলধর,
নিদাঘের শান্ত সন্ধ্যা, শারদবেলায়,
শীতের শিশির মাখা ধূম্র কুয়াসায়,
অশোকের রক্তমাখা বসন্তের বন,
নিখিলের কাব্য তুমি, তোমার চরণ—
সকল পরশ মাখা, মুনি বাল্মীকির
রত্নাকর নামে, তুমি রত্ন জলধির।

শ্রীউমালতা ঘোষ।

কবিতা রামায়ণ।

১

সর্ব্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্য্যঃ সর্ব্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬॥

[সিন্ধুভির্নদীভিঃ সমুদ্র ইব অভিগতঃ সেবিতঃ। আর্য্যঃ সর্ব্বপূজ্যঃ]

নদী সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে। কেন করে ? নদী যাহা চায় সমুদ্রে তাহাই পায় বলিয়া গুণলুব্ধা হইয়াই না এই আত্মবিসর্জ্জন-সুখ অনুভব করে ? তিনিও সুখে দুঃখে হর্ষ-বিষাদরহিত, শত্রু, মিত্র, উদাসীনে বৈষম্যরহিত, সকল অবস্থাতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যেন পূর্ব্বে কখন দেখি নাই এইরূপে তিনি প্রিয়-দর্শন—এই ভাবে বিস্ময়নীয় দর্শন বলিয়া তিনি সর্ব্বপূজ্য, এবং সাত্ত্বিক স্বভাবের লোক দ্বারা তিনি সর্ব্বদা সেবিত হইতেন।

স চ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥১৭॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥১৮॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবা পরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৯॥

[গুণোপেতঃ সর্ব্বৈগুণৈর্যুক্তঃ। গাম্ভীর্য্যমগাধাশয়ত্বং তত্র সমুদ্রতুল্যঃ।]

সমুদ্র যেমন অতলস্পর্শ বলিয়া গম্ভীর, সেইরূপ তিনিও সকলভাবে অগাধ বলিয়া গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের মত। হিমালয় পর্ব্বত যেমন স্থির, ধীর, কিছুতেই বিচলিত হয় না, সেইরূপ তিনিও সুখদুঃখ সকল বিষয়েই সহিষ্ণু, ইষ্ট-বিয়োগাদিতে অনভি-ভূত চিত্ত। যুদ্ধে সহায়শূন্য হইয়াও হিমাচলের মত স্থির। বিষ্ণুই রাম, বিষ্ণুই সর্ব্বরূপ, তথাপি মনুষ্যোপাধি ধরিয়া রামই তেজে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর ন্যায়। প্রজা-ব্যবহার দর্শন কালে তিনি চন্দ্রের মত সৌম্যদর্শন। যুদ্ধে ক্রোধের উদ্রেক হইলে তিনি প্রলয় কালের অগ্নির মত। অপরে তাঁহার প্রতাপ তখন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। প্রতীকার সামর্থ্য সত্ত্বেও যে অপকার-সহিষ্ণুতা তাহাকে বলে ক্ষমা। ক্ষমাতে তিনি পৃথিবীতুল্য। ধর্ম্মার্থ ধন

ব্যয়াদিতে তিনি কুবেরের মত। ত্যাগের জন্য কেহ কেহ ধনসংগ্রহ করে, এ অংশে তিনি ধনীদের মত নহেন।

রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমাহিতা॥ ২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ॥ ২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।

[দয়িতা—ইষ্টা, প্রণয়িনী, অঙ্কলক্ষ্মী। প্রাণসমা—নিরতিশয় প্রেমাস্পদম্। হিতা—নিত্যং হিতকারিণী। দেবমায়া—অচিন্ত্যোদয়স্থিতিলয়া। দেবৈরেব স্বকার্য্য-সিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষিভি নির্ম্মিতাবির্ভাবিতা। যদ্বা—ইব শব্দ এবার্থে। দেবেন—ভগবতা-বিভাবিতা স্বমায়ৈব। ভগবতোঽনাদ্যন্তা সর্ব্বকার্য্যসহায়ভূতা সহজশক্তিরেব চি মায়া। যত্তু তিলোত্তমাদিবৎ দেবমায়েব স্থিতেতি তন্ন। নির্ম্মিতপদবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না—সর্ব্বৈঃ স্ত্রীলক্ষণৈঃ সম্পন্না যুক্তা॥]

প্রাণ যেমন নিরতিশয় প্রেমাস্পদ, সেইরূপ রামের প্রণয়িনী অঙ্কলক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহার হিতকারিণী। শ্রীভগবানের আত্মমায়া যেমন তাঁহার সর্ব্বকার্য্যসহায়িনী অথচ অচিন্ত্যোদয়স্থিতিলয়া রূপে আবির্ভূতা হয়েন, সেইরূপ সর্ব্ব-স্ত্রীলক্ষণসম্পন্না স্ত্রীজনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা এই নব-বিবাহিতা সীতা। রোহিণী যেমন সর্ব্বদাই শশীর অনুগামিনী, সেইরূপ সীতাও রামের অনুগামিনী হইলেন।

প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাং।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনম্॥ ৪৫

দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিসদৃশ ঋষিদিগের নিকটে রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অচিন্ত্য অমিত নিজ শক্তি বৈভব দ্বারা তিনি রাক্ষস বধ করিবেন।

২

অকর্দ্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সৎমনুষ্যমনো যথা॥ ৫

[নিশাময় পশ্য (শমোদর্শনে)। অকর্দ্দমং অবতরণপ্রদেশস্য পঙ্করাহিত্যমনে-

নোচ্যতে। তীর্থং ঋষিজুষ্টজলম্। সৎমনুষ্য চিত্তস্ত কামাদিদোষরাহিত্যেন নিত্য-প্রসন্নত্বাৎ সাদৃশ্যম্।

সৎমনুষ্যের মন কামাদি দোষরহিত বলিয়া যেমন নিত্যপ্রসন্ন, সেইরূপ হে ভরদ্বাজ দেখ অবতরণপ্রদেশে পঙ্করহিত গঙ্গার অনতিদূরবর্ত্তিনী এই তমসা-তীর্থের জল কত রমণীয়।

৪

রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ॥ ১১

[রূপং অবয়বসংস্থানং। বিম্বাৎ সূর্য্যাদেরুত্থিতৌ বিম্বাবিব প্রতিবিম্বাবিব। তথা রামদেহাদুত্থিতৌ পরৌ রামদেহাবিত্যর্থঃ॥

সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন সুমধুরকণ্ঠ সেই দুই ভ্রাতা কুশীলব যেমন বিম্ব হইতে অনুরূপ প্রতিবিম্বের উদয় হয়—সেইরূপ রামদেহ হইতে যেন রামদেহের অনুরূপ দেহশালী হইয়া সম্ভূত হইয়াছেন।

৫—৬

প্রাসাদৈঃ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ ১৫

[রত্নবিকৃতৈঃ রত্ননির্ম্মিতৈঃ পর্ব্বতসদৃশৈঃ প্রাসাদৈঃ।

রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের মত শোভাসম্পন্ন, আর স্ত্রীগণের ক্রীড়াগৃহ ইন্দ্রের অমরাবতীর ক্রীড়াগৃহের মত।

ইক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্—সেই নগরী ইক্ষুরস তুল্য সুস্বাদুজলশালিনী।

বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি॥ ১৯ মহর্ষিকল্পৈ ঋষিভিশ্চ।

সেই নগরী সিদ্ধগণের তপস্যালব্ধ স্বর্গীয় বিমানের ন্যায়। মহর্ষি সদৃশ মুখ্য ঋষি। ধনে তিনি বৈশ্রবণ—কুবেরেরতুল্য; অন্যান্য সঞ্চয়ে শক্র—ইন্দ্রতুল্য; আর মনুর মত লোকের রক্ষাকর্ত্তা।

অযোধ্যার লোক সকল ব্যবহারে ও চরিত্রে মহর্ষিগণের ন্যায় নির্ম্মল।

যোধানামগ্নিকল্পনাং পেশলানামমর্ষিণাম্।
সম্পূর্ণা কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব ॥ ২১

অগ্নিকল্পানাং অগ্নিতুল্যানাম্। পেশলানাং অকুটিলানাম্। অমর্ষিণাং কৃতাভিভবাসহিষ্ণূণাম্ কৃতবিদ্যানাং—অভ্যস্তাস্ত্রশস্ত্রাদিবিদ্যানাম্।

গুহাতে যেমন সিংহ বাস করে, অযোধ্যাতে সেইরূপ অগ্নিকল্প যোদ্ধারা বাস করিতেন।

শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমা ॥ ২৭

শমিতা নাশিতা অমিত্রা যেন। নক্ষত্রাণি নক্ষত্রলোকান্।

চন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রলোক শাসন করেন, সেই রাজা শত্রুদিগকে তদ্রূপ শাসন করিতেন।

৭-৮-৯-১০

ইন্দ্র যেমন স্বর্গ শাসন করেন, রাজা সেইরূপে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যেমন কিরণজালে শোভাযুক্ত হয়েন, রাজাও সেইরূপ তেজস্বী মন্ত্রিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেন।

মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে ॥

রাজার কথা শুনিয়া রাণীদিগের মুখকমল হিমশেষে পঙ্কজ সকলের শোভা ধারণ করিল।

আমার ঠাকুর পরের ঘরে।

পরের ভবনে পরের হইয়া
বসেচ নূতন সাজে।
ওগো তুমি যে আমার সহায়-সর্ব্বস্ব
কহিতে নারিনু লাজে॥
আমি পথের পথিক যেন অজানিত
রহিলাম দূরে দূরে।
দেখি ব্যস্ত ভক্তগণ, করে আয়োজন
তোমার ভোগের তরে॥
আমি কুণ্ঠিত পরাণে, শঙ্কিত নয়নে
চাহিনু তোমার পানে
এত কাছে তুমি তবু ব্যবধান
বড়ই বাজিল প্রাণে॥
আমি আবেগে চলিনু না জানি কখন
ছুঁইবারে শ্রীচরণ।
পশ্চাতে হইল অশনি-ঝঙ্কার
ছুঁয়োনাক নারায়ণ॥
বিপ্র-অধিকার বেদস্মৃতি মত
ক'রনাক অবিচার।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কর অনুষ্ঠান
তেয়াগিয়া ব্যভিচার॥
আমি চমকি হটিনু ব্যথিত মরমে
উঠিল কাতর ধ্বনি।
বুঝি-করুণ হৃদয়ে পশিল সে স্বর
শুনিনু আশ্বাস-বাণী॥

শাস্ত্রবাক্য মম যে করে লঙ্ঘন
বৃথা সে সাধন স্তুতি।
(জেন) স্থূলে নাহি আর তব অধিকার
স্পর্শিতে বিগ্রহ-মূর্ত্তি ॥
অষ্টধাতুময় তোমার দেবতা
শুধু কি এইটি চাও ?
পরিপূর্ণ আমি দেখ মহাকাশে
তদূর্দ্ধে বারেক চাও ॥
অতি সন্তর্পণে এস একাকিনী
তেয়াগি সকল সঙ্গ।
পরসঙ্গে যেন নব অভিসারে
ক'রনা রসভ ভঙ্গ ॥
তোমার কারণে সুদূর প্রবাসে
বাঁধিনু সুন্দর ঘর।
ঘরের ঘরণী তুমি সর্ব্বময়ী
কে বলে তোমায় পর ॥
কি দেখিবে বল পরের ভবনে
নিয়ত এ স্থানে আমি।
নিভৃতে নির্ভয়ে চিরসাধ মত
সাজাও আমারে তুমি ॥
সে সাজে সাজিয়া সুন্দর হইব
মণি মরকত-রাজে।
দোঁহাকার রূপ দোঁহে নিরখিব।
অর্দ্ধনারীশ্বর সাজে ॥

রাঃ

"একি সাধে সব সাধে—সব সাধে সব যায়"।

"যো তুঁ সিঁচে মূলকো সো ফুলে ফলে আঘায়"।

এত আনন্দ কোথায় পাইলে গো ? এ যে দেখি আনন্দ আর ধরে না। চক্ষু আনন্দে হাসিতেছে, মুখ আনন্দে কমলের মত ফুটিয়া উঠিতেছে, সব অবয়ব যেন কুসুম সুকুমার হইয়া উঠিয়াছে, কথাও আনন্দে যেন আধ-ফোটা, আধ-ঢাকা সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে। এই চিত্ত-চমৎকার কোথায় পাইলে গো ?

তাকি আর জান না ? সব সৌন্দর্য্য তোমার। আমি যে তোমার। তুমি আমায় গ্রহণ করিয়াছ, ইহাই আমার আনন্দ। তুমিই আমার মধ্যে আনন্দ ফুটাইয়া আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছ। এখন আমি বুঝিতেছি—সেই যে বলিতে "কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে"। "তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হ'য়ে রবহে"। আহা! ইহা বড় সত্য। আমার দেখিয়া তোমার যে এই আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার সুখ। ইহা ভিন্ন অন্য সুখ আমি কোন কালে চাহিতাম না। আমার সাজসজ্জা যে তোমার সুখের জন্য, এত দিন যেন তাহা বুঝিতাম না। এখন বুঝিতেছি; আমি যন্ত্র—আমার মধ্যে তুমি যন্ত্রীরূপে আসিয়া আপনাকে আপনি দেখিয়া সুখে ভরিয়া যাইতেছ; আবার তাই দেখিয়া আমি সৌন্দর্য্যভরিত হইয়া যাইতেছি। বলিব কিসে এই হইতেছে ?

বল না। তাই ত শুনিতে চাহিতেছি।

দেখগো আমি ভাবিতাম এত ঠাকুর দেবতার উপাসনা মানুষ করে কিরূপে ? গণেশের পূজা, নারায়ণের পূজা, শিবের পূজা, ইষ্টপূজা, গুরুপূজা, মন্ত্রপূজা এত মানুষ করে কিরূপে—ইহাই ভাবিতাম। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা, মুরারি কতই বলিতে হয়; দুর্গা

দুর্গাও বলিতে হয়; অহল্যা, দ্রৌপদী বলিতে হয়; নলরাজা, যুধিষ্ঠির, বৈদেহী, জনার্দ্দন, কত কি ডাকিতে হয়। পূর্ব্বে ভাবিতাম এক সধিলেই ত হয়, এত সাধা কেন? এত তেও সাধাতে ত রস পাই না। তুমি বলিয়াছ শাস্ত্র ইহা বলিয়াছেন, এজন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি শ্রীগীতা হইতে দেখাইয়াছ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি সমাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।

অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত যে ভজন সাধন করে, সে সিদ্ধিলাভও করিতে পারে না, এজীবনে স্থায়ী সুখও পায় না এবং পরজীবনে পরমগতিও লাভ করিতে পারে না।

তোমায় ভালবাসি বলিয়া তোমার আজ্ঞামত শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতাম; কিন্তু এত ভজিয়া রস পাইতাম না। আরও কি করিতাম জান, তোমার আজ্ঞা বলিয়া শাস্ত্রবাক্য পালন করিতাম। তুমি বলিতে—রস পাও বা না পাও আমাকে ত ভালবাস। ভালবাস বলিয়া আমি যা বলি তাই করিয়া চল। শুষ্কভাবে শাস্ত্রমত কার্য্য করিয়া শেষে হরি হরি করিতাম। ভাবিতাম, আমার প্রাণ চায় এককেই ভজিতে। তুমি বলিয়াছ বলিয়া শাস্ত্রবাক্য মানি, তাহাতে রস পাই না। আচ্ছা, শেষে না হয় যাহাকে ভজি তাহাকেই কতক্ষণ লইয়া থাকিতে পারি দেখি। কোন দিন কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিয়া বেশ রস পাইতাম, কিন্তু সব দিন ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া রস পাই না। এই বা কি? যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে ত সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে চাই। তবে সর্ব্বদা কেন ইষ্ট লইয়া থাকিতে পারি না? হায়! তবে কি আমি কাহাকেও সত্য সত্য ভালবাসিনা? সর্ব্বদা যখন লইয়া থাকিতে পারি না, তখন সেটা আবার ভালবাসা কি? যাহাকে লইয়া থাকিতে চাই তাহাকে লইয়া যখন থাকিতে পারি না, তখন যে সংসারের কোন জিনিষ লইয়া সুখ পাই তাহাও ত হয় না। সংসারের কোন কিছুতে সুখ পাই না, অথচ তোমাকে লইয়াও থাকিতে পারি না। এ যে আমার

কত কষ্ট তাহা আর কি করিয়া বলিব ? এই দুঃখের সময়েও লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হয়, কিন্তু সে কথা কওয়া কেমন—না "রোগী যেমন নিম খায় মুদিয়া নয়ন"। বহুদিন ত এই হইত। আর ভাবিতাম, এ আমি কিরূপ সাধন ভজন করিতেছি ? কোন দিন ভাল, কোন দিন মন্দ। কোন দিন রস পাইলাম, কোন দিন শুষ্ক হইয়া রহিলাম। হায়! তুমি এমন আনন্দের বস্তু—তোমায় লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিলামনা ? ইহাতে আমি বড়ই যাতনা পাইতাম। শাস্ত্রবাক্যের সহিতও নিজের প্রাণকে মিলাইতে পারিতাম না। বিশ্বাসে সব করিতাম, কিন্তু আনন্দের সহিত সব করিতে পারিতাম না। আনন্দের সহিত কর্ম্ম করিতে না পারিলে, কর্ম্মে যে কত ক্লেশ তাহা কেমন করিয়া বলিব ? কখন বড়ই হতাশ হইয়া যাইতাম, কখন বা একটু আশাও হইত। এই আশা হতাশার ঘাত প্রতিঘাতে বড় জর্জ্জরিত হইতাম।

এখন তাহা গিয়াছে ত ? কিরূপে গেল তাই বল।

দেখ গো আজ ত যাহা হইয়াছে তাহা দেখিয়াছ। আমি ত প্রাণপণ করিবই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন ইহা আর ভুলিয়া না যাই।

যদি এককে ধরিয়া থাক তবে কি আর তাহা ভুল হয় ? এখন বল শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজের প্রাণের কথা মিলাইলে কিরূপে ? ব্রহ্মা, মুরারি বলিয়াও রস পাইলে কিরূপে ?

দেখ তুমি যে বলিতে স্বরূপটি না জানিলে কেহ কখন এককে সাধিতে পারে না, ইহাই আজ যেন বুঝিতেছি। মনে কর যে রামকে ভালবাসে সে যতক্ষণ রামের স্বরূপ না জানিবে ততক্ষণ সে কখনই বুঝিবে না—

"রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুর-মানুষ-তির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত—
স্তত্তো বিভেত্যখিলমোহকরীচ মায়া। অয়ো ৯।৯২

অর্থাৎ রাম তুমিই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ইহাদের রক্ষা জন্য দেবতা; মানুষ, পশু-পক্ষ্যাদির দেহ ধারণ করিয়াছ, কিন্তু দেহসমূহের গুণে লিপ্ত হইয়া যাইতেছ না। তুমি সমস্ত দেহ ধরিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমাকে তোমার অখিল-মোহকরী মায়া বড়ই ভয় করে। শ্রীভাগবতও ইহাই বলিতেছেন, বলিতেছেন—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্য পরং ধীমহি" আর সত্যস্বরূপ যে পরং ব্রহ্ম ইনি আপন মহিমায় সর্ব্বদা মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনি ভাবে সর্ব্ব-দেহে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ত রামের স্বরূপ। ঐ যে বলে "সবরূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার"। "তোমা বই রূপ আছে কার" এই ত স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া কথা কওয়া।

আচ্ছা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামই সুর, নর, তির্য্যকরূপে খেলা করিতে-ছেন, ইহা কিরূপে জানিতেছ? হস্তীর ত চারি পা, এক পুচ্ছ, বড় বড় দুই কাণ, ছোট ছোট দুই চক্ষু—ইহা রাম কিরূপে? কৃষ্ণ ত ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে, অলকা তিলকা সাজে, ময়ূরপুচ্ছ মাথায় পরিয়া মুরলী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইনিই বা রাম কিরূপে? ঐ যে মুণ্ডমালা দোলাইয়া অসি-মুণ্ড-বরাভয়ধারিণী উলঙ্গিনী শ্যামা পতিবক্ষে প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়াছেন, উনিই বা রাম কিরূপে? এই সূর্য্য, এই গঙ্গা, ঐ বন, ঐ মানুষ, ঐ নারী, ঐ পক্ষী, ঐ পশু ইহারাই বা রাম কিরূপে? সবরূপে রূপ মিশাইয়া রাম রহিয়াছেন কিরূপে?

তাই ত বলিতেছি, রামের স্বরূপটির দিকে লক্ষ্য না পড়িলে ইহা ত ধারণা হইবে না। রাম কি, না জানিলে ইহা বুঝা যাইবে না। শুধু নামরূপে আটকাইয়া থাকিলে ত তাঁহাকে বিগ্রহে করা যাইবে না।

রাম কে ইহা কি বুঝিয়াছ?

আমি কি বুঝিয়াছি রাম কে? তুমিই বুঝাইয়াছ; শাস্ত্রবাক্যে তুমিই ত বলিয়া দিয়াছ···

রামং বিদ্ধি পরাত্মানং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥

আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

রামই সর্ব্বব্যাপী আত্মা, রামই চৈতন্য ; কৃষ্ণ, কালী, গণেশ, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা সবাই যে এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে লইয়া রূপবান্ রূপবতী ; সুর, মানুষ, তির্য্যগাদি, জলস্থল, অম্বরতল সবই যে সেই চেতনকে লইয়া রূপ ধরিয়াছেন ; ইহা যদি কেহ না বুঝে অর্থাৎ স্বরূপে যদি কাহারও লক্ষ্য না থাকে, তবে ত তাহার মনের ধান্ধা মিটে না। সে বুঝিতে পারেনা সবরূপে রূপ মিশাইয়া আপনি নিরাকার কিরূপে ? চৈতন্যে যাহার লক্ষ্য নাই সে শ্রীভগবানের পূজা কি করে ? জপ তপই বা কার জন্য করে ?

এই চৈতন্যই ত সকল দেহের স্বরূপ। আর এই চৈতন্যকে ত নিজের মধ্যেই ধরিতে হয়। যাহাকে সবাই আমি আমি বলে, তিনিই ত চৈতন্য। এই চৈতন্য ত নিষ্কল—কলা-শূন্য—অংশ-শূন্য। তবে তিনি ইহা, উহা, তাহা, উহার মধ্যে ঢুকিয়া খণ্ড হইবেন কিরূপে ? আকাশকেই যখন খণ্ড করা যায় না, তখন আকাশ অপেক্ষাও যিনি সূক্ষ্ম তিনি খণ্ডিত হইবেন কিরূপে ? তোমার আমিই সেই অখণ্ড আমি। ইহাই তত্ত্ব। কিন্তু ভীলপত্নী রত্ন পাইয়াও যেমন রত্ন চিনে না বলিয়া তাহার দ্বারা লঙ্কা বাটে, আর বণিক্ রত্ন চিনে বলিয়া তাহার ব্যবহার জানে—সেইরূপ চৈতন্য ত সবকালেই একরূপ ? তাঁহাকে যিনি চিনিয়াছেন তিনিই সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিয়া সবরূপই যে তাঁর, তাই ধরিয়াছেন। আর যিনি তাঁহাকে চিনেন না, তিনি তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাই বাটিবেন।

তাই বলিতেছি, রামের স্বরূপ ভুলিয়া রাম ভজিলে সেই রামই যে সব, ইহা ত কিছুতেই ধারণা হইবে না। আর রামই সর্ব্বব্যাপী আত্মা ইহা যদি প্রত্যয় না হয়, তবে তিনিই যে কৃষ্ণ, তিনিই যে কালী, তিনিই যে শিব—শুধু নামরূপে ত ইহা হইবে না।

"এক সাধে সব সাধে" ইহা কি বুঝিতে চেষ্টা করা হইল? শ্রীগীতা ত বলিতেছেন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীভক্তই শ্রেষ্ঠ। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। আমাতে নিষ্ঠাবান্, আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। একভক্তির উল্টা ব্যাখ্যায় দলাদলি সম্প্রদায়।

নিজের সম্প্রদায়ের দোষ সমালোচনা।

আচ্ছা আমি যখন বলি আমার ঠাকুরটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তখন আমি রাজরাজেশ্বরকে জমাদার সাহেব করিয়া ফেলিনা ত? সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে খাট করিয়া ফেলিনা ত? মনে হয় করি।

আমার ঠাকুরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যখন হইল, তখন আমার ঠাকুর ছাড়া আরও অনেক রহিল। ঠাকুর আমার শ্যামা, জগা, মাধা, হরে, কেষ্টা, রামা এ সকলের চাইতে ভাল। না হয় বলিলাম আমার ঠাকুর যে অবতার, সে অবতার আর সকল অবতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমার ঠাকুর যখন সব নন, তখন আমার ঠাকুর সীমাবিশিষ্ট, আমার ঠাকুর ক্ষুদ্র হইয়া গেলনা ত? তিনি সব সাজিতে পারেন না, তিনি সবও হন না। তিনি ছাড়া আরও অনেক জিনিষ যখন আছে, তখন তিনি পূর্ণ নহেন।

আহা! আমি কি মূর্খ! আমি ঠাকুরের সম্বন্ধে এই জ্ঞান লইয়া ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিতে চাই। হরি হরি, রাজাধিরাজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

করিতে গিয়া জমাদার সাহেব করি, আবার আমার জ্ঞানের আমি বড়াই করি। ধিক্ আমাকে, আর ধিক্ আমার জ্ঞানের বড়াইকে।

যেমন আজকালকার সোঽহং জ্ঞানী, তেমনি আজকালকার আমার মত ভক্ত। আহা! লোকে যখন বলে—আমি ব্রহ্ম, তখন আমার মতন ভক্ত তাহাদিগকে ঠাট্টা করে। কেন করে? করে এই জন্য যে, তুমি বলিতেছ তুমি ব্রহ্ম, আমিও বলিব আমিও ব্রহ্ম। তুমি বলিতেছ তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, আমিও বলি আমি সৃষ্টি করিয়াছি; এস মারামারি করি, যার গায়ের জোর বেশী সেই গায়ের জোরে ব্রহ্ম। হরি হরি—এই কি ব্রহ্ম গা? গায়ের জোর আছে—কত পশু, কত পক্ষী, কত রামপাখী, কত শ্যামপাখী ইহাদিগকে কাটিয়া কাটিয়া গায়ের জোর বাড়াই, আর সেই জোরে বলি অহং ব্রহ্ম। যখন তর্ক, যুক্তি, বিচার কাহারও সহিত করিতে হয়, তখন দুই চারি কথা কহিয়া ঘুঁসি উঁচাই। ছোট ছোট ব্রহ্ম ঘুঁসি দেখিয়া পলায়ন করে আর আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম হই। তোমার মতন গাজুরে ব্রহ্মজ্ঞানীও যেমন, আর আমার মতন গাজুরে ভক্তও তেমন। সেদিন ৺কাশীধামে শুনিলাম, আমাদের রামানুজ সম্প্রদায়ের এক ভক্ত আসিয়াছেন ৺কাশীধামে। তিনি নাকি বিশ্বনাথকে দর্শন করা পাপ মনে করেন। কথাটা সত্য মিথ্যা জানি না; কিন্তু যদি সত্য হয়, তবে মনে হয় শ্রীমৎ রামানুজ স্বামীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কি আমরা প্রতিপন্ন করিতেছি? আমাদের সম্প্রদায়ের লোক ত আজ ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। চিত্রকূটে দেখি, প্রায় সবই রামানুজ সম্প্রদায়ের। কিন্তু সকলেই কি বিশ্বনাথ দেখা পাপ মনে করেন? আহা! ভক্তের একি অবস্থা? হায়! গীতাও কি আমরা মানি না? গীতা যে জ্ঞানীর তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। আমরা কি তামস জ্ঞানী? গীতা বলিতেছেন—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৮।২২

যে জ্ঞান বস্তুর মধ্যে একটি বা বস্তুর কোন অংশ বিশেষকেই পূর্ণ বলিয়া আবদ্ধ থাকিতে চায় অর্থাৎ যে জ্ঞানে কোন একটি কার্য্য সমগ্র এইরূপ অভিনিবেশ হয় অর্থাৎ কোন একটি নামরূপধারী মূর্ত্তিকেই মনে হয়—ইনিই পূর্ণ, ইনিই আমার সর্ব্বস্ব; কোন মূর্ত্তি বিশেষকেই মনে হয়—ইনিই পরমেশ্বর এতদ্ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই; সেই যুক্তিশূন্য, তত্ত্বশূন্য, প্রমাণশূন্য, নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলে।

আহা! এই তামসজ্ঞানেই ত রাজাধিরাজকে জমাদার সাহেব করা হইয়া যায়। কারণ আমার ঠাকুর যতদিন না সর্ব্বভূতে আছেন, সর্ব্ব বস্তুই যতদিন না আমার ঠাকুরের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়, সুন্দরে কুৎসিতে, প্রধানে নিকৃষ্টে, পুরুষে স্ত্রীলোকে, বালকে বৃদ্ধে, জলে স্থলে, অগ্নিতে বায়ুতে, আকাশে, তারকায় সর্ব্বত্রই যতক্ষণ না আমারই ঠাকুর আছেন মনে হয়, ততক্ষণ ত আমার ঠাকুর পূর্ণ হইলেন না? যিনি সঙ্কীর্ণ তিনি আমার পূজ্য কিরূপে? হায়! যতক্ষণ না আমার উপাস্যের স্বরূপে দৃষ্টি পড়ে, ততক্ষণ ত শুধু নামরূপের কোঠায় আমি আবদ্ধ থাকিয়া পূর্ণ যিনি তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া আমি একটি মনগড়া ঠাকুর লইয়াই আছি। গীতা যে বলিতেছেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে এক অব্যয় নিত্যবস্তুর দর্শন হয়, ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট বস্তুতে অবিভক্তভাবে স্থিত সেই অদ্বয় জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও। শ্রীভাগবতও ত এই অদ্বয়জ্ঞানকেই জীবের পাইবার বস্তু, জীবের জীবিত উদ্দেশ্য বলিতেছেন। আহা! আমরা ভক্ত বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু আমরা কি তামস জ্ঞান লইয়া ভক্ত হইয়াছি? ভক্ত কি এতই মূর্খ হয়? হায়! গীতা যে বলিতেছেন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে তেষাং

জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে—এখানে একভক্তির অর্থ আমরা কি করি ? আমরা কি বলি আমার রামমূর্ত্তি বা কৃষ্ণমূর্ত্তি ভিন্ন আমরা অন্য কাহাকেও পূজা করিব না ? তবে ত আমার রাম বা কৃষ্ণ ছাড়া আরও অনেক বস্তু রহিয়া গেল ? তবে ত সবই আমার রাম, সবই আমার কৃষ্ণ হইলেন না। আমার রাম, আমার কৃষ্ণ ত পূর্ণ হইলেন না। হায় ! এই ক্ষুদ্র বস্তুই কি আমার উপাস্য হইল ? আহা ! শাস্ত্র ত একথা বলিতেছেন না। শাস্ত্র যে কৃষ্ণ বা রামকে বলিতেছেন—

রামং বিদ্ধি পরাত্মানং সচ্চিদানন্দমব্যয়ং।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম ॥

আহা শ্রীভগবানের এই স্বরূপ না মানিয়া আমরা কাহার পূজা করি ? কাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি ? সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা এই মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ—এই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠের অর্থ ? তবে ত এই মূর্ত্তি ছাড়া অন্য মূর্ত্তি আছে স্বীকার করিলাম। আর সেই সব মূর্ত্তি যখন আমার ঠাকুরের মূর্ত্তি নহে, তখন তিনি ত ক্ষুদ্র, তিনি তুচ্ছ, তিনি অকিঞ্চিৎকর। গীতা ইহাকেই ত বলিতেছেন—যুক্তিশূন্য প্রমাণশূণ্য, তত্ত্বশূন্য জ্ঞান। কিন্তু শাস্ত্র ত রাম মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুর-মানুষ-তির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ত্তি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্ততো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥

আর কি বলিব ? এই মাত্র বলি, ভগবন্ আমাদের ভক্তশ্রেণীকে তুমি রক্ষা কর। মায়া অতিক্রম করিতে গিয়া আমরা মায়ার কোটরে আবদ্ধ হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছি। আমরা বলিতেছি, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া তবে ভক্ত হইয়াছি। আমরা বলি আমাদের বৈরাগ্যও হইয়াছে।

আহা! আমাদের এই ভক্তি এই বৈরাগ্য, এই জ্ঞান—ইহা যে মায়ার কুহক মাত্র, আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া আমাদিগকে তোমার চরণ-ছায়া প্রদান কর। আমরা যে রূপ, যে গুণ, যে কর্ম্মের প্রাধান্য ধরিয়া তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিতে চাই, সে রূপ, গুণ ও কর্ম্ম যে স্বরূপশূন্য হইয়া ভারি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, তাহাই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। আর কি বলিব? বলি আমাদের ভাল হউক।

—※—

সহ্য করিববার কৌশল।

মানুষে কতদূর সহ্য করিতে পারে?

মানুষে না পারে এমন কিছুই নাই।

রক্তমাংসের শরীরে কি সবই সহ্য হয়? মনে করা হউক, একজন স্ত্রীলোক খুব ভাল, কিন্তু সংসারে সকলেই তারে কর্কশ বাক্য বলে, আর সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সংসারের সকল কার্য্য করে। নিজের সুখের জন্য সে কিছুই করে না, স্বামী, পুত্র, কন্যার জন্য আপনার সমস্ত দুঃখ সহ্য করে। নিজের দুঃখ সে নিঃশব্দে ভোগ করে। স্বামী সর্ব্বদা তাহাকে কর্কশ বাক্য বলেন, অত্যন্ত গালাগালি করেন। সকলের কাছে নিন্দা করেন।

একদিন তাহার অসাক্ষাতে তাহাকে অত্যন্ত গালি গালাজ করা হইয়াছে। দুই এক জন স্ত্রীলোক যে তাহার দুঃখে দুঃখী হইত না তাহা নহে। কেহ কেহ যথার্থ দুঃখ অনুভব করিত। তাহারা সাক্ষাতে দেখা করিয়া তাহাকে বলিবার সুবিধা পাইত না। এই জন্য লোকের হাতে চিঠি দিয়া বহু দুঃখ করিয়া জানাইত। কত সহানুভূতি জানাইত।

স্ত্রীলোকটি খুব শান্ত হইলেও সময়ে সময়ে দুঃখের ছায়া তাহার মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিত। সে ভাবিত এ সব কি ? কেন এমন হয় ?

আজ শরীর তত সুস্থ নাই। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠা হয় নাই। শ্রীভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শয্যাকৃত্যাদি সারিয়া আহ্নিক করিতে বসিয়াছে। নিরন্তর অপ্রিয় কথা শুনিতে শুনিতে সব দিন ধৈর্য্য ত থাকে না। আজ ত আহ্নিকের সময় অতিবাহিত হইয়াছে। চিঠিগুলি নিকটে ছিল। আবার পড়িল। পড়িয়া এবার ক্রোধ জাগিয়াছে। ইঁহার সংসারে ত কিছুই নাই। ইঁহার নিজেরও কিছু সামর্থ্য নাই। আমার পিতার ধনে ইঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তথাপি আমার নিন্দা, আমার পিতা মাতার নিন্দা। এটা কি ? আমি কেন এই অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা করিব। পিতা আমায় কত ভাল বাসেন। মা আমার স্নেহময়ী, আমি কেন -

আহা ! আমি না জপ পূজা করিব—একি করিতেছি। মা যে আমার স্নেহময়ী। মা, সহ্য করাই যে আমার তপস্যা। তুমি ত আমাকে এ উপদেশ দিয়াছ। আমার জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম ভাল ছিল না— তাই ত এমন হইয়াছে। ইহাতে ত কাহারও দোষ নাই, দোষ আমারই। আমি যে অবস্থার উপযুক্ত, সেই অবস্থায় তুমি আমায় রাখিয়া আমার কর্ম্ম ভোগ করাইয়া আমাকে নির্ম্মল করিয়া লইতেছ। আহা ! আমি সময়ে সময়ে ভুলিয়া গিয়া এমন অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি কেন ? মুখে কিছু বলি নাই সত্য, কিন্তু মনে মনেও ত অসহিষ্ণু হইয়াছি। মা ! আমি উপায় কি করিব ? মা আমার উপায় করিয়া দাও। আমি যে সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া, সব সহ্য করিতে চাই। তবুও যে মা ! সব দিন পারি না, এই ত আমার কষ্ট। মা বলিয়া দাও—আমি কিরূপে ধৈর্য্য ধরিব।

আহা ! এ কি ! একি মা তোমার কথা ! এ কথা ত আমি স্পষ্ট শুনিতেছি। আহা ! কত করুণা তোমার। তুমিই আমাকে উপদেশ করিতেছ।

মা! আমি উপায় কি করিব? মা আমার উপায় করিয়া দাও। আমি যে সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া সব সহ্য করিতে চাই। তবুও যে মা! সব দিন পারি না এই ত আমার কষ্ট। মা! বলিয়া দাও—আমি কিরূপে ধৈর্য্য ধরিব।

আহা! এ কি! একি মা তোমার কথা! এ কথা ত আমি স্পষ্ট শুনিতেছি। আহা, কত করুণা তোমার! তুমিই আমাকে উপদেশ করিতেছ।

দেখ্‌রে যখন অসহনীয় দুর্ব্বাক্য তোর উপর বর্ষিত হইবে তখন তুই একবার নিজের ঘরে আমার কাছে যাইয়া দেখিস্। তুই আপনিই বুঝিতে পারিবি তোর দুঃখ যে হইতেছে তাহা আমার অজ্ঞাতে হইতেছে না। আমি জানি তোর দুঃখ হইতেছে। বল দেখি ইহাতে কি তোমার কোন দুঃখ থাকে? মা তুমি ত আমার। আমি যে জানিয়া শুনিয়া এই দুঃখে তোমাকে ফেলিয়াছি। তোমাকে নিরন্তর আমার বক্ষে ধারণ করিব বলিয়া তোমার সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া নির্ম্মল করিয়া লইতেছি।

আহা! আমি কত সুখী। যখন অত্যন্ত দুঃখের সময়ে আমি ভাবিতে পারি, আমার দুঃখের অবস্থা ত তুমি জান—এই কথা ভাবনা মাত্র আমার সহ্য করিবার সমস্ত সামর্থ্য ফিরিয়া আইসে। তুমি ত আমার যাতনা দেখিতেছ। তুমি এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত দুঃখ দূর করিতে পার। তবুও যখন দূর কর না, তখন দুঃখ দিয়াই তুমি আমার উপর কৃপা করিতেছ। এটা ত দুঃখ নহে ইহা সুখ। হউক না কর্কশ বাক্য হউক না গালিগালাজ ইহাতে আমার কোন ক্লেশ নাই—আমি এই সময়েও যখন মনে ভাবি আমার তুমি—তুমি ত সবই দেখিতেছ তোমার অজ্ঞাতে আমার উপরে কিছুই আসিতেছে না। বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথা পাতিয়া লয়—হউক শতদুঃখবর্ষণ—আমি বৃক্ষের মত দুঃখ-বারিধারা মাথায় পাতিয়া লইব।

আমার মা।

সবার মা বা কেমন তা ত আমি ঠিক জানি না। আমি কিন্তু আমার মাকে আমার মতন করিয়া জানি বা জানিতে চাই বা জানিবার সাধ করি।

আমার মার আর যাই থাক্ বা না থাক্ মার আমার এই থাকা চাই যে আমার মহানিদ্রার সময়ে—আমার মরণ-মূর্চ্ছার সময়ে আমার হাতে ধরিয়া আমাকে লইয়া যাওয়া চাই। কথাটা ফাঁকি হইয়া গেল। ঠিক করিয়া বলি। মহানিদ্রা বা মরণমূর্চ্ছার সময়ে মা যদি হাতে ধরে তবে আমার মহানিদ্রা বা মরণমূর্চ্ছা অন্যরূপ হইয়া যাইবে।

আমি বাস করি বিচিত্র স্থানে। একদিকে হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান, অন্যদিকে মণিকর্ণিকার শ্মশান। এই দুয়ের মাঝখানে আমার বাস। সর্ব্বদাই চিতাশয্যা দেখি, সর্ব্বদাই শ্মশানবহ্নির মধুর আলো দেখি। আর আলো দেখিয়া দেখিয়া সেই মধুর অগ্নিশিখায় আমার দেহটা ফেলি। ফেলিয়া ভাবি দেহটা পুড়িয়া গেলে আমার থাকে কি?

আমার শুভ অশুভ সংস্কার-মাখা যে মনটা থাকে তাকে তখন কর্ম্ম সকল টানাটানি করে। তখন দেখি "যতনে যতেক ধন পাপে বাঢ়ায়নু মিলি পরিজনে সব খায়। মরণেক বেরি হেরি কোই না পুছত করম সঙ্গে চলি যায়" কর্ম্ম ত আমার সঙ্গে চলে না, কর্ম্মের সঙ্গে আমি চলি। বায়ু বিতাড়িত শুষ্কপত্রের মত আমি কর্ম্ম-তাড়িত হইয়া চলিব ইহাতে বড় ভয় পাই। কর্ম্ম আমার জন্য যে জঘন্য ঘৃণিত আসে পাশে চোর, লম্পট, কপট, লোককোলাহল পূর্ণ অথবা বৃদ্ধ, খঞ্জ, গলিত কুষ্ঠ লোক—দুষ্ট জনমানব আর্ত্তনাদে ব্যথিত স্থানে এক বাসা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বলিবে—মহারাজ আপনাকে এই গৃহে বাস করিতে হইবে আপনার

কর্ম্ম জন্য ইহা প্রস্তুত হইয়াছে আসুন—আমি কর্ম্মের এই বিদ্রূপ সহিতে পারিব না। আমি সেই ভয়ে ভীত হইয়া মা মা করিয়া মায়ের আশ্রয় লইতে বাসনা করি। কত দিন হইতে করি তাহা নাই বলিলাম। প্রবল আকাঙ্ক্ষা রাখি। তাই মা আমার বড় প্রিয়।

মার আমার রূপ কি বা গুণ কি, মা আমার কুলবধূ কি দিগ্বসনা, বিবসনা—এর বিচারে আমার বড় একটা আসে যায় না। আমি চাই মা আমার হাতে ধরিবে। ঐ সময়ে হাতে ধরিবে। তার প্রমাণস্বরূপ আমি এই চাই অর্থাৎ মহানিদ্রাকালে যে হাতে ধরিবে তাহা যে, ঠিক হইবে তাহা নিশ্চয় করিবার জন্য এই চাই যে, এখনকার দৈনন্দিন নিদ্রার সময়ও সে আমার হাত ধরিবে। যদি ইহা না হইল তবে কোন্ সাহসে বলিব সে আমার মরণমূর্চ্ছায় হাত ধরিবে ?

তাই বলি আমার মা এমন হওয়া চাই যে, আমার হাতে ধরে—ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়। এই জন্য আমাকে যা হইতে হয় তা আমি হইব, যা করিতে হয় তা আমি করিব, যা ছাড়িতে হয় তা আমি ছাড়িব—এর জন্য আমি সব করিতে, সব ধরিতে, সব ছাড়িতে প্রস্তুত। এর জন্য আমি সর্ব্বদা মা মা করিতে প্রস্তুত। এর জন্য আমি অবোধ শিশু হইতে প্রস্তুত।

শুনি মা নাকি বৃদ্ধ সন্তানকে কোলে করেন না—আমি ত রোজ চিতায় ভস্ম হই ; হইয়া কেন ভাবনা করিতে পারিব না আমি শিশু হইলাম। মরিয়া ত একদিন শিশু হইতেই হইবে, জীয়ন্তেই ভাবনা করিতে দোষ কি আমি শিশু। শুনি ভাবনাতে সবই হয়। ভাবনাতে সাদা, কাল হইয়া যায়, শুনি ভাবনাতে ব্রহ্ম জগৎ হইয়া যায় আবার মায়ার জগৎটা ভাবনাতেই ব্রহ্মভাবে সর্ব্বদা স্থির, শান্ত থাকে—তবে ভাবনাতে ইহা হইবে না কেন ? ভাবনাতেই আমি বৃদ্ধ হইয়াও অবোধ শিশু হইলাম। হইয়া মায়ের কোলে উঠিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে গায়ত্রী জপিলাম। মন্ত্র জপিলাম। সর্ব্বদা জপিলাম। শ্বাসে শ্বাসে জপিলাম। সর্ব্বদা মা মা করি, এই ত বাসনা। মায়ের

অভাব ত কোথাও নাই। ব্যবহারিক জগতেও মাকে শতভাবে দেখিয়া, শতভাবে স্মরণ যদি না করি তবে ত আমার মা লইয়া থাকা হয় নাই। অবোধ শিশুর মত পড়িয়া পড়িয়া মা মা করি—এই ত আকাঙ্ক্ষা।

তার পরে আমার আরও সখ আছে। আমি যখন একটু বড় হইব তখন মা আমার সুহৃৎ। মা আমার সখা। মা আমার বন্ধু। এ না হইলে আমার হইবে না। আমি সকল কথা মাকে খুলিয়া বলিব। যাহা মনে হইবে সৎ অসৎ, শুভ অশুভ, পাপ পুণ্য সকল বিষয়েই মাকে জিজ্ঞাসা করিব, আর মা তার উত্তর দিবে।

তারপরে মা মা করিতে করিতে যখন সর্ব্বদা মায়ের সঙ্গে থাকিব তখন মা কিন্তু আমাকে তাহার সঙ্গে মিশাইয়া লইবেন, লইয়া মা যা করেন আমিই যেন তাহা করিলাম হইয়া যাইবে। এ কথা কিন্তু আর বলা গেল না। তখন আমিই মা হইয়া আমার জীবনকে সেই চরণে পূর্ণাহুতি দিব। এই ত আমার সাধ।

এ সব সাধ যা হয় হউক। কিন্তু আমি ত মায়ের আজ্ঞামত চলিব। কিন্তু সর্ব্বদা আমার মনে এই বাসনা প্রবল থাকিবে মা আমাকে নিদ্রাকালে মহানিদ্রাকালেও হাতে ধরিয়া তাঁহার ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছেন। কি তাঁহার ধাম? কি তাঁহার ক্ষেত্র? এমন আর কি আছে? এমন আর কোথাও আছে?

তোমার বাড়ী, তোমার ধাম—আহা! ইহার ভাবনা করিলেও আমি কি হইয়া যাই! সে দেশে যাইবার পথই বা কেমন? তুমি হাতে ধরিয়া লইয়া না গেলে সেথায় কি যাইবার উপায় আছে? আমি মনে মনে ভাবনা করি, এই দেহটাকে অগ্নিসাৎ করিয়া তুমি আমায় এই সংসারের শেষস্থানে আনিলে। তারপরে এক সমুদ্র। নাম নাই বলিলাম। এক সুন্দর পদ্ম ভাসিল। তাহার এক পত্রে তুমি, আর পত্রে আমি বসিলাম। পদ্ম উজান চলিল। তার পরে মধ্য সমুদ্রে সেই দ্বীপ। তুমি আগে নামিয়া আমার হাতে ধরিয়া রত্নময় সোপান পার হইয়া কত কত সুন্দর পুষ্পবাটিকা পার হইলে। সে

বর্ণনা আর করা যায় না। তারপরে সেই সরোবর। সরোবরের চারিধার যাহা হৃদয় চায় সেই শোভায় মণ্ডিত। তারপর সেই মণ্ডপ-চতুষ্টয়। তার মধ্যের মণ্ডপ তোমার স্থান। সেখানে সেই রত্ন বেদিকা। সেই কল্প বৃক্ষ। সেই মণ্ডপ। সেই সিংহাসন। সেই মূর্ত্তি। সেই চেয়ে চেয়ে ডাকা ভাব। সেখানে আমাকে তুমি করিয়া বিহার। তারপরে আর কেহ নাই। আমি একা। চারিপাশে এক মহাশূন্য। কোন কিছু আর নাই। একা, একা, একা। একাই মহাশূন্য রূপে। মহাশূন্য, মহাশূন্য নহে—ইহা ভরিত চৈতন্য।

চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, তারকা নাই, আকাশ নাই, বায়ু নাই, অগ্নি নাই, জল নাই, স্থল নাই। কি আছে কি নাই, দেখিবারও কেহ নাই। কি সে—তাহা বলিবেই বা কে ?

মহাশূন্যরূপ আমি আপনি আপনি। আপনার সহিত আপনার খেলা করিবার বাসনা জাগিল। আবার সব হইল। আবার একা হইতে ইচ্ছা হইল—সব গেল। আহা ! ইহাই আয়ত্ত হইয়া গেল। বেশ হইল। সব গেল, সব রহিল। যখন ইচ্ছা খেলা কর, যখন ইচ্ছা ঘরে দরজা দাও, সব সাঙ্গ।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

একটা ঘটনা।

যদি পূর্ব্বের ভাব এখনও থাকে তবে চিঠিখানা ছাপিতে ইতস্ততঃ বোধ হয় করিবে না। ইহা যে বলিতেছি সেটা কি জানি তোমার কাগজের মতলব যদি বদলাইয়া থাকে সেই জন্য। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা ত জানিতাম, ভালও বাসিতাম; এখন ত দেখি তুমি ও তোমার সহকারী একই আছে কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী নূতন নূতন হইতেছে। তার পরে ভিতরে কি পরিবর্ত্তন করিতেছ বা করিয়াছ বা কোন মতলব আঁটিতেছ তাহা জানিও না আর তোমার লেখা পড়িয়া বাহির করিবার অবসরও নাই। লেখাটা দিলাম ছাপাইলে বুঝিব এক, না ছাপিলে বুঝিব আর। এখন কথাটা বলি।

৮ই পৌষ শনিবার চতুর্দ্দশী। সাল ১৩২৩। ইংরাজী তারিখটা ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১৬ সাল। এই বৎসরের সাহেবদের বড়দিন হইবে আগামী পরশ্ব সোমবার। আজ শনিবার। একটা ঘটনা এমন ঘটিল যাহাতে এই দিনটা আমার স্মরণ রাখা উচিত। কেন উচিত তাহা বলিতেছি। লোকে শুনিয়া হাসিতে পারে, কিন্তু তুমি হাসিবে না—অন্ততঃ পূর্ব্বে হাসিতে না—ইহা আমি জানি। এখন তুমি যদি কেষ্ট বেষ্ট হইয়া থাক, সে স্বতন্ত্র কথা।

এক বাড়ীর কর্ত্তা—এখনও তিনি আমার কাছে বসিয়া আছেন তিনি বলিতেছেন তাঁহার দাঁত পড়িতে আরম্ভ হইল। শনিবার বেলা ১টা ১৷৷টায় একটি দাঁত পড়িল। তিনি বলিতেছেন আজ হইতে ভারি সাবধান হইয়া থাকিবার দিন পড়িল। যে দুই একটা খুচরা খেয়াল ছিল, সেগুলিও ছাড়িবার সঙ্কেত হইল। কাজের সুবিধার জন্য একটি মাত্র খেয়াল রাখিলাম। আর গুলি ত্যাগ করিলাম। এই বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন হইতে একটা নিতান্ত দোষের অভ্যাস যাহা ছিল,

যাহাতে লোকে খড় অসামাল হইয়া পড়ে—তাহা ছাড়িবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকে জানাইয়াছিলাম। তিনি সে দোষ হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তবুও আমি শঙ্কিত। কারণ এমন সাধনা আমার নাই যাহাতে তিনি আমার উপর এত বড় একটা অনুগ্রহ করিতে পারেন। তথাপি এখন পর্য্যন্ত সে রোগ ছাড়ার অভ্যাস যখন ঠিক রাখিয়াছেন, তখন আশা করিতে পারি—এই প্রথম দাঁত পড়ার দিন হইতে অন্য সমস্ত খুচরা বদ অভ্যাস তিনি ছাড়াইবেন। আমি ছাড়িবার প্রয়াস আজ হইতে করিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমার সহায় হইবেন।

শনিবার মধ্যাহ্নে ইহা হইল। সমস্ত দিন ভালই গিয়াছে। শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন আর একটা সঙ্কল্প তিনি জাগাইলেন, সঙ্কল্পটা তোমাকে জানাইতেছি। তুমি ত সমাজের জন্য কিছু কিছু কার্য্য করিতেছ। যদি আমার এই সঙ্কল্পটা তোমার মনোনীত হয়, তবে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিও। ইহাতে তোমার ভাল হইবে, সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ হইবে। শ্রবণ কর।

স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রম বলিয়া কতকগুলি আশ্রম তুমি ভারতের কতক-গুলি প্রধান প্রধান স্থানে প্রস্তুত কর। শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম স্থানে স্থানে হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী বড় অধিক বিস্তৃত। তুমি অত বিস্তারে প্রথমে যাইও না। কলিকাতা, ৺কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, ৺পুরী এবং ৺উত্তরকাশী এই কয়েকটি স্থানে তুমি স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রম স্থাপন কর।

স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রমের কার্য্য যাহা হইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। যেখানে যেখানে স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রম করিবে, সেখানে সেখানে প্রধান কার্য্য হইবে—(১) সৎশাস্ত্র প্রচার, (২) সৎ-সঙ্গে সৎশাস্ত্রের মত কার্য্য নিজে করিয়া অন্যকে তাহা পালন করিবার উপদেশ দান।

১। সৎশাস্ত্র প্রচার সম্বন্ধে বলি—তুমি যে ভাবে শ্রীগীতা লিখি-য়াছ, সেই ভাবে তুমিও তোমার বিশেষ পরিচিত সাধক পণ্ডিত দিয়া

অন্য অন্য সর্ব্বজনহিতকারী আর কতকগুলি শাস্ত্রও প্রচার কর। এই শাস্ত্রগুলির নামও আমি করিয়া দিতেছি। তুমি কতকগুলি পুস্তক তোমার কাগজে আরম্ভ করিয়াছ, কিন্তু তুমি একা সেগুলি শেষ করিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। সেই জন্য বলিতেছি, তোমার বিশেষ পরিচিত সাধক পণ্ডিত দ্বারা যত শীঘ্র পার সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রচার-কার্য্য আরম্ভ কর। বলা বাহুল্য, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকিব।

শ্রীগীতার মতন করিয়া লেখ।

(১) শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) শ্রীদেবীভাগবত।

(৩) শ্রীচণ্ডী।

(৪) ১০৮ খানি উপনিষদ্।

(৫) কথা-রামায়ণ।

(৬) কথা-মহাভারত।

(৭) শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ।

(৭) শ্রীযোগবাশিষ্ঠ।

(৯) শ্রীশঙ্করের কতকগুলি অত্যন্ত আবশ্যকীয় গ্রন্থ।

(১০) ঋগ্বেদসংহিতা।

এইগুলি তোমাদের দ্বারা আরম্ভ হউক। আমিও তোমাদের সাহায্য করিব।

দ্বিতীয় কার্য্য হইবে সৎসঙ্গ প্রচার। ইহাতে সৎশাস্ত্রের অনুষ্ঠান-গুলি তোমরা আপনারা করিবে। নিজে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমত অনুষ্ঠান করিবে। এই নিত্যক্রিয়ায় যে সমস্ত জীবন্তভাব প্রতিদিন পাইবে, সেই জীবন্তভাব—জীবন্ত অনুষ্ঠানসহ সমাজকে বুঝাইবে এবং যে সমস্ত গৃহস্থ তোমাদের কার্য্যে যোগ দিবেন, তাঁহাদের সংসারে ইহা ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না তাহার পরিদর্শন করিবে।

ক্রমশঃ—

মুমুক্ষু। মা! আত্মা ত চতুষ্পাদ্। কিন্তু "পাদ" এই কথার ধাতুগত অর্থ কি?

শ্রুতি। প্রথম অর্থ পদ্যতে যঃ স পাদঃ—পাওয়া যায় যাহা তাহাই পাদ। দ্বিতীয় অর্থ পদ্যতে যেন—পাওয়া যায় যাহা দ্বারা তাহাই পাদ।

এখন প্রথম অর্থটি ধারণা কর। যাহা পাওয়া যায় তাহা কি? মানুষের প্রাপ্তির বস্তুটি কি? সাধকের প্রাপ্তির বস্তুটি হইতেছে—শ্রীভগবান্। ইনিই অদ্বয়জ্ঞান। ইনিই পরমপদ। ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম। মহাপ্রলয়ে যখন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, জীব জন্তু কিছুই থাকে না, সব প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়, প্রকৃতি আবার পুরুষে লয় হয়, তখন যিনি আপনি-আপনি থাকেন, তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, নিরুপাধি ব্রহ্ম। আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন ইঁহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মায়া ভাসেন, আর সেই মায়ার ভিতরে ছায়া ছায়া মত সূক্ষ্ম বাসনাপুঞ্জ উঠিতে থাকে, তাহারাই আবার কালে স্থূল হইয়া এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎরূপে দাঁড়ায়, তখন যিনি সমষ্টি-সৃষ্টিকে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, যাহাকে স্মরণ করিয়া শ্রীগীতা বলেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" তিনিই পরমেশ্বর, অন্তর্য্যামী, সগুণ, বিশ্বরূপ ব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম সর্ব্বদা আপনার আপনি-আপনি স্বরূপে পূর্ণ থাকিয়াও এক অংশে মায়া উঠাইয়া, সেই মায়ার অধীশ্বর হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন। আবার এই অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মই মায়িক জগতের প্রতি ব্যষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভূতে ভূতে আত্মারূপে প্রতিবস্তুর নিয়ন্তা হয়েন। নির্গুণ, সগুণ, আত্মা এই তিনটিই তিনি। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর একটি মূর্ত্তি আছে। সেটি অবতার। যখন যখন এই সৃষ্ট-জগতের বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন এই প্রভুই সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশ জন্য মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হয়েন। যিনি মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার—তিনিই চৈতন্যরূপে জীবে জীবে আত্মা। যিনি আত্মা

তিনি, ঘটাকাশ যেন মহাকাশ হইতে কখন খণ্ডিত হন না—একটা অজ্ঞানে মনে হয় যেন ঘটাকাশটা মহাকাশের অংশ, কিন্তু মহাকাশের অংশ কখনও হয় না—সেইরূপ আত্মাও আপন স্বরূপে পূর্ণ থাকিয়াও একটা অজ্ঞানে বা অবিদ্যা-প্রভাবে মনে হয় যেন খণ্ডচৈতন্য। ফলে এই অবিদ্যার নাশ হইলে এই জীবপ্রবিষ্ট খণ্ডমত আত্মাই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর আত্মা। যতদিন মায়ারচিত সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে, ততদিন তিনি মায়াধীশ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা। কিন্তু মহাপ্রলয়ে যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছুই থাকে না, তখন এই সর্ব্বব্যাপী, সগুণ পরমেশ্বরই সর্ব্বশূন্য হইয়া আপনি-আপনি নির্গুণ পরমপদ, তুরীয় ব্রহ্ম। তাই বলা হইতেছে—এই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতাররূপী তুরীয়-ব্রহ্মই প্রাপ্তির বস্তু। পাদ কথার প্রথম অর্থে তবে তুরীয় পাদটিই পাওয়া যায়; প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব এই মায়াজড়িত তিন পাদকে পাওয়া যায় না। স্বরূপটিই পাইবার বস্তু। স্বরূপটি সর্ব্ব অবস্থাতে এক হইলেও অন্য তিন পাদে যদি স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে, তবে ঐ তিন পাদ, প্রাপ্তির বস্তু নহে।

দ্বিতীয় অর্থে তুরীয় পরমপাদকে পাওয়া যায় যাহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। তুরীয়-পাদকে পাওয়া যায় কাহা দ্বারা? "ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ। তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ।

মুমুক্ষু। মা! যাঁহারা মায়া হইতে মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই প্রবিলাপনরূপ সাধনটিই ত প্রয়োজন। কিরূপে জাগ্রৎকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে, সুষুপ্তিকে তুরীয়ে লয় করিয়া পরমপদে স্থিতিলাভ করা যায় ইহাই ত একমাত্র বুঝিবার বিষয়।

শ্রুতি। বাবা! ইহার জন্যই ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রথমে জানা চাই। মাণ্ডুক্য সেইজন্যই ত জাগরিত স্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্ত স্থানের কথা অগ্রে বলিতেছেন। জাগ্রৎ যাহা, তাহার অভাবটি হইতেছে স্বপ্নকাল আবার জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাব হইতেছে

সুষুপ্তি। আবার সকলের অভাব হইতেছে—তুরীয়। যখন যে অবস্থায় থাক, সেই সময়ে তাহার অভাবের অবস্থা ভাবনা করাই ত সাধনা।

মুমুক্ষু। মা! মুখ্য কথাটি অগ্রে না ধরিলে গৌণ কথার ব্যাখ্যাতে আগ্রহ জন্মায় না, সেই জন্যই সাধনার এই মুখ্য কথাটি প্রথমেই ধরিতে চাই।

শ্রুতি। বল কি জানিতে চাও?

মুমুক্ষু। আবার বলি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা জানিলে, একটি অবস্থাকে পরে পরের অবস্থায় লয় করিয়া কিরূপে স্বরূপবিশ্রান্তি হইবে তাহাই ত জানিতে চাই।

শ্রুতি। স্ত্রী শূদ্র সকলকেই শ্রুতি এই সাধনাই করিতে বলিতেছেন। বেদমাতার উপাসনায় অর্থাৎ গায়ত্রী সাধনায় অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব হইতেছে "বিদ্মহে এবং ধীমহি"। অগ্রে জান পরে ধ্যান বা ভাবনা কর—ইহাই একমাত্র সাধনা। এখন দেখ মাণ্ডুক্য কি বলিতেছেন? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে প্রথমে জান। জানিয়া জাগ্রৎকালে, বিষয়ে জাগিয়া থাকিবার কালে, জাগ্রতের অভাব যে স্বপ্নকাল তাহার ভাবনা কর। আবার স্বপ্নকালে স্বপ্নের অভাব যে সুষুপ্তি তাহার ভাবনা কর। আবার সুষুপ্তির অভাবটিকে যখন সাধন-সুষুপ্তিকালে ভাবনা করিতে পারিবে, তখন হইবে পরমপদে স্থিতি। তুমি জাগ্রৎকেও জান আর জাগ্রতের অভাবকেও ত জান। জাগ্রৎকালে জাগ্রতের অভাবকে ভাবনা কর, করিলে জাগ্রৎভাব ভুলিতে পারিবে। এইরূপ অন্যগুলিও।

মুমুক্ষু। মা! এই সাধনাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

শ্রুতি। বাবা! অগ্রে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে কোন্ কোন্ অবস্থা হয় তাহা জান, পরে এক অবস্থার অভাবরূপ অন্য অবস্থায় যাওয়া যায় কিরূপে তাহাই বুঝিবে। তুমি ব্যগ্র হইয়াছ, সেই জন্য এখানে কতকটা আভাস মাত্র দিতেছি। যাহারা সাধনা করে না তাহাদেরও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি হয়। ইহারা জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়

দিয়া স্থূল বিষয় মাত্র ভোগ করে। কাজেই বিষয়ভোগের সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষে ইহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল। ইহারা পুনঃ পুনঃ জনন-মরণ-দোলায় দুলিতে থাকে। আবার ইহারা স্বপ্নকালে স্থূল বিষয়ভোগ ছাড়িয়া মন দ্বারা স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্ম সংস্কাররূপ যে বাসনা, সেই বাসনা সমূহকে অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা ভোগ করে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়স্পন্দন ও মনঃস্পন্দন শূন্য হইয়া অজ্ঞানের কোলে, অবিদ্যার কোলে, অবিবেকের কোলে মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা সাধক, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় লইয়া খেলা করিতে চায়, তখন ইন্দ্রিয় সমূহকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন। মনে কর, কর্ণ যেন বহু শব্দ শুনিতেছে। সেই সময়ে সাধক যদি চিন্তা করেন এখনি যদি ঘুমাইয়া পড়ি, তবে ত কর্ণ খোলা থাকিলেও কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘুমের সময়েও মন স্বপ্ন দেখে। সাধক যাঁহারা, তাঁহারা মনকে ভাবনা-রাজ্যের স্বপ্ন দেখান। তাঁহারা ভাবনা-রাজ্যে অষ্টদল পদ্ম, তাহার উপর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিরূপ আসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে বা ভগবতীকে তাঁহার গুণ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া ভাবনা করিতে থাকেন। কাজেই তখন তাঁহারা জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করেন। বাহিরের ইন্দ্রিয় তখন বিষয় লইয়া জাগিয়া থাকে না; মন ঐ সময়ে ভাবনা লইয়া জাগিয়া থাকে। ঐ অবস্থা হইতে সাধনার পরিপাক দ্বারা মনঃস্পন্দনও লয় করিয়া তাঁহারা সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করেন। তাহাও লয় করিলে তবে তুরীয়ে স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করা যায়। আচ্ছা, আর এক প্রকারে এই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নে লয় করা, ইহাই সকল প্রকার সাধনার ভিত্তি। জগৎটা বা দেহটা যাহাই হউক না কেন, যতক্ষণ না ইহা ভুলিতে পারিতেছ, ততক্ষণ স্বরূপ-বিশ্রান্তি কিছুতেই হইতে পারে না। চেতন পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন আনন্দ পাইবে, তখন চেতন ভিন্ন আর কিছুই অন্ততঃ তোমার কাছে থাকিবে না। তুমি চৈতন্য-স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে। ইহারই জন্য ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ।

আর যোগপথটি দ্বারা এই দুই পথের ভিত্তিটি দৃঢ় হয়। ভক্তিপথে শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া দেখিয়া শ্রীভগবানে তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়, জগৎবিচারের আবশ্যক থাকে না। কিন্তু জ্ঞানপথে চিন্ময় প্রভুর দেখার অভ্যাস ত করিতেই হইবে; শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন ত থাকাই চাই—তার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ দেখিয়া বিচার দ্বারা জগৎ দেখা আর যাহাতে না থাকে তাহাও চাই। বলা হইল ভক্তিপথের শ্রবণ, মনন ত ইহাতে থাকেই তাহার উপরে জগতের বিচার দ্বারা দেখান হয়—তরঙ্গ যেমন স্থির জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ এই যে জগৎ, এটা সেই চৈতন্যপুরুষই একটা মায়ার মুখোস পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মায়ার মুখোসটা একটা ভ্রম মাত্র। ভ্রমটাকে জান যে এটা ভ্রম, তবেই ইহা আর তোমায় ভুলাইতে পারিবে না। শেষে বুঝিতে পারিবে, রজ্জুতে যে সর্পভ্রম, এ সর্পটা আদৌ নাই; একমাত্র রজ্জুই আছে। তাই বলিতেছি, জ্ঞানমার্গে প্রথমে মনে হইবে তুমি যেমন জগৎকে দেখিতেছ—সেইরূপ জগৎ-দেহ ধারণ করিয়া সেই চৈতন্যময় পুরুষও তোমায় দেখিতেছেন। জগৎরূপ ধারণ করিয়া তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন। আকাশের ভিতর দিয়া, বায়ুর ভিতর দিয়া, অগ্নির ভিতর দিয়া, জলের ভিতর দিয়া পৃথিবী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, পশু, পক্ষী এমন কি বাক্য, মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ এক কথায় জগতে যাহা কিছু আছে—সুন্দর, কুৎসিত, দুষ্ট, শিষ্ট, শত্রু, মিত্র, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলের মধ্য দিয়া তিনিই তোমাকে দেখিতেছেন। তুমিও তিনি—ইহা তিনি জানেন, কিন্তু তুমি তোমাকে ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশের মত খণ্ডভাবে জানিয়াই সংসার-বিপদে পড়িয়াছ। যখন বুঝিবে সেই অখণ্ড চৈতন্যই তোমার মধ্যে পূর্ণভাবে থাকিয়াও খেলা করিতেছেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া তিনি হইয়াই স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করিবে।

মুমুক্ষু। ইহার জন্যই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক বুঝিতেছি।

শ্রুতি। বাবা! জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে যাওয়া অথবা স্থূলজগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়া, আর ভাবনারাজ্যে শ্রীভগবানকে লইয়া থাকা যত সহজ ভাবিতেছ, তত সহজ ইহা নহে। সকল শব্দ কর্ণে আসিতেছে, কিন্তু শব্দ শুনিতে শুনিতে শুনিব না ঘুমাইয়া পড়িব; তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে ইহাতে ঘুমাইয়া পড়িতেছি; ইহা আর না দেখিয়া ভাবনারাজ্যে শ্রীভগবৎ-লীলা দেখিতেছি ইহা সহজ ভাবিও না।

মুমুক্ষু। পূর্ব্বেও ত ইহা বলিলেন, কিন্তু মা! শব্দ শুনিতেছি, আর শুনিতে শুনিতে তাহা না শুনিয়া, তাহাতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শ্রীভগবানের ডাক শুনিতেছি; তরঙ্গভঙ্গ চক্ষে দেখিতেছি দেখিতে দেখিতে তাহা ভুলিয়া শ্রীচৈতন্যকে ভাবনারাজ্যে পাইতেছি ইহা ত হয় না মা?

শ্রুতি। হয় বৈকি বাবা! পূর্ব্বেও ত বলিলাম, দেখনা কেন এত লোকের মধ্যে তুমি কথা কহিতেছ, কিন্তু এখনি তোমায় নিদ্রা আক্রমণ করিল; তুমি এক মুহূর্ত্তেই আর কোন কথাই শুনিলে না, আর কিছুই দেখিলে না, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ভুলিলে, তোমার এই দেহ ভুলিলে, ইহা ত হয়—নিত্য দেখিতেছ। কি কৌশলে হয় তাহাই দেখ। সেই কৌশলটি জান—জানিলেই জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করিতে পারিবে। আবার ভাবনারাজ্যে, স্বপ্নরাজ্যে শ্রীভগবান্‌কে লইয়া খেলা করিতে করিতে যখন তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন সব ভুলিয়া স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে যাইতে পারিবে। আবার সুপ্ত হইয়াও যখন দেখিবে "আর কিছুই নাই" তাহার পরেই বুঝিবে আর কিছুই নাই—কেবল "আমিই আছি"। কিন্তু সাধনার পরিপক্কাবস্থা যদি লাভ করিয়া থাক, তবে বুঝিবে "আমিই আছি"—ইহার সঙ্গে "আমিই সেই" ইহার অনুভব হইতেছে। ইহাতে যখন আনন্দ উঠিবে, সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সর্ব্বশ্রমরহিত হওয়া জন্য যে আনন্দ তাহাই নিরতিশয়

আনন্দ ; অনায়াসপদ লাভের জ্ঞানজন্য আনন্দ ; তাহাই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে স্বরূপ-বিশ্রান্তি। এখন শ্রবণ কর স্বপ্নস্থান কি।

মুমুক্ষু। মা বল। আহা কত সুন্দর ইহা—কত প্রয়োজনীয় ইহা। আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। অকারকে উকারে লয় করা, উকারকে মকারে লয় করা—করিয়া স্বরূপবিশ্রান্তি লাভ করা ; আহা, ইহাই ত সাধনা।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥

ইন্দ্রিয়াণামুপরমে জাগ্রৎবাসনাজোবস্থাবিশেষঃ স্বপ্নঃ। স্বপ্নঃ স্থানং অভিমানবিষয়মস্য তৈজসস্যেতি স্বপ্নস্থানঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞঃ ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তদ্বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যস্যেতি। সপ্তাঙ্গঃ একোবিংশতিমুখঃ পূর্ব্বোক্তঃ। প্রবিবিক্তভুক্ বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থূলায়াঃ ভোজ্যত্বম্ ; ইহ পুনঃ কেবল বাসনামাত্রা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ সূক্ষ্মবিষয়ভোগ ইতি। তৈজসঃ বিষয়শূন্যায়াং প্রজ্ঞায়াং কেবল প্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ তেজোন্তঃকরণং যস্য স তৈজসোন্তঃকরণ লীনঃ। দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সেই আত্মা যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হন, স্বপ্ন ইঁহার অভিমানের বিষয় হয় বলিয়া ইনি স্বপ্নস্থান। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও অন্তরিন্দ্রিয় মন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও ভোগ করে। অন্তর্লীন সূক্ষ্ম বিষয়সংস্কার সমূহকে ইনি অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়া ইনি অন্তঃ-প্রজ্ঞঃ। মনের বাসনাতেই এই দ্রষ্টাপুরুষের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। এই পুরুষ এই সময়ে বাসনাময় বিশ্ব রচনা করিয়া বাসনাময় দেহও ধারণ করেন। স্বর্গ ইঁহার মস্তক ; সূর্য্য ইঁহার চক্ষু ; বায়ু ইঁহার প্রাণ ; অগ্নি ইঁহার মুখ ; অন্তরীক্ষ ইঁহার নাভি ; জল ইঁহার উদর ; পৃথিবী ইঁহার চরণ —ইনি এই সপ্তাঙ্গ। স্বপ্নাবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি ইন্দ্রিয় যে মনে লীন হয় সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-প্রাণ ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অন্তরিন্দ্রিয় সেই মনোলীন অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ইনি ভাবনাময় বিশ্ব অনুভব করেন বলিয়া ইনি একোনবিংশতিমুখ বা একোনবিংশতি অনুভব দ্বার বিশিষ্ট। স্বপ্নাবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি ঘুমাইয়া পড়িলেও এই স্বপ্ন-পুরুষ অন্তর্লীন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মন দ্বারা দেখা শুনা সবই করেন বলিয়া ইনি একোনবিংশনিমুখ। প্রবিবিক্ত বলে সূক্ষ্ম-বিষয়কে। বিশ্ব-পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয়সহিত বলিয়া যেমন ইহাকে স্থূলভুক্ বলা হয়, সেইরূপ তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয় রহিত অর্থাৎ কেবল মাত্র বাসনারূপা বলিয়া ইনি সূক্ষ্মভুক্ ইনি তৈজস। শব্দাদি বিষয়-সম্পর্ক-রহিত কেবল প্রকাশময় প্রজ্ঞার তিনি অনুভব কর্ত্তা বলিয়া ইনি তৈজস। স্বপ্নাভিমানী তেজে অর্থাৎ অন্তঃকরণে লীন বলিয়া ইনি তৈজস।

মুমুক্ষু। মা! স্বপ্নকালে আমাদের মধ্যে কি ব্যাপার হয় তাহা ভাল করিয়া বল।

শ্রুতি। বাহিরের দশ ইন্দ্রিয় যখন রূপ-রসাদি গ্রহণ না করে এবং গমন, চলন, বলনাদি না করে, এক কথায় বলা যায় তখন ইহারা ঘুমাইয়া পড়ে। ইহাই হইল নিদ্রা। নিদ্রাকালে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তিনি ঘুমান না, তিনি স্বপ্ন দেখেন। জাগ্রৎ থাকা কি তাহা মোটামুটি সকলেই জানিতে পারেন কিন্তু স্বপ্নটা কি ইহাই তুমি জানিতে চাও। শ্রবণ কর।

জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দন-মাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে। তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত পটো বাহ্যসাধনানপেক্ষমবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণং জাগ্রৎবৎ অবভাসতে। তথাচোক্তম্ **"অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়"** **ইত্যাদি।** তথা **"পরে দেবে মনস্যেকীভবতি"** ইতি প্রস্তুত্য **"অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি"** ইত্যাথর্ব্বণে।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত।

"মামেব হিতকামিনী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ে উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই। মূল্য কাগজে বাঁধাই ২৷৹ টাকা; বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সকল প্রাণিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা—(উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 as. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batiwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people and nervous breakdown. Price Rs. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder. Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS :—'Doctor Batliwalla Darbar.'

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম, এ, বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী উৎসব অফিসে পাওয়া যায়।

(১) আহ্নিকম্ মূল্য ৷৹ আনা। (২) উচ্ছ্বাসাঃ মূল্য ৷৹ আনা। (৩) লোকালোক মূল্য ১৲ টাকা। (৪) লক্ষ্মীরাণী মূল্য ১৷৹ টাকা।

"ন চ দৈবাৎ পরং বলং।" ৺চন্দ্রনাথ গুহাবস্থিত সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ প্রচার করিতেছি। অনুপান ভেদে কলেরা, প্লেগ, মেহ, স্বপ্নদোষ, সর্ব্ববিধ জ্বর প্রভৃতি যাবতীয় রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। খরচ মাত্র ।/৫ সোয়া পাঁচ আনা। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল ঘৃত মোদক আসব প্রভৃতি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইতি।

কবিরাজ শ্রীরামকিশোর ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ দশাশ্বমেধ ঘাট, ৺কাশীধাম।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

লীলা—লীলা উপন্যাস শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। পুস্তকখানি ২৫০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। দাম আবাঁধাই ১৲; বাঁধাই ১।০। লীলা বশিষ্ঠদেব রচিত উপাখ্যান। আজকাল উপন্যাস প্লাবিত জগতে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠদেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমূলও ফুল কিন্তু প্রভেদ কত? প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিয়োগ-বিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ মৃতব্যক্তি কোথায় আছে দেখিবার জন্য যখন ব্যাকুল হয় তখন কেহ কি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে? বশিষ্ঠদেব এই উপাখ্যানে দেখাইতেছেন পারে, যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারে। লীলা, মৃতস্বামীকে মৃত্যুর পরে দেখিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প বানাইতেন না। যাহা না জানিলে মানুষ পশুত্বের দিকে নামিতে থাকে, যাহা জানিলে অমৃত আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্বের দিকে চলিতে পারে; ঋষিগণ সকল পুস্তকে তাহারও সংবাদ দিয়া গিয়াছেন; সাধনাও করিতে বলিয়াছেন। লীলাতে ইহজীবনের বিশেষতঃ পরলোকের সকল তত্ত্বই বলা হইয়াছে। এরূপ উপন্যাস অতি বিরল; ইহাতে শিক্ষা আছে, মাধুর্য্য আছে, আর আছে সংশয়শূন্য হইবার ভাব।

উৎসব—মাসিক পত্র, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের অতীব আদরের। সাধারণের সুবিধার্থ বিগত বৈশাখ হইতে উৎসবের ১ ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি করা হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। অধুনা পুস্তক মুদ্রণের দ্রব্য মাত্রই মহার্ঘ হওয়ায় আমরা আগামী বর্ষ হইতে উৎসবের কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইব। সজ্জনগণ উৎসব পরিচালন প্রচার কার্য্য যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। বিচার চন্দ্রোদয় গ্রহণেচ্ছুগণ কোন্ প্রকারের বাঁধা বই লইতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইবেন। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তক আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

১১শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩২৩ সাল। [১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
"নিউ আর্য্য মিসন প্রেস" ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

করুণাময় শ্রীভগবানের করুণায় আপনাদের উৎসব একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিতে চলিল। শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যে উৎসব তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইল, তাহা আপনাদের বিবেচনা-সাপেক্ষ। আপনারা দয়া করিয়া উৎসবকে তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দিয়া থাকেন তাহাতে সম্প্রতি তাহার ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না; কাগজ পত্রাদির দুর্ম্মূল্যতা হেতু উৎসবের দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। বিগত বৈশাখ মাস হইতে উৎসবের এক ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি করা সত্বেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। ধর্ম্মপিপাসু গ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উৎসবের দীর্ঘজীবন কামনায় আগামী বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে উৎসবের মূল্য ২৲ টাকা ধার্য্য করা হইল। বৈশাখের সংখ্যা ভিঃ, পিঃ যোগে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইবে যদি কেহ আপনাদের উৎসবকে প্রত্যাখ্যান করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

সাধ।

১

মনে বড় সাধ ছিল নির্ম্মল চরণে তব
ক্ষুদ্র এ পরাণ মম প্রসূন করিয়া দিব।
তোমারে হৃদয়ে পাব তোমাতে মিশিয়া রব
পবিত্র তোমার নামে এজগৎ ভুলে যাব।

২

নিঠুর করম হরি! তোমারে ভুলাতে চায়
ব্যাধিরূপে এসে মোর প্রাণে বড় জ্বালা দেয়।
তোমারি আদেশ যাহা নিয়েছি পালিব ব'লে
তার আগে যদি নাথ! এই দেহ যায় চ'লে।

৩

ক্ষমাসার প্রভু মোর চরণে মিনতি তব
হৃদয়-বেদনা আজ তাই কিছু জানাইব।

যখন চলিয়া যাব প'ড়ে রবে সব হায়!
হাতে ধরে দয়াময় নিয়ে যেয়ো সে সময়।

৪

বাসনা-পিশাচী তবে রচিবে না মোহজাল
ভাঙ্গা এই দেহে আশা মিটে যাবে সে জঞ্জাল।
ক্ষুদ্র এ তটিনী আমি হৃদয়ের সাধ নিয়ে
অনন্ত অপার তুমি তোমাতে মিশিব গিয়ে॥

প্রঃ—

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

মুক্তির আর অন্য পথ নাই।
কোন্ পথ ছাড়া অন্য পথ নাই?
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি।

অতিমৃত্যু পাওয়াই মুক্তি। মৃত্যুকে অতিক্রম করাই মুক্তি। আর তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা।

অতিমৃত্যু লাভ করাই মুক্তি কিরূপে?

প্রহ্লাদ ভাবিতেছিলেন যখন যখন দানবেরা প্রবল হয়, হরি তখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন। কিন্তু হরির ত বিনাশ নাই। তাহা হইলে দেখিতেছি হরি না হওয়া পর্য্যন্ত হরির হস্তে বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারের আর নিবৃত্তি নাই। তবেই হইল যার বিনাশ নাই তাই হওয়াই হইল মৃত্যু অতিক্রম করা। মৃত্যু তাঁহারই নাই। চেতনের অচেতনতা নাই। ব্রহ্মের মৃত্যু নাই। হরির মৃত্যু নাই। তবেই ব্রহ্ম বা হরি ভাবে স্থিতিই হইল মুক্তি।

ব্রহ্মভাবে স্থিতিই যদি মুক্তি হয় তবে তাহা হইবে কিরূপে?

ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্মভাবে স্থিতি হয়। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান।

হরিকে জানিলেই হরি হওয়া যায় কিরূপে? ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হওয়া যায় কিরূপে?

তাই ত হয়। সকলের পক্ষেই হয়। কোন কিছুকে কে জানে তাই বল? জানে মন। মন যাহাকে জানে সেই আকারেই ইহা আকারিত হইয়া যায়। সম্মুখে প্রাতরাকাশে এই সূর্য্য, আর নীচে এই স্থিরা গঙ্গা। গঙ্গাকে জানিতেছে মন। আর মন যতক্ষণ জানিতেছে ততক্ষণ গঙ্গার আকারে আকারিত হইয়া রহিতেছে। মন কিন্তু নানা বস্তুতে পড়িতেছে বলিয়া এক রকম হইয়া থাকিতেছে না। যদি কোন বস্তুতে মনকে ধরিয়া রাখা যায়, তবে মন সর্ব্বদাই সেই বস্তুর আকার ধরিয়াই থাকে। "জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে" বলা হইয়াছে। জ্ঞান দীর্ঘকালের জন্য থাকিলেই এবং এক প্রবাহে বহিতে থাকিলেই হইল ধ্যান। আবার "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ":— ধ্যান যখন খুব পাকা হয় তখন অন্য কর্ম্ম করিলেও ধ্যান ছুটে না, এইরূপ যখন হয় তখন সকল কর্ম্ম করিয়াও স্বস্বরূপে থাকা হয়।

তবেই দেখ ব্রহ্মকে জান। আর সেই জ্ঞান প্রবাহ-ক্রমে থাকুক, তাহা হইলেই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। ভ্রমর কীটবৎ এই জন্য বলা হইয়াছে। হরিকে জানিলেই হরি হইয়া যাইতে হয়, এই জন্য ইহা বলা হইয়াছে।

এখন দেখ ব্রহ্মকে জানা কি? আর জানিবেই বা কে?

আমরা বাহিরের যাহা কিছু জানি তাহা মন দিয়াই জানি। চক্ষু কর্ণাদি মনেরই দ্বার। মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা। মন যদি অন্য দিকে রাখা যায় তবে চক্ষু দেখিয়াও দেখে না; কর্ণ শুনিয়াও শোনে না। মন কিন্তু ব্রহ্ম নহে। মনকেও যিনি জানেন তিনি কে? মনের মধ্যে যখন যে ভাব হয় তাহাও ত আমরা জানি। মন যে সঙ্কল্প

বিকল্প করে, রাগ দ্বেষ করে তাহাও ত আমরা জানি। সঙ্কল্প বিকল্প, রাগ দ্বেষ যিনি জানেন তিনি কে? এইটি চৈতন্য। চৈতন্যই মনকে জানেন।

এখন দেখ এই চৈতন্য কোন্ বস্তু?

আমি যখন জাগিয়া আছি তখন ত অনুভব করিতেছি, আমি আছি। মন যে বাহিরের ও ভিতরের বস্তু লইয়া খেলিতেছে—সম্মুখে গঙ্গা দেখিতেছে আর গঙ্গা লইয়া সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে আমি চেতন আমি তাহা অনুভব করিতেছি। আবার যখন ঘুমাইয়া পড়ি, পড়িয়া স্বপ্ন দেখি তখনও কিন্তু আমি চেতন। যদি তাহা না হইতাম তবে স্বপ্নে কত কি দেখি, অনুভব করি কিরূপে? স্বপ্নে কিন্তু স্থূল কিছুই থাকে না। থাকে সূক্ষ্ম সংস্কার। চৈতন্য যখন সূক্ষ্ম সংস্কার লইয়া থাকেন তখন স্থূল দেহের অনুভব পর্য্যন্ত থাকে না। বাহিরের স্থূল জগৎ ত থাকেই না। আবার যখন সুষুপ্তি হয় তখন চেতন যিনি তিনি বাহিরের কিছুই দেখেন না। ভিতরের কোন সূক্ষ্ম সংস্কারও অনুভব করেন না। তবে কি চেতন তখন থাকেন না? চেতন তখন আপনাতে আপনি বিশ্রাম করেন। খণ্ড বা দেহব্যাপী চৈতন্য তখন স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ ছাড়িয়া আপনার স্বরূপ সেই অখণ্ড চৈতন্যে মিশিয়া যায়। তখন খণ্ড অখণ্ড কোন বোধই থাকে না। নদী সমুদ্রে মিশিলে যাহা হয় সেই ভাবে চৈতন্য বিশ্রাম করেন। সুষুপ্তিতে দুই থাকে না। সকলকে এক করিয়া সেই একের আচরণে যেন আবৃত হইয়া সেই একে স্থিতিলাভ হয়।

ইহাকেই কি মুক্তি বলিবে?

না ইহা মুক্তি নহে। ইহা একটা তমাচ্ছাদিত অবস্থা। ইহাতে আমিই যে সেই অখণ্ড চৈতন্য এই বোধটুকু থাকে না। ইহাতে আমিই যে সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় জ্ঞান ইহা অনুভূত হয় না। সুষুপ্তির সহিত তুরীয়ের পৃথকত্ব এই অনুভবহীনতার আবরণে। এই অনুভবটি যদি আনিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা আনিতে পারা যায়, তাহা দ্বারাই মুক্তি হয়।

আচ্ছা সুষুপ্তিতে যে দুই থাকে না ইহা জানা যায় কিরূপে ?

সুষুপ্তিভঙ্গে সকলেই বলে আহা বেশ ছিলাম। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বেশ ছিলে কিরূপে ? উত্তরে বলি আর কিছুই ছিল না। আর কিছুই না থাকা তবে বেশ। স্থূল সূক্ষ্ম আর কিছুই যখন না থাকে তখন কি আমি শূন্য হইয়া যাই ?

আমি নাই ইহা কেহ কখন অনুভব করিতে পারে না। জগৎ নাই ইহা অনুভব করা যায়। চেতন লইয়া থাকিলে, চেতন সম্বন্ধে শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন করিলে, জগৎ কখন্ অস্তমিত হয় তাহা জানাও যায় না। এমন কি, কোন কিছুতে একাগ্র হইলে জগৎ থাকে না। কোন কিছুতে একাগ্র হইলে গৃহস্থিত ঘটিকা যন্ত্রের টক্ টক্ শব্দও শোনা যায় না এবং নিজে যে কোথায় ছিলাম তাহাও অনুভবে থাকে না অর্থাৎ সে সময়ে দুই থাকে না বলিয়া জগৎ থাকে না। কিন্তু সে সময়ে এক ছিল ইহা প্রমাণ করা না গেলেও, পরবর্ত্তী লক্ষণ দ্বারা অনুভব করা যায় একই ছিল—সব শূন্য হইয়া যায় নাই।

যখন আমার রাগ হয় তখন আমি রাগকে জানি আর সেইকালে রাগের অভাবকেও জানি। যে সময়ে আমি জগৎ জানি, সেই সময়ে আমি যত্ন করিলে জগতের অভাবও জানিতে পারি। গঙ্গা দেখিতে দেখিতে যখন গঙ্গার অভাব জানিতে পারি তখন গঙ্গা নাই বা জগৎ নাই বলিয়া আপনি আপনিই থাকি—শূন্য হইয়া যাওয়া হয় না। এই তত্ত্ব অতি কঠিন। ব্রহ্ম বা চৈতন্যকে চিন্তা করিতে করিতে, ধ্যান করিতে করিতে যখন আপনি আপনি থাকা হইয়া যায় তখনই চৈতন্যভাবে স্থিতি হয়। ইহাকেই বলে ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হওয়া হইয়া যায়।

মনে করা হউক আমি মনকে জপ করাইতেছি। মন নাম করিতে করিতে শব্দ হইয়া যাইতেছে। আমি সেই শব্দ অনুভব করিতেছি। আর কিছুই নাই শুধু শব্দ যে উঠিতেছে আমি তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। এখানে আমি হুসিয়ার হইয়া শব্দকে উপলক্ষ্য করিয়া চেতন হইয়া আছি। পরে যখন শব্দ থামিয়া গিয়াছে, তখন খণ্ড আমি অখণ্ডে

মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছি। আমি এক হইয়া গিয়াছি, এক আমি আছি—আছি এই ভাবে স্থিতিই হইতেছে অস্মিতা সমাধি। কিন্তু জপের অর্থটি বা নামের অর্থটি যদি আমার শ্রবণ,মনন, ধ্যান করা থাকে, তবে আছি ভাবের সহিত যখন চিৎ ও আনন্দ মিশ্রিত হয়, তখন আমি আপন স্বরূপ যে সৎ চিৎ আনন্দ এই স্বরূপে থাকিয়াও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি লইয়া খেলা করিতেও পারি, আবার খেলা ভাঙ্গিয়া আপনি আপনি তুরীয় ভাবে বিশ্রামলাভ করিতেও পারি। এই আপনি আপনি ভাবটি আয়ত্ত করাই ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া। হরিকে জানিয়া হরি হওয়া, ইহা শুধু বই পড়িয়া বা একবার বুঝিয়াই হওয়া হয় না।

বিদ্মহে করিয়া ধীমহি করা চাই। তার পরে প্রচোদয়াৎটি যখন একবারও ভুল না হয় তখনই নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। সব করিয়াও তখন কিছুই করা হয় না অর্থাৎ সব করিয়াও তখন স্বরূপ-বিশ্রান্তি ছুটিয়া যায় না। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইয়া যায়, পরে কর্ম্মের যন্ত্রটি যখন কর্ম্মশূন্য হইয়া যায় তখন স্থূল দেহ থাকে না, কিন্তু ভাবনাময় দেহ বা আতিবাহিক দেহ উঠিতেও পারে, আর ডুবিয়াও থাকিতে পারে। এই অবস্থা লাভ করা সাধন সাপেক্ষ।

এই সাধনার কথাও শ্রুতি বলিতেছেন। বলিতেছেন সঙ্কল্পক্ষয়, মনোনাশ ও তত্ত্বাভ্যাস সমকালে বহু বহু কাল যিনি অভ্যাস করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, সদেহ মুক্ত ও বিদেহমুক্তও হয়েন।

তবেই দেখা গেল তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়—অর্থাৎ সংসারমুক্তির জন্য যেমন একটি মাত্র পথ যে পথকে জ্ঞান বলে, সেইরূপ সংসার-মুক্তির সাধনাও একটি। সঙ্কল্পক্ষয়, মনোনাশ ও তত্ত্বাভ্যাস। ইহাই সমকালে চিরাভ্যাস করিতে হইবে—এই জ্ঞান সাধনার প্রধান অঙ্গ নিষ্কামকর্ম্ম যোগ, ভক্তি, শেষে জ্ঞান। ইহারই অন্য নাম আমি তোমার, তুমি আমার এবং তুমিই আমি।

প্রাণেশ্বর-সাধনা।

আজ ত প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিতে বড় ভাল লাগিল। কখন যে প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকি নাই তাহা ত নহে। কিন্তু অন্য সময়ে প্রাণেশ্বর বলিয়া কতক্ষণ ডাকিতে ডাকিতে দেখি মা বলিয়া ডাকিয়া ফেলিতাম। আজ তাহা হইতেছে না। আজ প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিতেই বড় ভাল লাগিতেছে।

কেন ইহা হইতেছে তাহাও দেখিতেছি। আজ সাধনা করিবার পূর্ব্বে ভাবিতেছিলাম মরণ সময়ে বেশ আনন্দ করিয়া সংসার ছাড়িয়া যাওয়া যায় কিরূপে? মরণের ত কালাকাল বড় একটা নাই। কখন কার ঘণ্টা পড়িবে তাহাও ত বিশেষ জানা নাই। এইত সে দিন—মহারাজা চলিয়া গেলেন। তিনি ৺পূজার পরে তাঁহার পাহাড়ে তাঁহার চিহ্নিত জন কতক সাধক লইয়া যাইবেন, তাঁহার প্রজাদের ধর্ম্মোন্নতির জন্য, সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র প্রচার জন্য কি কি করিবেন তাহাও ঠিক করিয়া গেলেন। কিন্তু ৺পূজার সময় পাড়া যাইবামাত্র তাঁহার ঘণ্টা বাজিল। আর অপেক্ষা রহিল না। সকল সঙ্কল্প, সকল উন্নতির চেষ্টা পড়িয়া রহিল। সেই সুন্দর পুরুষ, সেই ধর্ম্মানুরাগী সদা প্রফুল্ল পুরুষ, সব ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, কাহারও দিকে আর তাকাইলেন না। তখন সন্ধ্যাকাল। আমরা তখন ৺কাশীধামে কেদার ঘাটে সায়ংসন্ধ্যার আয়োজন করিতেছি। অকস্মাৎ এই দুঃসংবাদটা কে দিয়া গেল। আমরা স্তম্ভিত হইলাম। মনে হইল এমন ভাললোক তিনি ছিলেন—আহা! আমরা তাঁহার জন্য কি করিব? সহসা পতিতপাবনী ত্রৈলোক্য-তারিণীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। কে যেন বলিয়া দিল এই পবিত্র গঙ্গাজলে তাঁহার আত্মার জন্য তর্পণ কর। আমরা ভরা প্রাণে, ব্যাকুল প্রাণে তাহাই করিলাম। মনে হইল যেন আমাদের কাতর প্রার্থনা যথাস্থানে পৌঁছিল। তাই বলিতেছিলাম, মরণের সময়টা ত ঠিক সময়ে আসে

না। আসিবে কিরূপে ? এটা যে আপদ্ধর্ম্মের কাল ; এ সময়ে সকল জিনিষই, সকল অবস্থাই যে সাধনার প্রতিকূল। তথাপি এই কলির ভিতরে যে দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য যুগ আছে তাহা ধরিয়াই সাধনা করিতে হইবে। বিঘ্ন ত আসিবেই তবুও যে অবস্থায় মানুষ থাক্‌না কেন— সেই অবস্থায় থাকিয়াও যতদূর পারা যায় প্রাণপণে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। কালের স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া, সুবিধা হইলে, সময় আসিলে করিব এইরূপ আলস্য না করিয়া, প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও নিত্য ক্রিয়া নিত্য স্বাধ্যায় করিতেই হইবে। পুরুষকার অবলম্বন করাই চাই। পুরুষকাল অবলম্বন করিলে তবে কাল ও দৈব নিশ্চয়ই সহায়তা করিবেন। সময়টাকে নিজের মত গড়িয়া লইতে হইবে। ইহা নিশ্চয়ই পারা যায়। মানুষ অবস্থার দাস একথা ভ্রমান্ধ, অলস লোকের কথা। দৈবের দিকে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণপণে শাস্ত্রীয় পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই ঋষিগণের উপদেশ। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতেও যদি অসময়ে মৃত্যু আইসে, তখন সেই মৃত্যুকালে আনন্দে এই জরামরণ সংসার ছাড়িয়া যাওয়া যায় কিরূপে তাহার কথাই বলা হইতেছে।

আর একটা কথা অগ্রে বলা হউক। যাঁহার জীবনে দৈনন্দিন কর্ম্মের একটা তালিকা ঠিক করা নাই, তাঁহার জীবন কখন সৎপথে চলিতে পারে না। জীবনের লক্ষ্যটি ঠিক থাকা চাই আর প্রতিদিন কোন্ সময়ে কি করিব তাহাও স্থির থাকা চাই। তবেই সকল কার্য্য উৎসাহ পূর্ব্বক করা যায়।

আর এক কথা আছে। লক্ষ্য যাহাদের ঠিক আছে আর দৈনন্দিন কর্ম্মও যাহাদের ঠিক আছে তাহাদের প্রধান সঙ্কল্প হইতেছে এই যে— আর যাহা হয় হউক, আর যাহা ঘটে ঘটুক, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাসময়ে করিবার জন্য প্রাণপণ করিবই। কখন কখন এদিক্ ওদিক্ একটু আধটু হয়, তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। "আর যাহা হয় হউক" আমি আমার কাজ করিবই—এই ভাবে যিনি প্রাণপণ

করেন, তিনি আলস্য অনিচ্ছা ইত্যাদি জয় করিতে যে পারিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বলিতেছিলাম মরণের সময়ে প্রাণেশ্বরের কাছে যাইতেছি; যিনি আমার দয়িত, যিনি আমার ঈপ্সিততম, যিনি আমার সকল সাধের সমষ্টি, যাঁর কাছে যাইবার জন্যই আমি জীবন ধরিয়া সাধন ভজন করিতাম, যাঁহার কাছে যাইবার জন্য আমি কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করিতাম না—আজ তাঁর কাছে যাইব ইহাতে কি দুঃখ হইবে? না ইহাতে কোন ক্লেশ হইতে পারে? চিরদিন যে বলিতাম এই জরামরণসঙ্কুল সংসারে এমন কিছুই নাই যাহা আমাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে, এমন সুখ এখানে কি আছে যে সে সুখের আশায় আমি সেই ভূমাকে, সেই অনল্পকে উপেক্ষা করিয়া এখানকার কোন কিছু লইয়া থাকিতে পারি? এখানে এমন কি আছে যাহার জন্য আমি তোমার কাছেও যাইতে চাই না? আহা! ইহা ত হইতেই পারে না। তবে তোমার কাছে যাইতে আমার ক্লেশ কেন হইবে? মরণ সময়ে বেশ হাসিয়াই ত তোমার কাছে যাওয়া যায়। এই দেহটাই ত তোমার সহিত মিলনের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। আজ এটাকে ফেলিয়া যাইব -আহা! ইহা ত বড় সুখের বিষয়। এই মড়া দেহটাকে বহিতে ত কত কষ্টবোধ হইত, এটাকে খাওয়াইতে হইত, এটাকে শৌচ করাইতে হইত, এটাকে ঘুম পাড়াইতে হইত, এটাকে কত সেবা করিতে হইত। অথচ একদিন সেবার ত্রুটী হইলে এর কত রাগারাগি, এর কত প্রকোপ। আজ এই মড়াটা ফেলিয়া বড় পবিত্র হইয়া তোমার কাছে চলিয়াছি, প্রাণেশ্বর! ইহাতে আমার কত সুখ, কত আনন্দ, তাহা ত আমি কথায় বলিতে পারি না।

কিন্তু এই প্রাণেশ্বর সম্বোধন এত মধুর করিয়া সব দিন বলিতে পারিতাম না কেন?

কারণ আছে। এই দেহটাকে ফেলিতে পারিতাম না—তাই না

পবিত্র হইতে পারিতাম না! অহো! এখন বুঝিতেছি, সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে তোমায় প্রাণেশ্বর বলা যায় না। রাগ, দ্বেষ থাকিতে থাকিতে নাথ সম্বোধন করা যায় না। দেহটাও যখন পবিত্র হইবে—মন ত পবিত্র হওয়াই চাই, তখন বুঝি প্রাণেশ্বর সম্বোধন ঠিক ঠিক হয়।

দেহ কি পবিত্র আছে? দেহটা উচ্ছিষ্ট হয় নাই ত? এখন আর উচ্ছিষ্ট হইতেছে না ত? ব্রাহ্মণ-বেশী মহাদেব, পার্ব্বতীর তপস্যাকালে যখন পার্ব্বতীর দেহ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তখন পার্ব্বতী বড় ব্যাকুল হইয়া ছদ্মবেশী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, চপল ব্রাহ্মণ! তুমি আমার দেহ স্পর্শ করিয়া এটাকে উচ্ছিষ্ট করিলে,ইহাকে যোগাগ্নি দ্বারা পবিত্র না করিলে মহাদেব আমায় স্পর্শও করিবেন না। চৈতন্য মহাপ্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় একবার নিজবাহু সংলগ্ন করিয়াছিলেন; করিয়া বড় অনুতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে বাহু প্রাণেশ্বরের গলদেশ বেষ্টন করিবার জন্য তাহা দিয়া একি করিলাম? তাই বলিতেছি, মনে মনেও এই দেহটাও যতদিন আর উচ্ছিষ্ট না হয়, ততদিন বুঝি প্রাণেশ্বর বলা যায় না। যদি তপস্যা দ্বারা এই দেহটাকে নূতন করিতে পার, যদি যোগাগ্নি দ্বারা পুরাতন উচ্ছিষ্ট দেহটা পুড়াইয়া ফেলিয়া নূতন দেহ করিতে পার, তবেই দেহটা পবিত্র হইবে। তারপর মনটা একবার দেখ।

মুখে প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর বলিলেই কি হইল? দেখ দেখি ব্যভিচার ছাড়িয়াছ কি না? দেখ দেখি নিজের সুখ কিছু চাও কি না? দেখ দেখি নিজে কোনরূপ সাজসজ্জা নিজের জন্য কর কি না? দেখ দেখি তুমি ইন্দ্রিয়ারাম কি না? সকল ভাবনা, সকল কথা, সকল কার্য্য সেই প্রাণের প্রাণকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস কি করিয়াছ? যদি তাহাকে না জানাইয়া কোন কিছু কর, যদি প্রাণেশ্বরের এই দেহকে, প্রাণেশ্বরের এই মনকে, অন্য কোথাও ক্ষণকালের জন্যও নিয়োগ কর, যদি তাঁহাকে গোপন করিয়া কোন ভাবনা, কোন বাক্য, কোন কার্য্য

কর, তবে তুমি ব্যভিচারিণী। স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করিলেই ব্যভিচারিণী হইতে হয়। স্বামীর জন্য যখন সব করিবে; স্বামীর সুখের জন্য যখন তোমার শয়ন, ভোজন, সন্ধ্যাপূজা সব হইবে; যখন সকল ভাবনায়, সকল কর্ম্মে, সকল বাক্যে একমাত্র স্বামীর প্রসন্নতাই তোমার লক্ষ্যের বিষয় হইবে, তখন জানিও তোমার প্রাণেশ্বর বলা ঠিক হইল।

স্ত্রী পবিত্র না হইলে স্বামী স্পর্শও করেন না। যদি দেহ পবিত্র না হইয়া থাকে, যদি মন পবিত্র না হইয়া থাকে অথচ নাথ, প্রাণেশ্বর আমার দয়িত, আমার ঈপ্সিততম বলিয়া তুমি সম্বোধন কর, তবে বলিব এটা তোমার ব্যবসার প্রাণেশ্বর, ব্যবসার নাথ। তুমি সব খাইয়া, সব পরিয়া, সব রূপরস লইয়া সুখ পাও; তুমি ইন্দ্রিয়ারাম তোমার জিহ্বার সংযম নাই, তোমার কাঞ্চনের সংযম নাই, কামিনী সংযম নাই; একটু মিষ্ট কথায় তুমি গলিয়া যাও, একটু প্রশংসাতে তুমি বেঁহুস হও বলনা এতে কি তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়? যে তাঁর প্রণয়িনী সে "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ"। তুমি যদি ইহা না হও, তবে কি তোমার নাথ বলা সাজে? তুমি বিষয়-রস লইয়া যদি থাক, তবে বল তাঁহাকে প্রাণেশ্বর বলিবে কিরূপে?

যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পর-পুরুষ লইয়া ব্যভিচারিণী হইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে, সে কি একটু দুঃখ পাইয়া স্বামীর গৃহে আসিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া আদর করিতে ভরসা পায়? তুমি যদি বিষয় লইয়া সুখ করা ছাড়িতে না পার, তবে কোন্ ভরসায় তাঁরে প্রাণেশ্বর বলিবে বল? এ সব ছাড়। তাঁরে বরং মা বল সেই বেশ।

ছেলে ধূলোকাদা বিষ্ঠা মাখিয়াও যদি মা মা করিয়া কাঁদে, মা সে ছেলেকে ফেলিয়া দেন না। তিনি ধূলা কাদা বিষ্ঠা ধোয়াইয়া দিয়া ছেলেকে পবিত্র করিয়া লয়েন। স্বামী কিন্তু পবিত্র করা বস্তুটি না পাইলে ভাল বাসেন না। তাই রাগ দ্বেষাদি মনোমল অথবা পূর্ব্বকৃত উচ্ছিষ্টতা ত্যাগের জন্য মাই ভাল। যাহাকে ডাক সেই তখন মা।

বাল্মীকি অহল্যার রামও তখন মা! এই অবস্থায় সে রাজরাজেশ্বর তুমি দীনহীন প্রজা। এ অবস্থায় নাথ বলা কপটতা মাত্র। প্রাণেশ্বর বলাটা প্রবৃত্তিমার্গের ভালবাসা জনিত একটি ফন্দি মাত্র।

আজ যে প্রাণেশ্বর বলায় এত সুখ হইয়াছে তাও বুঝি কাহারও কৃপা! সে বুঝি দেহ, মন দুইটাকেই কোনরূপে পবিত্র করিয়া প্রাণেশ্বর বলাইয়া লইয়াছে। বুঝি প্রাণেশ্বর শোনার সাধ তার হইয়াছে, তাই সে বলাইয়া লইতেছে। আমি ইহার কিছুই জানি না।

৬ই মাঘ, শুক্রবার একাদশী।

—*—

হরিস্মরণ-সরসমিদমুচে সহচরী।

বনে বনে ভ্রমণ করিয়া করিয়া কৃষ্ণানুসরণের কথা বলা হইল। কিন্তু জয়দেবের "ভ্রমন্তীং কান্তারে" শরতে নহে, বসন্তে।

যখন শ্রীমতী বিরহসন্তাপজনিত চিন্তায় কাতরা; যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের গুণ স্মরণে কন্দর্প বড়ই পীড়া দিতেছিল, তখন কোন সহচরী উন্মাদিনীকে আরও উন্মাদিনী করিয়া তুলিল।

শ্রীমতীকে ভাবনায় ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমতীর বিলাপ-গাথা শুনিতে শুনিতে যদি সেই সর্ব্বদা স্বচ্ছ হৃদয়কমলে শ্রীমতীর চরণছায়া একবার পড়ে, তবে সেই অষ্টদল কমল কি একটুও বিকসিত হয় না? যেন একটু হয়। হইলে শ্রীমতীর ভাবে ভাবিত হইয়া যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা যায় তবে কেমন হয়? শ্রীজয়দেব ত ইহাই করিতে বলিতেছেন, আর বলিতেছেন ইহাই শ্রীহরি স্মরণে মনকে সরস করা। এই জন্যই শ্রীজয়দেব শ্রীমতীর ব্যাকুলতা আরও দেখিতে চান; সেই ব্যাকুল প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া কৃষ্ণকথা সাধনা করিতে চান। শ্রীজয়দেব বলিতেছেন—

বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারৈরবয়বৈ-
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহু-বিহিত-কৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্প-জ্বর-জনিত-চিন্তাকুলতয়া
বলদ্‌বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥

সহচরী তখন সেই বসন্তে বসন্তরাগে ষড়্‌জাদি মূর্চ্ছনা তুলিয়া সা ঋ ম ম ধ নি ব্যঞ্জিত যতিতালে গান ধরিলেন। যাহা সত্য সত্য ঘটিয়াছিল তাহার উদ্দীপনা জন্য এই বসন্তরাগে যতিতালে গান করিয়া দেখনা কি হয়?

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।

সখি! এই সরস বসন্ত কাল। হায়! ইহা বিরহীজনের পক্ষে বড়ই দুরন্ত। আহা! এই বসন্ত সবার সঙ্গে সবার মিলন করাইতেছে। ঐ দেখ কোমল মলয় সমীরণ, ললিত লবঙ্গলতার সঙ্গ করিতেছে, কত আদর করিয়া মনোহর লবঙ্গলতার কাণে কাণে যেন মলয় সমীর কি বলিতেছে—আর লতা আনন্দে মৃদুমন্দ কম্পিত হইতেছে। সখি দেখ দেখি, এই কুঞ্জকুটীরে ভ্রমর সমূহের গুন্ গুন্ ধ্বনি, কোকিল কাকলীর সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে কি ভাবে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে? লবঙ্গ লতায় মলয়সমীরে, ভ্রমরগুঞ্জনজড়িত কোকিল কূজনভরা এই কুঞ্জকুটীরে, বল সখি কে লীলা করিতেছে? রসময়ি! তোমার শরীরে সব রস তুলিয়া, সেই রসময় হরি আজ কোথায় কোন্ যুবতীকে লইয়া বিহার করিতেছে! সখি! যদি সে এইখানে এখনি আসে, তবে তুমি কি কর? একদিন—যখন তোমাদের প্রণয় বিবাদ ঘুচিয়া গিয়াছিল, তখন তুমি শ্রীহরির মধুর করপল্লব আপনার করকমলে জড়াইয়া তার ত্রুটিভরা চক্ষে আপনার গরবভরা চক্ষু থুইয়া যখন বলিতেছিলে—

অকপটে এক বাত মুঝে বোলবি
না করবি চিতকি ভীত
চন্দ্রাবলী তোঁহে কতহি সমাদরে
কৈছনে প্রেমকি রীত ॥

আর আমরা তোমার কথা শুনিয়া হাততালি দিয়া তারে কতই বলিয়াছিলাম আর সে যেন কতই অপরাধী হইয়া, কেমন কেমন করিয়া, কাতর হইয়াছিল, আজ তাহার অন্যত্র এই বসন্তবিহার স্মরণ করিয়া, আর আমাদের এই সোণার কমলকে ধূলায় লুটাইতে দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইতেছি।

উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।

[উন্মদা অতিতীব্রাঃ মদন-মনোরথাঃ কামাভিলাষাঃ যেষাং তাদৃশাঃ পথিকবধূজনাঃ প্রোষিতভর্ত্তৃকাঃ তৈঃ জনিতঃ কৃতঃ বিলাপঃ যত্র। অলিকুলৈঃ ভ্রমরনিকরৈঃ সঙ্কুলা আকীর্ণা। কুসুমসমূহৈঃ নিরাকুলাঃ নিতরাং আকুলাঃ ব্যাপ্তাঃ বকুলকলাপাঃ যস্মিন্ বসন্তে]

সখি! এই সেই সরস বসন্ত! এইকালে যাহাদের স্বামী প্রবাসে আহা! সেই পথিকবধূজনের স্বামীচিন্তা সেই রূপজনিত অত্যুৎকট সঙ্গলিপ্সা আহা! তাহারা অধীর হইয়া কতই না বিলাপ করিতেছে। আর এই ভ্রমরসমূহ সমাচ্ছন্ন কুসুমব্যাপ্ত বকুল পাদপগণ! বল সখি! এই ভ্রমর চুম্বনাকুল ফুলকুলের ভাব দেখিয়া কার প্রাণ না নিরতিশয় আকুল হয়? হায়! বিরহীজনের প্রাণান্তকর এই সরস বসন্তে হরি তোমাকে ছাড়িয়া কোন্ যুবতিজনের সঙ্গে বিহার করিতেছে?

মৃগ-মদ-সৌরভ-রভস-বশংবদ-নবদলমালতমালে
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুকজালে

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।

[মৃগমদস্য কস্তূরিকায়াঃ যঃ সৌরভ-রভসঃ সৌরভবেগঃ সৌগন্ধাতিশয়ঃ তস্য বশবর্ত্তিনা অনুকারিণী নূতনা দলমালাঃ কিশলয়সমূহাঃ যেষাং তাদৃশাঃ তমালাঃ যস্মিন্। যুবজনানাং হৃদয়ভেদকরং মদনস্য যো নখশোভা তথাভূতং পলাশ কুসুমানাং সমূহঃ যস্মিন্ তাদৃশে বসন্তে।

সখি! এই সরস বসন্তে তমাল-বৃক্ষে নূতন পত্রোদ্গম হইয়াছে, এই নূতন কিশলয় পরিশোভিত তমাল-রাজি কৌস্তূরিকার সৌগন্ধ অনুকরণ করিতেছে, আর এই প্রস্ফুটিত পলাশ পুষ্প সকল যেন যুবজনের হৃদয়-বিদারণকারী মন্মথের নখকান্তির শোভা ধারণ করিয়াছে, বল সখি! হরি এখন কোন্ যুবতীর সহিত নৃত্য করিতেছে? বল সখি এই—

কস্তূরাশোভিত নবীন তমাল আজ কি স্মরণ করিয়া দিতেছে আর তরুণীর বক্ষে নখরচিহ্নস্বরূপ পলাশ পুষ্প সকল কোথায় লইয়া যাইতেছে?

মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ড-রুচি-কেশর-কুসুম-বিকাশে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-কৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥৪॥

[মদনমহীপতেঃ মদনরাজস্য যো কনকদণ্ডঃ স্বর্ণময়যষ্টি তস্য রুচিরিব রুচির্যস্য তাদৃশঃ নাগকেশরপুষ্পানাং বিকাশো যস্মিন্ তথা সমবেতাঃ ভ্রমরাঃ যেষু তাদৃশৈঃ পাটলাকুসুমনিকরৈঃ কৃতঃ সম্পাদিতঃ কামস্য যস্তূণস্তস্য চেষ্টিতং যস্মিন্ বসন্তে]।

সখি! বিকসিত নাগকেশর দেখিয়া মনে হয় না কি ইহারা যেন

মদনরাজের স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ড আর মিলিত ভ্রমর-নিকর সমাবৃত পাটলি-পুষ্প যেন তাহার তূণীর। সখি! সবাই যাঁরে স্মরণ করিয়া দিতেছে সেই হরি এখন কোন্ যুবতী লইয়া নাচিতেছে?

বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণ-করুণ-কৃত হাসে
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্ত-মুখাকৃতি-কেতকী-দন্তুরিতাশে
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥৫॥

[বিগলিতং লজ্জিতং লজ্জা যস্য তস্য জগতঃ প্রাণিমাত্রস্য অবলোকনেন তরুণৈঃ নববিকশিতপুষ্পৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুষ্পব্যাজেন কৃতো-হাসো যত্র তস্মিন্। বিরহিণাং নিকৃন্তনায় কুন্তস্য অস্ত্রবিশেষস্য মুখমিব আকৃতির্যাসাং তাভি কেতকীভির্দন্তুরিতা উন্নতদণ্ড আশা দিশো যত্র তস্মিন্]।

দেখ সখি! চারিদিকে কতই কেতকী ও নারঙ্গ কুসুম ফুটিয়াছে দেখ, আর বসন্তের ইন্দ্রিয়োদ্দীপক নির্লজ্জ প্রভাব দেখ। জগতের প্রাণিগণের লজ্জা একবারে বিগলিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া নূতন করুণ বৃক্ষ সকল পুষ্পবিকাশচ্ছলে যেন হাস্য করিতেছে। দেখ দেখ কেতকী কুসুম সকল বিরহীজনের হৃদয়বিদারক বর্শার ফলার ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে কি হয় না, যেন দিক্ সকল দন্তবিকাশ করিয়া হাস্য করিতেছে? বল এই দারুণ বসন্তে শ্রীহরি কোন্ যুবতী লইয়া নৃত্য করিতেছেন?

মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালিকয়াতি সুগন্ধৌ
মুনি-মনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ।
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥৬॥

[মাধবিকায়াঃ সৌরভেন ললিতে নবমালিকাপুষ্পৈঃ অতিসৌরভে মুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্ত্তা ইত্যর্থঃ। তরুণাকারণ-বন্ধৌ সরস বসন্তে—তরুণানাং যূনাং অকারণবন্ধৌ অকৃত্রিম সুহৃদি হেতুং বিনাপি হিতকারিণী সরস বসন্তে ইত্যাদি]।

দেখ সখি! এই বসন্তকাল মাধবী ফুলের মকরন্দে ললিত আর নবমালিকা ফুলে সুরভিত। হায়! মুনির মনও এই বসন্তে মুগ্ধ হয়। যুবক যুবতীর অকারণ বন্ধু এই সরস বসন্তে হরি কাহাকে লইয়া নৃত্য করিতেছে?

স্ফুরদতিমুক্তলতা পরিরম্ভণ-পুলকিত-মুকুলিতচূতে
বৃন্দাবন বিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনা-জল-পূতে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতি-জনেন সমং সখি বিরহি-জনস্য দুরন্তে ॥৭॥

[স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং অতিমুক্তলতানাং মাধবীলতানাং পরিরম্ভণেন আলিঙ্গনেন পুলকিতাঃ জাতরোমাঞ্চাঃ ইব মুকুলিতা ঈষদ্-বিকসিতমুকুলাঃ রসালতরুর্যত্র তস্মিন্। পরিসরেষু পর্য্যন্ত ভূমিষু পরিগতা প্রাপ্তা যা যমুনা তস্যাঃ জলৈঃ পবিত্রীকৃতে শোভিতে বৃন্দাবন বিপিনে]।

সুশোভিতা মাধবীর আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিত হইয়াই যেন আম্রতরুগণ মুকুলিত হইয়াছে। সখি! এই মধুর সময়ে প্রান্তমিলিত যমুনা জলে পবিত্র বৃন্দাবন-বিপিনে হরি কোন যুবতীকে লইয়া বিহার করিতেছেন?

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তু হরিচরণস্মৃতিসারং
সরস বসন্ত সময় বনবর্ণনমনুগত মদনবিকারং
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতি-জনেন সমং সখি বিরহি-জনস্য দুরন্তে ॥৮॥

[উদয়তু বৃদ্ধিং গচ্ছতু। অনুগতঃ অনুসৃতঃ মদনস্য কামস্য বিকারো বিক্রিয়া যেন তৎ কামোদ্দীপকমিত্যর্থঃ]।

শ্রীজয়দেবের রাধিকা-মদন-বিকারসম্বলিত এই সরস বসন্ত সময় বনবর্ণন হরিচরণস্মারক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমতীর বিরহ প্রবল হইয়া উঠিল। মর্ম্মসখী আরও উদ্দীপনা জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন—দেখ সখি! এই বসন্ত বায়ু কি করিতেছে? আজ মলয় সমীরণ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত মল্লিকা লতার পুষ্প-পরাগ বনময় বিক্ষিপ্ত করিয়া যেন সুগন্ধি চূর্ণ দ্বারা বনস্থলীর নবকিশলয় বস্ত্র সুবাসিত করিতেছে, আর কেতকী-কুসুমের সৌরভে আমোদিত হইয়া মন্মথের প্রাণসম সখার ন্যায় আমাদের মত বিরহিজনের হৃদয় কিরূপ সন্তাপিত করিতেছে?

সখি! মলয় পর্ব্বতে অনেক সর্প বাস করে। তথাকার বায়ু বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াই বুঝি তুষার সলিলে অবগাহন জন্য হিমালয়ের দিকে ছুটিতেছে। দেখ দেখ রমণীর আম্রশিরে মুকুটের ন্যায় মুকুলমালা দর্শন করিয়া কলকণ্ঠ কোকিল কুল উল্লাসভরে কুহুরবে চারিদিক্ মুখরিত করিতেছে। আম্র-মুকুলের সৌরভ যতই ছড়াইয়া পড়িতেছে ততই মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমর-কুল নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে কম্পিত করিতেছে। কোকিল কুল তন্মধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে কুহু কুহু রবে বিরহী পথিকগণের কর্ণজ্বর উৎপাদন করিতেছে। হায়! আজ তাহারা বিরহ-যাতনায় কেবল প্রাণসমা প্রিয়ার মুখমণ্ডল ধ্যান করিতেছে এবং চিন্তাপগমে ক্ষণিক সুখলাভ করিয়াই অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে। হায়! সখি! আজ তোমার কি দশা বল!

নিরুদ্দেশে।

বিজন বনরেখা হ'ল পার,
সমুখে ধূ ধূ করে চারিধার।
পাশে চলেছে নদী এঁকে বেঁকে,
চরণ থেমে যায়, থেকে থেকে।

দলে দলে পাখী ফিরিছে নীড়ে,
খেয়া তরীগুলি কূলে ভিড়ে।
পশ্চিমে রাঙা রবি পড়ে হেলে,
নীচে কিরণরাশি কালজলে।

তিমির তীরে তীরে ঘনিয়ে আসে,
এখন চলেছি আমি কার আশে?
গগন আসে ঢেকে শ্রাবণ মেঘে,
নীরব বেণুবন, উঠে জেগে।

আকুল জলধারা নেমে আসে,
সজল বায়ু কাঁপে ব্যাকুল শ্বাসে।
এমন ঘন নিশা অজানা পথে,
চলেছি কোথা আমি, কি মনোরথে?

উতলা হিয়া মাঝে কি ব্যাকুলতা,
আমারে পাগল ক'রে এনেছে হেথা?
বাতাস বেড়ে উঠে বাদল সনে,
চিকুর চিকেমিকে, ক্ষণে ক্ষণে।

কেতকী পরাগ সনে কদম ফুলে,
আকুল কানন, আরো আকুলি তুলে।

সোহাগে ভরানদী, উছলি উঠে,
বেদনা ছুটিতে চাহে বক্ষ টুটে ;
পবন উঠে মেতে কানন সাথে,
চলেছি কোথা আমি, কি মনোরথে ?

উঃ

"পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ"।

পরম ব্রহ্মে কেহই লাগিয়া নাই। যে যাহাতে লাগিয়া থাকে সে তাহা হইতে কখন পড়িয়া যায় না, বা তাহা হইতে কখন সরিয়া পড়ে না। আমরা বলি থালাতে শাক লাগিয়া আছে, বলি পরগাছা গাছে লাগিয়া আছে, বলি মাটিতে গাছ লাগিয়া গিয়াছে। শাক, পরগাছা, গাছ যাহাতে লাগিয়াছে কেহ জোর করিয়া ছাড়াইয়া না দিলে আর উহারা ছাড়ে না। আর যদিও ছাড়াইয়া লওয়া যায় তবে উহারা শুষ্ক হইয়া যায়, মরিয়া যায়। এইরূপ ভাবে পরম ব্রহ্মে কেহই লাগিয়া নাই। একজনও কি লাগিয়া নাই ? তাহা বলা হইতেছে না। কেহ অর্থে প্রায় লোকই লাগিয়া নাই।

জগতের বালক বালিকা দেখ—ইহারা সর্ব্বদা ক্রীড়াসক্ত, তরুণ তরুণী দেখ ইহারা তরুণী তরুণে অনুরক্ত। বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখ ইহারা শুধু চিন্তাতেই মগ্ন। কেহ বা রাজ্য, জমিদারী, ধন বাড়াইতে লাগিয়া আছেন, কেহ বা বাগান বাড়ী, ঘুড়ী গাড়ী বাড়াইবার ভাবনায় লাগিয়া আছেন, কেহ বা কাপড়, গহনা, পোষাক গৃহস্থালী বাড়াইবার চিন্তায়

লাগিয়া আছেন আর কেহবা কি করিব কোথায় যাইব এই ভাবনায় লাগিয়া রহিয়াছেন, ব্রহ্মে লাগিয়া রহিয়াছে কে? আবার ইহাও বড় আশ্চর্য্য যে একদল বালক বালিকা, একদল যুবক যুবতী, একদল বৃদ্ধ বৃদ্ধা গঙ্গার জলের মত কাল-নদীর বক্ষ হইতে সরিয়া গেল, আর একদল আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিল। এই প্রবাহ কতকাল হইতে চলিতেছে কে বলিবে? আরও আশ্চর্য্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতীদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—যুবক যুবতী, বালক বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে, বলিয়া দিতেছে যে ভাবে চলিতেছ এই ভাবে আমরাও চলিয়া আজ এই দুর্গতিতে পৌঁছিয়াছি কিন্তু কেহই কাহারও কথা শুনিতেছে না। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন "পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ"। ভগবান্ শঙ্কর তাই বলিতেছেন "বালস্তাবদ্ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবদ্ তরুণীরক্তঃ, বৃদ্ধস্তাবদ্ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।

ভগবান্ শঙ্করের নাম করিলে বাঙ্গলাদেশের অনেক নব্য লোক আর সেরূপ শ্রদ্ধা করেন না। কি এক নূতন পদ্ধতি উঠিয়াছে—ভগবান্ শঙ্করের কথা বুঝিতে ইঁহারা চান না, তাঁহার যুক্তি ধারণা করিতে চান না, তাঁহাকে মায়াবাদী বলেন, তাঁহার মত যেখানে সেখানে খণ্ডন করিতে যান! বঙ্গদেশের এ অবস্থা ভাল কি বিকৃত তাহা সাধুসজ্জনেরা বিচার করিবেন। আমরা ভগবান্ শঙ্করের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সাহস করি না। কারণ ভগবান্ ব্যাসদেব, ভগবান্ বাল্মীকি, ভগবান্ বশিষ্ঠ ইঁহাদের সহিত ভগবান্ শঙ্করের মতভেদ আমরা কোথাও পাই নাই। মায়া কথাটি শ্রুতিতে আছে বলিয়া সকল ঋষিদিগের গ্রন্থ মধ্যেই পাই। ঋগ্বেদ সংহিতায় পাই, উপনিষদে পাই, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পাই, রামায়ণে পাই, অধ্যাত্ম রামায়ণে পাই, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, দেবীভাগবতে পাই, গীতায় পাই—কোথায় যে পাইনা তাহা বলিতে পারি না। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুইটি মত ভিন্ন নবীন কোন মত আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসে পাই না। ভগবান্ শঙ্করের কথাই আমরা বলিতেছি।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ভগবান্ শঙ্করের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী আছে। তখনও শঙ্কর আইসেন নাই, তিনি কলিযুগে আসিবেন ইহা জানিয়া ব্যাসদেব বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে সমস্ত অধ্যায়টি তুলিয়া দিতেছি। ইহাতে কোন্‌টি অপধর্ম্ম তাহা বেশ বুঝা যাইবে। যাঁহারা সজ্জন তাঁহারা সাবধান হইবেন; এবং প্রতারক ধর্ম্মীর হাতে যাহাতে তাঁহারা না পড়েন তাহারই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। ঋষিদিগের ধর্ম্ম যদি আধুনিকের মত শুনিয়া ত্যাগ করা যায়, তবে আবার কোন বাতুলের কথা শুনিয়া যে আধুনিক বিকৃত ধর্ম্ম ত্যাগ করিব তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? আমাদের এই ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে যাহাতে লোকে দলাদলি-সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া ঋষিদিগের মীমাংসা মত সকলে মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে—ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে যাহাতে সকলে এক ঈশ্বরকেই ডাকে—ইহাই আমাদের চেষ্টা। নাম, রূপ, কর্ম্ম, গুণ এবং স্বরূপ এইগুলি দ্বারাই উপাসনা হয়। স্বরূপটি না বুঝিয়াই আজ সমাজ বড় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা দলাদলিতেই সুখ পান তাঁহারা আমাদের নিন্দা করিবেন আমরা জানি, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র সামঞ্জস্য দেখিতে প্রয়াস পান তাঁহাদের কাছে আমরা অপরাধী হইব না ইহা আমরা জানি—আরও জানি যে শ্রীভগবানের নিকটে আমরা অপরাধী হইব না। কেননা ঋষিদিগের কথাই আমরা বলিতেছি, আমাদের নিজের মতামত কিছুই বলিতেছি না। লোকের মতামত যদি ঋষিদিগের বিচারের সহিত না মিলে, তবে সে সকল মতের উপর শ্রদ্ধা করিবার কিছুই নাই। ঋষিদিগের বাক্য যেরূপ বিচারশুদ্ধ, সেরূপ বিচারশুদ্ধ কথা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত ভগবান ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিদিগের মতের সহিত না মিলে তবে আমাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান্ কে আছে যে ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া আধুনিক বুদ্ধিমানের বাক্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে? আর যদি ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত

কেহ বিচার-দুষ্ট দেখাইতে পারেন, তবে সকলেরই উচিত বিচার-দুষ্ট বিষয় সকলের ত্যাগ করা। আমরা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডের একোনবিংশোঽধ্যায়টি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

শৃণুষ্ব তত্র যে ধর্ম্মা মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা॥ ব্যাসদেব বলিলেন পূর্ব্বকালে মুনিগণ যে ধর্ম্ম বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। এই অধ্যায়ে প্রথমেই বলা হইতেছে সত্যযুগে তপস্যাই পরম ধর্ম্ম, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম। ঘোর কলিযুগে বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ হইবেন এবং সকল বর্ণ ও আশ্রমিগণ ব্যাজ-ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। তখন সত্য সংক্ষেপ হইবে, লোক অল্পায়ুঃ, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন এবং ক্রোধ-লোভ-পরায়ণ হইবে। সর্ব্বে নরাঃ ভবিষ্যন্তি ক্ষুধা-কাম-পরায়ণাঃ। প্রায় মানুষই কামুক ও উদরসর্ব্বস্ব হইবে। শত্রুতা প্রায় সকলেই করিবে, পরস্পরের বিনাশ পরস্পরে অভিলাষ করিবে।

"ভবিষ্যন্ত্যুত্তমা হীনা হীনা উত্তমতাং গতাঃ"

উচ্চ ব্যক্তিগণ অধম হইয়া যাইবে, আর অধমেরা উচ্চতা প্রাপ্ত হইবে। কলিযুগে স্ত্রীই একমাত্র মানুষের বন্ধু হইবে। মেঘ, নদী, সরোবর অল্প সলিল বিশিষ্ট হইবে। গাভীর দুগ্ধ, বৃক্ষের ফল অল্প হইবে; রাজাদিগের দান, মানুষের আয়ু, ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান অল্পই হইবে। ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে। প্রায় স্ত্রীলোক দুর্ম্মুখ, গুরুজন নিন্দিত ও ব্যভিচারিণী হইবে—

শূদ্রা ধর্ম্মান্ বদিষ্যন্তি পুরাণ-শ্লোক-পাঠকাঃ।
ব্যাখ্যাস্যন্তি পুরাণাথান্ শূদ্রাঃ শ্রোষ্যন্তি চাপরে।
ব্রাহ্মণান্ পাঠয়িষ্যন্তি শাস্ত্রং ব্যাকরণাদিকম্॥১০॥

শূদ্রেরা শ্লোক পাঠ করতঃ ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। শূদ্রগণ পুরাণ ব্যাখ্যা করিবে অপরে তাহা শুনিবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইবে। [ইহা আমরা উপস্থিত সময়ে প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষতঃ ৺কাশী, ৺পুরী, ৺বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানে বিশেষ ভাবে দেখিতেছি।]

এইরূপ কার্য্যে ব্রাহ্মণের এবং শূদ্রের যে অনিষ্ট হইতেছে তাহাও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ দেখাইতেছেন।

এতৈস্তু কর্ম্মভিঃ শৌদ্রৈর্ব্রাহ্মণা হতচেতসঃ।
লপ্স্যন্তে হ্যাত্মঘাতিত্বং শূদ্রা নরকমক্ষয়ম্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণ, এই সকল শূদ্র কর্ম্মে হততেজা হইয়া আত্মহত্যাভাগী হইবে আর শূদ্রেরা অক্ষয় নরক ভোগ করিবে। [প্রবল কলির ধর্ম্ম এই দেখা যাইতেছে যে শূদ্রগণ আপনাদিগকে অবতার বলিতেছে, ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্র দিতেছে, ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতে বলিতেছে, ব্রাহ্মণের বিধবাদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ করিয়া দিতেছে, আর বলিতেছে শূদ্র অবতারকে যে ব্রাহ্মণ প্রণাম করিবেন, তাঁহার ভাগ্যের উদয় হইয়াছে—শূদ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণের অধিকার পাইলে ব্রাহ্মণ বহু পুণ্যবান জানা যাইতেছে। শূদ্রের প্রসাদ ভক্ষণে যে কত পুণ্য, তাহার ত সীমাই নাই] শূদ্রের যে কোন কালে মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, শূদ্র যে কোন কালে অবতার হইতে পারে না—ইহা ঋষিগণ সর্ব্বত্র বলিয়াছেন। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শূদ্রের মন্ত্রদিবার অধিকার নাই। আর আমরা ইহাও দেখিতেছি যে "তত্বং শূদ্রাশ্চ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাচার-তৎপরাঃ—ইহা অধ্যাত্মরামায়ণে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন। অর্থাৎ শূদ্রেরা এই ঘোর কলিযুগে ব্রাহ্মণের আচার গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ইহারা যজ্ঞোপবীতাদি, সকল বর্ণের প্রণামাদি গ্রহণ করিবে। এই কালের ইহাই বিশেষ ধর্ম্ম জানা যাইতেছে। পুরাণ আবার বলিতেছেন--

পাষণ্ড-ধর্ম্মৈর্বহুভির্বেদমার্গাঃ কলৌ যুগে।
সমাচ্ছন্না ভবিষ্যন্তি তপোবাপী সখা ইব ॥১২॥
কল্পয়িষ্যন্তি শাস্ত্রাণি স্ববুদ্ধ্যা দেবতা অপি।
ত্যক্ষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নিন্দয়িষ্যন্তি তান্যপি ॥১৩॥
শাস্ত্রং প্রাকৃতভাষাভিঃ কল্পয়িত্বা হ্যশাস্ত্রতঃ।
ধর্ম্মভাবান্ বদিষ্যন্তি শূদ্রা মৎসরচেতসঃ ॥১৪॥

অশাস্ত্রকল্পিতং দেবং পূজয়িত্বা চ নির্ম্মিতাং।
ত্যক্ত্বা কৃষ্ণাদিনামানি তং গাস্যন্ত্যেব নিশ্চিতম্ ॥১৫॥

কলিযুগে বেদোক্ত ধর্ম্মমার্গ সকল, বর্ষাকালে পথ কূপাদি যেমন তৃণাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপে পাষণ্ডধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইবে। স্বীয় বুদ্ধিতে লোকে শাস্ত্র ও দেবতা কল্পনা করিবে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে ও শাস্ত্রের নিন্দা করিবে। প্রাকৃত ভাষায় অশাস্ত্রকে শাস্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া মৎসরচিত্ত শূদ্রগণ ধর্ম্মের ভাব কীর্ত্তন করিবে। অশাস্ত্র-কল্পিত কৃত্রিম দেবমূর্ত্তি পূজা করিবে এবং রাম, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি নাম ত্যাগ করিয়া কল্পিত দেবতার নাম কীর্ত্তন করিবে। [আমরা এই সমস্ত বিশেষরূপে দেখিতেছি। আর এখন শূদ্র বলিয়া কেহই নাই। সকলেই যজ্ঞোপবীত লইয়া দ্বিজ হইতেছে। কাজেই এখন ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইতেছে। স্বধর্ম্মত্যাগী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শূন্য ব্যক্তিদিগকে এখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে আনয়ন করা কঠিন কিন্তু যাঁহারা ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্ম এখনও মান্য করেন, যাঁহারা এখনও সৎব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্র থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের শাস্ত্রই অবলম্বন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সাহায্যে কলিকাতা সহরে যে ব্রাহ্মণ-সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং দরভাঙ্গার মহারাজা যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন শুনা যাইতেছে তাঁহাদের উচিত হইতেছে যাহাতে লোকে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম মত চলিতে পারে তাহারই সুবিধা করিয়া দেওয়া। তদ্ভিন্ন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অবিশ্বাসীজনগণকে বুঝাইতে গেলে বিপরীত ফল হইবে। যথার্থ ব্রাহ্মণ যদি সমাজে আবার জাগ্রত হয়েন, তাঁহারা আপন আপন চরিত্র-বলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রধান প্রধান তীর্থে এই সমস্ত চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণের সৎসঙ্গের ও সৎশাস্ত্র প্রচারের স্থান থাকা আবশ্যক। শাস্ত্র অনেক বাহির হইয়াছে কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন, সেই মত কার্য্য ও সেই মত প্রচারকার্য্যের অভাবই চারিদিকে দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীগীতা শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ,

১০৮ খানি উপনিষদ্, চণ্ডী, দেবীভাগবত, এই সমস্ত মীমাংসা শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ব্যাখ্যা বাহির করা নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রের কদর্য্য ব্যাখ্যাতে সমাজ দলাদলি সম্প্রদায়ে হীন-বল হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তীর্থস্থানের আশ্রমে থাকিবেন তাঁহারা আপন আপন আচার ব্যবহার, নিত্য-কর্ম্ম ও সৎসঙ্গ প্রভাবে এক কথায় যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব প্রভাবে ঐ সমস্ত তীর্থে এমন একটি ধর্ম্ম-প্রবাহ বহাইবেন যাহাতে সাধারণের মধ্যে শাস্ত্র-ভক্তি, শাস্ত্র-বিশ্বাস ও ঋষি-দিগের উপর শ্রদ্ধা আইসে। ইঁহারা স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচার জন্য হরি-সভার আহ্বানে গমন করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সমাজের প্রভূত উপকার হওয়াই সম্ভব। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা স্কুলের পাঠ্য করিয়া ঋষিদিগের শিক্ষা সময়ের উপযোগী করিয়া রচনা করিবেন। ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে বালকদিগের চরিত্রগঠন দ্বারা সমাজের কল্যাণ হইবে। যদি সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগকে চরিত্রবান্ করিবার জন্য ঋষিদিগের শিক্ষামত শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, তবে আরও শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য হইতে পারে। যাহা হউক আমরা প্রসঙ্গক্রমে এত কথা লিখিলাম। বৃহৎধর্ম্মপুরাণ আরও বলিতেছেন—

যবনৈ স্তৈশ্চ পাষণ্ডৈঃ সধর্ম্মো নাশয়িষ্যতে।
কলৌ নরা ভবিষ্যন্তি ভগলিঙ্গোপজীবিনঃ ॥১৬॥

যবন এবং সেই সকল পাষণ্ড দ্বারা স্বধর্ম্ম নাশ করাইবে। কলিকালে মানুষ ভগলিঙ্গোপজীবী হইবে।

অর্থলোভাৎ অসদ্ভ্যশ্চ মন্ত্রান্ দাস্যন্তি বেশিনঃ।
অন্তঃশঠা মহাক্রূরা পরদ্রব্যাভিলিপ্সবঃ ॥১৭॥

গুরুবেশধারী লোকেরা অর্থলোভে অসজ্জনদিগকে মন্ত্র দিবে। ইহারা ভিতরে ভয়ানক শঠ, অতিশয় নিষ্ঠুর, পরের দ্রব্যে অতিশয় লোভী। আমরা ৺কাশী, ৺বৃন্দাবন, ৺পুরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থে

এইরূপ গুরুবেশধারী অন্তঃশঠ, নিষ্ঠুর বহুলোক আজকাল দেখিতে পাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ আবার বলিতেছেন --

ভ্রমন্তে বৈষ্ণবৈর্বেশৈ র্নাজয়িষ্যন্তো সজ্জনাম্ ॥১৮॥
পুরাণার্থবিদাং সাধুশীলানাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
দেবতাদ্বেষকাস্তে বৈ দ্বেষয়িষ্যন্তি সর্ব্বদা ॥১৯॥
ত্যক্তে কৃষ্ণেন ভূখণ্ডে বৌদ্ধাঃ কেচিৎ বিদূষকাঃ।
স্বমতং স্থাপয়িষ্যন্তি সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতম্ ॥২০॥
তদা পুরাণে সর্ব্বস্মিন্ দর্শনেষু চ সর্ব্বশঃ।
বিভেদেষু তদা দুঃখাদ্ রোদমানা সরস্বতী ॥২১॥
তস্যা হি দুঃখশান্ত্যর্থং শিবো বিষ্ণুশ্চ ভূতলে।
আচার্য্যোপাধিগোষ্ঠ্যাস্তু কুত্রাপ্যবতরিষ্যতঃ ॥২২॥
বিষ্ণোরাচার্য্যরূপস্য সা চ ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
আচার্য্যঃ শঙ্করাখ্যোহি কৃত্বা সন্ন্যাসমাশ্রমম্ ॥২৩॥
উভৌ তৌ বৌদ্ধসঙ্ঘস্য নৈয়ায়িকমতেনহ।
নিবারয়িষ্যন্তি বলাৎ তে মরিষ্যন্তি দাহিতাঃ ॥২৪॥
তান্ নিবার্য্য ততো বৌদ্ধানাচার্য্যঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্।
দেবতানাং স্তবান্ দিব্যান্ কবচানি করিষ্যতি ॥২৫॥ ইত্যাদি।

এই সমস্ত অন্তঃশঠ, মহাক্রূর, পরদ্রব্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব বেশে ভ্রমণ করতঃ অসজ্জাতিদিগকে মোহন করিবে। সেই সব দেবতাদ্বেষী বৈষ্ণববেশিগণ পুরাণার্থবেত্তা সাধুশীল ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সর্ব্বদা দ্বেষ করিবে।

কৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিলে কতিপয় শাস্ত্রনিন্দুক বৌদ্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত নিজ মত স্থাপন করিতে থাকিবে। তখন পুরাণ সকলে এবং দর্শন সকলে পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইলে এবং শাস্ত্রসমন্বয় প্রথা তিরোভূত হইলে—দেবী সরস্বতী অতিশয় দুঃখে রোদন করিতে থাকিবেন। ভগবতী সরস্বতীর দুঃখ শান্তি জন্য শিব এবং বিষ্ণু পৃথিবীতে কোন স্থানে আচার্য্য-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-

বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। সরস্বতী আচার্য্যরূপী বিষ্ণুর পত্নী হইবেন এবং শিব শঙ্করাচার্য্য নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেন। তাঁহারা উভয়েই ন্যায়মতে বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিবেন এবং বৌদ্ধেরা বলপূর্ব্বক দাহিত হইয়া মরিবে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে দূর করিয়া দিয়া দেবতাদিগের স্তব কবচাদি প্রচার করিবেন ইত্যাদি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে ইহা আমরা পাই। ইহা বাদ দিলেও ভগবান্ শঙ্করের ভাষ্যও টীকার মত এরূপ ভাষ্য আর কোথায়? তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থ সমূহ, উপনিষদের ভাষ্য, গীতার ভাষ্য—এ সমস্ত যদি না থাকিত, তবে বোধ হয় এই অন্তঃশঠ গুরুবেশ-ধারী ছদ্মবেশী বৈষ্ণববাদির সংখ্যা যে কত বাড়িয়া যাইত তাহা কে বলিবে? বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উপস্থিত সময়ে শূদ্রদিগের কতকগুলি সাংঘাতিক দোষের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-মত কর্ত্তব্যপরায়ণ শূদ্র, তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য আমরা ইহা উল্লেখ করিতেছি।

ব্রাহ্মণে হ্যপ্রণামস্তু ব্রহ্মহত্যৈব গীয়তে।
পুরাণশ্লোক পাঠস্তু শূদ্রাণাং ব্রহ্মঘাতনম্॥
অদৃষ্টা শাস্ত্রকথনং ব্রহ্মহত্যৈব গীয়তে।
দেবানাং ভেদনিন্দে চ দেবতা-বধ উচ্যতে॥
আত্মহত্যা হি সা প্রোক্তা জাবালে নাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করা শূদ্রের পক্ষে মহাপাতক। শূদ্রের পক্ষে পুরাণশ্লোক পাঠও ব্রহ্মহত্যা। শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াও ব্রহ্মহত্যা। রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব ইঁহাদের ভেদ-জ্ঞান যিনি রাখেন এবং একটিকে বড় করিবার জন্য অন্য দেবতাগুলিকে ছোট যিনি করেন—এইরূপ নিন্দাও দেবতা-হত্যা। হে জাবালে! দেবতা হত্যারই অন্য নাম আত্মহত্যা এ বিষয়ে সংশয় নাই।

যখন চারিধারে এইরূপে শাস্ত্রের অসৎ ব্যাখ্যা, শূদ্র কর্ত্তৃক মন্ত্র দান, অসবর্ণ বিবাহ, যথারুচি আহার ইত্যাদি প্রথা চারিদিকে

প্রচারিত হইতেছে তখন ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ। বৌদ্ধদিগের ব্যভিচার হইতে আর্য্যজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যাহা যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই আবার গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের জাতির সজীবতা কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। এই সময়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত শাস্ত্র-সমন্বয় না দেখাইলে, এই জাতির কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ মানবজাতিকে কল্যাণের পথে লইয়া নিশ্চয়ই যাইবেন যদি আমরা স্বধর্ম্মাশ্রম অনুষ্ঠানের চেষ্টা করি এবং আপনারা অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া অন্য পাঁচজনকে অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দি। ইহারই জন্য প্রধান প্রধান সহরে এবং প্রধান প্রধান তীর্থে স্বধর্ম্মাশ্রম স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বত্র সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আলোচনার স্থান হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতি।

একটি ঘটনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বধর্ম্ম সেবাশ্রম মত যাঁহারা চলিতে প্রস্তুত হইবেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদের অর্থ সাহায্যও তোমাদিগকে করিতে হইবে। এরূপ সাহায্য না করিলে তোমরা স্বধর্ম্ম সেবাশ্রমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। স্বধর্ম্ম সেবাশ্রমমত যাঁহারা চলিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারাও যাহাতে সঞ্চয়ী হইতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহারা যথাসাধ্য দান করিতেও পারেন তজ্জন্য প্রতি স্বধর্ম্ম সেবাশ্রমীর গৃহে লক্ষ্মীভাণ্ডার স্থাপনের ব্যবস্থা ও পরিদর্শন তোমরাই করিবে। এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিরূপে স্থাপন করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি ; তুমিও দুই এক সংসারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখিয়াছ কত সহজে দরিদ্র লোকেও সঞ্চয়ী হইতে পারে।

তোমাদের তৃতীয় কার্য্য হইবে যেখানে সেখানে হরিসভা আছে সেখানে আহ্বানমাত্র গমন করিয়া সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র প্রচার এবং অনুষ্ঠান প্রচার এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সমস্ত দলাদলি সম্প্রদায় উঠিয়া সমাজকে হীনবল করিতেছে বেশ শান্তভাবে বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ অবলম্বনে সম্প্রদায় সকলের মতভেদ দূর করিয়া বেদশাস্ত্রমত যাহাতে লোকে চলিতে পারে তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন।

তোমাদের চতুর্থ কর্ম্ম হইবে তোমাদের সৎসঙ্গী পণ্ডিত সাধকগণ দ্বারা কতকগুলি অনুষ্ঠানপরায়ণ বিদ্যার্থী গঠন করা।

তোমার ত একখানা মাসিক কাগজও আছে, এই কাগজখানা আরও বড় করিয়া যাহাতে সকলে এই কাগজ গ্রহণ করিতে পারে তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া।

যদি তোমরা এইরূপে সমাজহিতকর কার্য্যে ব্রতী হও, তবে তোমরা সমাজের একটা অভাব দূর করিবার জন্য কতকগুলি কার্য্য করিয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে তোমাদের উপকার এবং সমাজেরও বিশেষ উপকার। ভারতের তীর্থে তীর্থে বহুলোক বাস করিতেছে এবং সেই সেই স্থানে বহু অশাস্ত্রীয় স্বধর্ম্ম বিরোধী মতামত চলিতেছে আর লোককে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতেছে। সেই জন্য তীর্থে তীর্থে আশ্রম করিতে বলিতেছি। কলিকাতাতেই তোমাদের প্রধান আশ্রম থাকা উচিত। ক্রমে ঢাকা, বহরমপুর, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে এইরূপ স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রম খুলিও।

তুমি ভাবিতেছ এই সমস্ত অনুষ্ঠান জন্য যে অর্থ আবশ্যক তাহা আসিবে কোথা হইতে? আমার একমাত্র উত্তর ভিক্ষা দ্বারা তোমাদের এই অর্থসংগ্রহ হইবে। আমি জানি ভারতের লোক এখনও যথার্থ লোকহিতকর কর্ম্মজন্য অর্থদান করিতে মুক্তহস্ত। যথার্থ স্বার্থশূন্য লোক পায় না—বহুলোক নিঃস্বার্থ ভাবে আরম্ভ করিয়া শেষে স্বার্থপরায়ণ হয় বলিয়া—লোকে যাহাকে তাহাকে দান করিতে কুণ্ঠিত হয়। তুমি যে গোঁ ধরিয়া আছ তাহা ত্যাগ করিয়া এই কার্য্যে একটু সহায়তা

কর। আমিও তোমাদের কার্য্যে আছি জানিও। তোমার চিহ্নিত সাধক পণ্ডিতদিগকে এই কার্য্যে প্রণোদিত কর। তোমাদিগকে সমাজ বিশেষতঃ স্বধর্ম্ম সেবী সমাজ একটু শ্রদ্ধা করে দেখা যাইতেছে, সমাজ তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন। তোমরা কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হইও না। নিশ্চয়ই তোমরা অর্থসংগ্রহ করিতে পারিবে। তোমরা পাত্র বুঝিয়া গরীব ছাত্র, দরিদ্র বিধবা, দরিদ্র সংসারকে দান কর—দেখিবে বহু সাধু প্রকৃতির লোক তোমাদের কার্য্যে যোগ দিবেন। উপসংহারে বলি, ইহাতে তোমাদের তপস্যার অসুবিধাও হইবে না। তোমাদের যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে উত্তর কাশীতে পর্য্যন্ত থাকিয়া তপস্যা করিতে পারিবেন।

· ※ ·

কাতর প্রার্থনা।

সংসার-সাগর কূলে মোহের কুহকে ভুলে
আশা নিরাশায় কত পাইগো যাতনা।
স্বপনে সোণার তরী ভাসে সিন্ধু বক্ষোপরি
আবেগ পরাণে জাগে আকুল বাসনা।
এই যেন আসে তরী পরক্ষণে যায় সরি
অনন্ত আকুল আশা সকলি কল্পনা।
তোমার স্নেহের ডাক প্রাণভরা অনুরাগ
ও মনমোহন রূপ হেরিতে বাসনা।

এতই সুন্দর তুমি আগে তা বুঝিনি আমি
আশায় কল্পনা কত করেছি রচনা।
কি শুনালে জগন্নাথ ছুটে গেল মোহ-বাঁধ'
সংসার কিছুই নয় হ'য়েছে ধারণা।
করো দয়া দয়াময় কর্ম্ম মোর হ'ক লয়
তোমারে ভুলিয়া যেন কখন থাকি না।
অধম দুর্ব্বল আমি তুমিগো জগত স্বামী
চরণে রাখিও প্রভু করিয়া করুণা।
যা কিছু দিয়াছ তুমি তাই দিতে চাই আমি
তোমা ছাড়া কিছু নাই কি দিব বলনা।
এসো বিভু দীননাথ করি পদে প্রণিপাত
পলকে পলকে হেরি এ মোর সাধনা।

লী

জাগ্রৎকালে পুরুষের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি অনেক প্রকার চেষ্টাযুক্ত থাকে। আর ঐকালে ঐ বুদ্ধি বা জ্ঞান বাহিরের বিষয় লইয়া খেলা করে বলিয়া বহির্ব্বিষয় মতই যেন ভাসমান হয়। বুদ্ধি তখন মনরূপে স্ফুরিত হইয়া বাহিরের বিষয়ের সংস্কার সমূহকে আপনার মধ্যেই ধারণ করে। ঐরূপ সংস্কার-চিহ্নিত মন চিত্রকরা পটের মত। জাগ্রৎ বাসনাযুক্ত মন স্বপ্নকালে জাগ্রতের ন্যায়ই ভাসে। যেমন চিত্রিত পট চিত্রমত ভাসে সেইরূপ। তবেই হইল জাগ্রৎসংসারবিশিষ্ট মন জাগ্রৎবৎ ভাসমান হয়। নানা চিত্রে চিত্রিত পট যেমন কোন প্রকার বাহ্যচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্রিত পদ্মে চিত্রিত ভ্রমরের যেমন কোন চেষ্টা থাকে না সেইরূপ। মন কিন্তু তখন অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জাগ্রৎবৎ ভাসমান হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন—**"অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতোমাত্রামপাদায়"** এই জাগ্রৎ অভিমানী পুরুষ আপনার সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপ বাসনাগুলি লইয়াই স্বপ্ন দেখেন অর্থাৎ ইতি বাসনাপ্রধান স্বপ্নমাত্রই অনুভব করেন। অথর্ব্বণ বেদের ব্রাহ্মণ প্রশ্নোপনিষদ্‌ও বলেন—**"পরে দেবে মনস্যেকী ভবতি"** মনরূপ পরমদেবতা স্বপ্নকালে সমস্তই বাসনাময় দেখেন, আর বাসনামাত্র বলিয়া সমস্তই একীভূত অনুভব করেন। ইহা বলিয়া আথর্ব্বণ শ্রুতি আবার বলিতেছেন **"অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি"** অর্থাৎ স্বপ্নকালে এই মনাখ্য দেবতা, এই দ্রষ্টা পুরুষ—মনের মহিমা, মনের বিভূতি অনুভব করেন।

মুমুক্ষু। সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া এই কথাগুলি আবার বলিলে ভাল হয়।

শ্রুতি। আচ্ছা মনোযোগ কর। স্বপ্নকালে মনে কতকগুলি বাসনামাত্র থাকে। এই বাসনাগুলি আবার জাগ্রদনুভূত বিষয়সমূহের সংস্কারমাত্র। চিত্রপটে চিত্রিত ছবিগুলির মত এই সমস্ত সংস্কার। কিন্তু পটে আঁকা ছবি সমূহের আধার যেমন পট, সেইরূপ বাসনা-সমূহের আধারস্বরূপ যিনি, তিনি হইতেছেন স্বপ্নাভিমানী দ্রষ্টা পুরুষ।

তুমি মুমুক্ষু—তুমি স্বস্বরূপে বিশ্রামলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি—ইহারই জন্য তোমাকে তোমার বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি যাহাতে বাহিরের কোন বিষয়ে স্পন্দিত না হয়, তাহাই প্রথমে করিতে হইবে। ইহা হইবে তখন যখন তুমি ভিতরের দেবতাকে ধ্যান করিতে পারিবে। এই ধ্যানে রূপদর্শন এবং নামজপও থাকিতে পারে। চক্ষু সূর্য্যমণ্ডলের ভিতরে প্রণবান্তর্বর্ত্তী ইষ্ট-মূর্ত্তি হৃদয়ে বা কূটস্থে দেখুক, আর কর্ণ যে নাম মুখ উচ্চারণ করিতেছে তাহাই ভিতরে তন্ময় হইয়া শুনুক, ইহাতে বাহিরের ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম আর হইবে না। ভিতরের শব্দে তন্ময় হও, ঘরের ভিতরে ঘটিকা-যন্ত্রের টক্‌টকানি আর শুনিতে পাইবে না। শব্দও হইতেছে আর কাণও খোলা আছে অথচ শব্দ তুমি যখন না শুনিতে পাও—তখন দেখ দেখি তুমি বাহিরের শব্দে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে কি না? এই ভাবে সকল বাহ্য ইন্দ্রিয় যখন ঘুমাইয়া পড়িবে, তখন অন্তরিন্দ্রিয় মন অথবা মনের দেবতাস্বরূপ যিনি—তিনি শুধু সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থিত এই মনকেই দেখিতে থাকিবেন। এই হইলে তুমি জাগ্রৎ অবস্থা ছাড়াইয়া স্বপ্নাবস্থায় আসিয়াছ অর্থাৎ জাগ্রৎকে স্বপ্নে বা অকারকে উকারে লয় করিতে পারিয়াছ জানিবে। যখন জাগিয়া আছ—তখনই জাগরণ অবস্থাতেই জাগরণের অভাব যে স্বপ্নাবস্থা তাহার ভাবনা কর। উহা হইতেছে ভগবানের গুণকর্ম্ম ভাবনা করা। ইহা দ্বারা ভাবনারাজ্যে থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ অ উতে লয় হইবে।

মুমুক্ষু। পুরুষ স্বপ্নকালে অন্তর্লীন বাহ্য বিষয় সংস্কারসমূহকে অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়াইত অন্তঃপ্রজ্ঞঃ?

শ্রুতি। হাঁ তাহাই। স্বপ্নকালে মনের বাসনাসমূহেই এই দ্রষ্টা-পুরুষের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় জন্য; ইন্দ্রিয়গুলি আবার বাহিরের বিষয় লইয়া জাগ্রত থাকে এই জন্য বিশ্ব বা জাগ্রতপুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞঃ কিন্তু স্বপ্নপুরুষের প্রজ্ঞা মন জন্য। ইন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়িলেও মন জাগ্রত থাকে পূর্ব্বে

বলিয়াছি। সাধকের মন কিন্তু শ্রীভগবানের গুণকর্ম্মরূপ বাসনা লইয়াই বিহার করে, ইহা মনে রাখিও। চেতন পুরুষের প্রজ্ঞা তখন বাসনাময় মন লইয়া থাকেন বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। আরও দেখ ইন্দ্রিয় বাহিরে বেড়ায়, মন কিন্তু ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প করে। এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনটি অন্তস্থ। স্বপ্নপুরুষের প্রজ্ঞা যেহেতু বাসনাময় সেই হেতু তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। অন্য অন্য বিশেষণগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তত্ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৫॥

যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা **সুপ্তঃ** পুরুষঃ **ন কঞ্চন কামং কাময়তে** ন কঞ্চন পদার্থং ভোগং বা ইচ্ছতি **ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি** ন কমপি পূর্ব্বয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং বিদ্যতে **তত্ সুষুপ্তং** গাঢ়নিদ্রা-বিশেষঃ। **সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ**। সুষুপ্তং স্থানং যস্য স সুষুপ্তস্থানঃ। স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথারূপ-অপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূতমিত্যুচ্যতে। দ্বৈতভানস্য অজ্ঞানতমোগ্রস্তত্বেন একীভূত ইব। অতএব স্বপ্নজাগ্রন্মনঃ-স্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব, সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞান-ঘন উচ্যতে। অখিলজ্ঞানানাং জাগ্রৎস্বপ্নজানাং সন্ধীভাব ইব তদা ইতি প্রজ্ঞানঘনঃ। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ব্বং ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এব শব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞান-ব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ॥ **আনন্দময়ঃ** মনসো বিষয়-বিষয়ী-আকার স্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ **আনন্দময়** আনন্দপ্রায়ঃ; ন আনন্দএব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ। হি যত স্তদাত **আনন্দভুক্**। যথা লোকে নিরায়াসঃ স্থিতঃ সুখী আনন্দভুক্ উচ্যতে অত্যন্ত-অনায়াসরূপা হীয়ং স্থিতিঃ অনেন আত্মনা অনুভূয়ত **হ্যানন্দভুক্**। **এষোঽস্য পরম আনন্দঃ** ইতি শ্রুতেঃ। **চেতোমুখঃ** চেতঃ অজ্ঞানাবরণেপি অন্যাবরণলয়াৎ কিঞ্চিৎ

স্বরূপানন্দ স্ফুরণং। চেতো মুখং আনন্দভোগদ্বারং যস্য সঃ। একত্রা-নন্দাত্মনি তদাঽজ্ঞানানন্দা-কারবৃত্ত্যা ভোক্তৃত্বং মুখত্বং চোপচর্য্যত ইতি ভাবঃ। যদ্বা স্বপ্নাদি প্রতিবোধং চেতঃ প্রতিদ্বারীভূতত্বাৎ চেতোমুখঃ; বোধলক্ষণং বা চেতোদ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। **প্রাজ্ঞস্তৃতীয়: পাদ:।** ভূতভবিষ্যজ্‌জ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বং অস্যৈ-বেতি প্রাজ্ঞঃ। অথবা প্রজ্ঞপ্তিমাত্রং অস্যৈব অসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ। প্রকৃষ্টং বিষয়াঽপৃক্তং স্বরূপং জানাতি যস্তদা প্রজ্ঞঃ স এব প্রাজ্ঞঃ। ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তীতি। সোঽয়ং প্রাজ্ঞ-স্তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যে স্থানে বা যে কালে সুপ্তপুরুষ কোন কাম বা ভোগেচ্ছা কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না তাহাই সুষুপ্ত অবস্থা। সেই অব-স্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তিনি সুষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় সুষুপ্তিস্থান। তিনি একীভূত। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তুর পৃথক্‌ পৃথক্‌ বোধ থাকে। কিন্তু কুয়াসাতে যেমন নানা আকার বিশিস্ট বস্তু সকল একাকারে অনুভূত হয়, সেইরূপে এই বিচিত্র বস্তুপরম্পরাপূর্ণ বিশ্ব সুষুপ্তিকালে একীভূত হইয়া থাকে বলিয়া সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত বলা হয়। ইনি প্রজ্ঞানঘন। সুষুপ্তিকালে নানাপ্রকার বস্তুর নানা-প্রকার জ্ঞান, মিশ্রিতের ন্যায় থাকে বলিয়া সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞান-ঘন বলা হয় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে বস্তু সমূহের জাতিগুণক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ বোধ থাকে না, একটা মিশ্রিত জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞান-মূর্ত্তি। ইনি এই সময়ে আনন্দময় বা প্রচুর আনন্দ-পূর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। মনটা যখন বিষয় আকারে বা বিষয়ী আকারে স্পন্দিত হয়, তখন যতই অল্প হউক না ঐ স্পন্দনেও আয়াস থাকে। স্পন্দনায়াসের কোন প্রকার দুঃখ, বিষয় অনুভবের কোন প্রকার ক্লেশ, সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না বলিয়া সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় বলা হয়। প্রচুর অর্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় হয়।

প্রচুর আনন্দ থাকা এক বস্তু আর আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ করা অন্য বস্তু। এই তিনি প্রচুর আনন্দ-পূর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। তিনি আনন্দভুক্‌। লোকে আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন তাহাকে সুখী বলা যায়, সেইরূপ আয়াসশূন্য সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দভুক্‌ অর্থাৎ সুখের ভোক্তা বলা যায়। সর্ব্বপ্রকার স্পন্দনশূন্য ভাবে যে স্থিতি তাহাই হইল নিরতিশয় সুখ। এই সুখে সুখী বলিয়া তিনি আনন্দভুক্‌। ইনি চেতোমুখ। স্বপ্ন ও জাগরণ এই দুই অবস্থার আনন্দ-ভোগের বা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইনি। ইনি প্রাজ্ঞ। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে, কিন্তু এই অবস্থাতে জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থাপেক্ষাও নিরুপাধি জ্ঞান হয় বলিয়া ইনি প্রাজ্ঞ। সেই জন্য এই প্রাজ্ঞ, আত্মার তৃতীয় পাদ।

মুমুক্ষু। মা! জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্থানের কথা বলা হইয়াছে। এখন সুষুপ্তি কি এবং সুষুপ্তিতে যিনি অভিমান করেন তিনি কি ভাবে থাকেন তাহাই শুনিতে চাই।

শ্রুতি। জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একটা সমতা আছে সেই সমতা হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রবোধটাই হইতেছে নিদ্রা। এই তিন অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানশূন্য বলিয়া একরূপ হইলেও অন্য বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য আছে। জাগ্রৎ অবস্থাতে স্থূল বিষয়কে জানিবার প্রবৃত্তি থাকে। এইজন্য ইহা দর্শন-বৃত্তি বিশিষ্ট। কিন্তু স্বপ্নাবস্থা হইতেছে অদর্শন-বৃত্তি বিশিষ্ট। অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের দর্শন হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই থাকে স্বপ্নাবস্থায়। এই জ্ঞানটা কেবল বাসনা মাত্র বলিয়া ইহা অদর্শন। এই বাসনাময়ী বৃত্তি যে অবস্থায় হয়, তাহা হইল স্বপ্ন। স্বপ্নকে সেইজন্য অদর্শনবৃত্তি বলে। কিন্তু সুষুপ্তিকালে জাগ্রতের মত কোন ভোগেচ্ছা নাই স্বপ্নের মত কোন বাসনাও নাই। এই অবস্থায় আসিলে সুপ্ত-পুরুষ কোন কাম বা ইচ্ছার কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না। সুষুপ্তি বলে তাহাকে যেখানে কোন ইচ্ছাও থাকে না, কোন স্বপ্নও থাকে না।

সুষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া প্রাজ্ঞ পুরুষকে বলে সুষুপ্তি-স্থান।

মুমুক্ষু। মা! জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কোন্ বিষয়ে এক এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ভিন্ন তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু ইহা বুঝিয়া আমি মুক্তির পথে চলিতেছি কিরূপে?

শ্রুতি। কোথায় বদ্ধ ইহা না ধরিতে পারিলে মুক্ত হইবে কিরূপে? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটি মায়াকৃত বা মায়িক। যখন স্থূল ভোগের বাসনা জাগে, তখন তুমি জাগ্রত; যখন সূক্ষ্ম বাসনা মাত্র তোমার ভোগের বিষয়, তখন তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ আর যখন কোন ভোগেচ্ছা থাকেনা কোন বাসনাও জাগেনা তখন তুমি সুপ্ত। সাধারণ জীবাত্মা এই তিন অবস্থায় মায়ার হস্তে ক্রীড়নকবৎ। এইটি জানিয়া "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং" আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার কর। মায়ার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার যে কার্য্য তাহাই মুমুক্ষুর সাধনা। এই সাধনা করিতে পার যাহাতে তাহার কথা বলিতেছি।

মুমুক্ষু। মা! বুঝিতেছি যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অভিমান করেন—করিয়া বদ্ধমত হয়েন, সেই অহংকারবিমূঢ়াত্মা যখন আর অভিমান করেন না, তখনই তিনি মুক্ত। কোন কিছুতে অভিমান না করাই মুক্তি। অভিমান করিলে (১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থূল বহিঃ-প্রজ্ঞঃ—বাহ্য বিষয় অনুভব করেন। (২) স্বপ্নাভিমানী অন্তঃপ্রজ্ঞঃ—বাসনামাত্র অনুভব করেন। (৩) সুষুপ্ত্যভিমানী একীভূতঃ প্রজ্ঞান-ঘন—নানাপ্রকারের বস্তু একাকারে অনুভূত হয় এবং নানাপ্রকারের জ্ঞান মিশ্রিতের ন্যায় থাকে।

আবার—(১) জাগ্রৎ অভিমানী এবং (২) স্বপ্নাভিমানী সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ। (৩) কিন্তু সুষুপ্ত্যভিমানী কোন অঙ্গবিশিষ্ট নহেন, কিন্তু আনন্দময় ও কেবল চেতোমুখঃ।

আবার—(১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থূলভুক্। (২) স্বপ্নাভিমানী প্রবিবিক্ত বা সূক্ষ্মভুক্। (৩) সুষুপ্ত্যভিমানী—আনন্দভুক্।

প্রাজ্ঞ পুরুষ সুষুপ্তিতে অভিমান করিয়া একীভূত প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোমুখ যে হয়েন তাহা কিরূপ, তাহাই এখন বুঝিতে চেষ্টা কর।

মুমুক্ষু। বল। কিন্তু মা! স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ত আমার করিবার সামর্থ্য কিছুই থাকে না। আমি যেন জড়ের মত অন্য কাহারও দ্বারা চালিত হই মাত্র। যদি কিছু করিতে হয় ত জাগ্রৎ ধরিয়াই করিতে হইবে।

শ্রুতি। নিশ্চয়ই। তুমি ব্যগ্র হইয়াছ। আচ্ছা সাধনার কথা আবার এখানে দিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যখন জাগ্রত, তখন তোমার ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করিতেই ব্যস্ত। ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া যখন ক্রীড়া করে, তখনই জাগ্রৎ অবস্থা। এই অবস্থাকে মানুষ অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। স্থূল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভোগ না করিয়া মানুষ ভাবনারাজ্যে গিয়া সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করিতেও পারে। স্বপ্নে যাহা ভোগ হয়, তাহা সূক্ষ্ম হইলেও অশুভ ভোগও হইতে পারে। ভোগ-ত্যাগেই মানুষের স্বরূপবিশ্রান্তি হয়। ইহা একবারে মানুষ পারে না বলিয়া, মানুষ একবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেনা বলিয়া, একবারে কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়না বলিয়া মানুষকে জাগ্রতের অভাব ভাবনারূপ শুভকামনা, শুভকর্ম্ম ইত্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীভগবানের কর্ম্ম যখন করে, শ্রীভগবানের নিকটে থাকিবার কামনা যখন করে, তখন মানুষের শুভকর্ম্ম, শুভ-কামনা হয়। ইহা হয় অন্তর-রাজ্যে, ইহা হয় ভাবনা-রাজ্যে। এ রাজ্যে বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, বাসনা দ্বারা মনকে খাটাইতে হয়। প্রণবসাধনায় যিনি অকারকে উকারে লয় করিতে পারেন, তিনিই জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় গমন করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে মানুষ স্বপ্নের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। ইহাকেও যখন সুষুপ্তিতে আনিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ সর্ব্বভোগেচ্ছা ও সর্ব্বকামনা ত্যাগ যখন মানুষ করিতে পারে, তখন এক নূতন আনন্দময়

আনন্দভুকের অবস্থা সাধনা দ্বারা লাভ করে। পরে এই বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিও। এখন একীভূত ইত্যাদি কিরূপ তাহাই শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। আহা! অতি সুন্দর কথা! মা বল। পূর্ব্বে ত একীভূত কিরূপে ইহা বলিয়াছ, কিন্তু এখানে আমার আশঙ্কা এই যে প্রাজ্ঞ-পুরুষও ত দ্বৈতসহিত, তবে তিনি একীভূত এই বিশেষণ কিরূপে সম্ভবে?

শ্রুতি। রাত্রির অন্ধকার যখন দিবসকে গ্রাস করে, তখন যেমন দুই থাকে না, সেইরূপ একটা অবস্থা সুপ্ত পুরুষের হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাতে মনের স্ফুরণরূপ দ্বৈতসমূহ থাকে। উহা কিন্তু আপনি আপনি যে আত্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন। তাঁহার উপরেই মনের স্ফুরণ হয়। সুপ্ত আত্মা আপনার আপনি আপনিরূপ কখন ত্যাগ করেন না সত্য, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবার মত একটা আত্মবিস্মৃতি-রূপ অবিবেক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েন বলিয়া তিনি আপনাকে একটা বিস্তৃত কারণশরীররূপে অবস্থিত দেখেন। সেই কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে একীভূত বলা হয়। আপনাকে আপনি না জানা রূপ অজ্ঞান বা অবিবেকই সুপ্তপুরুষের কারণ-দেহ বা অব্যাকৃত উপাধি।

মুমুক্ষু। বুঝিলাম সুষুপ্তি সময়ে সমস্ত কার্য্য কারণরূপ হইয়া যায়, আর সেই কারণরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে একীভূত বলা হয় কিন্তু ঐ কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ কিরূপে দিতেছেন? আত্মা ত আপনস্বরূপে সর্ব্ব উপাধিশূন্য; ইনি ত নিরু-পাধিরূপ। তথাপি প্রজ্ঞানঘন কিরূপে?

শ্রুতি। স্বপ্ন আর জাগ্রৎকালে মনের স্ফুরণরূপ যে প্রজ্ঞান তাহা যে সুষুপ্তিতে থাকেনা তাহা ত নয়; থাকে। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ না থাকিয়া ঘনীভূত মত হয়। ইহাই অবিবেকরূপ হওয়ায়, ইঁহাকে ঘনপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ দেওয়া হয়। যেমন রাত্রিকালে দিবসদৃষ্ট সমস্ত পদার্থ

জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

বশিষ্ঠ। বুঝিয়াছ জীব দুঃখ পায় কেন!

রাম। বন্ধনই দুঃখের কারণ।

বশিষ্ঠ। এ বন্ধন ত স্বপ্ন-বন্ধন। দৃশ্যদর্শন যতদিন আছে, তত দিন জীবের বন্ধনদশাও আছে। আপনাকে ভুলিয়া তবে মানুষ কোন কিছু দেখে। কোন একটি সঙ্কল্পকেও যখন দেখ, তখন বিচার কর বুঝিবে—আপন স্বরূপ-বিস্মৃতি তাহাতে আছেই। আপন স্বরূপ-বিস্মৃতি যে দৃশ্যদর্শন দ্বারা হয়, সেই দৃশ্যদর্শন থাকিতে থাকিতে স্বরূপবিশ্রান্তি হইতেই পারে না। স্বরূপবিশ্রান্তি না হইলেই দুঃখ। আমাদের মত জ্ঞানীর দৃশ্যদর্শনটা বাস্তবিক দৃশ্যদর্শন নহে। স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও মায়ার খেলা দেখা যায়। মিথ্যা-জগৎকে মিথ্যা বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় কর, তবে তত্ত্বাভ্যাসী যে দৃশ্যদর্শন করেন, তাহা মায়িক ভাসমানতা মাত্র দেখিবে। দৃশ্য-দোষ নিবৃত্তির জন্য আমি তোমার লীলার কথা বলিলাম। দৃশ্য নাই—এই বোধ দ্বারা মনের দৃশ্যমার্জ্জন হয়। দৃশ্যমার্জ্জন হইলেই সংসার-নিবৃত্তি হইল।

রাম। ভগবন্, আমি বুঝিতেছি দৃশ্যজগতের সত্যতা-বুদ্ধি ত্যাগ ব্যতীত দৃশ্যমার্জ্জনের অন্য উপায় নাই। শুধু বুঝিলেই ইহা হয় না। ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বদাই দৃশ্য সমস্তই মিথ্যা এবং পরে দৃশ্য আদৌ নাই, ইহার দৃঢ় অভ্যাস করা চাই। দৃশ্য নাই ইহা বিচার পূর্ব্বক প্রতিক্ষণে অভ্যাস করা চাই। মহাপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তাঁহার কথা শুনিয়া বহুদিন ধরিয়া অসৎ জগতের সত্যতা-বোধ-ত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে। ভগবন্ ইহাও যে ভুল হয় ইহাই ত আশ্চর্য্য। ইহা বড়ই ক্লেশকর।

বশিষ্ঠ। রাম! ইহা ক্লেশকর কেন হইবে? যাহা সৎ, যাহা

নিত্য আছে, তাহার উন্মার্জ্জনই ক্লেশকর; কিন্তু যাহা নাই, যাহা হয় নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে ক্লেশ কি?

সতো হি মার্জ্জনক্লেশো নাসতস্ত কদাচন॥ ২
জ্ঞানেনাকাশরূপেণ দৃশ্যং জ্ঞেয় স্বরূপকম্।
ইত্যেকীভূতমালোক্য জ্ঞস্তিষ্ঠত্যম্বরোপমঃ॥৩॥

জ্ঞান হইতেছেন আকাশের মত, আর জ্ঞেয় হইতেছে এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু। দৃশ্যবস্তু সমূহকে আকাশের মত শূন্য করিয়া ফেল। বিচার দ্বারা ইহা হইবে। কিরূপে হইবে দেখ। সম্মুখে এই যে গঙ্গা দেখিতেছ, ইহা কি বাহিরে না ভিতরে? আত্মাই ত একমাত্র ব্যাপক বস্তু। জগৎ যদি থাকে, তবে তাহা চৈতন্যের ভিতরেই আছে। আত্মাই একমাত্র চেতন। বিশ্বং দর্পণ দৃশ্যমান নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং মনে কর। গঙ্গা যদি ভিতরেই হইলেন, তবে প্রশ্ন উঠিবে ইহা বাহিরে দেখা যায় কেন? ইহা অনুভবে আনিতে হইলে স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায়, তাহা ভিতরে দেখা যায় বা বাহিরে দেখা যায় ইহা চিন্তা কর। বুঝিবে ভিতরেই সমস্ত। তবেই হইল গঙ্গা ভিতরেই। বাহিরের অস্তিত্ব একবারে ছাড়িতে না পারিলেও ইহা ঠিক যে, চিত্তই গঙ্গারূপে ভিতরে দেখা যায়। দৃশ্যটা চিত্তস্পন্দন কল্পনামাত্র। কল্পনাটা মিথ্যা মায়া। যে জ্ঞানস্বরূপের উপরে এই ইন্দ্রজাল ভাসে—ইন্দ্রজালটা মিথ্যা বোধ হইলেই আকাশের স্বরূপ এই জ্ঞানমাত্রই আছেন। এই ভাবে জ্ঞান ও জ্ঞেয় যখন একমাত্র জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন জ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ অখণ্ড জ্ঞানলাভ করিয়া আকাশের ন্যায় অদ্বয়স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন।

রাম। জ্ঞান হইতেছেন রসস্বরূপ। আত্মা অখণ্ডৈক রসস্বরূপ। আর দৃশ্য যাহা কিছু তাহা ত জড়। জড়ের সহিত রসস্বরূপ চৈতন্যের একতা কিরূপে?

বশিষ্ঠ। বলিতেছি ত জড় যাহা দেখিতেছ, তাহা আত্মমায়া দ্বারাই দেখিতেছ। ফলে দৃশ্য যাহা, তাহা রজ্জুতে সর্পভাসার মত

আত্মারই বিবর্ত্ত। পৃথ্বাদিরহিত চিন্মাত্র বপু স্বয়ম্ভু আপনাতে যা কিছু বিবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্তই চিন্মাত্র-স্বভাব পরমাত্মার মায়িক আভাস। করকা কঠিন হইলে বহু আকার ধারণ করে; কিন্তু দ্রব হইলে আকার কোথায়? আর কঠিন করকা ও দ্রব করকার ভেদ তখন কোথায়? সেইরূপ চিন্মাত্রস্বরূপ স্বয়ম্ভু আপন আত্মাতে দৃশ্যবিবর্ত্ত কল্পনা করেন, তাহাতে আকাশ সমান তিনি যেন ঘন হইয়া জড়রূপ ধারণ করেন মনে হয়।

রাম। করকাকাঠিন্য বিলয় করিতে হইলে তাপ দিতে হয়, সেইরূপ বিচারময় বা জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা দৃশ্য বিলয় করিতে হইবে?

বশিষ্ঠ। নিশ্চয়ই। দীর্ঘ সংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্। প্রযত্ন বিনা করকাকাঠিন্যবৎ এই দৃশ্যবিলয় কিরূপে হইবে? সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমশান্ত আপনি আপনি ব্রহ্ম সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনিই অধিষ্ঠানচৈতন্য, ইনিই চতুষ্পাদ আত্মা। ইনিই পরমব্যোম, পরমব্রহ্ম। ইঁহারই এক পাদে যেন মায়ার তরঙ্গ উঠে। এই মায়া প্রথম অবস্থায় সত্ত্ব-রজতম গুণের সাম্যাবস্থা মাত্র। কাজেই ইনিও যাঁহার একদেশে ভাসার মত দেখা যায়, তাঁহার মত অব্যক্ত। ক্রমে চৈতন্যের সান্নিধ্যে ইনি সূচীর শতপত্রভেদের ন্যায় বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, আর অবুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাই মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিবর্ত্তিত হইতে থাকেন। অহংভাব জাগিলে যখন মায়াশবলিত চৈতন্য আপনাকে আপনি দেখেন, তখন চতুষ্পাদ ব্রহ্ম চতুষ্পাদরূপে পূর্ণ থাকিয়াও যেন মায়া দ্বারা খণ্ডিত মত হয়েন। সীমাশূন্য আকাশের এক দেশে এক বৃহৎ মেঘ যখন ভাসে, তখন সেই মেঘের তলে যে আকাশ তাহা যেন ঐ সীমাশূন্য আকাশের খণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়। ফলে আকাশের খণ্ডভাব কখনও হয় না। মেঘ উঠিলে মনে হয় যেন খণ্ডিত হইল। মেঘকে বলা হউক মায়া, আর সীমাশূন্য আকাশকে বলা হউক চতুষ্পাদ ব্রহ্ম। আর মায়াশবলিত ব্রহ্মকে বলা হউক সগুণব্রহ্ম। তখন

পর্য্যন্ত মায়া সাম্যাবস্থায় আছেন। কাজেই সগুণব্রহ্ম যেন অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের মত, অনুত্তরঙ্গ জলনিধির মত অথবা নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত। ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই সর্ব্বব্যাপী, ইনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী। মায়াই এখানে সর্ব্ব আর মায়াশবলিত হইয়া যিনি ভাসার মত হয়েন তিনি মায়িক ঈশ্বর। সাম্যাবস্থারূপিণী মায়ার প্রথম অবস্থাটি সুষুপ্তি অবস্থা। চৈতন্য যখন ইহাতে অভিমান করেন তখন পরিপূর্ণ চৈতন্য যেন আপনার আপনি-আপনি পূর্ণভাব বিস্মৃত হইয়া মায়াকে অবলোকন করেন, আর আপনাকে আপনি ভুলিয়া মায়াজড়িত মত হয়েন। এই সুষুপ্তি অবস্থাতে পড়িয়া ইনি আপনার পূর্ণস্বরূপ বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানে যেন আচ্ছন্ন হয়েন। এই সুষুপ্ত চৈতন্য এই অবস্থায় দুয়ে এক। মায়াও আছেন, চৈতন্যও আছেন; কিন্তু দুই বোধ নাই। শ্রুতি এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্। ক্রমে সুষুপ্তিটি স্বপ্নাবস্থায় বিবর্ত্তিত হয়। আর সুপ্ত পুরুষও নিদ্রাতে যেন চেতন হয়েন—হইয়া চেতনের উপরে সঙ্কল্প প্রবাহমত কত কি ভাসিতেছে দেখেন। এই সময়ে ইনি ইচ্ছা করেন বহু হইব। অহং বহুস্যাম্। কিন্তু কিরূপে বহু হইবেন, কিরূপে সৃষ্টি করিবেন নিশ্চয় না হওয়ায়, এই আদি জীব, এই আতিবাহিক দেহমাত্রধারী ব্রহ্মা, এই ভাবনা-মাত্র দেহী প্রজাপতি তখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই তপস্যা জ্ঞানময় তপস্যা। ইহা বিচারমূলক। বিচার দ্বারা ইনি আপনাকে একদিকে ঋত ও সত্যরূপে, আপনাকে পূর্ণরূপে, আপনার উপরে ভাসিতে দেখেন, অন্যদিকে চৈতন্য হইতে ভিন্ন অন্য প্রবাহও আপনার উপরে দেখেন। এই যে চৈতন্য হইতে ভিন্ন সঙ্কল্প বা মায়ার প্রবাহ ইহাই পরে অন্ধকার-রূপে সৃষ্ট হয়। ভাবিসৃষ্টিই প্রথমে অন্ধকার। ক্রমে সৃষ্টির কারণ যাহা তাহা কারণবারিরূপে অথবা সলিলবৎ বাক্যপদাদি শব্দরাশিরূপে সৃষ্ট হয়; তাহার পরে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, স্বর্গ, মর্ত্ত, চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি করেন। তখনই করকা-কাঠিন্যবৎ স্থূল জগৎ দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম-সমুদ্রের একদেশে যে জীব-সম্বিদ ভাসে তাহা প্রবৃত্তি-প্রবাহ দ্বারা যেরূপ কার্য্যকারণফলভাবে যত্ন করেন, সেইরূপ কার্য্য-কারণফলীভাব দ্বারাও সৃজিত হয়েন এবং আপন প্রযত্ন দ্বারা ইনি সেইরূপে ব্যবস্থিতা হয়েন। ইনি প্রবৃত্তি-প্রবাহ দ্বারা যেমন সৃষ্টিরূপে ভাসেন, সেইরূপ আবার ইনিই যতক্ষণ না নিবৃত্তি প্রযত্ন দ্বারা আপনার প্রবৃত্তি-প্রবাহ রোধ না করেন ততক্ষণ ইনি সৃষ্টিকার্য্যে নিরস্ত হন না।

রাম। সগুণ ব্রহ্মসৃষ্ট এই জগৎ জীবপ্রযত্নে কিরূপে লয় হইবে? মহারাজাধিরাজের আজ্ঞাসিদ্ধ যাহা, তাহা কি সাধারণ মনুষ্যের প্রযত্ন দ্বারা রোধ হইতে পারে?

বশিষ্ঠ। চিদাকাশাবভাসোয়ং জগদিত্যববুধ্যতে।
চিদ্ব্যোম্ন্যেবাত্মনি স্বচ্ছে পরমাণুকণং প্রতি ॥৬॥

চিদ্ব্যোম বা চিদাকাশ নিরতিশয় স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ ব্রহ্মাত্মাতে চিদাকাশের যে মায়িক অবভাস তাহাই এই ব্রহ্মসৃষ্ট জগৎ। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাব যাহা তাঁহাতে ত এই জগৎ বোধ নাই। কিন্তু মায়া দ্বারা বা বৃহ্মাদিপরিচ্ছিন্ন উপাধিবশে পরমাণু-কণামত অত্যন্ত পরিচ্ছিন্ন জীবেরই জগৎ বোধ হয়। জীবের প্রযত্ন জন্য কর্ম্ম ভোগার্থই ব্রহ্মে জগৎ আরোপ হয়। কাজেই জীবপ্রযত্ন দ্বারা যে দৃশ্যমার্জ্জন হইবে ইহা আর অসম্ভব কি? তাই বলিতেছি দৃশ্য নাই এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, তখন আর দৃশ্যদর্শন হইবে না। যাহা কেবল ভ্রান্তি তাহার আবার সত্তা কি? আবার বাসনাই বা কি? আস্থাই বা কি? নিয়তিই বা কি? অথবা অসম্ভাবিতাই বা কি? মায়িক সৃষ্টির ব্যবস্থা এই যে দৃক্‌পথে থাকিলেও অর্থাৎ মায়িক সৃষ্টি দেখা গেলেও চৈতন্যের দিকে যিনি চাহিতে শিখিয়াছেন তাঁহার পরমার্থ-দৃষ্টিতে এই মায়িক সৃষ্টি নাই। যাহা মায়ার কার্য্য তাহা কেবল মায়া—অন্য কিছুই নহে।

রাম। আহা, কি সুন্দর এই জ্ঞান! চন্দ্রামৃতের ন্যায় সংসারসন্তপ্ত-জনগণের শান্তিবিধায়ক ইহা। আজ বহুদিনের পরে আমি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিলাম। আমি এখন শ্রুত দৃষ্টান্তাদি অবলম্বনে জগত্তত্ত্ব

বিচার করিরা শান্তনির্ব্বাণ নামক পরমপদ প্রাপ্তের ন্যায় হইলাম। হে ভগবন্! আমার আরও কিছু জানিতে কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনার বচনামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও আমার লালসা আরও বাড়িয়া যাইতেছে।

হে মহর্ষে! লীলাপতির বাশিষ্ঠ, পাদ্ম ও বিদূরথ এই তিন সৃষ্টিতে কতকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহাই এখন বলুন? এই সময় কি কাহারও জ্ঞানে ক্ষণমাত্র এবং কাহারও জ্ঞানে বহুবর্ষাত্মক? পূর্ব্বে বলিয়াছেন দেশদৈর্ঘ্য যেমন নাই, কালদৈর্ঘ্যও সেইরূপ। শুষ্কজল-পিণ্ডে জলবিন্দুর মত আপনার সেই উত্তর আমার হৃদয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি।

[লীলা উপন্যাস ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৫]।

বশিষ্ঠ। স্ফুরণস্বভাব সম্বিৎ বা উপাধিবিশিষ্ট আত্ম-চৈতন্য চিত্তের সঙ্কল্প অনুসারে প্রকাশ পায়। ইহাই চিৎশক্তির স্বভাব। কাহারও ভাবনায় এক কল্পও এক নিমেষের মত, আবার এক নিমেষও এক কল্পের মত।

দুঃখিতস্য নিশাকল্পঃ সুখিতস্যৈব চ ক্ষণঃ।
ক্ষণঃ স্বপ্নে ভবেৎ কল্পঃ কল্পশ্চ ভবতি ক্ষণঃ ॥২২॥

দুঃখিতের রাত্রি যেন কল্পকালস্থায়ী আবার সুখের কল্পও ক্ষণ-তুল্য। আবার স্বপ্নে ক্ষণও কল্প হয়, আবার কল্পও ক্ষণ হয়। স্বপ্নে আমি মরিলাম, জন্মিলাম, বালক ছিলাম, যুবা হইলাম, দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ করিতেছি, শত যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াছি—এইরূপ অনুভবও হয়। পরন্তু সে সকল এক ক্ষণেই অনুভূত হয়।

রাত্রিং দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রোনুভূতবান্।
লবণোভূক্তবানায়ুরেক রাত্র্যা সমাঃ শতম্ ॥২৪॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশবর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, আর লবণ রাজা এক রাত্রে শতবর্ষ আয়ুভোগ করিয়াছিলেন।

যন্মুহূর্ত্তঃ প্রজেশস্য সমনোর্জীবিতং মুনেঃ।
জীবিতং যদ্বিরিঞ্চস্য তদ্দিনং কিল চক্রিণঃ ॥২৫॥
বিষ্ণোর্যজ্জীবিতং রাম তদ্‌বৃষাঙ্কস্য বাসরঃ।
ধ্যানপ্রক্ষীণ চিত্তস্য ন দিনানি ন রাত্রয়ঃ ॥২৬॥
ন পদার্থা ন চ জগৎ সত্যমাত্মনি যোগিনঃ।
মধুরং কটুতামেতি কটুভাবেন চিন্তিতম্ ॥২৭॥
কটু চায়াতি মাধুর্য্যং মধুরত্বেন চিন্তিতম্।
মিত্রবুদ্ধ্যা দ্বিষন্মিত্রং রিপুবুদ্ধ্যা রিপুঃ সুহৃৎ ॥২৮॥

যাহা প্রজাপতির এক মুহূর্ত্ত তাহা মনুর পরমায়ু। যাহা প্রজাপতি ব্রহ্মার পরমায়ু তাহা বিষ্ণুর এক দিন। আবার যাহা বিষ্ণুর পরমায়ু তাহা বৃষভধ্বজ শিবের একদিন। আবার যাঁহারা ধ্যান দ্বারা চিত্ত প্রক্ষীণ করিয়াছেন তাঁহাদের দিবা রাত্রি, এই সকল দৃশ্য পদার্থ—এই জগৎ—এই সকল কিছুই অনুভূত হয় না। যোগিগণের অনুভূতিতে সত্য আত্মাই থাকেন, আর কিছুই থাকে না।

আরও দেখ মধুর রসও কটুভাবে চিন্তা করিলে কটু হইয়া যায়, আর কটু রসকেও মধুর ভাবে চিন্তা করিলে ইহা মধুর হইয়া যায়। এইরূপে ভাবনা দ্বারা শত্রুও মিত্র হয় এবং মিত্রও শত্রু হয়।

জপ, উপাসনা, শাস্ত্র-শ্রবণাদি বিষয়ে ঐ নিয়ম। দীর্ঘকাল ধরিয়া জপাদি অভ্যাস কর: দেখিবে যাঁহার নাম দৃঢ় ভাবনা করিয়াছ, তিনিই তোমার চিত্ত-আকারে আকারিত হইয়া সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন। সর্ব্বদা রাম রাম কর দেখিবে তোমার চিত্তই রাম আকার ধারণ করিয়া তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা রহিয়াছেন। সেই জন্য বলিতেছি, যেরূপ ভাবনা করিবে পদার্থও সেইরূপ হইবে। ভ্রান্তি-ভাবনা দ্বারা নৌযায়িগণ ভ্রম-পীড়িত হয়, আবার ঐ ভ্রম দ্বারাই রোগার্ত্তগণ ভূম্যাদির প্রচলন অনুভব করে। যাহাদের ভ্রম নাই, তাহারা পৃথিবীর প্রচলন অনুভব করে না। যাহাদের ভ্রম নাই, তাহারা পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে বিশ্ব দেখে না—দেখে সেই চেতন পুরুষই দাঁড়াইয়া আছেন।

সম্বেদন বা ভাবনার প্রভাবে নীলবর্ণও শুক্লবর্ণ হয়; আপদ্‌ও উৎসব হয়, দুঃখও সুখ হয়। ভাবনা-বলে শিশুও যক্ষ দেখে। তবেই দেখ, স্ফুরণস্বভাব চৈতন্যে যাহা যে আকারে ভাবনা করা যায় তাহা সেই আকারেই ভাসে; আর যাহা যে আকারে ভাসমান হয়, তাহা সেই আকারেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

এই যে আকাশ দেখিতেছ ইহা অসৎ। তথাচ ঐ আকাশই অধিষ্ঠান চৈতন্যে শতহস্ত মেঘচ্ছায়াকল্পিত মিথ্যা নটের নৃত্য-অভিনয়-স্বরূপ জগদ্বৈচিত্র্যভাবে বিস্তীর্ণ মত ভাবিত হইয়াছে।

গগনে মানসং স্পন্দং জগদ্বিদ্ধি ন বস্তু তৎ।
মিথ্যাজ্ঞান পিশাচস্য স্পন্দদর্শনমাকৃতি ॥৩৬॥

এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহা চিদাগগনে বিস্ফুরিত মনের স্পন্দন মাত্র। সুতরাং ইহা বস্তু নহে। ইহা মিথ্যাজ্ঞানরূপ পিশাচ যে মন বা মায়া তাহারই নৃত্যদর্শন। তাহারই আকার এই জগৎ।

মায়ামাত্রকমেবেদমরোধকমভিত্তিমৎ।
ইদং ভাস্বরমাভাতং স্বপ্নসন্দর্শনং স্থিতম্ ॥৩৭॥

বাস্তবমূর্ত্তি নাই বলিয়া জগৎটা কেবল মায়া। যেহেতু এটা মিথ্যা মায়া, সেই জন্য ইহা ভিত্তিশূন্য এবং অরোধক। ইহাকে তত্ত্ববিদ্‌গণ অসুপ্তজনগণের প্রবোধিত স্বপ্নসন্দর্শন মত বলিয়াই জানেন।

অপূর্ব্বমেবাসুপ্তস্য নরস্যেবোদিতং বিদুঃ।
অচেত্যা চেত্যতি স্তম্ভে যাদৃশং শালভঞ্জিকাম্ ॥৩৮॥

অসুপ্ত নরের স্বপ্নসন্দর্শন যেমন অপূর্ব্বভাবে উদিত হয়, তত্ত্ববিদের নিকটে জগৎও সেইরূপ। স্তম্ভে শালভঞ্জিকা (খোদাই করা পুত্তলিকা) যেরূপ, সম্পূর্ণ চলনরহিত মহাস্তম্ভ সদৃশ অধিষ্ঠান-চৈতন্যও সেইরূপ আপন আত্মাতে বিচিত্র জগৎ যেন প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বয়ং সৃষ্টি সময়ে যেমন যেমন সৃষ্টি দেখেন, আপনি সেইরূপ হইয়া সেইরূপ সৃষ্ট হইতে দেখেন। [চেতি —সৃষ্টিকালে পশ্যতি]।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত।

"মাভৈঃ হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১১৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের প্রেমানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ে উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই! মূল্য কাগজে বাঁধাই ২॥৹ টাকা; বোর্ডে বাঁধাই ২৸৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত; সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা-তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তাকাকারে বাহির হইবে।

লীলা—(উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১৷০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

লীলা—লীলা উপন্যাস পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দাম আবাঁধাই ১৲, বাঁধাই ১।০। লীলা বশিষ্ঠদেব রচিত উপাখ্যান। আজকাল উপন্যাস-প্লাবিত জগতে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠদেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমুলও ফুল কিন্তু প্রভেদ কত? প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিয়োগ-বিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ মৃতব্যক্তি কোথায় কিভাবে আছে তাহা দেখিবার জন্য যখন ব্যাকুল হয় তখন কেহ কি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে? বশিষ্ঠদেব দেখাইতেছেন যে, যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারেন তবে তিনি পারেন। লীলা মৃতস্বামীকে দেখিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প রচনা করিতেন না। যাহা না জানিলে মানুষ পশুত্বের দিকে নামিতে থাকে, যাহা জানিলে সাধন-লভ্য অমৃতের আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্বের দিকে চলিতে পারে, ঋষিগণ সকল পুস্তকে তাহারই সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং সাধনা করিতে বলিয়াছেন। লীলাতে ইহজীবনের বিশেষতঃ পরলোকের সকল তত্ত্বই বলা হইয়াছে। এরূপ উপন্যাস অতি বিরল। ইহাতে শিক্ষা আছে, মাধুর্য্য আছে, আর আছে সংশয়শূন্য হইবার কৌশল।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। বিচার চন্দ্রোদয় গ্রহণেচ্ছুগণ কোন্ প্রকারের বাঁধা বই লইতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইবেন। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷০ টাকা, অৰ্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷৵০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থ আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত শ্যামশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲, (২) উচ্ছাসাঃ—৸০, (৩) লক্ষ্মীরাণী—১৷৷০, (৪) লোকালোক—৲, (৫) আহ্নিকম্—৷৷০। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু প্রণীত সদ্গুরু-লীলা—২৲। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র প্রণীত (১) শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—।০, (২) নিবেদন—।০।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583.

[১১শ বর্ষ।] চৈত্র, ১৩২৩ সাল। [১২শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

" নিউ আর্য্য মিসন প্রেস " ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,

শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

করুণাময় শ্রীভগবানের করুণায় আপনাদের উৎসব একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিতে চলিল। শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যে উৎসব তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইল, তাহা আপনাদের বিবেচনা-সাপেক্ষ্য। আপনারা দয়া করিয়া উৎসবকে তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দিয়া থাকেন তাহাতে সম্প্রতি তাহার ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না। কাগজ পত্রাদির দুর্ম্মূল্যতা হেতু উৎসবের দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। বিগত বৈশাখ মাস হইতে উৎসবের এক ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। ধর্ম্মপিপাসু গ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উৎসবের দীর্ঘজীবন কামনায় আগামী বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে উৎসবের মূল্য ২৲ টাকা ধার্য্য করা হইল। বৈশাখের সংখ্যা ভিঃ, পিঃ যোগে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইবে যদি কেহ আপনাদের উৎসবকে প্রত্যাখ্যান করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১১শ বর্ষ।] ১৩২৩ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

ব্যর্থচিত্র।

১

কেমন ক'রে তোমায় আমি তুল্‌বো রাঙিয়ে,
তুলি হাতে ব'সে আছি নয়ন মুদিয়ে।
রাকা শশীর মাঝে বাঁকা
(আমার) ধেয়ান মাঝে দিলে দেখা
আঁকা আমার হ'লনাক' পরাণ বাঁধিয়ে
মহাকালীর বেশে এলে অট্ট হাসিয়ে।

২

অন্তবিহীন নভে হেরি অসীম হয়েছ,
অতল অপার সাগর-বুকে ধরা দিয়েছ,
তুলি আমার নিলাম তুলে
বুঝি দয়াল দেখা দিলে,

কীটাণুরি বেশে দেখি বিশ্ব ছেয়েছ,
অণু পরমাণুর মাঝে ব'সে র'য়েছ।

৩

মুক্ত সুনীল নীলিমাতে দেখা যে দিলে,
বরণটি ওই পটে আমার দিনু গো তুলে,
উজলিলে বিশ্ব দিবায়
কঠোর রবির রুদ্র আভায়,
বরষারি নিঝুম সাঁজে আঁধারি এলে,
অমার বিপুল আঁধার মাঝে সবি ভুলালে।

৪

শিশু হ'য়ে এলে আমার বক্ষে ঝাঁপিয়ে,
মানের দায়ে প্রিয়ার পায়ে প'ড়লে লুটিয়ে,
আঁকবো ভাবি অশ্নি ক'রে—
কোমল ক'রে মধুর ক'রে,
নিঠুর হ'য়ে মায়ার শিশু নিলে কাড়িয়ে,
বড় সাধের খেলাগৃহ নিলে উড়ায়ে।

৫

দেখে শুনে বিকল আমি তুলিটি আমার
নমি তোমার চরণতলে রাখিনু এবার,
বাক্যমনের অতীত ওগো,
স্বরূপ অরূপ বিরূপ ওগো,
ব্যর্থ প্রয়াস ধরতে তোমায় স্থুলেরি মাঝার,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম ওগো পূর্ণ একাকার।

শ্রীসূর্য্যকুমার আইচ।

—০—

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।

পুষ্পিত তরুলতায় কানন ভরিয়া উঠিল। এ যে চৈত্রমাস। দেখ কি বসন্ত শোভা! দেখ কেমন পুণ্যদৃশ্য! পুষ্পিত কাননে কাহার পবিত্র শোভা এই চৈত্রমাস আনয়ন করিল একবার দেখি এস না। তারে বাহিরেও দেখিতে হয় ভিতরেও দেখিতে হয়। বাহিরে রাসলীলা দেখিলে ভিতরের রাসলীলার মধ্যে প্রবেশ করা যায়, আবার ভিতরের রাসলীলা ধারণা করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বাহিরের রাসলীলা যে হৃদ্‌রোগ বিনাশের জন্য তাহা বুঝিতে পারা পারা যায়। বাহির ভিতর সর্ব্বত্রই মিলান আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এক সঙ্গেই আছে। একটি দেখিয়া অন্যটি যদি নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও, বাহিরেরটিকে যদি রূপক বল, তবে তোমার দর্শন আংশিক দর্শন মাত্র; পূর্ণ দর্শন তোমার হয় নাই বুঝিও।

হরিদ্বারে বা হরদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়। একদিকে গঙ্গা আর সর্ব্বত্র কানন। এই কাননের ভিতরে সিদ্ধাশ্রম ছিল। কখন হয়ত সেই পরিত্যক্ত আশ্রম দেখিলেও ত দেখিয়া থাকিতে পার। এই সময়ে, একবার সেই কাননে বসন্ত-শোভা স্মরণ কর। দর্শন হয় জাগ্রতে, আর স্মরণ হয় স্বপ্নে। জাগ্রৎকে স্বপ্নে আনা যায়—এই স্মরণে। দর্শন ও স্মরণ উভয়ই মনঃস্পন্দন। অসম্বন্ধ প্রলাপের মনঃস্পন্দন দোষের, কিন্তু যে আসিয়া এই পুষ্পিত কাননে পুণ্যশোভা বিস্তার করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া এই স্মরণ লইয়া থাকায় কোন দোষ হয় না বরং সাধনাই হয়।

জপ-তপ পূজার সময় শুধু তাহাকে লইয়া থাকিতে প্রয়াস করিবে আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে স্মরণ করিবে না—ইহাতে কি ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে? হইবে না। তিনবার বসা সে কেবল সর্ব্বদা স্মরণ জন্য।

মা মা বলিয়া ত ডাক। পুষ্প, পত্র, গন্ধ, নৈবেদ্য, ধুপ, দীপ কত কি দিয়া ত পূজা কর আর পরস্ত্রী মাতেব বলিয়াও ত কত লোককে উপদেশ কর। পূজার সময়ে ত মা মা করিলে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে মা মা কর কতক্ষণ? নিজের পরিবারের মধ্যে ত অনেকক্ষণ বসিয়া থাক কিন্তু যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন স্ত্রীলোক তোমার কাছে উপদেশ জন্য আইসে, তবে অত মাথা গরম তোমার হয় কেন? বাড়ীতেও স্ত্রীলোক লইয়া থাক তাহাতে ত মাথা গরম হয় না, তবে কেন মনে কর স্ত্রীলোক সঙ্গে দেখা হইয়া গেলে বড় দোষ? একান্ত সাধনায় ত এখন যাও নাই তবে স্ত্রীলোক দেখিলে অত অস্থির হও কেন? তোমার মা বলা কোথায় যায়? সে কি কুমারীর মধ্যে থাকে না? সে কি যুবতী সাজে না? সে কি বৃদ্ধার মধ্যে থাকে না? তবে তিন বেলায় কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধার উপাসনা তুমি কি কর? যদি ব্যবহারিক জগতে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিবামাত্র তুমি মাকে স্মরণ করিতে না পার—বল তবে তোমার উপাসনা শাস্ত্রমধ্যেই আটকাইয়া রহিল কি না? শাস্ত্র শাস্ত্রই আছেন আর ব্যবহারিক জগৎ স্বতন্ত্র ইহা ভাবিয়া আর আত্মপ্রতারণা করিও না। শাস্ত্রের কথা ব্যবহারিক জগতে ব্যবহার করিতে যত্ন কর। ইহাও যে ভারি সাধনা। এই সাধনায় পাকা হইবার জন্যই না সংসার আশ্রম? শুধু শাস্ত্রের কথা শুনিয়া বিচার করিবে জগৎ নাই বা জগৎ মিথ্যা, কিন্তু একটু রোগে, একটু শোকে, একটু সংসার বিপ্লবে জগৎ মিথ্যা একেবারেই ভুলিয়া যাইবে? বল ইহাতেও কি তুমি বলিতে চাও তুমি ধার্ম্মিক? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যিনি ভক্ত তিনি "তুল্যনিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ" যিনি ভক্ত তাঁহাকে কেহ স্তুতি করুক বা নিন্দা করুক তাঁহাতে তাঁহার কিছুই যায় আইসে না। তিনি মৌনই থাকেন। তিনি সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, রোগে শোকে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট হওয়া যায় সেই চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া। যে হৃদয়কমলে তাঁকে নিত্য তিন বেলায় ধ্যান কর—সেই সুখময়

আনন্দময়কে সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে হয়; তবেই ত মিথ্যা জগতের মিথ্যা মায়ার আক্রমণে তুমি স্থির থাকিতে পার, নতুবা একবার ডাকিলে আর-সব সময় ভুলিয়া থাকিলে বল ইহাতে 'সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ' হইবে কিরূপে? ব্যবহারিক জগতের সবার মধ্যে যখন তুমি সেই সুখপ্রসন্ন মুখ স্মরণ করিতে না ভুল; তিরস্কারে পুরস্কারে, রোগে স্বাস্থ্যে; মিষ্টবাক্যে শ্লেষবাক্যে; অভিলষিত কর্ম্মে অনভিলষিত ঝঞ্চাটে সকল অবস্থায় যখন তুমি সেই এককেই স্মরণ করিতে পারিবে; সকল অবস্থাতেই যখন জগৎ মায়িক মনে করিয়া আপনার অভীষ্ট দেবতার মুখের দিকে চাহিতে পারিবে তখন বুঝিবে তুমি দুঃখের মধ্যেও সুখে; তুমি যাতনার মধ্যেও আনন্দে। নতুবা শতবার বলিতে হইবে—

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥

বলিতেছিলাম যতদিন দর্শন ও স্মরণরূপ মনঃস্পন্দন তোমার আছে ততদিন তার দর্শন, তার স্মরণ এই সাধনা তুমি কর। কিন্তু দর্শন স্মরণের উপরের অবস্থাও আছে। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যন্তি তৎ সুষুপ্তম্। যেখানে শয়ন করিলে কোন ভোগেচ্ছা থাকে না, কোন স্বপ্নও থাকে না—তাহা সুষুপ্তি অবস্থা। সাধারণ মানুষেরও এই সুষুপ্তি নিত্য হয়; কেহ তাহা ধরিতে পারে, কেহ পারে না। তুমি কিন্তু সাধক এই অভিমান রাখ। একবার তাহাকে লইয়া ঘুমাইয়া পড় না? দেখনা তোমার আর কোন ভোগেচ্ছা থাকে কি না আর কোন স্বপ্ন জাগে কি না? জাগিবে না। তুমি যখন তারে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে অভ্যস্ত হইবে, তখন প্রথম অনুভব হইবে "আর কিছুই নাই"। তার পরে অনুভব হইবে "আমিই আছি"—তার সঙ্গে এক হইয়া আছি। ইহার উপরেও যখন অনুভবে আসিবে আহা! আমি তার কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, আহা "সেই আমি" তখন হইবে সোঽহংজ্ঞান। এটি ত কথার কথা নয়? যাতা

খাইয়া, যা তা অনাচার করিয়া ত ইহা হয় না। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ইহা ত হয় না। আচার মানিতে হইবে, আহার শুদ্ধি করিতে হইবে, দেহ ও মনকে যোগাগ্নি দ্বারা এবং ভজন পূজন দ্বারা পবিত্র করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে—মন হইতে রাগদ্বেষ বিগলিত করিতে পারিলে, ব্যবহারিক জগতে সকল বস্তু দেখিয়া তাঁর স্মৃতি জাগাইতে পারিলে তবেত সাধনায় সুষুপ্তি লাভ করিতে পারিবে। এই সব করিলে তবে হইবে সোঽহং জ্ঞান। শাস্ত্র বলেন—আচার হীনং ন পুনন্তি বেদাঃ। শ্রুতি বলেন– আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃসত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। যে সদাচার মানে না, যে জিহ্বা সংযম না করিয়া যা তা খায় তার চিত্ত কি কখন শুদ্ধ হয়? আর চিত্তশুদ্ধি যার নাই তার চিত্ত কি কখন একাগ্র হয়, না তার কখন জ্ঞান হয় তাই বল? সোঽহং জ্ঞানটা যত সহজ ভাব তত সহজ ইহা নহে। বড় কঠিন সাধনা করিয়া তবে সোঽহং জ্ঞানে পোঁছান যায়। সোঽহং জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আগে ভক্ত হওয়া চাই, আগে "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ"—অবস্থালাভ হওয়া চাই। তার পরে "বিবিক্ত-সেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ" হওয়ার অভ্যাস করা চাই। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর; পরে ভক্ত হও তবে জ্ঞান কি বুঝিবে। শুধু ভক্তির গল্পে আর জ্ঞানের উপকথায় কি ভক্ত হওয়া যায়, না জ্ঞানী হওয়া হয়? এ সব আত্মপ্রতারণা ছাড়। কর্ম্ম করিতেছ ভালই। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে আসিয়াও সর্ব্বত্র মা মা দেখ, সকল অবস্থাতে, জগৎ মিথ্যা, সেই সত্য, স্মরণ রাখ, তবে একদিন মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

বলিতেছিলাম হরিদ্বারের বা হরদ্বারের চণ্ডীর পাহাড়ের কোলে কোলে যে পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ এই চৈত্র মাসে দেখিয়াছ, এখন একবার যাহাকে পাইয়া এই কানন পুষ্পিত হইয়া উঠিল তাহাকে দেখিতে দেখিতে তাহাকে স্মরণ কর। অথবা যদি ডেরাড়ুনের সহস্রধারার কানন দেখিয়া থাক অথবা লছমন ঝোলার পথের কানন-রাজি দেখিয়া থাক অথবা জব্বলপুরের নর্ম্মদাতীরস্থ কানন দেখিয়া থাক অথবা নাসিকের

গোদাবরীপ্রদেশে পম্পা সরোবর দেখিয়া থাক, তবে একবার তাহা স্মরণ কর অথবা যদি ঐ ঐ দেশে থাক তবে এই বসন্ত সময়ে একবার ঐ কানন-ভূমি দেখিয়া আইস।

এই বসন্ত-শোভা কোথা হইতে আসিল? কে এই কানন-ভূমিতে দেখা দিতে আসিয়াছেন? এই যে সপর্ব্বত বনার্ণবা পৃথিবী, ইহার এই বনভূমিতে আজ কে আসিয়াছে? এই কানন-ভূমির গভীর প্রদেশে পর্ব্বতবেষ্টিত লতাদ্রুম সমাকীর্ণ এই স্থান। গাছে গাছে কতই ফুল ফুটিয়াছে; ফুলে ফুলে কত মধুমক্ষিকা, কত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে; পর্ব্বত গাত্রে কত বৃক্ষলতা। উচ্চবৃক্ষে বসিয়া কোকিল কত উন্মত্ত হইয়া কাকুলী করিতেছে আর নীচে দলে দলে ময়ূরেরা কেও কেও রব করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে কি আনন্দে ছুটিতেছে। দূরে পর্ব্বত-গাত্রে জলধারা দেখ। জলপান জন্য দলে দলে হরিণেরা আসিতেছে। কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি। আবার দেখ কেমন করিয়া ইহারা ছুটিয়া যাইতেছে।

আজ এই কাননকে আনন্দে পরিপূরিত করিল কে? কোকিল, ভ্রমর কাহার স্পর্শে এত মাতোয়ারা হইয়াছে? বর্ষাকালেও ত কোকিল ডাকে, কিন্তু সে ধরাগলার স্বর ত এত মধুর হয় না। একবার এই চৈত্রমাসে তাহার বনবিহার ভাবনা কর না। যদি এসব কেমন করিয়া ভাবিতে হয় ঠিক করিতে না পার, তবে সীতা-বিরহ-সন্তপ্ত শ্রীভগবানের পম্পা আগমন একবার সেই বাল্মীকি-কোকিলের মুখে স্মরণ কর আর সেই আদি কবিকে এস একবার বন্দনা করি। কি সুন্দর দেখ—

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতা শাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্॥
বাল্মীকের্মুনি সিংহস্য কবিতা বন-চারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্॥

যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরং।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥

তুমি যাহারই কেন উপাসক হও না তোমার দেবতাই এই রামরূপে পম্পাতটে আজ এই বসন্তে বিলাপ করিতেছেন। তুমি কবিতা বনচারী মুনিসিংহ বাল্মীকির মুখে এই রামকথানাদ শ্রবণ কর, তোমার পরম গতি লাভ হইবে। আহা! রামচরিতামৃতসাগর সতত পান করিয়াও এই প্রচেতাকুলসম্ভূত, সমস্ত কালিমাশূন্য এই মুনি অতৃপ্ত। এস আমরা তাঁহার মুখে এই কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাকে একবার বন্দনা করি।

ততঃ সলক্ষ্মণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তটম্।
আগত্য সরসাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযৌ॥

উৎফুল্লাম্বুজ-কহ্লার-কুমুদোৎপল-মণ্ডিত, হংসকারণ্ডবাকীর্ণ, চক্রবাকাদি-শোভিত, জলকুক্কুট-যষ্ঠিক্রৌঞ্চ-নাদোপনাদিত এই পম্পাসরোবর দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—দেখ লক্ষ্মণ, আমার ইন্দ্রিয়সকল হর্ষভরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে "হর্ষাৎ ইন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে"।

সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদূর্য্যবিমলোদকা।
ফুল্লপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধ দ্রুমৈঃ॥

পুরুষ যেমন স্ত্রীলোককে ভালবাসে, আদি কবি যেন সেইরূপ ভাবে প্রকৃতিকে ভাল বাসিতেন। ফুল্লপদ্মোৎপলবতী এই বিশেষণে কি তাহা মনে জাগাইয়া দেয় না? আবার বলিতেছেন—

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনং।
যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব॥
শোকার্ত্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা।
ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শিতোদকা শিবা।

আমি সীতা-বিরহ-সন্তপ্ত। তথাপি শোকার্ত্ত আমার নিকটেও এখান

কার বিচিত্র কানন, এখানকার পুষ্পিতলতাদ্রুম, এখানকার নির্ম্মল জল শোভা বিস্তার করিতেছে।

নলিনৈরপি সংছন্না হ্যত্যর্থ শুভদর্শনা।
সর্পব্যালানুচরিতা মৃগদ্বিজসমাকুলা ॥
অধিকং প্রবিভাত্যেতৎ নীলপীতন্তু শাদ্বলম্।
দ্রুমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবার্পিতম ॥
পুষ্পভার সমৃদ্ধানি শিখরাণি সমন্ততঃ।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিরুপগূঢানি সর্ব্বতঃ ॥
সুখানিলোঽয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ।
গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রুমাঃ ॥
পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি পুষ্পং তোয়মুচামিব ॥

দেখ এই পম্পা পদ্মসমূহে সমাবৃতা হইয়া অতিশয় শোভনা দেখাইতেছে। এই পম্পাতীরবর্ত্তী কানন —সর্প, হিংস্র পশু, মৃগ ও পক্ষিসমূহে সেবিতা। আর এই নীলমিশ্রিত পীত-শাদ্বল-(হরিতপ্রদেশ), বৃন্তচ্যুত রাশীকৃত কুসুমে সমাকীর্ণ হইয়া কতই রমণীয় দেখাইতেছে। বড় বড় বৃক্ষের শিখরদেশ অবলোকন কর—ইহা পুষ্পভারে কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা পুষ্পিতাগ্রলতা দ্বারা সর্ব্বতঃ উপগূঢ়। চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। সৌমিত্রে! এই কাল -এই বসন্তকাল—এই কালে সুখসেব্য বায়ু। ইহা প্রচুর মন্মথ কামোদ্দীপক। কামোদ্দীপনে গর্ব্ববান্ এই মধুমাস, বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্পফল আনিয়া কিরূপ অপূর্ব্ব হইয়াছে। দেখ, সৌমিত্রে! পুষ্পশালী বনরাজির রূপের দিকে চাহিয়া দেখ—মেঘ যেমন বর্ষা আনয়ন করে, সেইরূপ ইহারাও পুষ্পবর্ষা বৃষ্টি করিয়াছে। কত আর বলা যাইবে? যাঁহারা এই সরস বসন্ত সময়ে বনবর্ণনে হরি-চরণ স্মরণ করিতে চান, তাঁহারা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গ দেখিবেন।

এই যে মধুমাস, পুষ্পই ইহাকে মধুময় করিয়াছে। শ্রীভগবান্

বলিতেছেন—"ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু আমি, আর "পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ" পৃথিবীর সার গন্ধই—পুষ্পই আমি।

পুষ্পৈর্দ্দেবাঃ প্রসীদন্তি পুষ্পৈর্দ্দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ।
চরাচরশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পবনে স্থিতাঃ ॥
পরজ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পৈণৈব প্রসীদতি।
ত্রিবর্গসাধনং পুষ্প তুষ্টিশ্রীপুষ্টিমোক্ষদম্ ॥

পুষ্পদ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন। পুষ্পে দেবগণ বাস করেন। চরাচর সকলই পুষ্পবনে। পুষ্পমধ্যে পরম জ্যোতিস্বরূপ পরম দেবতা আছেন। পুষ্পেই তাঁহার প্রসন্নতা জন্মে। পুষ্পে ত্রিবর্গ সাধন হয় এবং পুষ্পই তুষ্টি, শ্রী ও মোক্ষদায়ক। আরও আছে—

পুষ্পমূলে বসেৎ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ।
পুষ্পাগ্রে তু মহাদেবো দলে সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।

পুষ্পের মূলে থাকেন ব্রহ্মা, মধ্যে থাকেন কেশব আর অগ্রে থাকেন মহাদেব; পুষ্প পাপড়ীতে সমস্ত দেবতা বাস করেন। পুষ্প দেখিয়া, পুষ্পিত কানন দেখিয়া যদি সেই রমণীয়-দর্শনকে মনে না পড়ে, তবে চৈত্রমাসে কানন-শোভা কি দেখিবে? ক্ষণিক চিত্ত-বিনোদনে কি লাভ হয়? তাই ত বলিতেছি—পুষ্পবনে সে খেলা করে। এই চৈত্র মাসে সে কেমন খেলা করিতেছে একবার দেখি এস না। আবার বলি, বাহিরেও তাঁহাকে দেখা চাই আবার ভিতরেও উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করা চাই।

সবাই আমরা চাই উপাসনায় রস। রসময়ের নিকটে পৌঁছিতে না পারিলে রস আসিবে কোথা হইতে? সাধ ত অনেকেই অনেক করে। কিন্তু শুধু সাধ করিলেই কি কিছু হইবে? আমাদিগকেও কিছু করিতে হইবে? তাঁহার আজ্ঞাপালন না করিলে তাঁহাকে যে ভালবাস বল—এটা মুখের ভালবাসা। তিনবেলায় নিত্যকর্ম্ম কর আর সর্ব্বদা মা মা কর—তবে তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে চেষ্টা করিতেছ বুঝা যাইবে।

সর্ব্বদা যে জপ করিতে পারনা বল— ইহা কেন পারনা ? শুচি অশুচি বিচার রাখনা, আহারে সাত্ত্বিকতা রাখনা, আচার মান না দেহ ও মন পবিত্র থাকিবে কিসে ? দেহ ও মনকে একটু পবিত্র করিয়া তুমিই সব ইহা সর্ব্বদা ভাবিতে ভাবিতে ইষ্টমন্ত্র জপ কর—সর্ব্বদা জপ থাকিবে। সব তুমি ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। সেই জন্য তুমি যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য—তোমাকে অবলম্বন করিয়াই এই বিচিত্র জগৎ খেলা করিতেছে—এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের দিকে সর্ব্বদা নজর রাখা চাই। মন্ত্রই সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে মনে করিয়া দিবে। যাহা দেখ, যাহা শুন—সমস্তই সে। বালিকাও তুমি, বালকও তুমি ; বৃক্ষ তুমি, আকাশ তুমি, চন্দ্রতারকা তুমি, পুষ্প তুমি, পুষ্পিত কানন তুমি—এইটি ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বত্র অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। বাক্য তুমি, মন তুমি, চক্ষু তুমি, প্রাণ তুমি—তুমি মন্ত্ররূপী, সব তুমি—সব তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া সর্ব্বদা জপ কর, রস পাইবেই।

আরও দেখ উপাসনাকালে তুমিই উপাস্য-দেবতা ইহার ভাবনাও চাই। ঋষিগণ এই উপদেশ দিয়াছেন। স্বরূপে লক্ষ্য রাখ ইহা করিতে পারিবে। ইহাতে রস না পাও তবে ভাল করিয়া দেখ তোমার ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা কে অধিক ভালবাসে। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন শ্রীমতী ; শ্রীরামকে ভালবাসেন শ্রীসীতা ; শ্রীপার্ব্বতীকে ভালবাসেন শ্রীমহাদেব। শ্রীরাধা, শ্রীসীতা, শ্রীশিবের ভাবে ভাবিত হইয়া সেই পরমপুরুষরূপী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীশিবাকে উপাসনা কর—রস পাইবেই। "শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ" এখানে একটু ক্রম ফেরফার।

এই ত নূতন বৎসর আসিতেছে। প্রতিব্যবহারিক কার্য্যে প্রতি নর-নারীতে সেই তুমি ভাবনা করিতে করিতে জপ অভ্যাস কর—নিরন্তর কর—দেখ তোমার অসম্বন্ধ প্রলাপ থাকে কি না ? নিশ্চয়ই থাকিবে না।

একা বসিয়া যখন থাক তখনও ত কথা কও। দেখনা কেন,

তখন কোন্ ভূতের সঙ্গে কথা কও ? ইহা না কহিয়া সেই ইষ্টদেবতার সঙ্গে কথা কহিবার অভ্যাস করিয়া ফেল—বড় ভাল হইবে। সাধনা করিয়া কিছুই হইতেছে কি না ইহার পরীক্ষা হইতেছে ব্যবহারিক জগৎ। মনে কর কোন লোকের উপর তুমি বিরক্ত হইতেছ। সেই সময়ে সব তুমি সব তুমি বলিতে বলিতে জপ কর—বিরক্তি থাকিবে না।

এ বৎসর লীলা উপন্যাস শেষ হইল। আগামী বর্ষে অন্ততঃ মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ কি হইবে ? নূতন বর্ষে আমরা অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শ্রীভাগবত, কথা-রামায়ণ ইত্যাদি আবার আরম্ভ করিব।

নূতন বৎসরে নূতন করিয়া কর্ম্মে লাগিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করা হইল।

মুখে ভগবান্ ভগবান্ করিবে, জপ পূজা স্তব স্তুতি কালে অথবা বক্তৃতাকালে সপ্তসর্গের উপরে যে ভগবান্ আছেন তাঁহার কথা কহিবে আর পৃথিবীতলে কোথাও তাঁহাকে আনিবেনা ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে ? ইহা অপেক্ষা শাস্ত্রের অপব্যবহার আর কি হইতে পারে ? ঋষিগণ শ্রীভগবান্‌কে সকল কার্য্যে আনিবার শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌কে সপ্তসর্গ হইতে নামাইয়া বৈঠকখানাতেও একটু আন, খোসগল্পেও একটু আন। দেখনা কেন, কিরূপভাবে পরের সমালোচনা লইয়া তুমি থাক ? সব সে, সবই সে এইটি বুঝিয়া মনে রাখিয়া—শত্রু মিত্র, সুরূপ কুরূপ, পশু পাখী, বৃক্ষ লতা, আকাশ তারা সকলকে সেইভাবে দেখ ; তার সঙ্গেই এই সব দেখ আর 'আথালি পাথালি' জপ কর, দেখনা সব দোষ সারিয়া যাইবে। ইতি ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩২৩ সাল।

দাও।

যত দুঃখ আছে প্রভু !
দাও সব দুঃখ মোরে
তোমারি তা দান জেনে
সবো আমি অকাতরে।
শোক তাপ ব্যথা জ্বালা
দুঃখরূপে যাহা আসে
তোমার করুণা ব'লে
লব আমি সব হেঁসে
দয়া ক'রে দয়াময়
মধুর সুন্দর বেশে
হৃদিমাঝে অষ্টদলে
ব'স নাথ ব'স এসে
লৌকিক বৈদিক যাহা
চরণে অর্পিব তাহা
হেরে তব শ্রীচরণ
বিশ্রাম লভিবে মন।

প্র

আমার ৺কাশীবাস।

আমি ৺কাশী আসিয়াছি দেহ ছাড়িতে; ৺কাশীতে সুখে থাকিব, লোকে আমার সেবা করিবে, তোফা ঘর বাড়ী, তোফা আহার সেবা এদিক্ দিয়া যখন মন যাইবে তখন ত আমার পতন হইল। তোফা খাইয়া দাইয়া গল্পগুজব করিয়া আর তোফা বিছানায় তোফা ঘরে শুইয়া দিন কাটাইলে ত ৺কাশীতে দেহ ছাড়িবার কথা মনে থাকিবে না। দেহছাড়া ব্যাপারটা সর্ব্বদা চক্ষের উপর নৃত্য করিবে, ইহার উদ্দীপক ব্যাপার ৺কাশীতে নিত্যই হয়। 'রামনাম সত্য হ্যায়' ইহা

করে শোনা যায় না ? এইটি মনে করিয়া ৺কাশীবাস ভাল। তবেই সর্ব্বদা সাধন লইয়া থাকা যায়। কুকুর শৃগালের মত দেহত্যাগ না করিয়া আপন ইষ্ট মন্ত্র জপিতে জপিতে দেহ ছাড়া বেশ। যে এইরূপ করিতে চেষ্টা করে, শ্রীভগবান্ তাহাকে কি কখন উপেক্ষা করেন ? তিনিই ত বলেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"। ৺কাশীতে কি সংসার করিতে আছে ?

ঐ যে সাধনা করিতে করিতে একটু শরীরের গোলমাল দেখিলে সাধনার শৈথিল্য কর ৺কাশীতে তাহা করা ত উচিত নহে। মরিতেই ত অথবা দেহ মারিতেই ত আসিয়াছি। তবে দেহ-মারার কার্য্য যে তপস্যা তাহাতে শৈথিল্য করিব কেন ? যাহা হয় হউক, আমি সাধনা করিবই। এই সঙ্কল্প যার জাগে তাহারই ভাল হয়। বিশেষতঃ এই ৺কাশীক্ষেত্রে। এখানে মৃত্যু বড় একটা বিভীষিকা দেখান না। মৃত্যুভয় এখানে বড় কম, শোকও এখানে তেমন লাগে না। এখানে মৃত্যুটা প্রাণপ্রয়াণোৎসব।

৺কাশীতে বাবুয়ানা—এ বাবুয়ানার নাম কি ? যেখানে মরিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রস্তুত হইতে হয়, সেখানে কি রূপ দেখান ঐশ্বর্য্য দেখান সাজে ? ইহা উচিত নয়। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" ইহা ত সাধুকে সর্ব্বত্র করিতে হয়, বিশেষতঃ এই ৺কাশীধামে। জরাদ্বারা যে পরিভূত, যে ব্যাধিপীড়িত, যে পদে পদে অহর্নিশ বিপদ্‌রাশি সমাক্রান্ত, যে পাপসমুদ্রে ডুবিয়াছে, যে দারিদ্র্য পরাজিত, যে সংসার-ভয় ভীত, যে নানাপ্রকার অনভিলষিত কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ, যে শ্রুতি জানে না, স্মৃতি জানে না ; যার শৌচাচার অভ্যস্ত হয় নাই, যে যোগ-ভ্রষ্ট, যে তপোদান বর্জ্জিত, বন্ধু বান্ধব মধ্যে যে পদে পদে অপমানিত, এমন কি যে ব্যক্তি মাতা পিতা, বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এক কথায় "যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ"—যাহাদের কোন গতি নাই, তাহাদের বারাণসীই গতি। যে ৺কাশীতে মরণের জন্য আসিতে হয়, সেখানে সব ছাড়িয়া হরি হরি করিয়া অবস্থান কর।

কথা-রামায়ণ।

(অবতরণিকার দ্বিতীয় অংশ)

স্বগত কথা ও পরস্পর কথা, কথা এই দুই প্রকার। রামায়ণে এই দুই কথাই আছে। কথা-রামায়ণ এই দুই প্রকার কথা অবলম্বনেই চলিবে। প্রথমে একটু স্বগত কথা চলুক, পরে পরস্পর-কথা প্রণালী মত চলিবে।

"জীবিতেন ফলং কিং স্যাম্" এই জীবনের দ্বারা আর কি ফল হইবে ? জীবকে কতবার এই কথা বলিতে হয়! জীব যখন আর পারেনা, জীব যখন বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করে, সব সহ্য করিয়া অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করিয়া করিয়া আর পারেনা ; একেত সে আসেনা সে আসিয়া উদ্ধার করেনা ; তার উপর শত লাঞ্ছনা আসে, শত উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হয় ; নিরন্তর যাহারা ডাকে তাদের জন্যও সে আসেনা, আরও যাতনা বাড়ায় —তখন জীব ব্যাকুল হইয়া বলে আর এই জীবন রাখিয়া কি ফল হইবে ?

শোকে মোহ আইসে। তাই জীব বিচার করিতে পারেনা। জীব দেখিতে পায়না আকাশের গ্রামে প্রবেশ করা কি ? অখণ্ডের খণ্ড হওয়া কি, খণ্ড হওয়া ভুল এটা তার মনে থাকেনা। জীব আপনাকেও খণ্ডভাবে দেখে, আর তারেও খণ্ডভাবে দেখে। সে ত আর আসিল না। কতদিন ত গেল। কতকি ত সহ্য করিলাম। আর ত সহিতে পারিনা। আর ত জীবন রাখা যায় না। সে বুঝি আমার সংবাদ লইল না। আর আমায় উদ্ধার কে করিবে ? তারে ছাড়িয়াই চিরদিন থাকিতে হইবে ? ওহো! ইহা ত সহিতে পারিনা। তারে ছাড়িয়া এই পুরী —এই রাক্ষস পুরী—এখানে চিরদিন থাকিব ? তার উপর এই রাক্ষসপুরীর রাজার আসক্তি! বিষয়-রাক্ষস কত প্রলোভন আনিয়া ধরিতেছে। সে আমার মন হরণ করিবে। সে আমার মনকে তোমা ভুলাইয়া তার করিবে। তার জন্য এত

প্রলোভন! হায় যে তোমায় দেখিয়াছে, যে একদিন তোমার আদর ভোগ করিয়াছে, সে কি কখন তোমায় ছাড়িয়া আর কাহারও হইতে পারে? এই ত কতকি করিয়া গেল। কত লোভ দেখাইল। কত তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। আর আমার যাতনা বাড়াইবার জন্য কত বিরূপিণীকে আমার কাছে রাখিয়া গেল। আহা! এরা আমায় কত যাতনা দিতেছে?

কিন্তু এই বা কি? যখন এই সব চেড়ী আমায় কটু কাটব্য করিতেছিল--যখন বলিতেছিল "যৌবনং তে বৃথা গতম্" তোর যৌবন বৃথাই যাইতেছে—তুই এই বিষয়-রাক্ষসকে সেবা কর্। দেখ্ এই অতুল ঐশ্বর্য্য! এই বৈভব! কেন ইহাতে লুব্ধ হইতেছিস্ না? কেহ বলিল--অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল—কাজকি আর বিলম্ব করিয়া? এটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি আইস—এটাকে একটু একটু খাইয়া ফেলি আইস। এই বলিয়া কেহ করাল-বদন বিস্তার করিয়া ভক্ষণ করিতে আসিল; কেহ বা খড়গ উঠাইয়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিল; কোন বিকৃতাননা নখরপ্রহারে বক্ষ বিদীর্ণ করিতে চাহিল। আর আমি! ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তোমাকেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। তুমি ত আর্ত্তত্রাণপরায়ণ! এত দয়া তোমার! তবু কেন আমার উপর দয়া হইতেছে না? তার পরে যা হইল তাই বুঝি তোমার দয়া--আমাকে মরিতে না দেওয়া। দয়া করিয়া যাহা করিলে তাহাতে ত চেড়ীগণ ভীতা হইয়া ঐত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহারা ত শাসাইয়া গিয়াছে "প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি" প্রাতঃকালে রাক্ষস আমাকে প্রাতরাশ করিবে। একটু দয়া না হয় করিলে! কিন্তু সাক্ষাতে ত আসিতেছ না। তবু ত তুমি আসিলে না? হায়! আর আমার জীবনে কোন্ ফল হইবে? আচ্ছা! তবে আমি আর জীবন রাখি কেন? আমি মরিব। কিন্তু "ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ" এখনিই আমার মরণ কি উপায়ে হইবে?

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ॥

আর এই রাক্ষসপুরীতে রাঘবশূন্য এই জীবন রাখিয়া ফল কি? উদ্বন্ধনে এই দেহ হইতে মুক্ত হই! এই যে উদ্বন্ধনের জন্য এই আমার দীর্ঘা বেণী। এস বেণী এই বৃক্ষশাখায় তোমায় বন্ধন করিয়া রাঘবশূন্য এই জীবন পরিত্যাগ করি।

মা! মরিতে কি পারিবে? জীব মরণ কি তোমার আছে? সে কি তোমায় মরিতে দিতে পারে? যার তুমি, সে কি তোমায় ত্যাগ করিতে পারে? সে কি তোমায় একদণ্ডও ত্যাগ করিয়া আছে? মহাকাশ কি ঘটাকাশকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া নাই? তুমি কেন তারে খণ্ড ভাবিয়া, কেনই বা আপনাকে খণ্ড ভাবিয়া এই দুঃখ পাও? অখণ্ড হইয়াও সে খণ্ড সাজে সত্য, অখণ্ড হইয়াও তোমায় সাজায় সত্য—এই খেলা তার, তবুও যখন তুমি যাতনায় অধীর হও তখন তখনই দেখ সে কোন না কোনরূপে আসিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করে। জীব যদি তুমি যে তোমায় চুরি করিয়া এই রাক্ষসপুরীতে আনিয়াছে, যে তোমায় তারে ছাড়াইবার জন্য শত প্রলোভন দেখাইতেছে, শত উৎপীড়নে উত্যক্ত করিতেছে, যদি তুমি এই সমস্ত প্রলোভনে পড়িয়াও, এই সমস্ত উৎপীড়নে পড়িয়াও তারে না ছাড়, তবে সে যে নিশ্চয়ই তোমায় উদ্ধার করিবে। এই রাক্ষসপুরীর সকল ব্যাপারে, সকল অত্যাচারে, শত উৎপীড়নে, শত অনভিলষিত কর্ম্মে, শত কর্কশ বাক্যে, বা শত আদরের প্রলোভনে তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তারেই ডাকিতে থাক -দেখিবে সে তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া, তোমার উদ্ধারের জন্য তাহার দূত পাঠাইয়াছে।

ঐ শুন! এই রাক্ষসপুরীতে তোমার দয়িতের, তোমার সর্ব্বস্বের, তোমার সকল সাধের সমষ্টির নাম কে করিতেছে? এই রাক্ষস-পুরীতে, এই মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা-পানে উন্মত্ত তোমার উৎপীড়ক নর-নারীর মধ্যে তার নাম কে করিতেছে? সে নাম শুনিয়া মরণ

কি হয়? তারে ছাড়িয়া মরা কি যায়? যায় না। হায়! জীব কবে এইরূপে নাম করিতে শিখিবে? তার নাম ত আছে। যাহা হয় হউক, যা আসে আসুক—নাম করিয়া যাও। যদি নাম না কর সে, ত তোমায় উদ্ধার করে না? কেন করে না? যাহার হাত হইতে সে উদ্ধার করিবে, তুমি যে তার বশ হইয়া গিয়াছ? তুমি যে বিশ্বাস-ঘাতক হইয়াছ? তুমি যে বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছ? তুমি যে স্বামী ছাড়িয়া আর কাহারও প্রলোভনে মজিতেছ? তাহাকে ছাড়িয়া থাকিও না; তার নাম আর ভুলিও না; শত অত্যাচারে, শত উৎপীড়নে, বিষয়ের শত সুখের আপাত প্রলোভনে আর তার নাম ছাড়িয়া থাকিও না। সর্ব্বদা তার নাম কর। সর্ব্বদা নাম করার জন্য তিনবেলায় নিত্য-কর্ম্ম কর। আর তার নাম এক দণ্ডও ছাড়িয়া থাকিও না। এইটা জীবনের ব্রত কর। রাক্ষসপুরীতে বাস করিতেছ ভাবিয়া সর্ব্বদা নাম কর। এখানেও দুই একজন সরমা থাকিতে পারে। তাদের সঙ্গে তার কথাই কহিও। যদি নিরন্তর তার নাম লইয়া থাক, তবে বুঝিবে তার দূত তার সংবাদ লইয়া তোমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে। গোপনে থাকিয়া তার দূত তোমার দুঃখ দেখিতেছে। শীঘ্রই তোমার উদ্ধার হইবে।

মনে সর্ব্বদা রাখিবার সাধনাটি হইতেছে—এই দেহপুরীই রাবণের অন্তঃপুর। দেখনা কেন দশমুখ কি? মুখ বলে প্রবেশদ্বারকে। ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা আহার বিহার লইয়া থাকিতে চায়। যে নিরন্তর বিষয় লইয়া সুখী হইতে চায়—সেই ত রাবণ। সে ত অঘায়ু। যে ইন্দ্রিয়ারাম তার জীবন ত পাপজীবন। যে শুধু ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য বিষয় লইয়া থাকিতে চায়—সে ত মোঘং পার্থ! স জীবতি। এই দেহপুরীতে এই বিষয়-রাক্ষস তোমাকে চুরী করিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি ত ছিলে সেই আনন্দময়ের সঙ্গে। তুমি ত ব্রহ্মবিদ্যা। রাবণের অন্তঃপুরে আছ সত্য—সর্ব্বদাই বিষয়ের প্রলোভন আসিতেছে সত্য কিন্তু এই মা জানকীর মত যদি শত

প্রলোভনে, শত উৎপীড়নে, শত অত্যাচারে, শত ভয়ের ব্যাপারে মায়ের মত চক্ষু বুঝিয়া রঘুনাথের, জগন্নাথের, বিশ্বনাথের, মন্নাথের চিন্তা করিতে পার, মদগুরুর নাম করিতে পার, যদি তার কাছে বিশ্বাসঘাতক বা বিশ্বাসঘাতিনী না হও, যদি রাবণের দিকে ফিরেও না তাকাও—তবে জানিও সে তোমায় নিশ্চয় উদ্ধার করিবে। করিবেই নিশ্চয়।

দেহের মধ্যে আছ এটাত সর্ব্বদা মনে রাখিতে পার। এটা যখন সর্ব্বদা মনে রাখা যায় তখন সর্ব্বদা নাম করাও যায়। রাবণের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত হইবার জন্য নাম কর। দুই একজন সরমা, দুই একজন কলা এখানে থাকিতে পারে সত্য—তারা তোমার প্রিয়তমের কথা কহিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করে। আর সবই কিন্তু চেড়ী। ইহারা তোমায় রাবণের অঙ্কশায়িনী করিতেই নিযুক্ত। ইহাদিগকে চিনিয়া—ইহাদের বাক্য শ্রবণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই তোমার সর্ব্বস্বের চিন্তা কর; সে তোমায় এই রাক্ষসপুরীতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত নাই। সে তোমার উদ্ধারের জন্য দূত পাঠাইয়াছে। দূত তোমার দুঃখের সংবাদ দিবে, আর রাবণ বিনাশ করিয়া তোমার উদ্ধারের জন্য সে আসিবে।

স্বগত কথা এই পর্য্যন্ত থাকিল। পরস্পর কথার মধ্যেও ইহা যথাস্থানে আসিবে। লক্ষ্য এই, যে তারে সব দিয়া ভজিয়াছিল তার ভাবে ভাবিত না হইতে পারিলে, সমস্ত প্রাণ দিয়া ভজন হয় না—এইটি মনে রাখা চাই। ক্রমশঃ

বর্ষশেষে খতিয়ান।

"যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে,
কৈ অবসর ত হ'ল না।"

মনে করিয়াছিলাম বাধাবিপত্তিগুলি কাটিয়া গেলে একটু নিশ্চিন্তভাবে মনের সাধে ইষ্টকর্ম্মে লাগিয়া যাইব। হায়! হায়! আমার মনের সাধ ত মনেই রহিয়া গেল। তেমন সুদিন আর আমার ভাগ্যে আসিল না আর তেমন করিয়া ইষ্টকর্ম্ম করাও হইল না। কোন্‌টা সুদিন এবং কোন্‌টা দুর্দ্দিন তাই বুঝি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। স্থূল বিষয়ের সঙ্গ করিতে করিতে বুদ্ধিও স্থূল হইয়া গিয়াছে তাই বুঝিতে পারি নাই যে, যে মুহূর্ত্তকাল আমি ইষ্ট নাম ভুলিয়া রহিয়াছি সেই সময়ই দুঃসময়, আর যে সময় সুখেই হউক কিম্বা দুঃখেই হউক অন্তর্দেবের সজাগ দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি সেই সময়ই প্রকৃত সুসময়।

এই ত এক দিন দুই দিন করিয়া গোটা বৎসর চলিয়া গেল। একবার জমা খরচ মিল করিয়া—একবার খতিয়ান করিয়া দেখিলাম—

গণইতে দোষ, গুণলেশ ন পাওয়বি
যব তুঁহু করবি বিচার।

আমার দোষগুলি বিচার করিয়া দেখিবার কালে গুণলেশ ত মোটেই দেখিতে পাইলাম না। সত্য বটে গুরুকৃপালাভে কখনও বঞ্চিত হই নাই। তাঁহার সতত সতর্ক দৃষ্টি ও অযাচিত স্নেহময় হস্ত আমাকে সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমি ত অনন্য-চিন্ত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিতে পারি নাই। "আমি তোমার" সাধনা শেষ না করিয়া, "তুমি আমার" সাধনা করিতে আমি সতত ইচ্ছুক, তাই নিজের মান অভিমান বজায় রাখিবার জন্য কত ব্যভিচার করিয়াছি ও করিতেছি। কৈ কায়মনোবাক্যে স্থির বিশ্বাস করিতে পারিলাম—হে মায়ামানুষরূপী শ্রীগুরো! আমার মত জড়সর্ব্বস্ব কর্ম্মকুণ্ঠ ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমারই মত স্থূল দেহে আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ। আমার ভিতরে সর্ব্বদা সূক্ষ্মভাবে আছ সত্য, কিন্তু আমি মূর্খ-- আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না। তাই স্থূলে তোমার এই লীলা। তোমার লীলা বুঝিতে না পারিয়া কখনও অভিমান করি, কখন

কাঁদি, আবার অবিশ্বাসের ছায়া যখন ঘনাইয়া আইসে তখন যন্ত্রণায় কতই ব্যথিত হই।

তাই বলিতেছিলাম এই যে দুঃখ আইসে তাহা ত তোমার জ্ঞাতসারেই আইসে অথবা তুমিই দুঃখের মুখস পরিয়া আইস। আমি ইহা জানি। ধারণা-ভ্যাসও করি, কিন্তু কার্য্যকালে আমি মনের কার্য্য লক্ষ্য করিতে করিতে মনের সঙ্গে ভাবিতে আরম্ভ করি অথবা তদাকারকারিত হই। তখন ত আমার দুঃখের অবধি থাকে না। তার পর তুমি উদ্ধারকর্ত্তারূপে বিপদ্‌মুক্ত করিয়া দাও। মন আনন্দে উল্লাস করিতে থাকে, আমি তখন মনের প্রতি লক্ষ্য ঠিক রাখিতে না পারিয়া, মনের সঙ্গে আনন্দে বেহুঁস হইয়া পড়ি। হায়! তখন ত আমার বিচার করিবার অবকাশ থাকে না যে, কে এই বিপদ্‌রূপে আসিল—কে আবার নিজেই বিপদ্ কাটাইয়া দিল।

ঠাকুর! সবই ত জানি, অথবা যতটুকু জানি বা বুঝি ততটা কার্য্যকালে করিতে পারি না। ইহা আমার অনুষ্ঠানের ত্রুটী। আমি ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করিতে পারিলাম না।

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ" কই আমার তাহা ত হইল না, কিন্তু সিদ্ধিলাভের আশায় আমি পাগল। আমি বিহিত কর্ম্ম করিলাম না, কিন্তু আমার ভক্ত হইবার পূর্ণ সাধ। সাধুসঙ্গে একটু "ধার করা" ভাব পাইলে যেন মনে হয়—সে কথা জানিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি। এটা আমার মূর্খতা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"তিতিক্ষস্ব ভারত।" ইহা তোমারই শ্রীমুখের বাণী। "সোঽমৃতত্বায় কল্পতে। আমার হইয়া যাইবে। ঠাকুর! আমি ত চাই অমৃতলাভ করিতে কিন্তু সব ত হাসিমুখে সহ্য করিতে পারি না। ভক্ত সকলই সহ্য করিতে পারে। ভক্ত তোমাকে ভুলিয়া দুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টা করে না। তোমাকে ভুলিয়া নিজের সুখকামনা করে না। ভক্ত যদি সুখ চায়—যে সুখ তোমাকে সন্তোষ করিয়া—যদি দুঃখ দূর করিতে চায় সে কেবল তুমি আসিয়া দুঃখ দূর করিবে,—তুমি আসিয়া স্বহস্তে চক্ষের জল মুছাইয়া দিবে এই জন্য। ভক্ত তোমার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে পারে আর তোমার দয়মান দীর্ঘ নয়নের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা যখন সে দেখিতে পায়, তখন বিপদ্ আর তাহার কাছে বিপদ্ থাকে না; অপার দুঃখের সাগর তাহার নিকট গোষ্পদের মত মনে হয়।

তারপর আমার বাতুলতা কি কম! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি ঠিক ঠিক হইল না, কেবল মাত্র "শ্রবণ" করিয়াই ধারণাভ্যাসী হইতে চাই। "মনন ও নিদিধ্যাসন" বাদ দিয়াই জ্ঞানের আলোচনায় স্বরূপের বিচার করিতে চাই। এ সকলই মনের খেয়াল মাত্র বা "মায়ার ফের"।

ঠাকুর! বিপদের বিভীষিকা দেখিয়া কেমন করিয়া কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া যাই তাহাও বুঝিলাম, কি কৌশলে বিপদ্ কাটিয়া যায় তাহাও বুঝিলাম, বিপদশূন্য অবস্থা কি তাহাও বুঝিলাম। আবার আমার করণীয় কি তাহাও বুঝিলাম। তোমার অমৃতময় বাণীই এই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ—

ময্যেব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

তাই এই বর্ষশেষে আমার শত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আমার এই কাতর নিবেদন—

তোমাতেই আমার মন যেন সর্ব্বদা লগ্ন থাকে। মানস-পূজা ও জপ-ব্যাপারে আমার সতত চঞ্চল চিত্ত-বালক যেন সর্ব্বদা বিভোর থাকে এবং থাকিয়া যেন তাহার লয়বিক্ষেপ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি লয় করিয়া তোমার কৃপা-সুধা পান করিতে করিতে তোমার পাদমূলে ঘুমাইয়া পড়ে এবং আমার শক্তিরূপা বুদ্ধি তোমার স্বরূপ-ধ্যান ও বিচারে উর্দ্ধগামিনী হইতে পারে আর আমি—আমি যেন এক চ'ক্ষে আমার শক্তি-বুদ্ধি ও চিত্ত-বালকের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে এবং আর এক চ'ক্ষে তোমার অসীমত্ব ও বিশালত্ব দর্শন করিতে করিতে আমার ক্ষুদ্রত্ব যে তোমারই অঙ্গীভূত ইহা বুঝিয়া আমার ক্ষুদ্র সত্তা ভুলিয়া যাইতে পারি।

১৩২৩ বর্ষসূচী।

শ্রীশ্রীনামরামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

প্রাতঃস্মরণ।

ধ্যান।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥

স্তোত্র।

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তৎ ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসংঘঃ ॥১
প্রাতর্ভজামি মনসো বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং
তং দেব দেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥২
প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষ মূর্ত্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥৩
শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্।
প্রাতঃকালে পঠেৎ যস্তু স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥৪

শ্রীরাম স্বরূপ-আত্মারূপ-বিশ্বরূপ ও অবতার

শ্রীসীতারামস্বরূপ-আত্মারূপ

कलाऽतीता भगवती स्वयं सीतेति संज्ञिता ।
तत्परः परमात्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥
(कलातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा इति)

ओं यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान् तत्परः परमपुरुषः पुराणपुरुषोत्तमो नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्य परमाऽनन्ताऽद्वय परिपूर्णः परमात्मा ब्रह्मैवाऽहं रामोऽस्मि भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमोनमः ॥

तारसारोपनिषदि ।

মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥

স্কান্দে, মাহেশ্ব—কেদার।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং ।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্ ॥
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গ-স্থিত্যন্তকারিণীং ।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিত ।
তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ ॥

অধ্যাত্ম-রামায়ণে।

শ্রীরাম বিশ্বরূপ

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তথা ।
আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন ॥
তাপসা ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথা ।
বিপ্রা বেদাস্তথা যজ্ঞাঃ পুরাণধর্ম্মসংহিতাঃ ।

বর্ণাশ্রমাস্তথা ধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাস্তথৈব চ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা দিক্‌পালা দিগ্‌গজাদয়ঃ।
সনকাদি মুনিশ্রেষ্ঠা স্তমেব রঘুপুঙ্গব॥
বসবাঽষ্টৌ ত্রয়ঃ কালা রুদ্রা একাদশস্মৃতাঃ।
তারকা দশদিক্‌চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন॥
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগা নদ্যস্তথা দ্রুমাঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনায়ক॥
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং দানবানাং তথৈব চ।
মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ॥
সর্ব্বেষাং ত্বং পরংব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেব হি।
ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম॥
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোঽন্যন্নৈব কিঞ্চন॥

সনৎকুমার সংহিতা।

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া॥

অধ্যাত্ম-রামায়ণে।

শ্রীরাম অবতার

ধ্যান ১　**কালাম্ভোধরকান্তি কান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং**
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তীং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

ধ্যান ২　ধ্যায়েদাজানুবাহুং ধৃতশরধনুষং বদ্ধপদ্মাসনস্থং
পীতং বাসো বসানং নবকমলদলস্পর্দ্ধি নেত্রং প্রসন্নম্।
বামাঙ্কারূঢ়সীতামুখকমলমিলল্লোচনং নীরদাভং
নানাঽলঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামণ্ডলং রামচন্দ্রম্॥

ধ্যান ঃ অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে ।
স্মরেৎ কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভং ।
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং নানারত্নৈশ্চ বেষ্টিতং ।
স্মরেন্মধ্যে দাশরথিং সহস্রাদিত্যতেজসম্ ॥
বৈদেহিসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্ ।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরং
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥
রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনং ।
ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্ ॥
রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটপতিং হরিং ।
কৌশল্যাভক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্ ॥

প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথ-মুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশালনেত্রম্ ।
কর্ণাবলম্বি-চল-কুণ্ডল-শোভিগণ্ডং
কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্ ॥১
প্রাতর্ভজামি রঘুনাথকরারবিন্দং
রক্ষোগণায় ভয়দং বরদং নিজেভ্যঃ ।
যদ্রাজ সংসদি বিভজ্য মহেশচাপং
সীতাকরগ্রহণমঙ্গলমাপ সদ্যঃ ॥২
প্রাতর্নমামি রঘুনাথপদারবিন্দং
পদ্মাঙ্কুশাদিশুভরেখি সুখাবহং মে ।
যোগীন্দ্রমানসমধুব্রত সেব্যমানং
শাপাপহং সপদি গৌতমধর্ম্মপত্ন্যাঃ ॥৩

প্রাতর্বদামি বচসা রঘুনাথ নাম
বাগদোষহারি সকলং শমলং করোতি।
যৎ পার্ব্বতী স্বপতিনা সহ ভোক্তুকামা
প্রীত্যা সহস্র হরিনাম সমং জজাপ ॥৪
প্রাতঃশ্রয়ে শ্রুতিনুতাং রঘুনাথমূর্ত্তিং
নীলাম্বুদোৎপল সিতেতর রত্ননীলাম্।
আমুক্ত মৌক্তিক-বিশেষ-বিভূষণাঢ্যাং
ধ্যেয়াং সমস্ত মুনিভির্জ্জনমুক্তিহেতুম্ ॥৫
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং প্রযতঃ পঠেদ্ধি
নিত্যং প্রভাতসময়ে পুরুষঃ প্রবুদ্ধঃ।
শ্রীরামকিঙ্করজনেষু স এব মুখ্যো
ভূত্বা প্রয়াতি হরিলোকমনন্যলভ্যম্ ॥৬

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণম্।

বালকাণ্ডম্।

পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম
তুরীয় নির্গুণ গুণময় রাম
স্বপ্ন সুষুপ্তি নিয়ামক রাম
সুর-নর-তির্য্যক্ রূপ-ধৃত রাম
প্রণবান্তর্গত সীতা রাম
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম
শেষতল্পসুখ নিদ্রিত রাম
লক্ষ্মী লক্ষ্মণ সেবিত রাম
ব্রহ্মাদ্যমর প্রার্থিত রাম
চণ্ডকিরণ কুল মণ্ডন রাম
কৌশল্যা সুখবর্দ্ধন রাম
দশরথ-তোষণ-কারণ রাম
বিশ্বামিত্র-প্রিয়ধন রাম
ঘোর তাটকা ঘাতক রাম
কৌশিক মখ সংরক্ষক রাম
মারীচবিস্ময় কারক রাম
চৈতন্যদ পটু পদরজ রাম
শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম
ক্ষালিত নাবিক পদযুগ রাম
মিথিলা পুর জন মোহক রাম
ত্র্যম্বক কার্ম্মুক ভঞ্জক রাম
জনক তপঃ ফল রূপক রাম
সীতার্পিত বরমালিক রাম

ক্ষৌণীতনয়া সঙ্গত রাম
কৃত বৈবাহিক-কৌতুক রাম
ভার্গব-দর্প বিনাশক রাম
শ্রীমদযোধ্যাভূষণ রাম
সীতা হৃৎপঙ্কজ শুক রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

— —

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

অগণিত গুণ গণ ভূষিত রাম
শ্রীমদ্ রবিকুল দীপক রাম
কেকয়তনয়া বঞ্চিত রাম
পিতৃ আজ্ঞাশ্রিত কানন রাম
প্রিয় গুহপূজিত তাপস রাম
ভরদ্বাজমুখা নন্দক রাম
চিত্রকূটাদ্রি নিবসন রাম
দশরথ সন্তত চিন্তিত রাম
দুঃখিত ভরত প্রার্থিত রাম
কৃত নিজ পিতৃ কর্ম্মক রাম
কৈকেয়ী শোক নাশক রাম
ভরতার্পিত নিজপাদুক রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

— —

আরণ্যকাণ্ডম্।

দণ্ডককানন বিহরণ রাম
দুষ্ট বিরাধ বিদারণ রাম
মুনিজনগণ দত্তাভয় রাম
শরভঙ্গ সুতীক্ষ্ণ সম্পূজিত রাম
অগস্ত্য দত্ত মহায়ুধ রাম
গৃধ্রাধিপ সংসেবিত রাম
পঞ্চবটীতট সুস্থিত রাম
হৃত শূর্পণখা-নাসিক রাম
হত খর দূষণ রাক্ষস রাম
সীতাপ্রিয় মৃগ বঞ্চিত রাম
দারিত মারীচ রাক্ষস রাম
দৈত্যেশ্বর হৃত ভূসুতা রাম
দারান্বেষণ তৎপর রাম
গৃধ্রাধিপ গতি দায়ক রাম
কবন্ধ বাহু চ্ছেদন রাম
শবরীদত্ত ফলাশন রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

— —

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্।

পম্পাসরস্তটমাগত রাম
দৃষ্ট্বা বিস্মিত দুঃখিত রাম
ঋষ্যমূক সমুপাগত রাম
দ্বিজাকৃতি হনুমন্তপূজিত রাম
সুগ্রীবনিবেদিত নিজকথ রাম
প্রাপ্তাবণিজা ভূষণ রাম
লীলাক্ষিপ্ত দুন্দুভি-শির রাম
সপ্ত মহাতাল খণ্ডিত রাম
নত সুগ্রীবাভীষ্টদ রাম

গর্ব্বিত বালি-সংহারক রাম
তারা মুক্তিপ্রদায়ক রাম
অভিষিক্তাঙ্গদ যুবরাজ রাম
প্রবর্ষণ শিখরে নিবসন রাম
দত্ত ক্রিয়াযোগে লক্ষ্মণে রাম
সীতা-বিরহজ শোকসহ রাম
বিস্মৃত সুগ্রীব-ভয়প্রদ রাম
বানরসেনা পরিবৃত রাম
প্রেষিত বানর-নায়ক রাম
মারুত-সুত দত্তাঙ্গুরী রাম
বদরীপ্রস্থিত যোগিনী রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

সুন্দরকাণ্ডম্।

জলনিধি লঙ্ঘনে সংস্মৃত রাম
হনুগতিবিঘ্নবিধ্বংসক রাম
সীতাপ্রাণাধারক রাম
দুষ্ট দশানন দূষিত রাম
শিষ্ট হনুমদ্ ভূষিত রাম
প্রাপ্ত সীতাকথা দুঃখিত রাম
কৃত চূড়ামণি দর্শন রাম
প্রযচ্ছালিঙ্গন বানরে রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

যুদ্ধকাণ্ডম্।

বানরসৈন্য সমাবৃত রাম
সহ্যমলয় সমতিক্রম রাম
জলনিধিবেলা বাসক রাম
বিভীষণাভয়দায়ক রাম
রাবণপ্রেরিত শুকত্রাতা রাম
বিপুল সুবেলাচল গত রাম
জলনিধি গর্ব্ব নিবারক রাম
সাগরে সেতুবন্ধক রাম
অতিকায়াদাসুর বিনাশক রাম
রাক্ষসসংঘ বিমর্দ্দক রাম
কুম্ভকর্ণ শিরশ্ছেদক রাম
মুনীশ্বর নারদ সংস্তুত রাম
অহি-মহিরাবণ চারণ রাম
রাবণকণ্ঠ বিলুণ্ঠক রাম
বিভীষণাভিষেক কারক রাম
সীতালোকন তৎপর রাম
অগ্নিপরিশোধিত সীতারাম
ব্রহ্মেন্দ্রাদি সমীড়িত রাম
খস্থিত দশরথ বাঞ্ছিত রাম
মৃতবানর সংজীবন রাম
পুষ্পকযানারোহণ রাম
ভরদ্বাজাভি নিষেবণ রাম
ভরত-প্রাণপ্রীতিকর রাম
মাতৃগণ গুরু বন্দিত রাম
অভিষেকোৎসব হর্ষিত রাম
বিধি ভব সুর সম্মানিত রাম

কোশল কুলানুগ্রহকর রাম
আজড় ক্ষোক্ষ প্রদপটু রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

উত্তরকাণ্ডম্।

আগত মুনিগণ সংস্তুত রাম
রাক্ষস বানর কথা শ্রুত রাম
সীতাসহ সুখআসীন রাম
নীতি সুরক্ষিত জনপদ রাম
লোকপবাদা দতিভীত রাম
বিপিনত্যাজিত জনকজা রাম
সৌমিত্রি প্রার্থিত নিজ গীতা রাম
কারিত লবণাসুর বধ রাম
স্বর্গত শম্বূক স্তুত রাম
স্বতনয় কুশলব বন্দিত রাম
অশ্বমেধ ক্রতু দীক্ষিত রাম
সীতা লক্ষ্মণ বর্জ্জিত রাম
অযোধ্যা জনগণ মুক্তিদ রাম
বিধিমুখ বিবুধানন্দক রাম
তেজোময় নিজরূপক রাম
সংসৃতি বন্ধ বিমোচক রাম
বৈকুণ্ঠালয় সংস্থিত রাম
ব্রহ্মানন্দপদস্থিত রাম
পাহি পাহি রঘুনায়ক রাম
আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।

প্রণাম

সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থং সর্ব্বাধারং সনাতনং।
সর্ব্বকারণ কর্ত্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরম্।
মনসা শিরসা নিত্যং প্রণমামি রঘূত্তমম্॥
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতং।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষ মাঞ্জনেয়-গুরুং পরম্॥
নমোঽস্তু বাসুদেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তু রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে॥
নমো বেদান্তনিষ্ঠায় যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে।
মায়ামোহ নিরাসায় প্রপন্নজনসেবিনে॥
বন্দামহে মহেশানং চণ্ড-কোদণ্ড খণ্ডনং।
জানকী হৃদয়ানন্দবর্দ্ধনং রঘুনন্দনম্॥

ভবোস্তবং বেদবিদাং বরিষ্ঠং আদিত্যচন্দ্রানল সুপ্রভাবং।
সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বগতস্বরূপং নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্‌।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধ্যং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্‌ ॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্‌ ॥
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুং চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥
আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্‌ ॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

প্রার্থনা।

শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রণকর্ক্কশ রাম রাম শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম ॥
শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ মনসা স্মরামি
শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ বচসা গৃণামি।
শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ শিরসা নমামি
শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ শরণং প্রপদ্যে।
মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ
স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্রঃ
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু
র্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে।
ভর্জ্জনং ভববীজানাং অর্জ্জনং সুখসম্পদাং।
তর্জ্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জ্জনম্‌ ॥

নিরঞ্জনং নিষ্প্রতিমং নিরীহং নিরাশ্রয়ং নিষ্কলমপ্রপঞ্চং।
নিতং ধ্রুবং নির্ব্বিষয়স্বরূপং নিরন্তরং রামমহং ভজামি॥
ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজং তং ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপং।
ভূতত্রিনাথং ভুবনাধিপং তং ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্॥
ত্রৈলোক্যনাথং সরসীরুহাক্ষং দয়ানিধিং দ্বন্দ্ববিনাশহেতুং।
অপারসম্বিৎসুখমেকরূপং সনাতনং রামমহং ভজামি॥
লোকাভিরামং রঘুবংশনাথং রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং।
স্বতেজসাপূরিত বিশ্বমেকং বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি॥
অশেষসংসারবিহারহীনং কল্পদ্রুমং পূর্ণসুখাভিরামং।
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতির্ম্ময়ং রামমহং ভজামি॥
বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসংগতা।
শ্রীমৎ রামায়ণী গঙ্গা পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥
বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাৎ রামায়ণাত্মনা॥
বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্॥
যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরং
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥
নান্যাস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্য বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব! নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

শ্রীহনুমৎ ধ্যান-স্তোত্র-প্রণাম।

ধ্যান।

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্॥

লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তক-যমোপমং ।
জ্বলদগ্নিং সমং নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥
অঙ্গদাদ্যৈর্ম্মহাবীরৈর্ব্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণং ।
এবং রূপং হনূমন্তং ধ্যাত্বা যঃ প্রজপেন্মনুং ।
লক্ষজপাৎ প্রসন্নঃ স্যাৎ সত্যং তে কথিতং ময়া ॥

স্তোত্র ।

যো জাতমাত্র সময়ে বলবান্ গভস্তের্ব্বিম্বং নিরীক্ষ্য
ফলমিত্যবিচার্য্য সম্যক্ ।
জগ্রাহ পাণিযুগলে সহসা মুমোচ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥১
অত্যুৎকট প্রকটিতাতলধৈর্য্যবর্য্য শ্রীরামকার্য্যকরণে প্রথিতৈকবীরঃ ।
গত্বা বিলঙ্ঘ্য গতবারিধিবারিতারঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥২
নিঘ্নন্নশোকবনভূরুহরক্ষপালান্ ভঞ্জন্ মহাবহুপশূংশ্চ শতং সহস্রম্ ।
ভুঞ্জন্ ফলানি বিবিধানি হি বীক্ষ্য সীতাং শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো
হনূমান্ ॥৩
বিভ্রৎসদা বপূষি বজ্রচয়ে বলীয়ান্ তেজঃ সহায় সময়ং প্রকটী চকার ।
লঙ্কাং দদাহ দশবক্ত্রসভাসমক্ষং শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥৪
মুদ্রাং সমর্প্য রঘুনন্দননামচিহ্নাং চূড়ামণিং জনকরাজসুতাগতন্তং ।
আনীয় রামমভিবাদয়তিস্ম বীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥৫
রামানুজে মহতি যো জগতীতলে চ শক্ত্যাহতে রণমুখে দশকন্ধরেণ ।
আনীয় ভেষজমজীবয়দেব চাশু শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥৬
কারাগৃহে মনসি চিন্তিত এব যস্মিন্ বন্ধোজনো হি লভতে তত আশু
মোক্ষম্ ।
ক্রব্যাদ-যক্ষ-শবরাদি ভয়াপহারী শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥৭
তুভ্যং নমঃ সকলমঙ্গলদায়কায় তুভ্যং নমোঽস্তু পবনানলসম্ভবায় ।
তুভ্যং নমোঽস্তু জগতাং পরমোপকর্ত্রে সর্ব্বার্থদুঃখহরণায় নমোনমস্তে ॥৮
ইদং হনূমতঃ স্তোত্রং মহাপাতকনাশনং ।
সংগ্রামজয়দং পুণ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নানে বা শয়নেঽপি বা ।
বিষং ন বাধতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ ॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনং ।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি নারী পত্যুঃ প্রিয়া ভবেৎ ॥
বায়ুসুতস্য স্তোত্রস্য পঠনাৎ শ্রবণাত্তথা ।
লভতে সকলান্ কামান্ কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে ॥
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
দুর্ব্বলো বলমাপ্নোতি ভবেৎ বায়ুসুতোপমঃ ॥
বিঘ্নাঃ সর্ব্বে পলায়ন্তে তং দৃষ্ট্বা নাত্র সংশয়ঃ ।
সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে ।
বন্ধনান্মুক্তিমাপ্নোতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ ॥
ইতি শ্রীগরুড়তন্ত্রে হনুমৎকল্পে শ্রীহনুমৎ স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

প্রণাম ।

অতুলিত বলধামং স্বর্ণ-শৈলাভ-দেহং দনুজ-বন-কৃশানুং
জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥
গোষ্পদীকৃত বারীশং মশকীকৃত রাক্ষসং
রামায়ণ মহামালা রত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্ ॥
অঞ্জনা-নন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনং ।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কা ভয়ঙ্করম্ ॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠং ।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্ত্তনং তত্র তত্র শিরসাকৃতাঞ্জলিং ।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥

পরমার্থ মহাস্তম্ভঃ সৃষ্টিং চেততি তাদৃশম্।
যাদৃশোমে নরঃ পার্শ্বে স্বপ্নে ক্রুদ্ধো মহভটৈঃ ॥৩৯

মহাস্তম্ভস্বরূপ পরব্রহ্ম সেইরূপ সৃষ্টিদর্শন করেন যেমন মানুষ স্বপ্নে ক্রুদ্ধ হইয়া বলে আমার পার্শ্বে যমদূত সেইরূপ।

তাদৃশো ব্রহ্মণঃ সর্গো বুদ্ধএব সুষুপ্তবৎ।
তৃণগুল্মলতাযুক্তঃ শিশিরান্তে যথা রসঃ।
বাসন্তঃ সংস্থিতোভূমৌ তথা সর্গঃ পরে পদে ॥৪০॥

সদা প্রবুদ্ধ হইয়াও যেন সুষুপ্তমত, যেন অজ্ঞানস্বভাববিশিষ্ট এমন যে ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে সৃষ্টিও সেইরূপ যেমন শীতের অন্তে রস, তৃণগুল্ম-লতাযুক্ত। যেমন মৃত্তিকার রসই বসন্ত-শোভা বিস্তার করে, সেইরূপ পরমপদ হইতেই সৃষ্টিবৈচিত্র্য বিস্তৃত হয়। সুবর্ণের অন্তরে দ্রবত্ব অপ্রকাশিত ভাবে থাকে, পরে অগ্নিসংযোগে তাহা প্রকটিত হয়। সেইরূপ পরমপদে সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি থাকার মত কিছু মায়িক ব্যাপার যেন থাকে। আত্মবর্গ কিনা জীবসঙ্ঘ। এই জীবসঙ্ঘকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জীবসঙ্ঘের ভোগ্য এই সৃষ্টি পরমপদ হইতে যেন উঠে।

সন্নিবেশো যথাঙ্গানামঙ্গিনোনন্য আত্মনঃ ॥ ৪১
জগদেবমনন্যস্থ স্বাত্মনো ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৪২

যেমন দেহীর অবয়বসংস্থান দেহী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই জগৎও মায়াশবলিত সগুণব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

যাদৃগেক নরঃ স্বপ্নে যুদ্ধমন্যং নরং প্রতি ॥ ৪৩
তাদৃশং সদসদ্রূপং স্বাত্মোদং ব্যোমগং জগৎ ॥
মহাকল্পান্ত সর্গাদৌ চিৎস্বভাবমিদং জগৎ ॥ ৪৪

একজন মনুষ্য স্বপ্নে যেমন অন্য মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করে আর তাহা সত্য মনে করে, সেইরূপ আত্মস্বরূপ এই শূন্য জগৎও সদসৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাকল্পান্ত পর্য্যন্ত এই জগৎ চিৎস্বভাবান্বিত।

এই যে জগতের কথা বলা হইতেছে, ইহা ব্রহ্মই। এইটুকু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তরঙ্গ ত আছে, দেখাও যাইতেছে। কিন্তু তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপ তরঙ্গমত এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উৎপত্তি-প্রকরণে জগৎটা যেন ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ এইরূপ বলা হইতেছে। তরঙ্গ একটা দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু এটা যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছু নয়, এখানেও নিম্ন অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—যাহা তুমি দেখিতেছ তাহা তাহাই নহে, তাহা ব্রহ্মই। কিন্তু পরে নির্ব্বাণে বলা হইবে যাহা দেখিতেছ, তাহা ভ্রমে; তাহা রজ্জুতে সর্পদর্শন মত—রজ্জুই আছে, সর্প আদৌ নাই। কারণ একবারে-চলনরহিত পরমশান্ত ব্রহ্মে চলন বলিয়া কিছুই উঠিতেছে না। ব্রহ্মসমুদ্রে তরঙ্গ আদৌ উঠিতেছে না। যাহা দেখ—তাহা ভ্রমে।

মুক্তেঽস্মিন্ ব্রহ্মণি যদি ব্রহ্মান্যঃ স্মৃতিজোভবেৎ।
তৎস্মৃতিজ্ঞপ্তিজে সর্গে স্থিতৈব জ্ঞপ্তিমাত্রতা॥ ৪৫

মহাপ্রলয়ে ত এই কল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হইয়া গেলেন। এখন বল পর কল্পের ব্রহ্মা উঠিলেন কিরূপে? বলিতে হইবে, অন্য ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ যিনি হইবেন, তিনি "পূর্ব্ব পূর্ব্ব হিরণ্যগর্ভোঽহং-ভাব-কল্পনাত্মক-উপাসনসংস্কার জন্য স্মৃতিকল্পিতত্বাৎ" অর্থাৎ অন্য হিরণ্যগর্ভ যিনি হইবেন, তিনি আমিই সেই পূর্ব্বকল্পের হিরণ্যগর্ভ এই অহম্ভাব-কল্পনাত্মক জন্য, উপাসনা সংস্কার জন্য যে স্মৃতি, তিনি সেই স্মৃতি হেতু কল্পনা-মাত্র। তবেই দেখ সেই স্মৃতির জ্ঞানজন্য যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি জ্ঞানেস্থিতি ভিন্ন আর কি? তাই বলি, সৃষ্টি যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

রাম। সৃষ্টিটা যদি স্মৃতিজন্য কল্পনাই হয়, তবে পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির মত এই কল্পের সৃষ্টি কিরূপে হইবে? এক ব্রহ্মাণ্ডে কত প্রাণি! আবার প্রত্যেক প্রাণীর বাসনা ও কর্ম্ম কত বিচিত্র! ইহা আবার স্বপ্ন মত। স্বপ্নে কত কি দেখা যায় তাহার স্মৃতি সকল-

বারেই একরূপ হইবে কিরূপে? জাগ্রতে যাহা দেখি, তাহা স্বপ্ন-স্মৃতির ক্রমবৈচিত্র্যের আরোপ—ইহা কেন না হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি' বিদূরথের পৌরজন, মন্ত্রিবর্গ এবং অন্যান্য সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় সমান আকারে আভাসিত হইবার কারণ কি?

বশিষ্ঠ। মুখ্য চিৎ হইতে সমস্ত চৈতন্য উৎপন্ন হইতেছে, যেমন বিপুল বায়ু হইতে অল্প বায়ুলেখা জন্মে সেইরূপ। যে মুখ্য চিৎ হইতে সমস্ত জন্মিতেছে, তাহা সাম্যাবস্থাস্বরূপিণী মায়ামণ্ডিত চিৎ। ইহার দুই প্রবাহ। একটি প্রবৃত্তি-প্রবাহ, অন্যটি নিবৃত্তি-প্রবাহ। প্রবৃত্তি-প্রবাহে সৃষ্টিমত কিছু ভাসে, কিন্তু নিবৃত্তিপ্রবাহ যত্নে স্বরূপস্থিতি। সংসার-পক্ষপাতী অর্থাৎ প্রবৃত্তিপ্রবাহজড়িত যে সম্বিৎ বা জীবচৈতন্য তাহা প্রজাপালক। ইহা প্রজা, পুরবাসী ও মন্ত্রী প্রভৃতিরূপে পরম্পরানু-সারে সমরূপে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল, সেই কারণে উক্ত রাজকুলোদ্ভব রাজা ও বৈদূরথপুরস্থিত জনগণ সকলেই ঐ প্রকারে ঐ বৈদূরথপুরে প্রস্ফুরিত হইয়াছে।

চিতের স্বভাব হইতেছে প্রস্ফুরণ বা কচন। চিৎস্বভাবের যে কচন তাহার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। যেমন চিন্তামণি নামক রত্ন, যে ঐ রত্ন—পায়, তাহার মনোরথানুযায়ী স্বভাবে আবির্ভূত হয়,—সেইরূপ জীব-চৈতন্যও চিত্তসঙ্কলের অনুরূপ স্বভাবে সমুদিত হয়।

রাজা বিদূরথ পূর্ব্বে "আমি অমুক প্রকার কুলাচারাদিসম্পন্ন রাজা হইব" ইত্যাকার চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার সেই সেই সংস্কার সম্পন্ন সম্বিৎ সেইরূপে উদিত হইয়াছিল। বিদূরথ কেন, যে যে জীব যে যে সৃষ্টিতে, যে যে সময়ে, যে যে ভাবে সমুদিত হয়, তাহারা সকলেই মুখ্য চিতের সর্ব্বব্যাপিতা কারণে সর্ব্বত্র স্বচিত্ত-সংস্কারের অনু-রূপেই সমুদিত হয়।

সম্বিৎ যখন তীব্রবেগে ব্রহ্মাকারা হয়, যদি তাহাতে প্রবৃত্তিপ্রবাহের কম্পন আদৌ না থাকে, তাহা হইলে উহা মোক্ষদর্শন করায়। ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ ও জগদাকারা সম্বিৎ এই দুয়ের মধ্যে যাহার বল

অধিক তাহারই জয় হয়। যদি বল জগৎজ্ঞানই ত চিরাভ্যস্ত অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দুর্লভ। এ কথা বলা যায় না। কারণ জগৎজ্ঞান যাহা তাহা অযত্নজ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যত্নজ বেগ আবশ্যক। আর অযত্নজ বেগ অপেক্ষা যত্নজ বেগ অধিক বলশালী এবং সত্য-বিজ্ঞানের নিকট মিথ্যা বিজ্ঞান অতীব দুর্ব্বল। ভবেই দেখ—যদি অত্যধিক যত্নের দ্বারা ব্রহ্মসম্বিৎ উত্থাপন করা যায়, তবে তাহা অযত্ন-লভ্য জগৎসম্বিতের বেগকে অবশ্যই জয় করিবে। আরও দেখ, জগৎসম্বিৎ মিথ্যা আর ব্রহ্মসম্বিৎ সত্য। এজন্য সমুদ্র যেমন নদীকে গ্রাস করে, সেইরূপ ব্রহ্মসম্বিৎ জগৎসম্বিৎকে অবশ্যই গ্রাস করিবে। যদি দেখ ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ ও জগদাকারা সম্বিৎ সমানভাবে উদিত হইতেছে, তাহা হইলে এরূপ যত্ন করিবে যাহাতে জগৎসম্বিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞান দুর্ব্বল হইলে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে ডুবিয়া যাইবে। জল সকল অবস্থাতেই জল। স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ অবস্থাতেও জল, আর অস্বচ্ছ তরঙ্গাদি অবস্থাতেও জল। আত্মাও সেইরূপ ব্রহ্ম অবস্থাতেও আত্মা এবং জগৎ অবস্থাতেও আত্মা। আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নাই। যেমন শূন্যলক্ষণ আকাশের শূন্যতাকেই তল, মালিন্য, মুক্তাপঙ্‌ক্তি, কেশগুচ্ছ, কটাহাকারাদি আকারে জানা যায়, সেইরূপ বিশুদ্ধ বোধৈক-রূপ ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিভাস বা প্রকাশকেই দ্বৈতৈক্যগোচর সঙ্কল্প বিকল্পনরূপ মন দ্বারা অথবা তাহারও মূলভূত অবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনাদি-বশে অহং মম ইত্যাদি জগৎস্বরূপে প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

উৎপত্তি—৬১ সর্গঃ

লীলোপাখ্যানে জগৎস্বরূপ বর্ণন।

শ্রীরাম।

অহং জগদিতি ভ্রান্তিঃ পরস্মাৎ কারণং বিনা।
যথোদেতি তথা ব্রহ্মন্ ভূয়ঃ কথয় সাধু মে ॥১

অহং-ভ্রান্তি ও জগৎ-ভ্রান্তি বিনা কারণে যেরূপ কল্পনাক্রমে উদিত হয়—তাহা যেরূপ পরিষ্কারভাবে বলিলে অনুভব সীমায় আইসে পুনরায় তাহা বলুন। দেহে যে অহংবোধ ইহা ভ্রান্তি। বিনা কারণে এই ভ্রম কিরূপে হয়? আবার পরমাণু ক্ষণোদরে চিরস্থায়ী এই বিপুল জগৎ-ভ্রান্তিও বিনা কারণে উঠিয়াছে ইহাই বা কি? কল্পান্তে যে সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিবপু, চিৎস্বভাব হইতে জাত—পূর্ব্বে ইহা বলিলেন—তথাপি যে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার কারণ এই যে, এমন ভাবে এই ভ্রান্তির কথা বলুন যাহাতে পরিষ্কাররূপে ইহা লোকের অনুভব হয়।

বশিষ্ঠ। সম্বিদের ভিতরেই সমস্ত ভ্রান্তি নিহিত। যে এই ভ্রম দেখে, সে দেখে যে স্বরূপ-চৈতন্যের ভিতরেই ইহা রহিয়াছে। স্বরূপ-চৈতন্য কিন্তু সকলের মধ্যে সমভাবে আছেন। চৈতন্য সর্ব্বদা অসঙ্গ। তাঁহাতে চৈতন্য হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। কাজেই জগদ্ভ্রান্তি যাহা, তাহা বিনা কারণেই উঠিতেছে। সেই জন্য বলিতেছি, ইহা চিৎস্বভাব। স্বভাব যাহা তাহার আবার কারণ কি থাকিবে? আকারবিশিষ্ট মহাসলিলে আকারবিশিষ্ট তরঙ্গমালা তাহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করে সত্য, কিন্তু নিরবয়ব পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি তাঁহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিবে কিরূপে? সাবয়ব জগৎ কিরূপে নিরবয়ব ব্রহ্মের আকার হইবে? এজন্য ইহা মায়িক প্রতিভাস মাত্র। বুঝিতেছ এই যে জগতে এত পৃথক্ বস্তু দেখিতেছ, মনে হয় ইহাদের স্থান যেন পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ ঘটের স্থান, পটের স্থান যেন

পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ঘটাদি বিষয় বাদ দিয়া দেখ দেখিবে জ্ঞান বা চৈতন্য একই বস্তু।

একই চৈতন্যরূপ আধারে ইহা ঘট, ইহা পট ইত্যাদি বিবিধভাবে ইহা উদিত হইতেছে মাত্র। বস্তুতঃ সে সকল ভাব চৈতন্যের নহে, সে সকল চিত্তের। চিত্তস্পন্দন কল্পনাই ঘন হইয়া স্থূল বস্তু হইতেছে। দ্রব জল ঘন হইয়া যেমন করকা হয়, আবার করকায় তাপ দিলে যেমন জলই হয়, সেইরূপ চিত্তস্পন্দন-কল্পনাই ঘন হইয়া জগৎ হইয়াছে। আবার স্থূল জগৎ ধরিয়া তপস্যার তাপ দিলে তাহা কল্পনাই হয়, আবার কল্পনাকে ভাল করিয়া দেখিতে গেলে তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে সেইরূপ চিত্তস্পন্দন-কল্পনাও এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মে কিন্তু এই জগৎ নাই। নিরাকার চৈতন্যের যে বহু আকার দেখ তাহা বাস্তব নহে, তাহা মায়িক। প্রাণিগণের অন্তঃস্থ অজ্ঞান এই জগৎ ও এই আমি আকারে ঐ পরব্রহ্ম-আধারে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন স্ফটিক-শিলায় প্রতিবিম্বিত বনরাজি স্ফটিক শিলা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ অন্তঃস্থ চৈতন্যে আরোপিত এই জগৎ, এই আমি তুমি ইত্যাদি প্রতিভাস, সেই ঘন চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে।

বায়ু যেমন আপনিই আপনার স্পন্দনের কারণ; মুখের শোভা চক্ষু যেমন দর্পণ-প্রতিহত ও পরাবৃত্ত হইয়া মুখ অবলোকন করে, সেইরূপ পরমার্থ-চিদ্রূপ ব্রহ্মও আপন পারমার্থিকরূপ আপন কল্পিত অজ্ঞানে আবৃত করিয়া আপনার সম্বিৎ দ্বারা আপনাকে প্রপঞ্চরূপী কল্পনা করেন।

ব্রহ্ম কিরূপে আপনাকে তন্মাত্ররূপে কল্পনা করেন তাহাই এখন দেখ।

প্রথমে সর্ব্বশক্তিমান্ মায়াসম্বলিত পরব্রহ্ম শব্দাণু অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্ররূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। সেই শব্দাণু বা শব্দতন্মাত্র প্রথমে আপনাকে অবকাশ বা ছিদ্রের ন্যায় চেতিত করেন —তাহাতে যে ভাব

হয় সেই ভাবকে শাস্ত্রে আকাশ বলে। এই শব্দতন্মাত্র বা শব্দাণু হইতে আকাশের সৃষ্টি।

স্থির পবন যেমন এক এক সময়ে স্পন্দতা অনুভব করে, সেই রূপ ঐ আকাশাভিমানী ব্রহ্মও তৎপরে স্পর্শাণু বা স্পর্শতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা আপনাকে অনিল বলিয়া চেতিত করেন। তাহাতেই ব্রহ্ম, বায়ুরূপে প্রকাশিত হয়েন।

অনন্তর সেই বায়ুরূপী ব্রহ্ম, রূপতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা তেজঃস্বরূপে প্রকাশিত হন; সেই প্রকাশ হইতে তেজের উৎপত্তি।

তেজোঽভিমানী ব্রহ্ম রসতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা আপনাকে সলিল ভাবে অনুভব করেন। তাহাতেই জলের সৃষ্টি।

সলিলাভিমানী চিৎ, গন্ধতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা আপনাকে গন্ধঘন পৃথ্বীভাবে অনুভব করেন, তাহাতেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সংস্কার সমস্ত মায়াতেই থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপে যে ক্রমে সৃষ্টি হয়, পর পর কল্পেও মায়াতে সেই সেই সংস্কার থাকে। চেতন ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

পরব্রহ্ম যে পূর্ব্বোক্ত তন্মাত্রাদিরূপে প্রকট হন, তাহা আমাদের চক্ষুর উন্মেষে জগদ্দর্শনের মত নহে; পরন্তু এক নিমেষের লক্ষভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে ঐরূপ প্রকাশ হয়। তাহা আবার মায়িক আরোপের প্রভাবে কোটি কোটি কল্প বলিয়া সৃষ্টিপরম্পরারূপে কথিত হইয়া আসিতেছে। অতি অল্প সময়ও কল্প কল্পান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। স্বপ্নেও ক্ষণকে কল্প বলিয়া মনে হয়।

রাম অধিক আর কি বলা যাইবে, তুমি ইহাই ধারণা কর যে—

চিদ্ব্রহ্ম যৎ যথা যেন বুধ্যতে স্বাত্মনাত্মনি।
তত্তৎ তথানুভবতি সর্ব্বং সর্ব্বাঙ্গশক্তিমৎ ॥২০

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম এমনি বস্তু যে, যে যেমন ভাবে আপন আত্মা দ্বারা আত্মাতে ইঁহাকে অনুভব করে, আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে যেমন ভাবে আপনার চিত্তে ইঁহাকে বুঝে—সে তেমনি

ভাবেই ইঁহাকে অনুভব করে; কারণ ইনি সর্ব্বাঙ্গে মায়াশক্তিকে আশ্রয় দিয়া রহিয়াছেন। সেই মায়াই আবার চিত্তরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। রজ্জুত রজ্জুই আছে। তুমি তোমার চিত্তাশ্রিত অজ্ঞান দ্বারা ইহাকে সর্প বলিয়া দেখ, তাই ইহা তোমার কাছে সর্প। কিন্তু সর্পটি যেমন মায়াশ্রয়ত্ব হেতু ব্রহ্মেরই প্রকাশ এজন্য ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত; সেইরূপ জগৎটাও মায়াশ্রয়ত্ব হেতু ব্রহ্মরত্নেরই প্রকাশ।

বাসনাময় চিত্তের দ্বারাই ব্রহ্মে জগতের উদয় হয়। যতদিন চিত্ত থাকিবে, ততদিন চিত্ত হইতে চিৎকণাত্মক জীবের অজ্ঞানে সহস্র সহস্র সৃষ্টি, ভাসিবেই। জীবের অন্তরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি পরম্পরারূপিণী সৃষ্টি-প্রকাশ্যও গুপ্তভাবে আছেই, যেমন জলের মধ্যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য ভাবে তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্ অবস্থান করে সেইরূপ। আরও দেখ, যেমন বায়ুর মধ্যে স্পন্দন থাকে, আর বায়ু যেমন সঞ্চরণকালে সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু স্থিরভাবে থাকিলে আছে বলিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ এই জগৎও অজ্ঞানতার দ্বারা আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

রাম। এখন বলুন, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে এই জগদ্ভ্রান্তি, এই স্বপ্নবন্ধন, এই অজ্ঞান দূর হয়?

বশিষ্ঠ।

জাতা চেদরতির্জ্জন্তোর্ভোগান প্রতিমনাগপি।
তদসৌ তাবতৈবোচ্চৈঃ পদং প্রাপ্ত ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৪

জীবগণের বিষয়ভোগে যদি মনে মনেও অরতি জন্মে তবে সেই অরতি-ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া জীবকে মোক্ষপদ প্রাপ্ত করায়। শ্রুতিও বলেন—

কামান্যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র যত্র।
পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনশ্চ ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

তবেই দেখ—যতো যতো বিরজ্যতে ততস্ততো বিমুচ্যতে।

অতোহমিত্যসম্বিদন্ ক এতি জন্মসম্বিদম্॥ ৩৫

লীলার উপসংহার।

"জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে"
অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ"

আমরা শ্রীগীতাতে পাই "আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জরা মরণ হইতে মুক্তিলাভের যত্ন করে" "আমি তাহাদিগকে মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দিয়া থাকি"। শ্রীভগবানের এই আশ্বাসবাণী কোন্ সাধকের প্রাণে আশ্বাস ঢালিয়া না দেয়? শ্রীগীতায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান্, লীলা উপন্যাসে তিনিই জ্ঞপ্তিদেবী শ্রীসরস্বতী। লীলা ইঁহারই সাধনা করিয়া আতিবাহিক দেহ পাইয়াছিল, সত্যসঙ্কল্পময়ী হইয়াছিল, পরলোকে ভ্রমণ করিয়াছিল, আর মৃত স্বামীকে আবার বাঁচাইয়া আনিয়াছিল। লীলা কুলবধূর আদর্শ। লীলা স্বামীকে জীবন্মুক্তি দিয়াছিল। আপনি জীবন্মুক্ত হইয়াছিল! ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজনের উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে? সাবিত্রীর মত এই লীলা। সতী স্ত্রী সব ছাড়িতে পারে এ আদর্শ ছাড়িতে পারে না। এই আদর্শ হৃদয়ে তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। বুঝি এই সাধনার ও সময় আসিয়াছে।

জীবন লইয়া কি হইবে যদি এই জীবন আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের ব্যাপারে নিত্য ব্যথা পায়? মানুষের জীবনে সাধনা করিবার সমস্ত উপাদান আছে। যদি জীবন সাধনা শূন্য হয় তবে সেই জীবনে সুখ কোথায়? ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনের জন্য সংসার করায় সুখ কি? সংসার যে জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহে নিরন্তর হাহাকার করিতেছে ইহা কে না দেখিতেছে? যদি মানুষ এই যড়োর্ম্মি পার হইতেই না পারিল তবে মানুষ কার কি উপকার করিল? যদি মানুষ সংসার দুঃখ অতিক্রম করিয়া অন্যকে তাহাই করাইতে না পারিল, যদি হাহাকার দূর করিবার উপায় জানিয়া, সাধনা করিয়া সেই সাধনা প্রচার করিয়া না গেল তবে জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইল কৈ? বাহিরের ক্ষণিক তৃপ্তিতে কার কবে মনের শান্তি আসিয়াছে? বাহিরের সুখের আমদানীতে কার কবে প্রাণ জুড়াইয়াছে? কার কবে স্ত্রী পুত্র স্বজন বিয়োগ ভয় গিয়াছে? কার কবে নিত্য আনন্দে স্থিতি লাভ হইয়াছে?

লীলা শোক কি জানিয়াছিল, শোক শান্তির জন্য সাধনা করিয়াছিল এবং সিদ্ধি লাভ ও করিয়াছিল। লীলা বিয়োগাত্মক নহে মিলনাত্মক। শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হওয়া, শ্রীভগবানের সহিত মিশ্রিত হওয়া আবার শ্রীভগবানম্বে স্থিতি লাভ করিয়া, সেই স্থিতি আয়ত্ব করিয়া সংসারের উৎকট হাহাকারে অবিচলিত থাকিয়া অন্যকে সেই পথ দেখান এইত মানুষের ব্রত। এই জীবন্মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

ভগবান্ বশিষ্টদেব লীলাতে ইহাই দেখাইয়াছেন—জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইলে কি করা আবশ্যক লীলা তাহারই পুস্তক। ভগবৎ লীলাও জীবন্মুক্তি সুখ আস্বাদন জন্য। এই লীলা কখন পুরাতন হইতে পারে না। একবার পড়িয়াই লীলা পড়া কখন শেষ হইবে না। যতদিন জীবন্মুক্তি না হয়, যতদিন "তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টং যেন কেন চিৎ" না হয় ততদিন লীলা পড়াও থাকিবে লীলায় সাধনাও করিতে হইবে।

জীবন্মুক্তির সাধনা কি, স্বরূপ বিশ্রান্তির কার্য্য কি, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তবে এক কথায় এই বলা যায় সেই চেতন, সর্ব্বব্যাপী, জগদাকারে দণ্ডায়মান পুরুষকে দেখিয়া দেখিয়া মন যখন দৃশ্য বস্তুর সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ ত্যাগ করে, যখন শেষে আর দৃশ্য বলিয়া কিছুই দেখেনা, যাহা দেখে তাহাকে চৈতন্যরূপেই দেখে; দেহ, মন, সংসার, বিশ্ব সবই চৈতন্যরূপে ভাসিয়া উঠে; যে সাধনায় ইহা হয় তাহাই স্বরূপ বিশ্রান্তির সাধনা।

যখন গুরু শোকভারে নিষ্পেষিত হও তখন ভাল করিয়া দেখ দেখি কিসে জুড়াইতে পার? অসত্য যাহা তাহাই শোকের কারণ আর সত্য ভিন্ন অসত্যের প্রহার সহ্য করিতে কে সমর্থ?

সত্য কি? চৈতন্যই সত্য। চৈতন্য ভিন্ন অচৈতন্যের ভয় কি দূর হয়? চেতন লইয়া চেতন হইয়া থাক কোন ভয় আর থাকিবেনা। তখন অচেতন আর কিছুই দেখিবেও না।

সাগর বক্ষে তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে। গতির তলে থাকে স্থিতি। রূপের তলে থাকে স্বরূপ। নামরূপের নীচে থাকেন সর্ব্বব্যাপী নামী। নামীর রূপ নাই। তথাপি জগতের সব রূপই সেই অরূপের রূপ। পরম শান্ত চৈতন্য সমুদ্র, ভাবনা চক্ষে দেখিতে দেখিতে যখন অশান্ত তরঙ্গ আর দেখিবেনা, রজ্জু ভাবিতে ভাবিতে যখন সর্প আদৌ আর ভাসেনা দেখিবে তখন হইবে চিরতরে দুঃখশান্তি রূপ স্বরূপ

বিশ্রান্তি। লীলা ইহাই দেখিয়াছিল, ইহাই আয়ত্ব করিয়া স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তিতে খেলা করিয়াছিল অথচ একবারও তুরীয় হইতে বিচ্যুত হয় নাই। লীলা তাই পরলোক কোথায় ইহা দেখিয়াছিল; মৃত্যু কার হয়, মরিবার পরে লোকে কোথায় যায়, কি করে, সব জানিয়াছিল। আতিবাহিকতা লাভ করিয়া সত্যসঙ্কল্প হইয়াছিল। জীবন ত ইহারই জন্য।

আর কিছুই নাই তুমিই আছ। মায়ার লীলাই লীলা। সরস্বতী—সহচরী লীলা মায়ার লীলা অতিক্রম করিয়া, মায়ার লীলা আয়ত্ব করিয়া, লীলা দেখিয়াছিল। তুমি আমি যদি ভগবান বশিষ্ট দেবের কৃপায় লীলা ছাড়িয়া লীলা দেখি, লীলার মত হই তবেই ত স্বরূপে থাকিয়াও নিত্যলীলা আয়ত্ব করিতে পারিব। এস এস লীলাকে প্রণাম করিয়া আমরা লীলার স্বরূপে আমাদের লীলা মিশাই। ইহারই জন্য এই উপন্যাস। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং ত্রিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ টাকা, মোট ১২৸০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহিত জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ে উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

বিচার চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারি ভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা বিশুদ্ধ এবং সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ থাকিবে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। [illegible] নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই। মূল্য কাগজে বাঁধাই ১॥০ টাকা; বোর্ডে বাঁধাই ২৷৹ টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসম্বলিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার যোগ [illegible] ও সাধনার চরিচত্রণ দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অনুরাগ [illegible] সাধনা-পথের প্রথম পথিক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করি[illegible] যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর [illegible] উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৶০ [illegible]

"সাবিত্রী [illegible] ও উপাসনা তত্ত্ব" সম্পূর্ণ উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা—(উপন্যাস) [illegible] মহা-রামায়ণের লীলা উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক [illegible] সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য—১৷০ [illegible]; উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে—১৶০ আনা।

উদ্বোধন—স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত [illegible] পরিচালিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—[illegible]

উদ্বোধন কার্য্যালয়—১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী [illegible] কলিকাতা

সচিত্র নূতন **ব্রহ্মবিদ্যা** মাসিক পত্র

(বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতি হইতে প্রকাশিত)

সম্পাদক—
রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল।

এই পত্রিকায় প্রাচ্যদেশের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে [illegible] ব্যাখ্যা সহ মুদ্রিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন আর্য্য-শাস্ত্র-নিহিত [illegible] সাধারণের সমক্ষে পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে [illegible] তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক আলোচনা, যোগশাস্ত্র, হিন্দু জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] ছাপা। মূল্য—সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক [illegible] বার্ষিক মূল্য সত্বর পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন ইহাই প্রার্থনা।

ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যালয়,
৪।৩A. কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA. IN ENGLISH RHYME.

Highly praised by Eminent oriental Scholars. Price Rs. 3.

Sir Alfred Croft, K. C. I. E., M. A., L. L. D., &c., &c., Late Director of Public Instruction of Bengal and Vice-Chancellor, Calcutta University, Writes. -

The translation is very well done and will convey to the English reader a very clear idea of the contents of the original work.

To be had at the UTSAB OFFICE.
162, Bowbazar Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়া সংবাদ" না দিলে বিনা মূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে; নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকা কড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার -মাসিক এক পৃষ্ঠা ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকমোহন সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

লীলা—লীলা উপন্যাস পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দাম অবাঁধাই ১৲, বাঁধাই ১।০। লীলা বশিষ্ঠদেব রচিত উপাখ্যান। আজকাল উপন্যাস-প্লাবিত জগতে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠদেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমুলও ফুল কিন্তু প্রভেদ কত? প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিয়োগ-বিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ মৃতব্যক্তি কোথায় কিভাবে আছে তাহা দেখিবার জন্য যখন ব্যাকুল হয় তখন কেহ কি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে? বশিষ্ঠদেব দেখাইতেছেন যে, যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারেন তবে তিনি পারেন। লীলা মৃতস্বামীকে দেখিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প রচনা করিতেন না। যাহা না জানিলে মানুষ পশুত্বের দিকে নামিতে থাকে, যাহা জানিলে সাধন-লভ্য অমৃতের আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্বের দিকে চলিতে পারে, ঋষিগণ সকল পুস্তকে তাহারই সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং সাধনা করিতে বলিয়াছেন। লীলাতে ইহজীবনের বিশেষতঃ পরলোকের সকল তত্ত্বই বলা হইয়াছে। এরূপ উপন্যাস অতি বিরল। ইহাতে শিক্ষা আছে, মাধুর্য্য আছে, আর আছে সংশয়শূন্য হইবার কৌশল।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। বিচার চন্দ্রোদয় গ্রাহকেরগণ কোন প্রকারের বাঁধা বই লইতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইবেন। অবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷০ টাকা, অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৸০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না; সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থ আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲, (২) উচ্ছাসাঃ—৸০, (৩) কল্যাণী—১৷৷০, (৪) কোকালোক—১৲, (৫) আহ্নিকম—৷০। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা—২৲। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র প্রণীত (১) শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—৷০, (২) নিবেদন—৷০।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশশিকামোহন সেনগুপ্ত।